বাংলাদেশ
দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা
পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা
(২০১৬-২০২০)

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ
দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা
পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা
(২০১৬-২০২০)

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এই দলিলখানি নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের যৌথ প্রয়াসের ফসল:

কৃষি মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
শিল্প মন্ত্রণালয়
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজ, বেসরকারি-সংস্থা, কৃষক সংগঠনসমূহ, গবেষক ও শিক্ষক প্রতিনিধি ও রিসোর্স পার্টনারবৃন্দের সাথে নিবিড় আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে এই দলিলখানি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমন্বয়কারী :
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

আইএসবিএন ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৪৯৬১-০

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত, অনুলিপি ও হালনাগাদের জন্য যোগাযোগ করুন:
মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি সড়ক, ঢাকা-১০০০; dgfpmu@mofood.gov.bd

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
আদ্যক্ষর ও শব্দ-সংক্ষেপ		iv
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		xi
অধ্যায় ১.	ভূমিকা	১
অধ্যায় ২.	প্রাসঙ্গিকতা	৩
অধ্যায় ৩.	সিআইপি-২ : দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি শক্তিশালী উপকরণ	৫
অধ্যায় ৪.	পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা	৬
অধ্যায় ৫.	সিআইপি-২ প্রণয়ন প্রক্রিয়া	৮
অধ্যায় ৬.	সিআইপি-২ প্রণয়ন নীতি নির্দেশিকা	১১
অধ্যায় ৭.	সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহ	১৪
অধ্যায় ৮.	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামোয় সিআইপি-২ এর অবস্থান	৪২
অধ্যায় ৯.	সিআইপি-২ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণে সমন্বিত কাঠামোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন	৫০
অধ্যায় ১০.	ফলাফল কাঠামো, কর্মসূচির সূচক ও বিনিয়োগ সমূহের প্রভাব	৫৩
অধ্যায় ১১.	ব্যয় ও অর্থায়ন	৬৫
অধ্যায় ১২.	প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকিসমূহ	৭৫
পরিশিষ্টসমূহ		৭৭
পরিশিষ্ট-১ :	পরামর্শ সভার তালিকা	৭৭
পরিশিষ্ট-২ :	পরামর্শ সভার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ	৭৯
পরিশিষ্ট-৩ :	সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং সিআইপি কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির সাথে সম্পর্ক	৯৮
পরিশিষ্ট-৪ :	প্রতিটি কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১১৩
পরিশিষ্ট-৫ :	সিআইপি-২ এর ব্যয় ও অর্থায়নের বিস্তারিত তথ্য	১৫০
পরিশিষ্ট-৬ :	সিআইপি-২ এর সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	১৮৯

সারণিক্রম

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সারণি-১.	অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান	৯
সারণি-২.	সকল বিনিয়োগ কর্মসূচি, উপ-কর্মসূচি ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সংস্থার সারসংক্ষেপ	৩৯
সারণি-৩.	সিআইপি-২ এর পাঁচটি বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সাথে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল ও উদ্যোগের সম্পর্ক	৪৬
সারণি-৪.	ফলাফল কাঠামোর ম্যাট্রিক্স	৫৫
সারণি-৫.	২০১৬ এর জুন মাস পর্যন্ত সিআইপি ২ এর জন্য প্রয়োজনীয় মোট, বিদ্যমান সম্পদ ও অতিরিক্ত অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬৯
সারণি-৬.	২০১৬ এর জুন মাস পর্যন্ত পুষ্টি-সংবেদী সিআইপি-২ এর জন্য প্রয়োজনীয় মোট, বিদ্যমান সম্পদ ও অতিরিক্ত অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৭০
সারণি-৭.	সিআইপি-২ এর পুষ্টি-সংবেদনশীল ও পুষ্টি-সহায়ক উদ্যোগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৭৩
সারণি-৮.	সিআইপি-২ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রশমনমূলক সমাধান	৭৫
সারণি-ক.৫.১.	বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে গুরুত্ব অনুযায়ী বরাদ্দ	১৫৪
সারণি-ক.৫.২.	কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি প্রতি বিদ্যমান অর্থায়ন ও অতিরিক্ত চাহিদা (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১৫৬
সারণি-ক.৫.৩.	পুষ্টিগত গুরুত্বের নিরিখে কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি প্রতি বিদ্যমান অর্থায়ন ও অতিরিক্ত চাহিদা (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১৫৯
সারণি-ক.৫.৪.	সিআইপি-২ এর পুষ্টি-সংবেদনশীল+, পুষ্টি-সংবেদনশীল ও পুষ্টি সহায়ক উদ্যোগসমূহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১৬৪
সারণি-ক.৫.৫.	সিআইপি-২ এর সাথে প্রাসঙ্গিক চলমান প্রকল্পসমূহের ডাটাবেজ (লাখ টাকা হিসেবে বিনিয়োগ)	১৬৬
সারণি-ক.৫.৬.	সিআইপি-২ এর সাথে প্রাসঙ্গিক প্রত্যাশিত প্রকল্পের ডাটাবেজ (লাখ টাকা হিসেবে বিনিয়োগ)	১৮১
সারণি-ক.৬.১.	সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	১৯০
সারণি-ক.৬.২.	বিষয়ভিত্তিক দলের গঠন কাঠামো	১৯৩
সারণি-ক.৬.৩.	কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহের গঠন	১৯৫

চিত্রক্রম

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
চিত্র ১.	খাদ্য পদ্ধতির জটিলতা	৭
চিত্র ২.	সিআইপি-২ প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৫১
চিত্র ৩.	এডিপি বিনিয়োগের জাতীয় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি	৫২
চিত্র ৪.	সিআইপি-২ ফলাফল শৃঙ্খল	৫৩
চিত্র ৫.	পুষ্টি-গুরুত্বের নিরিখে মোট সিআইপি-২ এ স্তম্ভ-প্রতি বাজেট বরাদ্দের অংশ	৭১
চিত্র ৬.	এমএএফএপি'র শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পুষ্টি-গুরুত্বের নিরিখে সিআইপি-২ এর বাজেট	৭২
চিত্র ৭.	সিআইপি-২ পরামর্শ সভার অনুষ্ঠানস্থল	৭৮
চিত্র ক.৫.১.	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার চারটি মাত্রা ও তাদের নির্ধারক	১৫২
চিত্র ক.৫.২.	পুষ্টি গুরুত্বের নিরিখে মোট সিআইপি-২ এ স্তম্ভ-প্রতি বাজেট বরাদ্দের অংশ	১৬২
চিত্র ক.৫.৩.	এমএএফএপি'র শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পুষ্টি-গুরুত্বের নিরিখে সিআইপি-২ এর বাজেট	১৬৩
চিত্র ৮.	সিআইপি-২ এর জীবনচক্র	১৮৯
চিত্র ৯.	সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ	১৯০

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপ

এডিবি - এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

এডিপি - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

এএফএসআরডি - কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়ন

এআইসিসি - কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র

এআইজিএ - বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচি

এআইএস - কৃষি তথ্য সেবা

এএমআর - এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স

এপি-ডিইএফ - এশিয়া প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস ফ্যাসিলিটি

এপিএ- বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি

এপিএসইউ- এগ্রিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইউনিট

এটিসি- কৃষি বিষয়ক কারিগরি কমিটি

এইউএস-এআইডি - অস্ট্রেলীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা

এডব্লিউডি- অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রায়িং পদ্ধতি

বিএবি- বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড

বিএডিসি- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন

বিএইসি- বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন

বিএপিএ - বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর'স এসোসিয়েশন

বিএআরসি- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

বিএআরআই- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট

বিএইউ- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিবিএফ- বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন

বিবিএস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বিসিএসএ- বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন

বিসিসি- আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ

বিসিসিএসএপি- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

বিসিআইসি - বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

বিসিএসআইআর - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

বিডিএইচএস- বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেলথ সার্ভে

বিডিপি- বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান

বিইআই- ব্লু-ইকনোমি ইনিশিয়েটিভ

বিএফডি- বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর

বিএফডিসি- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

বিএফআরআই- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বিএফএসএ- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিএফএসএলএন-বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য গবেষণাগার নেটওয়ার্ক

বিআইডিএস- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বিআইএনএ- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট

বারডেম- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রাইন অ্যান্ড মেটাবলিক ডিজঅর্ডারস

বিআইআরটিএএন- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিজেআরআই- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিকেএমইএ- বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

বিএলআরআই- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিএলএএসটি- বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট

বিএমডিএ- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বিএনএনসি- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

বিওএএ - বেটা-এন অক্সালিল এমিনো এলানাইন

বিআরসি- ব্রিটিশ রিটেইল কাউন্সিল

বিআরডিবি- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বিআরআরআই- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট

বিআরডব্লিউএসএসপি - বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট

বিসিক- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন

বিএসএমআরএইউ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিএসআরআই- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিএসটিআই- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ও টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

বিডব্লিউডিবি- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সিএবি- কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ

সিএআরএস- সেন্টার ফর এডভান্সড রিসার্চ ইন সাইন্সেস

সিবিএ- কস্ট-বেনিফিট এনালাইসিস

সিডিবি- তুলা উন্নয়ন বোর্ড

সিডিআইএল- সেন্ট্রাল ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি

সিএফএস - কমিটি অন ওয়ার্ল্ড ফুড সিকিউরিটি

সিজিআইএআর- কনসাল্টেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ

সিআইপি- রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা

সিআইপি ১- প্রথম রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা

সিআইপি ২- দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা

সিএনআরএস- সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্সেস স্টাডিজ

সিএসএ- সিভিল সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন

সিএসও- সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ

ডিএই- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ডিএএম- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

ড্যানিডা- ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন

ডিএটিএ- ডেটা এ্যানালাইসিস অ্যান্ড টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স

ডিসি- জেলা নিয়ন্ত্রক

ডিসিসিআই- ঢাকা চেম্বারস্ অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

ডিডিএম- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

ডিএফআইডি- ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, যুক্তরাজ্য

ডিএফটিআরআই- ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজ

ডিজি- মহাপরিচালক

ডিজিএফ- মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

ডিজিএফপি- মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডিজিএইচএস- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডিএলএস- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ডিএনসিআরপি- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
ডিওই- পরিবেশ অধিদপ্তর
ডিওএফ- মৎস্য অধিদপ্তর
ডিপি'স- উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ
ডিপিই- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিপিএইচই- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ডিএসএস- সমাজসেবা অধিদপ্তর
ডিটিসি- জেলা কারিগরি কমিটি
ইসিএ- এনভায়রনমেন্টালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস
ইএফসিসি- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
ইকেএন- নেদারল্যান্ডস এমব্যাসি
ইপিজেড- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল
ইআরডি- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
ইআরজি- ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ
ইইউ- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
এফএও- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
এফবিসিসিআই- বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন
এফআইএসি- ফারমার্স ইনফরমেশন অ্যান্ড এ্যাডভাইজরি সেন্টার
এফএলডব্লিউ- খাদ্য পচন ও অপচয়
এফএনএস- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা
এফপিএমসি- খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি
এফপিএমইউ- খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট
এফপিডব্লিউজি- খাদ্যনীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ
এফএসএন- খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি
এফএসএনএসপি- খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সার্ভিলেন্স
এফওয়াইপি- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
জিটুপি- সরকার থেকে ব্যক্তি
জিএআইএন- গ্লোবাল এ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন
জিএপি- গুড এগ্রিকালচারাল প্রাকটিসেস
জিডিডিএস- জেনারেল ডেটা ডিসেমিনেশন সিস্টেম
জিএফএলআই- গ্লোবাল ফুড লস ইনডেক্স
জিইডি- সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
জিএইচজি- গ্রিন হাউজ গ্যাস
জিএইচপি- গুড হাইজিনিক প্রাকটিসেস
জিআইজেড- নেদারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
জিএমও- জেনেটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম
জিএমপি- গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিসেস

জিওবি- বাংলাদেশ সরকার
জিআর- গ্রাটিটিউসাস রিলিফ
জিভিসি- গ্লোবাল ভ্যালু চেইন
এইচএসিসিপি- হ্যাজার্ড এনালাইসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট
এইচআইইএস- হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে
এইচকেআই- হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল
এইচপিএনএসডিপি- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি
এইচওয়াইভি- উচ্চ ফলনশীল জাত
আইএটিআই- ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ
আইসিডিডিআর,বি- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ
আইসিএন ২- পুষ্টি বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন
আইসিটি- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
আইডিএ- ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
আইডিবি- ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক
আইডিআরএ - বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
আইডিটিএস - ইন্সপেকশন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সার্ভিসেস
আইইডিসিআর- ইন্সটিটিউট অফ এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ
ইফাদ- কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল
আইএফসি- ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
আইএফপিআরআই- ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট
আইএফআরসি- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট
আইএফএসটি- ইন্সটিটিউট অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
আইএলও-ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
আইএমডি- ইনক্লুসিভ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এপ্রোচ
আইএমইডি- বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
আইএনএফএস- পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউশন
আইপিসি- ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন
আইপিএইচ- জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ইন্সটিটিউশন
আইপিএইচএন- জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ইন্সটিটিউশন
আইপিএম- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা
আইআরআরআই- ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট
আইইউইউ- অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অবিকৃত
আইওয়াইসিএফ- নবজাতক ও শিশু খাদ্য কর্মসূচি
জেসিএস- যৌথ সহযোগিতা কৌশল
জেডিসিএফ- জাপান ডেট ক্যান্সেলেশন ফান্ড
জেআইসিএ- জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি
কেএফডব্লিউ- জার্মান সরকার মালিকানাধীন উন্নয়ন ব্যাংক
এলসিজি- স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ
এলসিজি- এএফএসআরডি- কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ
এলডিডিএমপিপি- লাইভস্টক বেইজড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিট প্রোডাকশন প্রজেক্ট
এলজিডি- স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

এলজিইডি- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলওএ- লেটার অফ এগ্রিমেন্ট

এমএএফএপি-খাদ্য ও কৃষি নীতিসমূহ পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

এমবিবিএস- ব্যাচেলর অফ মেডিসিন, ব্যাচেলর অফ সার্জারি

এমডিজি- মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল

এমএফএসপি- মডার্ন ফুড স্টোরেজ প্রজেক্ট

এমআইসিএস- মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে

এমআইএসএম- ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিস অ্যান্ড মনিটরিং

এমআইওয়াইসিএন- ম্যাটারনাল, ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চিলড্রেন নিউট্রিশন

এমওএ- কৃষি মন্ত্রণালয়

এমও কমার্স- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

এমওডিএমআর- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

এমওইডি- শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এমওইএফসি- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

এমওএফ- অর্থ মন্ত্রণালয়

এমও ফুড- খাদ্য মন্ত্রণালয়

এমওএলএফ- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

এমওএইচএফডব্লিউ- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

এমওআই- শিল্প মন্ত্রণালয়

এমওএলই- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এমওএলজিআরডিঅ্যান্ডসি- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

এমওপি- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

এমওপিএমই- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

এমওএসটি- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

এমওএসডব্লিউ- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এমওইউ- মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং

এমওডব্লিউসিএ- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এমওডব্লিউআর- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এমআরভিএ-মাল্টিপল রিস্ক ভালরানিবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যাপিং

এমএসএমই- মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস

এমটিবিএফ- মিডিয়াম টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক

এমইউসিএইচ- মিটিং দ্য আন্ডার-নিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ

এনএপিএ- ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন

এনএআরএস- ন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ সিস্টেম

এনএটিসিসি- ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনিক্যাল কো-অরর্ডিনেশন কমিটি

এনসি- ন্যাশনাল কমিটি

এনসিডি- অ-সংক্রামক ব্যাধি

এনসিআরপিসি- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

এনইসি- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ

এনএফএনএসপি- জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি

এএফপি- জাতীয় খাদ্য নীতি
এনএফপি-সিএসপি- ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেন্দেনিং প্রোগ্রাম
এনএফএসএমএসি- জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ
এনএফএসএল- ন্যাশনাল ফুড সেইফটি ল্যাবরেটরি
এনজিও- বেসরকারি সংস্থা
এনআইপিএন- ন্যাশনাল ইনফরমেশন প্লাটফর্ম ফর নিউট্রিশন
এনআইপিওআরটি- ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং
এনআইপিইউ- নিউট্রিশন ইনফরমেশন অ্যান্ড প্লানিং ইউনিট
এনএনপি- জাতীয় পুষ্টি নীতি
এনএনএস- জাতীয় পুষ্টি পরিসেবা
এনপিএএন ২- সেকেন্ড ন্যাশনাল প্লান অফ অ্যাকশন ফর নিউট্রিশন
এনএসএ- নিউট্রিশন সেন্সেটিভ এগ্রিকালচার
এনএসডিএস- পরিসংখ্যান উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র
এনএসএসএস- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল
এনডব্লিউএ- জাতীয় মহিলা সংস্থা
এনডব্লিউআরসি- জাতীয় পানিসম্পদ কাউন্সিল
এনডব্লিউআরডি- জাতীয় পানিসম্পদ তথ্যভাণ্ডার
ওএমএস- ওপেন মার্কেট সেলস
পিএ- প্রিসিশন এগ্রিকালচার
প্যারিস ২১- পার্টনারশিপ ইন স্ট্যাটিসটিক্স ফর ডেভেলপমেন্ট ইন টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি
পিডিবিএফ- গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
পিএফডিএস- পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম
পিই- পাবলিক এক্সপেন্ডিচার
পিএইচএলডিসিসি- পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি অফ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
পিএইচএসসি- পোস্ট-হারভেষ্ট সার্ভিস সেন্টার
পিকেএসএফ- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিএমও- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পিওএ- প্লান অফ অ্যাকশন
পিপিপি- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব
পিপিআরসি- পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার
পিপিডব্লিউ- প্লান্ট প্রোটেকশন উইং
আরঅ্যান্ডডি- রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
আরসি- রিজিওনাল কন্ট্রোলার
আরডিএ- পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
আরডিসিডি- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আরইএসিএইচ- শিশু ক্ষুধার বিরুদ্ধে পুর্নবায়ন প্রচেষ্টা
আরটিসি- রিজিওনাল টেকনিক্যাল কমিটি
আরটিএফঅ্যান্ডএসএস- রাইট টু ফুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি
এসএএআরসি- সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ রিজিওনাল কো-অপারেশন
এসএইউ- শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
এসসিএ- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

এসডিডিএস- স্পেসিয়াল ডেটা ডিসেমিনেশন স্ট্যান্ডার্ড

এসডিএফ- সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

এসডিজি- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

এসএফডিএফ- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

এসআইডি- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

এসআইএস- স্মল ইনডিজিনাস স্পেসিস

এসএমএআরটি- স্পেসিফিক, মেজারেবল, এচিভেবল, রেলিভেন্ট, টাইম-বাউন্ড

এসএমই- স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইণ্ডাস্ট্রিজ

এসওএফআই- স্টেট অফ ফুড সিকিউরিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড

এসওপি- স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর

এসপিএফ- স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি

এসআরডিআই- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট

এসএসএন- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

এসএসএনপি- সোশ্যাল সেইফটি নেট প্রোগ্রাম

এসইউএন- স্কেলিং আপ নিউট্রিশন

এসভিআরএস- স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে

টিএ- কারিগরি সহায়তা

টিএটি- কারিগরি সহায়তা দল

টিএমআরআই- ট্রান্সফার মোডালিটি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ

টিএসপি- ট্রিপল সুপার ফসফেট

টিটি- থিমেটিক টিম

টিডব্লিউজি- কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ

ইউইএসডি- ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি

ইউএন- জাতিসংঘ

ইউএনডিপি- জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি

ইউএনএফপিএ- জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল

ইউনিসেফ- জাতিসংঘের শিশু তহবিল

ইউএসজি- ইউরিয়া সুপার গ্রানিউল (গুটি ইউরিয়া)

ইউএস-এইড- যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা

ওয়াশ- ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন

ভিএএম- ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যাপিং

ভিজিডি- ভালনারেবেল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট

ভিজিএফ- ভালনারেবেল গ্রুপ ফিডিং

ভিআরএ- ভালনারেবিলিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট

ডব্লিউএআরপিও- পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

ডব্লিউবি- বিশ্বব্যাংক

ডব্লিউডিবি- ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

ডব্লিউএফপি- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি

ডব্লিউএইচএ- ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি

ডব্লিউএইচও- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ (সিআইপি-২) এমন একটি বহুখাতীয় বিনিয়োগ কর্মপদ্ধতি যা ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অপরিহার্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এটি তহবিল সঞ্চালন এবং খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত অন্তঃখাতীয় ও আন্তঃখাতীয় কর্মসূচিসমূহ গ্রহণে একটি অপরিহার্য নীতি উপকরণ। সিআইপি-২ এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থাকে পুষ্টি-সংবেদনশীল ও টেকসই করার মাধ্যমে সকল সময় সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এর কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যের সহজলভ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা ও পুষ্টিগুণ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরের মানুষ যাতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পেতে পারে এবং একই সাথে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় তা নিশ্চিত করা। এতে, 'খাদ্য আহরণ থেকে আহারের থালা' পর্যন্ত খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুষ্টি-সংবেদনশীল বিনিয়োগ কর্মসূচি নির্ধারণ করা ছাড়াও খাদ্য ও পুষ্টিকে প্রভাবিত করে এমন সকল সম্ভাব্য খাদ্য ব্যবস্থার সমস্যাবলিও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে নিয়ে যেতে গৃহীত উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য প্রয়োজন সর্বব্যাপি কিছু রূপান্তর সাধন। আর এ জন্যে দরকার সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক আওতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অর্থবহ উন্নয়ন এবং সকল কর্মতৎপরতার অধিকতর সংহতি ও সমন্বয় সাধন। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাথে সম্পদ বিতরণ পদ্ধতিকেও মূলধারায় আনতে হবে। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) ছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায় হতে সহায়ক নির্দেশনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এভাবে সিআইপি-২ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনে সরকারের কাছে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগবেঃ

(ক) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদের চাহিদা নিরূপণ এবং সমন্বিত উপায়ে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপযোগী একটি পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা; (খ) পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগসমূহে অগ্রাধিকার দান; (গ) বিনিয়োগসমূহের অধিকতর কার্যকারিতার জন্য আন্তঃখাত ও আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যাবলির মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় সাধন; এবং (ঘ) বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনায় একই ধরনের একাধিক প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করাসহ অপরিপূরিত চাহিদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না এমন একক, অন্তর্ভূক্তিমূলক অথচ উদ্ভাবনমুখী বিনিয়োগ পরিকল্পনার অনুকূলে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ আহরণ এবং বাজেট সংকুলান ও উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তাসহ অর্থায়নের সকল উৎসের সাথে বিন্যাস সাধন। যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশ তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, ফলে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে সিআইপি-২ এর আওতায় যে বিনিয়োগ করা হবে তা বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টাকেও প্রভাবিত করবে। এভাবে সিআইপি-২ এর বাস্তবায়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মপরিকল্পনাসমূহের পরিবীক্ষণ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সমন্বিত উপায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে সিআইপি-২ এ ১৩টি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি বিদ্যমান জাতীয় নীতিমালা ও কর্মসূচিভিত্তিক কাঠামোর সাথে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এবং এতে অংশীজন ও সরকারি সংস্থা থেকে আরম্ভ করে সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ যেমন বেসরকারি সংস্থা বা কৃষক সংগঠন ইত্যাদি কর্তৃক উত্থাপিত অগ্রাধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। সিআইপি-২ এর মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৩.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন ঘাটতি রয়েছে। পুষ্টি বিষয়ক বৃহত্তর প্রভাবক বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদান করে হিসেব করে হলে শুধুমাত্র পুষ্টি-ভিত্তিক ফলাফল আনয়নে সমর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়ন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচিসমূহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

স্তম্ভ অনুযায়ী সিআইপি-২ কর্মসূচির শিরোনাম		মোট প্রয়োজনীয় অর্থায়ন	অর্থায়ন ঘাটতি	পুষ্টি-ভিত্তিক * অর্থায়ন ঘাটতি
I.	**স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ**	**৩৮১৫**	**২১৮২.৩**	**১৬২৭.২**
I.১.	শস্যভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৬২২	৪৩৮.১	৩২৮.৬
I.২.	পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২৪০১	১২৫০.৮	৯২৮.৫
I.৩.	প্রাণি উৎস্যজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৭৯২	৪৯৩.৪	৩৭০.১
II.	**দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন**	**৩১৭২**	**১২৪৬.৯**	**৬২৩.৪**
II.১.	অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্যধর্মী কার্য সংশ্লিষ্ট) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন-পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	৪৩৭	৩৮৩.৮	১৯১.৯
II.২.	বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	২৭৩৫	৮৬৩.১	৪৩১.৫
III.	**উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার**	**২২৮**	**৫৩.৯**	**৪৩.০**
III.১.	পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান ও উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৮৯	৫৩.৮	৪২.৯
III.২.	নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরণের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১৩৯	০.১	০.১
IV.	**সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা**	**১৮০৮**	**৫৫.২**	**৪১.৪**
IV.১.	সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকরভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	৯৬২	০.৮	০.৬
IV.২.	অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৮৪৬	৫৪.৪	৪০.৮
V.	**খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচীসমূহ শক্তিশালীকরণ**	**২২৭**	**৯০.৫**	**৬২.৯**
V.১.	উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৮৩	৭০.৮	৫৩.১
V.২.	উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	০	০	০
V.৩.	প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪৬	১.৩	০.৬
V.৪.	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালী করণ ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৯৮	১৮.৪	৯.২
	সর্বমোট	**৯২৫০**	**৩৬২৮.৭**	**২৩৯৭.৯**

পুষ্টি-সংবেদনশীল সিআইপি-২ প্রণয়নের মাধ্যমে অংশীজনদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে যে সকল খাতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন তা শনাক্ত করা সহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের পুষ্টিমান উন্নয়নে সবচেয়ে কার্যকর খাত চিহ্নিত করা হয়েছে।

* পুষ্টি সংবেদনশীলতার হারের ধারণাগত ভিত্তিতে প্রভাবিত অর্থায়ন ঘাটতি নিরূপণের বিস্তারিত হিসাব সংযোজনী সারণি-ক৫.১ এ দেখা যেতে পারে।

১. ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে প্রাধান্য প্রদান করে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে এবং এপর্যন্ত আশানুরূপ ফলাফলও অর্জন করেছে। ২০০৭ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন জাতীয় খাদ্য নীতিতে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের অপুষ্টি ও খর্বতা দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণের পর থেকে শিশু ও বড়দের অপুষ্টি হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এই সাফল্য সত্ত্বেও এখনও অনেক মানুষ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার, এবং এর আশু সমাধানে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে, ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ শুধুমাত্র একক লক্ষ্য হিসেবেই নয় বরঞ্চ অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। অপুষ্টির সকল ধরন যেমন পুষ্টিহীনতা, অণুপুষ্টির ঘাটতি, ওজনাধিক্য ও অতিশয় স্থূলতা ইত্যাদিও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। শিশুদের অপুষ্টি স্কুলে উপস্থিতির হার কমিয়ে দেয়, একইভাবে পুষ্টির স্বল্পতা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, ফলে শ্রমশক্তির মানসিক বিকাশ ও উৎপাদন সামর্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এর পরিণতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পুষ্টির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রেও অপুষ্টি দূরীকরণের ওপর তাই সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেই লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। এই লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কে সামনে রেখে সকল প্রকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধা অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির সম্প্রসারণ (এসডিজি-২) কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটি স্মরণ রাখা দরকার যে, উক্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৬টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পুষ্টি ও সামগ্রিকভাবে পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা অর্জনে প্রাধান্য দান করা জরুরি।

বাংলাদেশ ২০১১ সালে স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন বা সান) শীর্ষক পুষ্টি উন্নয়নে বৈশ্বিক আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে সরাসরি পুষ্টি উন্নয়ন ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উন্নয়ন, বিভিন্ন খাতে অংশীজনের সংস্থা গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা প্রদান এবং তাদের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ২০১৪ সালে রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনেও (আইসিএন-২) উক্ত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়, যেখানে খাদ্য ব্যবস্থায় গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য সমন্বিত সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে গৃহীত ছয়টি আন্তর্জাতিক পুষ্টি অভীষ্টের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ২০২৫ সালের মধ্যে উক্ত অভীষ্ট অর্জনের জন্য সূচকও নির্ধারণ করেছে।

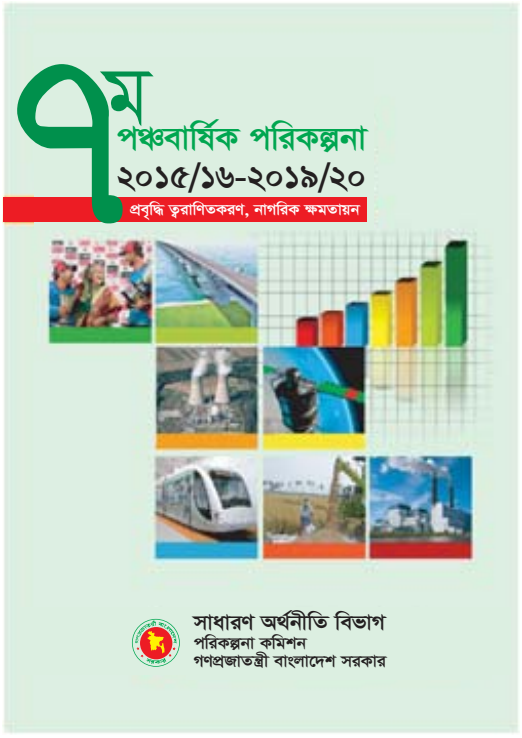

দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫[১] (সিআইপি-১) যা ২০০৮ সালে বৈশ্বিক খাদ্যমূল্য সংকটের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে কার্যকরভাবে সম্পদ সঞ্চালনে ভূমিকা পালন করেছে, সেই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে। যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশ তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, ফলে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে যে বিনিয়োগ করা হবে তা বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টাকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করবে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি -২) ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট আন্তঃখাতীয় কর্মপদ্ধতির সাথে সমন্বয়কৃত হয়েছে। এটি তহবিল সঞ্চালনসহ ও খাতওয়ারি ও আন্তঃখাতীয় খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা

[১] সিআইপি-১ পরবর্তিতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছিল

বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী উপকরণ। সিআইপি-২ এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থাকে পুষ্টি-সংবেদনশীল ও টেকসই করার মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তার উন্নয়ন ও স্থায়ীভাবে পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এর কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যের সহজলভ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা ও পুষ্টিগুণ নিশ্চিত করা এবং সকল মানুষ যাতে বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এতে 'আহরণ থেকে আহারের থালা পর্যন্ত' খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে পুষ্টি-সংবেদনশীল বিনিয়োগ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় এবং একই সাথে খাদ্য ব্যবস্থার সম্ভাব্য সমস্যাবলির সমাধান বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সিআইপি-২ এ প্রস্তাবিত বিনিয়োগ কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে এই দলিলের মূল অংশে এর পটভূমি ও বিদ্যমান কাঠামো ও নীতিমালার সাথে এর সম্পর্ক এবং এর উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় সিআইপি-২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর ভিত্তি হিসেবে যে সকল নীতিগত নির্দেশনা কাজ করেছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন এবং ফলাফল কাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এরপর প্রতিটি কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্য যে সকল পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্ত বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহের একটি তালিকাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার সিআইপি-২ প্রণয়ন করে পুষ্টিসংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে নীতি ও বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণে একটি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশের প্রতিফলন ঘটিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, ব্যক্তিখাত ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটকে সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিকতা

বিগত তিন দশকে বাংলাদেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ১৬০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। ক্যালোরি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা অর্জিত হয়েছে। খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে এবং এর প্রধান কারণ মাথাপিছু দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে- ২০০০ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯%, তা ২০১৬[২] সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.২%, এই ক্ষেত্রে প্রায় ৯০% ভূমিকা পালন করেছে কৃষি[৩] এছাড়া হত-দরিদ্রদেরও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টির প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই সময়ে খাদ্য নিরাপত্তার এই তৃতীয় মাত্রা অর্জন ছাড়াও 'দ্রুততম সময়ে শিশু অপুষ্টি কমানোর ক্ষেত্রে অতীতের[৪] সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে'।

এতোসব অনুপ্রেরণাদায়ী অর্জন সত্ত্বেও, বাংলাদেশকে তার সকল মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে আরও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনও সার্বিক ভাবে ক্ষুধা এবং তীব্র বা মৌসুমি ক্ষুধা সমস্যায় রয়েছে, জনস্বাস্থ্যের দিক থেকেও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং শিশু অপুষ্টির বর্তমান হার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার দিক হতে ২০১৫ সালে অপুষ্টি ও ওজন স্বল্পতাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬% এখনও অপুষ্টির শিকার, এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শিশু ওজন স্বল্পতায় আক্রান্ত। খর্বতা, যা গর্ভাবস্থায় শুরু হয়ে শিশু জন্মের পর দুই বছর সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় তা শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলে যা তাদেরকে জীবনভর বয়ে যেতে হয়। শীর্ণকায় শারীরিক গঠন ও ভগ্নস্বাস্থ্য বংশপরম্পরায় প্রভাব বিস্তার করে, বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী প্রায় ৩৭% শিশু এই সমস্যায় ভুগছে। একই সাথে সম্প্রতি বাংলাদেশে ওজনাধিক্যের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, এমনকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এর মাত্রা বাড়ছে, ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও নির্দিষ্ট প্রকারের ক্যান্সারের মতো অস্বাভাবিক রোগের প্রাদুর্ভাবও ক্রমশ বাড়ছে।

অপুষ্টি ও ক্ষুধার কারণ বহু বিস্তৃত এবং নানাবিধ সমস্যাহেতু তা ব্যাপক ও তীব্র রূপ পরিগ্রহ করে যা দেশের উন্নয়নকে নিদারুনভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এ গুলো হলো: নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ, বিদ্যমান সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টিকারি ইতোমধ্যে বিশাল আকারের জনসংখ্যার অব্যাহত বৃদ্ধি, সামাজিক সুবিধাবলির মধ্যে আয়বর্ধণ কার্যক্রমসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তিতে লৈঙ্গিক বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন যা পরবর্তীতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদকে (বসবাস ও চাষযোগ্য জমি, পানীয় জল, ইত্যাদি) আরও সঙ্কুচিত করতঃ দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

বিগত কয়েক বছরে সিআইপি-১ এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে খাদ্যের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্য কৃষি উৎপাদন, অনিয়মিতভাবে হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত সিআইপি-১ এর মাধ্যমে সংস্থানকৃত বিনিয়োগ দ্বারা পানি ব্যবস্থাপনা ও সেচ কাজের[৫] জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উপকরণ ও জমির উর্বরতা[৬] বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিআইপি-১ এর সময়কালে সেচের আওতায় জমি এবং কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য সমস্যার সাথে কৃষি জমির পরিমাণ উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস (বিগত দশকে প্রতি বছর ০.৪৫% হারে) ইত্যাদি জনিত অনুষঙ্গ হিসেবে দেশের অর্থনীতি ও কৃষির ওপর যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যা হবে একাধারে উচ্চ ফলনশীল এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই[৭] পরিবেশবান্ধব এমন একটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে যা ক্ষুদ্র চাষীদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সনাতন পদ্ধতি ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে সংরক্ষণমূলক কৃষি ব্যবস্থার মেলবন্ধন রচনা করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। বস্তুত জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস খাদ্য উৎপাদনে চাপ সৃষ্টি করে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যের বর্ধিত সরবরাহ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

সামগ্রিকভাবে সিআইপি-১ বাস্তবায়নকালে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে কৃষি খাতে স্পষ্টভাবে বহুমুখীকরণ তৎপরতা পরিদৃষ্ট হয়, যা উন্নত পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখেছে। এর ধারা বজায় রাখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, খাদ্যশস্য বহির্ভূত শস্য উৎপাদন ও বাণিজ্যিকভাবে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে

[২] ২০১৬ সালের পরিসংখ্যানটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ত্রৈমাসিক একটি অন্তবর্তী চিত্রের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছিল যা পূর্ববর্তী বছরের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন যেখানে সঠিকভাবে একটি ধারাবাহিক নিম্নমুখী প্রবনতা দৃশ্যমান ছিল।

[৩] বিশ্বব্যাংক প্রকাশনা (http://www.worldbank.org/en/results/২০১৬/১০/০৭/bangladesh-growing-economy-through-advances-in-agriculture)

[৪] WFP (2016) Strategic Review of Food Security and Nutrition in Bangladesh

[৫] সিআইপি ১ এর ২ নং কর্মসূচি

[৬] সিআইপি ১ এর ৩ নং কর্মসূচি

[৭] যেমন, ২০১১ সাল থেকে এফএও কর্তৃক সুপারিশকৃত 'নিরাপদ অথচ উৎপাদন বৃদ্ধিকারক' পন্থা।

বহুমুখীকরণ এখনও বেশ সীমিত। তাই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে চাল উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব অব্যাহত রেখেই অন্যান্য ফসল বহুমুখীকরণকে গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষির বহুমুখীকরণ শুধুমাত্র উন্নত খাদ্য, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও মূল্য সংযোজনেরই চাবিকাঠি নয়, বরং আমদানির পরিবর্তে মৌসুমি ফল ও সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোরও উপায়। সামগ্রিকভাবে, খামার ব্যবস্থাকে আধা-খোরপোষ থেকে বাণিজ্যিক ও আরও অধিক উৎপাদনশীল পর্যায়ে রূপান্তর করতে হলে জমির খন্ডিত হওয়া রোধ এবং অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখতে হবে। সরবরাহ শৃঙ্খলের গুণগত মান উন্নয়নসহ এর আওতার বাইরে যাদের অবস্থান বিশেষত নারীদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সিআইপি-১ এর ৬ষ্ঠ কর্মসূচিতে নতুন উৎপাদন কেন্দ্রনির্মাণের বিষয়ে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তা বেসরকারি উদ্যোগে স্বল্পতম সময়ে উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণকে ত্বরান্বিত করেছে। মূল্য শৃঙ্খলসহ অবকাঠামো নির্মাণ এবং বাজার ও রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে আরও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

বহু সংখ্যক মানুষ যারা এখনও সম্পদ ব্যবহার ও কর্মে নিয়োজনের মাধ্যমে আয়ের সুযোগের অভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে পারেনা তাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যে সকল জনগোষ্ঠী কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য বিশেষ করে, আয় করতে অক্ষম বৃদ্ধ, দুর্গত ও বিধবা নারী বা অসমর্থ ব্যক্তির জন্য, আলাদাভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন তাৎক্ষণিক উদ্যোগ দরকার, তেমনি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানও চিহ্নিত হওয়া দরকার।

খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলের পরে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আসে তা হচ্ছে জনসাধারণ কর্তৃক উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস ও গৃহীত পুষ্টির কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহার, যা অনিরাপদ পানি, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যকর চর্চার অভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ডায়রিয়া এখনও একটি মূর্তিমান আতঙ্ক এবং নানাবিধ উদ্যোগ[৮] গ্রহণ সত্ত্বেও গৃহস্থালি কাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এখনও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। দ্রুতগতিতে নগরায়ণের সমান্তরালে বস্তিগুলোর আয়তনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবস্থার সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, ফলে সেখানে উচ্চ জন-ঘনত্বের বিরূপ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সিআইপি-১[৯] এ যে সকল নিরাময় ব্যবস্থা ও সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, দ্রুততার সাথে পুষ্টি সংকট মোকাবেলায় সেগুলো চলমান রাখা প্রয়োজন।

সকল ধরনের অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার যৌক্তিকতা রয়েছে, তবে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সম্পর্কিত নির্দেশনাগুলো এখনও যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। জৈব চর্বি ও অতি-প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য এবং অতিরিক্ত চিনি-সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সর্বস্তরে খাদ্য অপচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং রাষ্ট্র যদি তার সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই খাদ্য অপচয় রোধ করতে হবে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব মতে পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ কখনোই ভোগ করা হয় না। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যের অধিকাংশই খাবার থালায় আসা উচিত। এজন্য যথাযথভাবে উৎপাদন পরবর্তী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রূপান্তর সাধন নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণ পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। দেশের আরেকটি বড় সমস্যা আহারের জন্য সহজলভ্য খাদ্য সামগ্রীর নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ২০১৩ সালের নিরাপদ খাদ্য আইনের মাধ্যমে একটি আইনগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে, তবে এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী সক্ষমতা, মান পর্যালোচনা ও অংশীজনের মধ্যে বর্ধিত সমন্বয় সাধন জরুরি।

উল্লিখিত সমস্যাবলি মোকাবেলা করার জন্য সিআইপি-২ এ একগুচ্ছ বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো একটি সমন্বিত উপায়ে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদার নিরাপত্তা দান। সিআইপি-২ এর অষ্টম অধ্যায়ে বিদ্যমান নীতিমালা ও কর্ম-কাঠামোগুলোকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিস্থাপন করার পাশাপাশি অংশীজন, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা থেকে শুরু করে বেসরকারি-সংস্থা এমনকি কৃষক সংগঠন কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়াবলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সিআইপি-১ যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। এর পর্যায়বৃত্ত পরিবীক্ষণ দেশের চাহিদার নিয়মিত ও গতিশীল পর্যালোচনার সূত্রপাত ঘটায়, ফলে সিআইপি-১ একটি 'প্রাণবন্ত দলিলে' পরিণত হয়। সিআইপি-২ এ গৃহীত খাদ্য ব্যবস্থা দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ এই যে, এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে একটি জটিল প্রক্রিয়া, যাতে অংশ নেবেন বিভিন্ন খাতের বহুসংখ্যক কর্তাবৃন্দ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও কর্মপ্রক্রিয়া তাকে সচল রাখবে। বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ওপর এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে। সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন কাঠামোকে উল্লিখিত সমস্যাবলি মোকাবেলার উপযোগী রূপে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য এই গুরুভার বহনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।

[৮] সিআইপি ১ এর কর্মসূচি ১২ দ্রষ্টব্য
[৯] কর্মসূচি ১০.৩ দ্রষ্টব্য

৩. সিআইপি-২: দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি শক্তিশালী উপকরণ

বাংলাদেশ যদি পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের সঞ্চালনে এবং বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দানসহ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদের যথাযথ ব্যবহার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে পারে কেবলমাত্র তাহলেই জাতীয় খাদ্য নীতিমালা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এর রূপকল্প- ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ উল্লেখিত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে। এব্যাপারে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এজেন্ডায় 'বাস্তবায়নের পাঁচটি উপাদানের মধ্যে' অর্থায়নকে এসডিজি-১৭ 'বাস্তবায়নের উপায়' হিসেবে প্রথমেই স্থান দেয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো, বাস্তবায়নের উপায়গুলোকে শক্তিশালী করা এবং অভীষ্ট লক্ষ্য ১৭.৩ এর উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ সঞ্চালন করা। মূলত ২০১৫-র জুলাইতে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন বিষয়ক আদ্দিস আবাবার অ্যাকশন এজেন্ডা'রই অংশ হিসেবে এজেন্ডা ২০৩০ গৃহীত হয়, যেখানে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার পুনঃর্ব্যক্ত করে যে, 'তারা অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন ও তার কার্যকর ব্যবহার অধিকতর শক্তিশালী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ' এবং 'তারা এটি চিহ্নিত করেছে যে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন ও তা প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সহায়তাপুষ্ট না করা গেলে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হবে।'

উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নীত হবে মধ্য আয়ের দেশে, আর এজন্য প্রয়োজন সম্পদ সঞ্চালনে ব্যাপক উদ্যোগ, আমূল প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন এবং উন্নততর সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সিআইপি-২ সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে :

(১) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সম্পদের চাহিদা নিরূপণ এবং একটি পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন, যা সমন্বিত উপায়ে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে;

(২) সর্বোচ্চ পুষ্টি-সংবেদনশীল বিনিয়োগে প্রাধান্য দান করে উল্লিখিত বিনিয়োগসমূহে অগ্রাধিকার প্রদান;

(৩) অধিকতর কার্যকারিতার জন্য বিভিন্ন খাত ও মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যাবলির মধ্যে সংহতি স্থাপন ও সমন্বয় সাধন; এবং

(৪) প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ সঞ্চালন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে প্রাপ্ত-সহায়তা অনুদান ও বাজেটভুক্ত সম্পদসহ অর্থায়নের সকল উৎসকে একটি একক, অন্তর্ভূক্তিমূলক অথচ উদ্ভাবনমুখী বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি বিধান করা, যা অপরিপূরিত চাহিদা প্রতিরোধ করবে এবং একাধিক সরকারি পরিকল্পনায় একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করবে।

'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চাহিদা নিরূপণ ও অর্থায়ন কৌশল : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'[১০] এ একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা পরিবেশিত হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে বর্ধিত উৎপাদন চিত্র, ২০১৫-২০১৬ সালের স্থির মূল্যের ভিত্তিতে সমন্বিত জিডিপি ২০১৭-২০৩০ সালে দাঁড়াবে ৪৯৮,৯০০.৩ বিলিয়ন টাকা[১১]। উক্ত কৌশলে প্রদর্শিত বার্ষিক সম্পদ ঘাটতির প্রাক্কলনে বিশেষ করে পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার কর্মসূচি ও সরকারি নীতি-অন্তর্বর্তিতার ওপর বিশেষ জোর প্রদান করা হয়।

[১০] সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 'এসডিজি চাহিদা নিরুপণ ও অর্থায়ন কৌশল প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'

[১১] ৫,০০৪.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

৪. পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা

সিআইপি-১ প্রণয়ন করা হয়েছিল ২০০৬ সালের জাতীয় খাদ্যনীতির ভিত্তিতে। এর মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত সরবরাহ, বর্ধিত ক্রয় ক্ষমতা ও সবার খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি, এই তিনটি উদ্দেশ্যকে আলোক-পাত করে সমন্বিত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত ধারণায় একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

সিআইপি-২ এর ক্ষেত্রে জাতীয় খাদ্যনীতির সামগ্রিক উদ্দেশ্য অভিন্ন রেখে সমগ্র খাদ্য ব্যবস্থাকে বিবেচনায় এনে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে খাদ্যের সকল উপাদান (পরিবেশ, মানুষ, উপকরণ, প্রক্রিয়া, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, বিপণন ও বাণিজ্য) এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণন, প্রস্তুতকরণ ও ভোগের সাথে সম্পর্কিত সকল তৎপরতা আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফল সহ যাবতীয় কাজের ফলাফল[১২] অন্তর্ভূক্ত করা হয় (লেখচিত্র ১)। এই প্রস্তাবনা ২০১২ সালের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সংজ্ঞা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি কনফারেন্সে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় : 'সকল মানুষ সবসময় ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খাদ্য গ্রহণে সক্ষম থাকলেই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব, তবে তাদের খাদ্য জৈবিক চাহিদা পূরণের উপযোগী পর্যাপ্ত গুণ ও মানসম্পন্ন হতে হবে এবং পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য সেবা ও যত্ন দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যা তাদের সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনধারা নিশ্চিত করে'।

খাদ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃসংযোগ ও দ্বৈততার বিষয় বিবেচনায় রেখে খাদ্য ব্যবস্থার এই কাঠামোটি প্রণীত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি খানায় যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তা তাদের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, অগ্রাভিরুচি ও অভ্যাসগত সংস্কার ছাড়াও বাজার দর ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি প্রচলিত রৈখিক পদ্ধতিকে ছড়িয়ে যায়, যেখানে উৎপাদনকারীরা সরাসরি খাদ্য প্রক্রিয়াকারীর নিকট খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। উৎপাদনকারী ভোক্তাও হতে পারে এবং উৎপাদন-উত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজেও যুক্ত থাকতে পারে। আবার তাদের কেউবা অসমর্থ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, যাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সহায়তা প্রয়োজন বা সহায়তাপুষ্ট হতে হয়। এভাবে খাদ্য ব্যবস্থায় খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তাবৃন্দের ও অংশীজনের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা থাকে, যা তৈরি করে একটি জটিল পারিপার্শ্বিকতা (প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ইত্যাদি)। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ইতিবাচক ফলাফল[১৩] এটি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (লেখচিত্র ১)।

খাদ্য ব্যবস্থা সহ পুষ্টি-সংবেদনশীল বিনিয়োগের সূচনা বিন্দু শনাক্ত করার জন্য এই আন্তঃসংযোগ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তা কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যা ইতিবাচক পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ফলাফল দান করবে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিনিয়োগের এই শনাক্তকরণ ও অগ্রাধিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখিত পরিবেশগত, আর্থিক ও সামাজিক টেকসহিতার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

পুষ্টিগত ফলাফল উন্নয়নের জন্য কৃষি কৌশলসমূহের সামঞ্জস্য বিধানের নানাবিধ উপায় রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য লাভজনকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি বৈচিত্র্য এনে দেবে বা প্রধান প্রধান অণুপুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ, প্রাণি জাত উদ্ভাবন ও প্রতিপালন জাতীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। উৎপাদন-উত্তর কর্মসূচিসমূহে খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত বিষয়ও এতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য শুষ্কিকরনের উন্নত প্রযুক্তি প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণের কতিপয় কলাকৌশল খাদ্যের দূষণ প্রতিরোধ খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্যের পুষ্টিগুণ বাড়াতে বা কমাতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিও রয়েছে : এর মধ্যে একটি হচ্ছে পুষ্টির দিক থেকে সবচেয়ে অরক্ষিত অংশটিকে অভীষ্ট হিসেবে নির্ধারণ করা, তবে এই ক্ষেত্রে নারীরা যাতে সুফল পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে, কেননা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের তুলনায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে তারাই সবচেয়ে কম আর্থিক সম্পদ ব্যয় করতে সক্ষম। খাদ্য ব্যবস্থা খাদ্যের নিরাপদতা, স্বাস্থ্য, খাদ্য মূল্য, আয় ও উৎপাদনশীল সম্পদে নারীদের অভিগম্যতায় প্রভাব ফেলতে পারে, যার সবগুলোই পুষ্টিকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম।

[১২] বিশ্ব খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জাতিসংঘের টাস্কফোর্সে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

[১৩] বিনিয়োগ অগ্রাধিকার প্রণয়নের জন্য যে সকল বিষয় পরামর্শ ও সুপারিশ করা হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট ২ এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর সারাংশ পরিশিষ্ট ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সেগুলো সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখিত হয়েছে।

পুষ্টি সুনির্দিষ্ট বা পুষ্টি-সহায়ক[১৪] কর্মসূচির তুলনায় পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে এই দলিলে অন্তর্ভূক্ত সিআইপি-২ এর সময়কালে বিনিয়োগের জন্য সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিনিয়োগ করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে, যে প্রকল্পগুলো দেশের জন্য সরাসরি ভাবে পুষ্টি অবস্থায় অধিকতর সুফল বয়ে আনবে।

সিআইপি-২ তে এই পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যা ২০১৯ সালের মধ্যে প্রণীতব্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি (এনএফএনএসপি) চূড়ান্ত অনুমোদনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

লেখচিত্র ১ : খাদ্য পদ্ধতির জটিলতা[১৫]

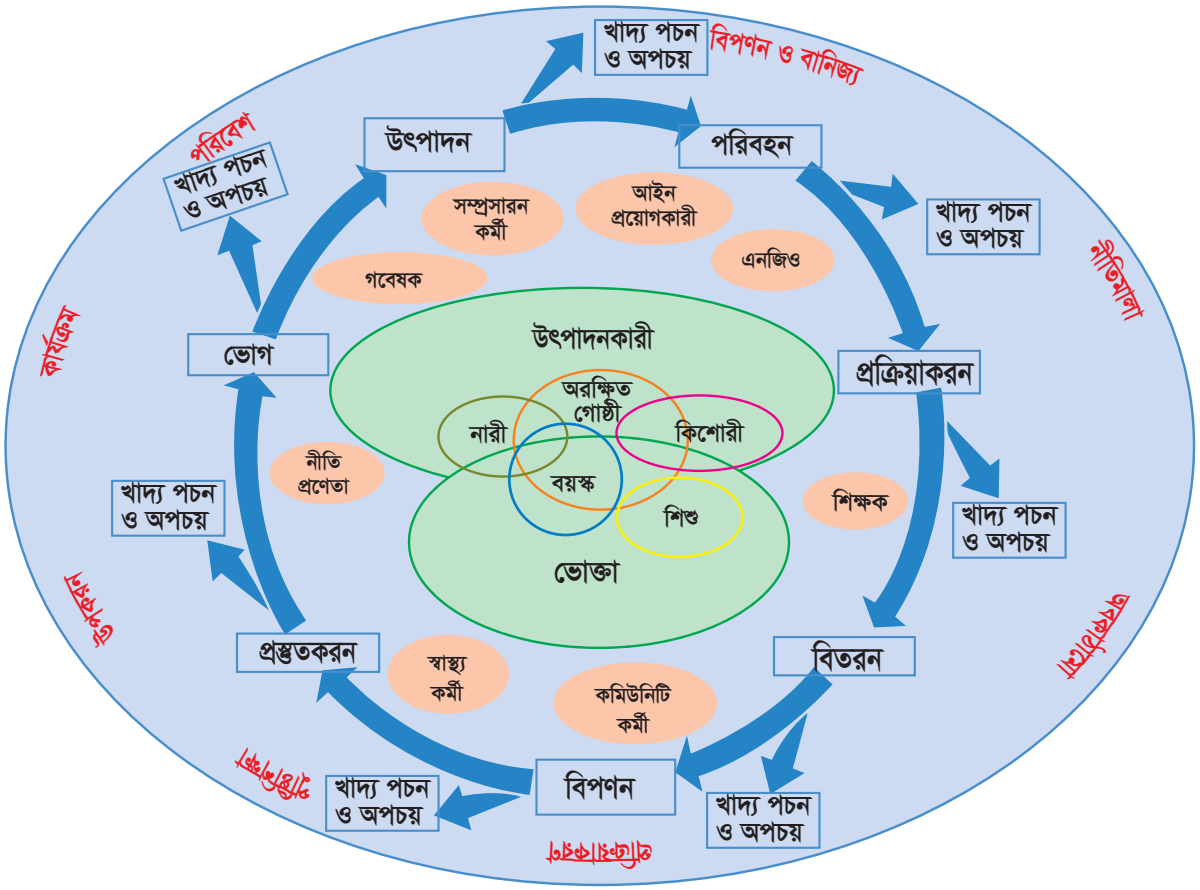

[১৪] উল্লিখিত অগ্রাধিকার প্রণয়ন সম্পর্কে ১১ নং অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

[১৫] এফডব্লিউঅ্যান্ডএল বলতে খাদ্য অপচয় ও পচন বুঝানো হয়েছে, যা খাদ্য মূল্য-শৃংখলের যে কোন পর্যায়ে সংঘটিত হতে পারে।

৫. সিআইপি-২ প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সিআইপি-১ এর সাফল্যের পরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও ২০১৬/১৭ থেকে ২০১৯/২০ অর্থবছরের জন্য সিআইপি-২ প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের জুন মাসে সরকার কর্তৃক সিআইপি-২ প্রণয়ন প্রক্রিয়া সূত্রপাত করার জন্য কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ (টিডব্লিউজি) গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এটি প্রণয়নের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের জুলাই মাসে, যা চলে প্রায় ছয় মাস। টিডব্লিউজি'র ৩২টি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং অনুষ্ঠিত এই সভাগুলোতে যে পাঁচটি ক্ষেত্র ঘিরে খাদ্য-শৃঙ্খলের (আহরণ থেকে আহারের থালা পর্যন্ত) যাবতীয় তৎপরতার ব্যাপ্তি এবং খাদ্য ব্যবস্থার সকল সমস্যা সমাধানের বিষয় জাতীয় খাদ্য নীতি'র তিনটি উদ্দেশ্যের (খাদ্যের সহজলভ্যতা, অভিগম্যতা ও ব্যবহার) স্থলে প্রতিস্থাপন করে পরিবর্তন আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলের পাঁচটি ক্ষেত্র হলো :

১. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
২. দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন
৩. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার
৪. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা
৫. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচীসমূহ শক্তিশালীকরণরণ।

এরই ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত বিষয়াবলি সংক্রান্ত ছয়টি পটভূমি পত্র প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশী একাডেমিক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞবৃন্দকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের কাছে উপরোক্তভাবে এফপিডব্লিউজি কর্তৃক চিহ্নিত খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির ওপর বিশ্লেষণাত্মক মতামতসহ সিআইপি-২ এর উন্নয়ন প্রস্তুতি ও তার বাস্তবায়ন বিষয়ে অভিযোজ্য সুপারিশ আহ্বান করা হয়। 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং আন্তঃখাতীয় বিষয়াদির সমন্বয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণে সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবেশ উন্নয়ন' কল্পে দুটি পৃথক পটভূমি পত্র তৈরি হয়। এতে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত হয় তার অসমসত্ত্বতার ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়। এগুলি হলো :

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাসের পদ্ধতিগত আধুনিকায়ন;
- আন্তঃখাতীয় নীতি বাস্তবায়ন ও পরিচালন সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিশ্লেষণধর্মী তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও সিআইপি প্রণয়নে নির্বাচিত গবেষণা (থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার) সমূহের একাডেমিক লেখক ও বিশেষজ্ঞগণ তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল সম্বলিত গবেষণাপত্র ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে এফপিএমইউ-সহ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কারিগরি টিমের[১৬] নিকট উপস্থাপন করে। প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ পরামর্শ সভায় প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রণীত থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারসমূহ সিআইপি-২ এর প্রেক্ষিত ও ভিত্তি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছে। বেশ কয়েকটি টিডব্লিউজি-এর সভা ও পটভূমিপত্রের সুপারিশ ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগের ১৩টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। ব্যাপক বিস্তৃত পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি চিহ্নিত করার পরে যে সকল চলমান ও সম্ভাব্য প্রকল্প সিআইপি-২ তে অন্তর্ভূক্ত হওয়া সমীচীন, সেগুলো চিহ্নিত করার জন্য সরকারি সংস্থাসমূহকে অনুরোধ করা হয়। এফপিএমইউ এর মহাপরিচালক ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব দ্বয়ের নির্দেশনা ও নেতৃত্বে এফপিএমইউ এই প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করে।

পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়া

বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্থানে (গ্রাম, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়) পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৩৮৯ ব্যক্তি যাদের ২২% নারী উল্লিখিত পরামর্শ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ১৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি, ২৬টি সুশীল সমাজ সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিখাত, উন্নয়ন সহযোগী ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এগুলোতে অংশগ্রহণ করে। সারণি-১ এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

[১৬] মিটিং দা আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ

সারণি-১. : অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারি সংস্থা

- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
- কৃষি মন্ত্রণালয় : সচিবালয়; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ; বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি); কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম); বিএআরআরআই; বিআরআরআই: বিএআরসি; এসআরডিআই: বিএসআরআই; বিআইএনএ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : সচিবালয়
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়: সচিবালয়; মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
- খাদ্য মন্ত্রণালয় : সচিবালয়; বিএফএসএ; আঞ্চলিক খাদ্য/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় : আইপিএইচএন; সিভিল সার্জন কার্যালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয় : বিএসটিআই, বিএবি
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় : বিবিএস
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়: জেলা প্রশাসক
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়: সমাজ সেবা অধিদপ্তর
- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়: বিডব্লিউডিবি
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: সচিবালয়
- পরিকল্পনা কমিশন

উন্নয়ন সহযোগী

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)
- ডিএফআইডি
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
- ইকেএন
- গ্লোবাল এফেয়ারস কানাডা
- ইউএস-এইড
- বিশ্বব্যাংক

ব্যক্তি মালিকানা খাত/সংবাদমাধ্যম

- এপেক্স
- বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)
- কলম্বিয়া গার্মেন্টস
- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)
- ডাটা এনালাইসিস অ্যান্ড টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স (ডিএটিএ)
- ডিবিএল গ্রুপ
- ডিনেট
- ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)
- ফ্রেশ গ্রুপ অব কোম্পানি
- লেনি ফ্যাশন
- প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ
- মিডিয়া: বাংলাদেশ বেতার
- মিডিয়া: বিটিভি
- মিডিয়া: মাছরাঙা টেলিভিশন
- মিডিয়া: নিউ এজ
- মিডিয়া: প্রথম আলো

জাতিসংঘ

- এফএও
- ইউএন ওমেন
- ইউনিসেফ
- ইউএনডিপি (ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)
- বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)

বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান

- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- বিআইডিএস
- বিএসএমআরএইউ
- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস)
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ইকনোমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)
- আইসিডিডিআর, বি
- আইএফপিআরআই
- আইআরআরআই
- অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট
- পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)
- শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি-সংস্থা (এনজিও)/সিএসও

- একশন এইড
- একশন সেন্টার লা ফেইম
- এলাইভ অ্যান্ড গ্রাইভ
- বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসর'স এসোসিয়েশন (বিএপিএ)
- বিবিএফ
- বারডেম
- ব্র্যাক
- সিএবি (ক্যাব)
- কেয়ার বাংলাদেশ
- কারিতাস বাংলাদেশ
- সিআইপি ইন্টারন্যাশনাল পটেটো সেন্টার অ্যান্ড এভিআরডিসি - দি ওয়ার্ল্ড ভেজিটেবল সেন্টার
- সিভিল সোসাইটি অ্যালায়েন্স (সিএসএ) ফর এসইউএন (সান)
- কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
- ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
- এফএইচআই ৩৬০ বাংলাদেশ
- হারভেস্ট প্লাস
- জিএআইএন
- জার্মান রেড ক্রস
- হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল
- আইএফআরসি (রেড ক্রিসেন্ট)
- ইসলামিক রিলিফ
- নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- অক্সফাম
- পিকেএসএফ
- প্লান ইন্টারন্যাশনাল
- আরডিআরএস
- রাইট টু ফুড
- সেভ দ্য চিলড্রেন
- সুশীলন
- উইনরক ইন্টারন্যাশনাল
- ওয়ার্ল্ড ফিশ

এফপিএমইউ, টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, বিষয়-ভিত্তিক দল (টিটি), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি), ব্যাক গ্রাউন্ড পেপারের লেখকগণ এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এমইউসিএইচ) এর কারিগরি দলের সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রথম পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ই মে ২০১৭ তারিখে। পরামর্শ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল : সিআইপি প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ, কাঠামো ও উদ্দেশ্য অবহিতকরণ, সিআইপি পদ্ধতি ও উন্নয়ন এবং একটি উন্মুক্ত সভায় সিআইপি অ্যাপ্রোচ ও ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করাসহ অনুষ্ঠিতব্য মাঠ পর্যায়ের প্রশ্নোত্তর সংগ্রহের নমুনা প্রশ্নমালা হিসেবে প্রশ্ন সংগ্রহ করা।

২০১৭ সালের মে মাসে দেশের পাঁচটি বিভাগে দুই সপ্তাহব্যাপি ১০টি পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১ এ দেখা যেতে পারে)। উল্লিখিত সভায় কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গ্রামবাসী, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে পরামর্শের সময় প্রাথমিকভাবে একটি ভূমিকা প্রদানের পরে সিআইপি'র পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়, একইসাথে এফপিএমইউ কর্মকর্তাবৃন্দ এফএও'র সহযোগিতায় পুষ্টি-সংবেদনশীল অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য আলোচনা করেন, সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের সুপারিশ পেশ করেন। এরপরে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা হয়, যাতে করে তারা সিআইপি-২ এর বিনিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রাধিকার প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। অংশগ্রহণকারীগণ টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক পূর্বে চিহ্নিত বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য আঞ্চলিক বিবেচনায় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করেন। এই প্রক্রিয়ায় তাদের সহযোগিতার জন্য একগুচ্ছ প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়েছিল। এফএও টিম ও এফপিএমইউ কর্মকর্তাবৃন্দ উল্লিখিত অধিবেশনসমূহ পরিচালনা করেন। প্রতিটি উপদল থেকে একজন করে প্রতিনিধি তাদের উপদলের প্রস্তুতকৃত অগ্রাধিকার তালিকা উপস্থাপন করেন, এরপর সবার আলোচনার জন্য সভা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কৃষক ও গ্রামবাসীর অধিবেশনে সিআইপি প্রণয়নের যৌক্তিকতা আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপনের বিষয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করে অনেকটা সময় ধরে পুরো দলের সাথে আলোচনা করা হয়। নারীদের মতামত জানার জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাবিদগণ খাদ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তৃত পরিসরে আলোকপাত করেন, যা অন্যান্য অধিবেশন থেকে একটু আলাদা ছিল। এই ক্ষেত্রে পরামর্শ সভার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি ভূমিকার পরে ইতোমধ্যে সিআইপি'র প্রস্তুতকৃত কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির খসড়া বিষয়ের তালিকার বিপরীতে অংশগ্রহণকারীগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের দক্ষতার ভিত্তিতে গ্রুপবদ্ধ করা হয়। কোথাও কোথাও প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের সাথে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং নিম্নোক্ত তিনটি আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে আলোচনা সভা আয়োজিত হয় : ১) খসড়া সিআইপি-তে উন্নয়ন কৌশল যথাযথভাবে আলোকপাত করা হয়েছে কি না এবং বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ব্যক্তি-মালিকানা খাতের সাথে সম্পর্কিত অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে কি না? কী কী উপাদান বা উপ-কর্মসূচি বাদ পড়েছে? কোন কোন ব্যবসায়িক সুযোগ বাদ পড়েছে? সবার জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি আছে কি না? ২) বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে বিনিয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি কিভাবে আরও সুদৃঢ় করে তুলে ধরা যায়, এবং এ ধরনের চলমান ও পরিকল্পনাধীন ব্যক্তি-খাতের কী কী বিনিয়োগ কার্যক্রম ও প্রকল্প নতুন সিআইপি-তে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন? ৩) ব্যক্তি-মালিকানা খাতের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে আমরা কিভাবে আরও উন্নত রূপে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করতে পারি? নীতি নির্ধারণমূলক সংলাপে এবং সরকার, সুশীল সমাজ সংগঠন ও অনুদান প্রদানকারী অংশীদারসহ অন্যান্য অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মালিকানা খাতের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

খসড়া সিআইপি-২ সম্পর্কে উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ ও শিক্ষাবিদগণের মতামত গ্রহণের জন্য ২০১৭ সালের জুলাই মাসে একটি চূড়ান্ত পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের সামনে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলো রাখা করা হয়ঃ ১) সিআইপি-২ এর খসড়ায় উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সরকারের উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি? ২) সিআইপি-২ এর কোন অংশের বাস্তবায়নে আপনার প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করবে বা ভূমিকা রাখবে? ৩) উল্লিখিত অংশীদারসমূহ যথা- উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় সরকার কিভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা আরও ভালোভাবে অর্জন করতে সক্ষম হবে? নীতি নির্ধারণমূলক সংলাপ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মহল বা অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার জন্য আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? তাদের মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে, সিআইপি-২ এর খসড়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে, যা সিআইপি-২ এর তত্ত্বগত ভিত্তি নির্মাণে সহায়তা করেছে এবং সিআইপি-২ এ যে সকল পুষ্টি-সংবেদনশীল বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন তার পথনির্দেশ করেছে। একইভাবে পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৭ সালে এবং এর মতামত, পরামর্শ ও মন্তব্যসমূহ চূড়ান্ত সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পরামর্শ সভার ফলাফল

অংশীজনের মতামত সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরামর্শ সভাগুলো মালিকানাবোধ সৃষ্টি করেছে এবং এটিকে একটি দেশাত্মবোধক কর্মসূচিতে রূপান্তর করেছে। ২০০৯ সালে রোমে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্মেলনে বিশ্ব সম্প্রদায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য ঠিক এভাবেই পরিচালনা-নির্দেশিকা অনুমোদন করেছিল। সিআইপি-১ এর কতিপয় নির্দেশনাও নীতিগতভাবে সিআইপি-২ এ প্রতিফলিত হয়েছে এবং এর সাথে প্রয়োজনীয় নতুন বিষয়সমূহ যুক্ত হয়েছে (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)। টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় কতিপয় বিষয় চিহ্নিত হয়েছে এবং পটভূমিপত্রে আনুষঙ্গিক ও নতুন বিষয়াদি সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিশেষে, এর মাধ্যমে উপ-কর্মসূচি ও অগ্রাধিকার প্রণয়ন এবং সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ[১৭] চিহ্নিত করা হয়েছে।

[১৭] বিনিয়োগ অগ্রাধিকার প্রণয়নের জন্য যে সকল বিষয় পরামর্শ ও সুপারিশ করা হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট ২ এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর সারাংশ পরিশিষ্ট ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. সিআইপি-২ এর নীতি নির্দেশিকা

সিআইপি-২ বাস্তবায়ন একগুচ্ছ নীতি নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সেখানে সিআইপি-২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং খাদ্য ব্যবস্থার অন্যান্য সকল অংশীজন - ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, ভোক্তা সংগঠন, গবেষকবৃন্দ একযোগে কাজ করার নির্দেশনা রয়েছে।

নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি

সিআইপি-২ এ অভিন্ন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যে স্পষ্ট কাঠামো প্রদান করা হয়েছে এতে অংশীজন সম্পৃক্ত হতে পারবে। এটি বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালাসমূহের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১১ সালে বুসান এ ঘোষিত এইড-এফেক্টিভনেস এর চতুর্থ উচ্চ পর্যায়ের ফোরামের নীতিগত অবস্থান অনুসরণে অন্যান্য নীতিগত কাঠামো, কর্মসূচি ও পরিবীক্ষণ উপকরণের সাথে সঙ্গতিবিধান ও সমন্বয় সাধনের ওপর স্থাপিত। দেশের নীতিগত অবস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মূলধারায় এর বিতরণ ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা হবে। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এর কর্মতৎপরতার সংযুক্তি নিশ্চিত করার বিষয়েও প্রচেষ্টা নেয়া হবে। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি ও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নিকট হতে সহায়তামূলক নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

সম্পদ সন্নিবেশন

সিআইপি-২ এ অংশীজন কর্তৃক যৌথভাবে সংজ্ঞায়িত দেশের জন্য সবচেয়ে জরুরি চাহিদা মেটাতে বিনিয়োগের জন্য তহবিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং বিনিয়োগ অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি উদ্যোগের দ্বৈততা পরিহার করতে সহযোগিতা করবে, ফলে কার্যকর উপায়ে সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন সমন্বয় সম্ভব হবে। এখানে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিনিয়োগ পরিকল্পনার (পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন, ইত্যাদি বিষয়ক) স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এগুলোর সাথে সম্পূরক সংযোগ গড়ে তোলা হবে। বিশেষ করে, জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (এনপিএএন), জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) সাথে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি

সিআইপি-২ এ খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলের (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য) সাথে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ নিরূপণের জন্য পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থাকে একটি কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্র উৎপাদক, কৃষি-প্রতিবেশগত নীতি, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, স্থানীয় বীজ ও প্রাণিজাত প্রজনন, সনাতন জ্ঞান ও অভ্যাস, স্থানীয় বাজার, টেকসই ও স্থিতিস্থাপক জীববৈচিত্র্যের[১৮] প্রতি অঙ্গীকার এবং সেই সাথে খাদ্য বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থার সাথে পুষ্টিকে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। পুষ্টিকে কেন্দ্রে রেখে, পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম ও শিশু-ক্ষুধার বিরুদ্ধে পুনর্নবায়ন প্রচেষ্টার প্রতি অঙ্গীকারের ওপর এতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, সবার জন্য সবসময় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেই সকল খাত -১৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীসমূহ, ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজ যাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন তাদের সকলকে সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দেয়া হয়।

একটি 'প্রাণবন্ত দলিল' প্রণয়নের জন্য সামুদয়িকতা, অংশগ্রহণ ও আলোচনা

সিআইপি-১ এর ধারাবাহিকতায় সিআইপি-২ কে শুরু থেকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ পর্যন্ত একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে আঞ্চলিক পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের সকল পর্যায়ের আলোচনায় অংশগ্রহণসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা, পরিচালন ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা উন্নয়ন করা যাবে। এছাড়াও দেশব্যাপি এই পদ্ধতির ধারাবাহিকতা তৈরি হবে। সিআইপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ সিআইপি-২ বাস্তবায়নে নিজস্ব সম্পদ সঞ্চালনে অন্যান্য ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থাকে অধিকতর উৎসাহিত করতে পারে। সিআইপি'র বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের আলোকে অংশীজনের পরামর্শক্রমে উন্নয়নকে আরও সংহত করা সহ অংশীজন বা উদ্ভূত পরিস্থিতির উপযোগী করা যাবে, এবং এই পদ্ধতিতে এটি একটি 'প্রাণবন্ত দলিল' হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি, প্রক্রিয়া-অবহিতকরণ থেকে ফলাফল-অবহিতকরণ পর্যন্ত চলমান বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে বছরের শেষে মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে যা সরকারের বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[১৮] আইসিএন-২ (২০১৫) সম্মেলনের সচিবালয় থেকে এফএও/ ডব্লিউএইচও এর যৌথ প্রতিবেদন।

টেকসহিতা

সিআইপি-১ এর ধারাবাহিকতায়, সিআইপি-২ এর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে এবং এটি এমনভাবে বাস্তবায়ন হবে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, মান ও প্রভাবের সাথে শুধুমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণই হবে না, বরং সেই সাথে টেকসইও হবে। সকল প্রকল্প পরিবেশগতভাবে অবশ্যই টেকসই হতে হবে। শুধু তাই নয়, এগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানোর উপযোগীও হতে হবে। টেকসহিতার এই বিষয়টি যেমন কৃষির সাথে, তেমনি ভোগ কাঠামোর সাথেও সম্পর্কিত, যা সিআইপি-২ এর অংশ হিসেবে আরও প্রবৃদ্ধ হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পরে দীর্ঘমেয়াদি কতোটুকু প্রভাব বিদ্যমান থাকে তার মাধ্যমে প্রকল্পের টেকসহিতাও বোঝা সম্ভব হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্ব আরোপ

কৃষি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যখাতের মূল প্রতিপাদ্যের একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন ও লৈঙ্গিক সমতা। সামগ্রিক খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল ও পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি কোন্ ফসল ও ফসলের জাত চাষ করা হবে, খাওয়া হবে না কি বিক্রি করা হবে, সে সম্পর্কেও তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। চাষাবাদের পূর্ব ও পরবর্তী প্রক্রিয়ার শ্রমিক হিসেবে তারা ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় (উদাহরণস্বরূপ : বীজ বপন ও চারা রোপণ, সেচ, ফসল কর্তন, মাড়াই, ছাড়াও ফসলের বীজ মজুদ, বীজতলা ব্যবস্থাপনা, পাট ছাড়ানো, সবজি চাষ, উদ্যান বাগান, জৈব ও কম্পোস্ট সার প্রস্তুত, ইত্যাদি)। কৃষি ব্যবস্থা ক্রমাগত নারী-সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, কৃষাণীদের জমি ও উপকরণ ইত্যাদি সম্পদে অধিক অভিগম্যতা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও নারীবান্ধব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খানা পর্যায়ে খাদ্য প্রস্তুত, আহার ও বিপণনে নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, ফলে তারা পুষ্টি-নির্দিষ্ট ও পুষ্টি-সংবেদনশীল কর্মসূচিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে শিশুদের পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিতে সমর্থ হয়। শিশুদের প্রতিপালক হিসেবে তারা শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করছে কিনা তার ওপর শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান থেকে শিশুকালে মস্তিষ্কের বিকাশ, সুস্থবৃদ্ধি ও শক্তিশালী হজমশক্তি গড়ে ওঠা নির্ভর করে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হচ্ছে নারীদের উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষমতা- এই দ্বৈত ভূমিকার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ। কৃষি কাজে তারা অধিক সময় ব্যয় করলে সন্তান প্রতিপালনে কম সময় দিতে পারে যা শিশুদের পুষ্টি সরবরাহের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কৃষি কাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সত্ত্বেও নারীরা সম্পদের অভিগম্যতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। সিআইপি-২ কে অবশ্যই তাদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে হবে, যাতে করে তারা তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

সর্বাধিক অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভীষ্টে আনা

কার্যকর লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক অরক্ষিত অংশকে প্রাধান্য প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে নারী ও শিশুদের অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে, এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত প্রান্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকেও অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে। বিশেষত, দেশের দক্ষিণাঞ্চল সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে অধিক মাত্রায় আক্রান্ত হয়, উপকূলীয় অঞ্চল লবণাক্ততায় আক্রান্ত। উত্তরাঞ্চলে চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রা ও খরা হচ্ছে উদীয়মান সমস্যা। নদী ভাঙনের ফলে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে ফলে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় জীবন যাপন করছে। তাদের বিশুদ্ধ পানির অভাব রয়েছে, ফলে তারা মারাত্মকভাবে অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ওপর গুরুত্বসহ বর্ধিত অংশীদারিত্ব

সিআইপি-২ এর কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অংশীজনের মধ্যে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে। তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় ছাড়াও ব্যক্তিখাত ও সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অংশীদারিত্ব স্থাপিত হতে পারে। ১৯৯০ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার পথিকৃৎ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চলমান রয়েছে যা সিআইপি-২ কর্মসূচির আওতায় এর সেবা বিতরণে কার্যকর। এই প্রক্রিয়াটি আরও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, সরকার একটি সহায়ক আইনগত কাঠামো[১৯] প্রণয়ন করেছে এবং বড় আকারের অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য অন্য দেশ বা সরকারের সাথে পিপিপি'র মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। যেহেতু পিপিপি'র[২০] প্রকৃত বাজেট সিআইপি-তে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়, তবুও ধারণাপত্র, নীতিমালা, নকশা, কারিগরিভাবে সহায়তা ও সাধারণভাবে সুবিধা উন্নয়নে ও পিপিপি'র প্রবর্ধনে চলমান প্রকল্পগুলোকে কর্মতৎপর করে তোলা হবে। আন্তঃখাতীয় অংশীদারিত্ব তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে; উদাহরণস্বরূপ : পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম আন্দোলনে বিভিন্ন অংশের মধ্যে

[১৯] বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন ২০১৫, যা রূপকল্প ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে টেকসই উপায়ে, উন্নত মানের সরকারি বড় অবকাঠামো নির্মাণ করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
[২০] সরকারের সাথে অন্য সরকারের (জিটুজি) এর মাধ্যমে পিপিপি বাস্তবায়নে নীতিগত কাঠামো, ২০১৭।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য এবং সম্পৃক্ততার জন্য কাঠামো ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করে সকল অংশীদারের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অপুষ্টি দূর করার কার্যক্রমে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করতে হলে এটি অত্যন্ত জরুরি। সফল অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে আর্থিক ও প্রণোদনামূলক আয়োজনে তুলনামূলক বেশি সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক উদ্যোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বেড়েছে, পক্ষান্তরে দরিদ্রদের জন্য ইনক্লুসিভ মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এপ্রোচ (আইএমডিএ) তৈরি হয়েছে।

উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও প্রবর্ধন

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিকাশকে সিআইপি-২ এ উৎসাহিত করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্ধনে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার সাথে একে যুক্ত করা হবে এবং ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা- জিআইএস এর সাহায্যে জমি ম্যাপিং এর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা ব্যবহার করা হবে। এই ম্যাপিং এ মাটির উপযোগিতা, জমির জোনিং, পুষ্টিগত অবস্থান, সার, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য টেলিকেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের সরবরাহ করা হবে। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সরকারি খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ সরকারের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণকে বিশেষ করে সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করবে। সাফল্যজনক উদ্ভাবনকে সম্প্রসারিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৭. সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহ

এই অধ্যায়ে সিআইপি-২ এর ১৩টি কর্মসূচির বিবরণ দেয়া হয়েছে : এগুলোর প্রত্যাশিত ফলাফল, বাস্তব পটভূমির আলোকে কর্মসূচির যৌক্তিকতা, উপ-কর্মসূচির বিনিয়োগ অগ্রাধিকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। সারণি-২ এ প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং একই সাথে প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল সংস্থার নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

ফলাফল ১: স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কর্মসূচি I.১: শস্যভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনীয়, টেকসই পদ্ধতিতে সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার এবং উচ্চ মূল্য ও পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে সবার জন্য স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে কৃষি জমির ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কর্মসূচিসমূহের যৌক্তিকতা: একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, অন্যদিকে আবহাওয়া সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার বাস্তবতায় চাষের উপযোগী জমিতে নির্বাচিত শস্যসমূহের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। শস্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে বিকল্পসমূহ বিবেচনায় এনে অর্থকরী, মূল্যবান, পুষ্টিকর ফসল ও খাদ্যের সরবরাহের বৃদ্ধিকল্পে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য ফসল ও খাদ্য বহির্ভূত ফসল উৎপাদনের জন্য চাষযোগ্য জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন উল্লিখিত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে টেকসই সমাধান দিতে সক্ষম, যা মাটির গুণগত মান বজায় রাখবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নেতিবাচক কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না। যেহেতু শস্য উৎপাদনের ওপর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বিশেষত অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা[২১] নির্ভরশীল, তাই শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়েও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ

I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন

টেকসই উচ্চ ফলনশীল ও মূল্যবান জাতের আবাদ বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রয়োজন, যা উপকরণসমূহের (হাইব্রিড, গ্রিন সুপার চাল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে; বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন জাত ও সারা বছর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম (স্বল্প সময়ে ফলন হয় এমন আউশ ও আমন ধান, গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড সবজি, শুষ্ক মৌসুম ও বর্ষব্যাপি উৎপন্ন হয় এমন ফলমূল) এবং এমন সব জাত যা প্রাকৃতিকভাবে জিঙ্ক ও আয়রন ইত্যাদি সমৃদ্ধ। খেসারি, মুগডাল, তরমুজ, সবজি, বরবটি, তিল, সূর্যমুখী, চিনা বাদাম, মিষ্টি আলু, মরিচ, বার্লি, সয়াবিন, জোয়ার, আখ, মিষ্টি বিট ও নারকেল ইত্যাদি আবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এগুলো উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র তীরবর্তী চরের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। শুধুমাত্র ফসল বহুমুখীকরণের জন্যই নয় বরং পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ফসল উদ্ভাবনের জন্যেও গবেষণা প্রয়োজন। কৃষি ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন; যেমন যে প্রযুক্তি নারীদের কৃষিভিত্তিক কাজের চাপ কমিয়ে অন্যান্য গৃহস্থালি কাজের জন্য অবসর তৈরি করতে সক্ষম, সেই ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তবে কৃষি ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা বিবেচনায় এই কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শস্য সংরক্ষণ, কম্পোস্ট ও প্রাণি বর্জ্য ব্যবহার, উদ্যানে চাষের উপযোগী শস্যসহ জৈব চাষাবাদ উন্নত করা প্রয়োজন এবং অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারের জন্য জৈব চাষাবাদ বিকশিত করা প্রয়োজন (কর্মসূচি V.১.২. দ্রষ্টব্য)। খাদ্য ঘাটতির অন্তর্নিহিত কারণ ও তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করাও গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজ করবে তাদের সক্ষমতা ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যও বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন

ফসলকে যেহেতু প্রতিকূল প্রতিবেশে অভিযোজন করে টিকে থাকতে হয় তাই খাদ্য ও পুষ্টির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের আঞ্চলিক প্রভাব মোকাবেলার উপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রসার ও কৃষক পর্যায়ে চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশবান্ধব উপায়ে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ফসলের পুষ্টিগুণ বাড়ানোর জন্য নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি

[২১] গ্রামীণ খানাসমূহের প্রায় ৯০% ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক পর্যায়ের এবং তাদের জোতের আকার ০.০৫ ও ২.৪৯ একরের মধ্যে।

যেমন গ্রিন জৈব-প্রযুক্তি, জৈব-পরিবর্তন এবং ন্যানো প্রযুক্তি যেমন গ্রিন-হাউস-গ্যাস ছড়ানোর পরিমাণ কমানোর প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এবিষয়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে। খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য কম পানিতে চাষযোগ্য ফসল সরবরাহ করা হবে ও এর চাষকে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রতিকূলতা সহনশীল ও উচ্চ-ফলনশীলসহ কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার উপযোগী শস্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রবর্ধন করা হবে। ন্যাশনাল এডাপটেশান প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (এনএপিএ, ২০০৯) ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি, ২০০৯) সম্পর্কে শুনানির আয়োজন করতে হবে। উদ্ভূত জলবায়ু পরিস্থিতি ও এ ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট সুযোগের মাধ্যমে পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতিতে সবচেয়ে পুষ্টিকর শস্য উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, যেমন সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলে শৈবাল চাষ। গবেষণার ফলাফলের সুপারিশ অনুসারে মূলত দেশের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে সবচেয়ে সংকটাপন্ন এলাকার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শস্যভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার সমন্বয় করতে হবে। এজন্য গবেষণা অবকাঠামো-খাতে বিনিয়োগ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

I.১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ সেবা শক্তিশালী করার জন্য একদিকে যেমন গবেষণার প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে কৃষকদের জ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমেও তা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। সম্প্রসারণের সাথে গবেষণাকে সংযুক্ত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করা হয়েছে। জেলা কারিগরি কমিটি (ডিটিসি), আঞ্চলিক কারিগরি কমিটি (আরটিসি), কৃষি কারিগরি কমিটি (এটিসি) এবং জাতীয় কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (এনএটিসিসি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে পুনর্বিন্যস্ত ও কার্যকর করতে হবে, অন্যদিকে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও কৃষক সংগঠনসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশব্যাপি তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র দেশে কৃষি বিষয়ক ডিজিটাল তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে হবে এবং কৃষকদের মাঝে তথ্য পরিবেশনকে আরও গতিশীল করতে হবে। একটি তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রোগ চিহ্নিতকরণ, অনুসন্ধান, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃষকদের সহযোগিতা করা যেতে পারে। এই পরিপূরক ব্যবস্থা কৃষকদের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ইত্যাদি আয়োজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। শস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহের জন্য পূর্বাভাস ও সংকট সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল (ভালনারাবিলিটি রেসপন্স এনালাইসিস, খাদ্য নিরাপত্তা ও পূর্বাভাস, ইন্টিগ্রেটেড ফেজ ক্লাসিফিকেশন এবং ভালনারাবিলিটি এনালাইসিস অ্যান্ড ম্যাপিং) সরবরাহ করার মাধ্যমে উপকারভোগীদের সচেতন করা ও এসকল ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কৃষি ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবারিত করতে সম্প্রসারণ সেবায় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষক সমাজের একটি বৃহৎ অংশ হিসেবে নারী-কৃষকদের মাঝে যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য বর্ধিত সংখ্যক নারী সম্প্রসারণ কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে। উন্নত প্রযুক্তির চর্চা (অভিযোজিত পরীক্ষামূলক সরাসরি ধান-বীজ উৎপাদন এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ সিস্টেম কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল প্রযুক্তি) ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু যে সকল প্রায়োগিক কৃষি পদ্ধতি উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও টেকসইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক (ফসল বিন্যাসের নতুন ধরন ও শস্যজাত, বর্ধিত সাশ্রয়ী যান্ত্রিকীকরণ অথবা চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ বিস্তৃতকরণ ইত্যাদি) সেগুলোর অনুশীলন ও চর্চাকে আরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য উৎপাদন ও শস্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উন্নত খাদ্য সরবরাহের গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ পরিসেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ কার্যক্রম

বাংলাদেশের সমস্যাপ্রবণ এলাকায় টেকসই শস্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ক গবেষণা শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএআরআই)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বর্ধিতহারে বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় বহুমুখী শস্য উৎপাদন শক্তিশালী করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর একটি প্রকল্পও সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহ হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গোপালগঞ্জে অবস্থিত 'বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকীকরণ' এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'পুষ্টি উন্নয়নের জন্য সারা বছরব্যাপি ফল উৎপাদন প্রকল্প'।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

বাংলাদেশে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা সরকারি, ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংমিশ্রণে একটি জটিল জাল

তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ : সরকারি বারোটি প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষি সম্প্রসারণ পরিসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। সকল কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত ন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) হতেও কিছু সম্প্রসারণধর্মী পরিসেবা দেয়া হয়। অধিকতর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে যেহেতু এখনও কৃষি খাতের বড় অংশ জুড়ে ক্ষুদ্র ও নারী-কৃষকদের ভূমিকা রয়েছে তাই তারা যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে আওতাভুক্ত করতে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এছাড়াও, গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর এই কর্মসূচি অনেকাংশে নির্ভরশীল, এ কারণে মানবসম্পদ ও অবকাঠামোগত উভয় ধরনের টেকসই সম্পদের প্রয়োজন হবে। উদ্ভূত সমস্যা (যেমন জলবায়ু পরিবর্তন) মোকাবেলায় সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহযোগী প্রান্তিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে তাই তথ্যের অপরিহার্য উৎস হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে কৃষিতথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকদের জন্য তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (এফআইএসি) চালু করা যেতে পারে।

কর্মসূচি I.২. : পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুণগত মান ও ব্যবস্থার উন্নয়ন

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : কৃষকরা সাশ্রয়ী মূল্যে ও সহজে কৃষি উপকরণ পাচ্ছে এবং টেকসই ও কার্যকরভাবে তা ব্যবস্থাপনায় সক্ষম।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর যে তীব্র চাপ বিদ্যমান তা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আরও তীব্র হচ্ছে, যার অর্থ হলো সীমিত পরিসরে অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানসম্মত কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র গবেষণার মাধ্যমে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণ যেমন, বীজ ও কীটনাশকের উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে কৃষির জন্য জমি ও পানির মান সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বিস্তারকেও উৎসাহিত করতে হবে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি

যেহেতু বীজ উৎপাদন, বর্ধন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অধিকাংশ গবেষণা ও উন্নয়ন সরকারি পর্যায়ে হয়ে থাকে, এই খাতে বিনিয়োগ তাই সর্বোচ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীজের আমদানি, বর্ধন ও বিতরণের ক্ষেত্রে এনজিও ও ব্যক্তি-খাতের যে সকল প্রতিষ্ঠান কৃষকদের কল্যাণে বিশেষ করে সবচাইতে অরক্ষিত গোষ্ঠীর মাঝে যেগুলো কাজ করে তাদের অনুকূলে কার্যকর সহযোগিতা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, কৃষকদের নিজস্ব উদ্যোগে বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়াতে করতে হবে। কৃষককুল বিশেষত নারী কৃষকরা যাতে সহজেই বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ পেতে পারে সে ধরনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি উপকরণের মান ও সরবরাহ উন্নত হলে উপকরণের ব্যবহার ও উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে যথার্থ কৃষি ব্যবস্থা (দানা ইউরিয়া সার ও জৈব-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থা) সম্প্রসারণ করে সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনতে হবে। বহুমুখী শস্য উৎপাদনে কৃষকদের জন্য স্বল্প-সুদে সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি

কৃষকদের জন্য সময়মত ভেজালমুক্ত সারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে, সঠিকভাবে সার ব্যবহারের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে মাটির মান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ পরীক্ষাগার থেকে মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত অনুপাতে সার ব্যবহার এবং সার প্রয়োগের যন্ত্র স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য করতে হবে। যে সকল জৈব-সার ও রাসায়নিক সার পানির মানকে প্রভাবিত করে না সেগুলোর উৎপাদন ও সম্প্রসারণে সহযোগিতা দিতে হবে। আরও সহজভাবে বলা চলে, মাটির উর্বরতা টেকসই করার জন্য পরিবেশবান্ধব উর্বরতা ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে যেমন কেঁচো-সার, ইত্যাদির ব্যবহারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় অণুপুষ্টি সংবলিত সার ব্যবহার বিষয়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের দ্বারা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কিছু কিছু সবজি ও গাছ লাগানো এবং আবর্তন পদ্ধতিতে (যেমন শিম জাতীয় শস্যের সাথে

অন্য শস্য চাষ) শস্য চাষসহ অন্যান্য যে সকল উদ্যোগের মাধ্যমে জমির মান সংরক্ষণ করা সম্ভব সেগুলোকেও সম্প্রসারিত করতে হবে। যথাযথভাবে নদী খননের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান নদী ভাঙনের প্রকোপ থেকে কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে জমির পরিমাপ ও হিসাব সংরক্ষণ করে সঠিক কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। জনসংখ্যা ও অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধিজনিত চাহিদার সাথে বর্ধিত প্রয়োজন মোকাবেলায় জমি ও পানি (কর্মসূচি I.২.৩ দ্রষ্টব্য) সম্পদ টেকসই করার জন্য দেশে জমির অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন করা প্রয়োজন। জমি ব্যবহারের অধিকার বিশেষ করে নারীসহ সবচেয়ে দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকার বাড়ানো সম্ভব হলে জমির উর্বরতা সংরক্ষণে তা দীর্ঘমেয়াদি প্রণোদনা হিসেবে কাজ করতে পারে।

I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

পানির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর, বন্যা, পানি নিষ্কাশন, লবণাক্ততা ও আর্সেনিকের মাত্রা পরিবীক্ষণসহ পানিসম্পদ বিষয়ক জাতীয় তথ্যভান্ডারের নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন। অন্যান্য কৃষি উপাদানের মতো পানিসম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণে সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার বাড়াতে হবে, যেমন প্রোথিত নল, ড্রিপ এবং স্প্রিংক্লার সেচ, অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাইং (এডব্লিউডি) পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি। আর্সেনিকযুক্ত ভূগর্ভস্থ পানি অধিকমাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে, ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। অধিকতর ব্যয়সাশ্রয়ী পানি বিতরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য রাতের বেলা সেচ কাজ পরিচালনা, সেচের জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা, বরেন্দ্র এলাকায় অধিক পানি প্রয়োজন এমন শস্য আবাদ নিরুৎসাহিত করা, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানো ও আর্সেনিকের প্রকোপ কমানোর জন্য সেচ অবকাঠামো ও ক্ষুদ্র সৌর বিদ্যুৎযন্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সেচ কাজে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে। পানি সংরক্ষণাগার তৈরি, শুষ্ক, উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির পানি ব্যবহার উৎসাহিত করা এবং সেচ অবকাঠামোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকৃতির পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিস্তার ঘটাতে হবে। প্রাকৃতিক খাল ও অন্যান্য জলাধার খনন ও পুনঃখননের উদ্যোগ নিতে হবে, যার সাহায্যে ক্ষুদ্র আকারের সেচ ব্যবস্থা পরিচালনা এবং জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সেচনির্ভর বোরো ধানের চাষে সেচ নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য প্রয়োজনে সম্পূরক পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রাণিজ আমিষ (I.৩ নং কর্মসূচি দ্রষ্টব্য) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি সংরক্ষণাগার, খাল ও পানির অন্যান্য উৎসকে ব্যবহার করে মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিকূলতা দূর করার ক্ষেত্রে স্বীকৃত উপায় হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততায় জর্জরিত হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের বিরাট অংশের ফসলি জমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪ এর আলোকে পরিবেশবান্ধব সমন্বিত চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা চূড়ান্তভাবে জমি ও পানির মান সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে। জীববৈচিত্র্যের সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন থেকে শুরু করে লবণাক্ত পানিতে উৎপাদনক্ষম ধান ও অন্যান্য শস্যের জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা সহনশীল জাতের ফল ও মাছের (I.৩ নং কর্মসূচি দ্রষ্টব্য) চাষ ইত্যাদি উদ্যোগের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারের অঞ্চলভিত্তিক জমি বিভাজন নির্দেশনার ভিত্তিতে কম লবণাক্ত বা অ-লবণাক্ত এমন এলাকায় চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে এবং লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা যেতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে নির্মিত পোল্ডারগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ কার্যক্রম

একটি আধুনিক, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানার জন্য আনুমানিক বিনিয়োগ এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ধরে নিয়ে উল্লিখিত কর্মসূচির বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে, এই ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ আসবে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে। বৃহদাকার চলমান প্রকল্পগুলো সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : ভৌগোলিক গঠনগত কারণে বাংলাদেশ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত যেমন পানির স্তর নেমে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণ, উপকূলীয় অঞ্চলে পলিমাটি ভরাট ও লবণাক্ততা, সমুদ্র স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ও নদীগর্ভ ভরাট হওয়ার কারণে নিষ্কাশন প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি, কারণে কৃষি কর্মসূচি বাস্তবায়ন ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে পড়ছে। বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিবিড় সহযোগিতার ওপর এই কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর করে। কৃষক সংগঠনসমূহ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের সম্পৃক্ততাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্মত উপকরণ ও পরিসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক নীতিগত অবস্থান সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করবে। কৃষি উপকরণের নিম্নমান ও ভেজালও একটি বড় সমস্যা, যা কর্মসূচি V.১ এ আলোকপাত করা হয়েছে।

কর্মসূচি I.৩.: প্রাণি উৎস্যজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : মৎস্য চাষ, জলজ প্রাণির বিস্তার, গবাদিপশু, মাংস ও ডিম ইত্যাদির টেকসই উৎপাদন ও মুনাফার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ উৎস থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব, বিশেষত আমিষ ও অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্যের অভাবে শিশুকালে পর্যাপ্ত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। দুরারোগ্য শিশু অপুষ্টি মোকাবেলায় এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সহজাত পুষ্টিগত মানের বিষয়ে উল্লিখিত খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও এগুলো অন্যান্য খাদ্য[২২] থেকে শরীরে অণুপুষ্টি বা খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করতে সহায়তা করে। সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও কৃষি উৎপাদন এবং জমি ও পানি ব্যবস্থাপনা, ব্যাপক পরিমাণ জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন ও প্রতিরোধ এবং কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক পরিবর্তনের ফলে মৎস্য চাষ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এছাড়াও অতিরিক্ত মাছ ধরা ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ এবং আবহাওয়া দূষণ জীবজগৎ ও জৈববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করছে। প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ কমে যাওয়ায় খামারে মাছের চাষকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এই সকল খামারে উৎপাদিত মাছের পুষ্টির পরিমাণ প্রাকৃতিক মাছ বিশেষত ছোট মাছ যেগুলোতে আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ ও ভিটামিন বি ১২ সহ গুরুত্বপূর্ণ অণুপুষ্টি, ফ্যাটি এসিড ও প্রাণিজ আমিষ রয়েছে সেগুলোর তুলনায় কম। বর্ধিত চাহিদার সাথে সংগতিপুর্ণভাবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আয়ের সুযোগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিবেচনায় এই খাতের উন্নয়নে সরকার, ব্যক্তি উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজ ও কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো আহবান জানান হচ্ছে। উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের অভাব, কৃষকদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত দুগ্ধ মূল্য-শৃঙ্খল, গবাদিপশুর চিকিৎসা সেবার ঘাটতি এবং মানসম্মত পশুখাদ্যের অভাবসহ নানাবিধ সংকটে দুগ্ধ উৎপাদন অনেক সময় স্থবির হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যার মাঝে রয়েছে সময়মত ঔষধ ও টিকা প্রাপ্তির সংকট, কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা ও প্রতিপালন ব্যবস্থার ঘাটতি এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারের অভাব ইত্যাদি।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৩.১.১. মৎস্য ও মৎস্য চাষ : মৎস্য আহরণের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য বিদ্যমান বিধিমালা ও পদ্ধতি সংশোধন করে বাস্তবায়ন করা দরকার; জলাভূমির জাতীয় ও স্থানীয় পরিচালন, মাছ ও জলাভূমির সংরক্ষণাগার, জলাশয় এবং জলাভূমির সংযোগ, মৎস্য সংরক্ষণাগার, নির্দিষ্ট মৌসুমে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা, মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও কোন প্রজাতি ধরা যাবে কি যাবে না এ সম্পর্কিত বিধান, ইত্যাদি। সাম্প্রতিক সময়ের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার আলোকে অঞ্চলভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে পানিসম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনাকে আরও উৎসাহিত করতে হবে। সবচেয়ে দুঃস্থ বিশেষত নারীদের জলাশয়ের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সঠিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা যাবে। সম্প্রসারণ পরিসেবার মাধ্যমে উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষিত করতে হবে যাতে করে মৎস্য প্রজনন ও সংরক্ষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত জলাধার যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। জলাধার শুকিয়ে ফেলা বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। উন্নত মানের ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ মৎস্যখাদ্য উৎপাদনের সাশ্রয়ী উপায় সম্পর্কে তাদের অবহিত ও উৎসাহিত করতে হবে। কার্যকর ও টেকসই প্রযুক্তির প্রসার নিশ্চিত করতে গবেষণাকে অবশ্যই প্রবর্ধন করতে হবে এবং এগুলোর ব্যবহারে কৃষকদের অভ্যস্ত করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

[২২] ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্যের ক্ষেত্রেও এটি ঘটে থাকে।

I.৩.১.২. *গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি* **:** একক জাতের প্রাণি চিহ্নিত করা ও তৎসম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রজনন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। এই উদ্যোগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সঠিকভাবে প্রাণিকুলের প্রতিপালন নিশ্চিত করা। গরু মোটাতাজাকরণ, ছোট প্রাণি ও ব্রয়লার পালনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে মাংস ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই ধরনের বিনিয়োগ অধিক লাভজনক। উৎপাদিত পণ্যের (কর্মসূচি II.১ দ্রষ্টব্য) বহুমুখী বাজার সৃষ্টি করে সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় পুষ্টি সেবাকে সহায়তা করার জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও বিশেষত যে সকল ক্ষুদ্র উৎপাদক নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করে তাদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগের মাধ্যমে হাঁস-মুরগি পালন ও স্থানীয় পুষ্টিভিত্তিক কৃষি কাজকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগে গবাদিপশুর সাথে সমন্বিতভাবে শস্য ও মাছ চাষের প্রসার একটি যথাযথ পন্থা। গৃহস্থালি আয় বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ছোট আকারের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এসব পরিবর্তন সাধনের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে, বিশেষ করে নিকটবর্তী স্থানে পরামর্শ এবং তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিসেবাও প্রদান করতে হবে।

I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন

I.৩.২.১. *মৎস্য ও মৎস্য চাষ* **:** মিশ্র পদ্ধতিতে বড় মাছ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ছোট মাছের চাষ শুধুমাত্র মাছের মোট উৎপাদনই শুধু বাড়ায় না, সেই সাথে উৎপাদনের পুষ্টিগত মানও বহুগুণ বৃদ্ধি করে। বড় মাছ বিক্রির মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ছোট মাছ ও মাছের বিশেষ অংশ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হলে আমিষ, ফ্যাটি এসিড ও বহুবিধ অণুপুষ্টির সাহায্যে পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা স্তর পরম্পরায় বিন্যাস করা গেলে মোট উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন সম্ভব, যেমন- পুকুরের সাথে সংযুক্ত ধান ক্ষেতকে নির্দিষ্ট সময়ে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা। মাছের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, খামারে চাষযোগ্য প্রজাতি ও উন্নত জাতের পোনা সংরক্ষণ ও উৎপাদন, গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত সরকারি অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ ও ভৌত সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে।

I.৩.২.১. *গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি* **:** প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। স্থানীয় জাতের প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রাণিসম্পদের জন্য পণ্য, টিকা, জীবতাত্ত্বিক (biologics) বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির মান যাচাই ও সনদ প্রদানের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রয়োজন অনুসারে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে হবে। হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষ ইত্যাদির শারীরিক ও জৈবিক গঠন উন্নত করতে হবে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রজনন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মৎস ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালীকরণ

উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উন্নতি সত্ত্বেও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মান নিশ্চিত করার বিষয়ে আরও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ক্রয় ও জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ ক্ষমতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। ব্যক্তিখাতে উৎপাদিত চিংড়ি যাতে নির্দিষ্ট প্যাথোজেন মুক্ত হয় সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে। চিংড়ি চাষিদের আঞ্চলিক সংগঠন ও সামুদ্রিক জেলেদেরকেও প্রযুক্তি, উপকরণ, অর্থায়ন ও বাজার সংযুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা দান করতে হবে। অতিরিক্ত মাছ ধরা প্রতিরোধ করতে হবে এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে, পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র অংশের মানুষ যাতে খাদ্য ও আয় হিসেবে মাছ ব্যবহার করতে পারে সেই ব্যবস্থাও প্রচলন করতে হবে। লবণাক্ততা সমস্যা কবলিত অঞ্চলে উপকূলীয় জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং লবণাক্ততার নেতিবাচক প্রভাব কমানোর জন্য নোনা জলের মাছ চাষ ও খোলসযুক্ত মাছের চাষকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগবিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন

সকল খাতের (মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ খাদ্য, একদিনের মুরগির বাচ্চা, প্রজনন সুবিধা, ঔষধ ও টিকা) জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত উপকরণ সহজলভ্য ও কার্যকর করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উদ্যোগ প্রবর্ধন করতে হবে। সড়ক ও জনপদ, নদী ও বাঁধ এবং খাস জমিতে শস্যের সাথে পরিপূরক উৎপাদন, খাদ্য ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদনসহ এলাকাভিত্তিক প্রাণিখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন একদিনের মুরগির বাচ্চা, উদ্ভূত রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা এবং শুক্রাণু ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ বাড়াতে হবে।

হ্যাচারি বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন এবং মূল প্রজাতি ও আদি প্রজাতির প্রজনন উন্নত করতে হবে। পাশাপাশি যান্ত্রিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কার্যকর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে। বহুমুখী প্রাণিচিকিৎসা সেবা সরবরাহ পদ্ধতিরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ জন্য মাঠপর্যায়ে নজরদারি ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রাণিরোগ নির্ণয় পরীক্ষাগারেরও আধুনিকায়ন করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের রোগ নির্ণয় উন্নত করতে হবে এবং সহজেই ঔষধ পাওয়ার সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য মাঠ পর্যায়ের নজরদারি ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। বিশেষভাবে নতুন আবিষ্কৃত ঔষধসহ জলজ প্রাণীর জীবাণু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ কার্যক্রম

এই ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্প হচ্ছে মৎস্য অধিদপ্তরের 'মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি পরিশোধন' এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের 'প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা' এই দুটোই পুষ্টি-সংবেদনশীল প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'বাংলাদেশে টেকসইভাবে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন (Sustainable Coastal and Marine Fisheries in Bangladesh)' প্রকল্পটি এই কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রকল্প। বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তাপ্রাপ্ত এই প্রকল্পটি এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত। বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত 'প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন-ভিত্তিক দুগ্ধ বিপ্লব ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (Livestock-based Dairy Revolution and Meat Production Project - এলডিডিএমপিপি)' এর পাশাপাশি গ্রহণ করা হয়েছে [২৩]।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও বেসরকারি উদ্যোগ বিস্তারে একটি নীতি ও নীতিগত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জমি ও জলাশয়ে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে।

[২৩] এর ব্যাখ্যায় অধ্যায় ১১ তে উল্লেখিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক প্রকল্প কয়েকটি সিপিআই২ কর্মসূচির আওতায় পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি কর্মসূচিতে অনুরূপ প্রকল্প বাজেটের শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অংশের বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে।

ফলাফল II. দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন

কর্মসূচি II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্যধর্মী কার্য সংশ্লিষ্ট) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন-পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচির সমন্বিত প্রত্যাশিত ফলাফল : খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল উন্নত ও শক্তিশালী হয়েছে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের উন্নত অভিগম্যতা সহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : খাদ্যের চূড়ান্ত পুষ্টিগুণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরে খাদ্য কিভাবে প্রক্রিয়া ও নাড়াচাড়া করা হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন-পূর্ববর্তী নাড়াচাড়া ও সংরক্ষণ থেকে প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, বিপণন, বাণিজ্য, খুচরা বিক্রি এবং উপরোক্ত শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে খাদ্য গ্রহণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেভাবে হয় তার ওপর একটি খাদ্যের পুষ্টিগুণ হ্রাস-বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়ের উৎস বিশেষত নারী ও দরিদ্র অংশের আয়ের বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। প্রাণিজ পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে উৎপাদকদের যথাযথ মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যথাযথ উপায়ে পণ্যের উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য সঠিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে অসংগঠিত প্রাণিজ পণ্যের বিপণন নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যের মূল্য-শৃঙ্খল সম্পর্কে সমৃদ্ধ ধারণা প্রাপ্তি এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিনিয়োগ করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য লাভজনক খাতসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব, যা উৎপাদক ও কৃষি ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করবে। এই খাতের উন্নয়নে কৃষি প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের বা যারা এই খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কৌশল থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পণ্যের প্রসার ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত লেবেল ব্যবহারসহ অন্যান্য বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও খাদ্য উৎপাদকগণ লাভবান হতে পারে। খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিগুণ নিশ্চিত করার জন্য মুনাফার হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বজায় রেখে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরিবার পর্যায়েও এ ধরনের জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে কর্মরত সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য যে ধরণের দক্ষতা প্রয়োজন, সে সকল বিষয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ব্যক্তিখাত ও এনজিও'র সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এই খাতে নিয়োগ পেতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কর্মসূচি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের লভ্যতাও নিশ্চিত করা সম্ভব। যে সকল কুটির শিল্প নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এবং তাদের পরিবারের কাছাকাছি থেকে শিশু পরিচর্যা ও গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি অন্যান্য আয়-বর্ধক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করার সাথেসাথে সেগুলোর বিস্তারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে দুঃস্থ নারীদেরকে সন্তান ধারণ বা সংশ্লিষ্ট কোন কারণে অসুস্থ হয়ে কর্মচ্যুত হতে না হয় ।

II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা

এই উপ-কর্মসূচির আওতায় যে সকল কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খাদ্য পরিবহন, প্রক্রিয়া বা প্রস্তুতকরণের সময় খাদ্যের প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ বাড়াতে সক্ষম সেগুলো প্রসারের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, জারমিনেটিং ও মল্টিং-এর মাধ্যমে শস্যদানা ও ডাল-এর ভিটামিন, খনিজ ও আমিষের জৈবিক প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে দীর্ঘ সময় তাপে থাকলে ভিটামিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। গৃহস্থালি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার জন্য পরবর্তীতে অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। দুর্যোগপ্রবণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত এলাকা, যেখানে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশী, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপযোগী লাগসই (স্মার্ট) প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসার করতে হবে। কৃষি বাণিজ্যকে সহায়তা করে এমন প্রকল্প খাদ্যবাহিত রোগবালাই প্রতিরোধ (কর্মসূচি V.১-এর আওতায় পরিচ্ছন্নতা বিধি সম্পর্কিত জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে) এবং হিমায়িতকরণ, জারণ, গাজন, কৌটাবদ্ধকরণ বা পাস্তুরায়ণ পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের

মাধ্যমে খাদ্যের মান সংরক্ষণের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি কার্যক্রমের অনুকূলে সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। উল্লিখিত বিষয়ে যুবক ও নারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোরও উদ্যোগ নিতে হবে (উপ-কর্মসূচি I.১.১)। উৎপাদন-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন যেমন, পেষণ ও খোসা ছাড়ানোর জন্য ছোট আকারের যন্ত্র ব্যবহার নারীদেরকে সময়-সাশ্রয়ের সুবিধা করে দিতে পারে। আহার্যে কিছু কিছু উপাদানের সামান্য বা অতিমাত্রায় ব্যবহার যেমন, লবণ, ট্রান্স-ফ্যাট বা চিনির ব্যবহার কমিয়েও পুষ্টিমান বাড়ানো সম্ভব। এ ধরনের শুভ ফলাফল পেতে হলে খাদ্য বিজ্ঞান ও শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রাপ্তি সহজতর করতে হবে। খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সকল স্তরে পুষ্টিগুণ সংরক্ষণ বা খাদ্য থেকে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ উপাদানের অপচয় বন্ধ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপঃ খেসারি ডাল থেকে বিটা-এন-অক্সাইলামাইনো-এল-এলানাইন (beta-N-oxaylamino-L-alanine) হ্রাস বা সরিষার তেল থেকে ইউরিক এসিডের পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি সিম্পোজিয়ামে সুপারিশ করা হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষাকরণ (ফর্টিফিকেশন) পদ্ধতির ধারা চালু রাখতে হবে এবং যে সকল খাদ্য ফর্টিফিকেশন করা সম্ভব সেগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করে খাদ্য সুরক্ষাকরণ নীতিমালা বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে হবে। সকল শিশুদের জীবনের প্রথম ১০০০ দিনের জন্য বিশেষ পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জৈব-সুরক্ষাকরণ (বায়ো-ফর্টিফিকেশন) পদ্ধতি জোরদার করাসহ উচ্চ ফলনশীল জাতকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরাণ ও সহযোগিতা প্রদান

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাই কৃষিখাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে এমন একটি দেশে তাদের উৎসাহিত করা ও নতুন উৎপাদক বিশেষত নারী ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র উৎপাদক সৃষ্টি করা এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশে বিপণন সমবায় গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদক ও খুচরা বিক্রেতার মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল উপকৃত হবে। কৃষক ও প্রক্রিয়াকরণের সাথে যুক্ত জনগোষ্ঠী যৌথভাবে বাজার সুবিধা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিনিয়োগ করতে পারে। সম্পদ ও প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পেলে তারা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এর ফলে বাজারে তাদের অভিগম্যতা বাড়বে এবং ক্রেতাদের সাথে দরকষাকষির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ক্রেতারাও একই সুযোগ লাভ করবে। পণ্যের ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্ধারিত হবে। ঝুঁকি ও দুর্যোগের প্রভাব প্রশমিত হবে, এভাবে নতুন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। দুগ্ধ সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য উল্লিখিত উদ্যোগসমূহের সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে এবং সেগুলো আরও সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে হিমায়িত করে রাখার সুযোগ না থাকায় মাছ ধরার সাথে সাথেই আহরণকারিরা তা মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় বা ব্যাপক পরিমাণ মাছ পচে যায়, ফলে সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সুফল বয়ে আনবে। মাছ ক্রয়কেন্দ্র সংগঠিত করা এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযুক্ত মাছ সংগ্রহকেন্দ্র পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হলে কাঙ্খিত পরিবর্তন সম্ভব হবে। কৃষকদের সমবায় ও দল (উদাহরণস্বরূপ: দুগ্ধ উৎপাদকদের সমবায়) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং এগুলোকে লাভজনক সংস্থায় রূপান্তর করতে হবে। বাজার সরবরাহ শৃঙ্খল সংক্ষিপ্ত হতে হবে যাতে করে অনাকাঙ্খিত মধ্যস্বত্বভোগী পরিহার করা সম্ভব হয়। বাজারে ভালো ও প্রত্যয়নকৃত মানের পণ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে।

চলমান ও সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

এই কর্মসূচির আওতায় উদ্যোগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, এগুলোর অধিকাংশই পুষ্টি-সংবেদনশীলের পরিবর্তে পুষ্টি সহায়ক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত। দুটি প্রধান চলমান কর্মসূচি হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি; এবং মিল্ক-ভিটার সুপার ইনস্ট্যান্ট মিল্ক প্লান্ট প্রতিষ্ঠা, বাঘাবাড়িঘাট, সিরাজগঞ্জ'। সম্ভাব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপেক্ষারত চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে উন্নীত প্রকল্পের মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের 'মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মূল্য-শৃঙ্খল উন্নয়ন' এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের 'প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন-ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন'।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : যেহেতু মূল্য-শৃঙ্খলে নানা ধরনের কর্তা ও অংশীজন সম্পৃক্ত থাকে তাই একটি পুষ্টি সংবেদনশীল মূল্য-শৃঙ্খল প্রবর্তনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ ও ব্যক্তিখাতের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খাদ্য-খাতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) প্রসারের জন্য প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সরবরাহ করতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ও পুষ্টিগুণ বজায় রাখা, পুষ্টি উপাদান ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত লেবেল লাগানো এবং যে সকল পণ্যের ব্যাপক বাজার চাহিদা রয়েছে সেগুলোর পুষ্টিমান উন্নয়নের বিষয়ে সম্মত করা।

কর্মসূচি II.২. বাজার, সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : খাদ্য উৎপাদক ও প্রক্রিয়াকারীরা দক্ষতার সাথে বাজার সুবিধা ব্যবহারে সক্ষম।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : মূল্য সংযোজন শৃঙ্খলে অদক্ষতা, যেমন মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত বাজার অবকাঠামো, যা দ্রব্যমূল্যের তারতম্য সৃষ্টি করতে ও উৎপাদকদের মুনাফা কমিয়ে দিতে পারে, যেমন, সবজি উৎপাদকরা খুচরা মূল্যের মাত্র ৪৮% পায়, অন্যদিকে ধান উৎপাদকরা পায় ৭৯%। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি বাণিজ্য, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ শৃঙ্খলের কতিপয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে কৃষি খাত ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় একটি 'বড় ধরনের পরিবর্তন' সংঘটিত করা।

অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ

পচন রোধ করে টাটকা পণ্য সহজে পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে বাজার অবকাঠামো সম্প্রসারণ করাও প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ : মাছ অবতরণ কেন্দ্র, আহরণভিত্তিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, একইসাথে আধুনিক কসাইখানা ও জীবন্ত মুরগি বিপণন সুবিধা। হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনায় রয়েছে এবং ব্যক্তিখাতের সাথে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। সাধারণভাবে মাছ আহরণের পরে বাজারে পৌঁছাতে একদিন থেকে তিনদিন পর্যন্ত সময় লাগে এবং বাজারজাত-কৃত মাছের ৩০% তাজা, অন্যদিকে ৪০% হিমায়িত। এই পণ্যের ক্ষেত্রে হিমায়িত রাখার ব্যবস্থার অভাবে ব্যাপক পরিমাণে মাছ পচে যায়। তাই যেখানে খাদ্য হিমায়িত করার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

সাম্প্রতিক সময়ে ল্যানসেটের[২৪] দুটি প্রকাশনায় অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি খাদ্যের খামার যেহেতু ভোক্তার কাছে পৌঁছানো খাদ্যের পুষ্টিগুণকে প্রভাবিত করে, সে কারণে ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে যাতে দেশের মূল্যশৃঙ্খল উন্নত হয় তার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে ও ব্যক্তি ব্যবসায়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তার আর্থিক উদ্দেশ্য ও সরকারি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এমন স্বচ্ছ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক নীতিগত কাঠামো প্রণয়ন এবং এর মাধ্যমে খাদ্যের স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিগুণও নিশ্চিত করা সম্ভব (উপ-কর্মসূচি II.১.২. দ্রষ্টব্য)। খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ যেমন, আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক দূরত্ব ইত্যাদি দূর করার মাধ্যমে ব্যক্তিখাতকে খাদ্য খাতে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনুকূল সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং উন্নয়ন ও পরিবীক্ষণে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। বিদ্যমান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) মতো কৃষি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা হলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে এবং এর মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ লাভ করবে। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (Global Alliance for Improved Nutrition- GAIN) এর মাধ্যমে ব্যক্তি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা যেতে পারে এবং এতে করে নিম্ন আয়ের পরিবারসমূহের পুষ্টিমান উন্নত হবে। পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম- এসইউএন (Scaling Up Nutrition) আন্দোলনের মাধ্যমে স্কেলিং আপ নিউট্রিশন নামক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ বাজার তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় ও বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য বাজার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বাজার সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে বাজার পরিচালনা দক্ষতাসম্পন্ন হয়। বাজারে ভৌত প্রবেশের জন্য (উপ-কর্মসূচি II.২.১.) বিশেষভাবে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে বাজার তথ্য পদ্ধতি উন্নত করা প্রয়োজন, যাতে ধনীদের মতো দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠী বাজার হতে তাদের মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুঠোফোন ও ইন্টারনেট বাজারে অভিগম্যতা

[২৪] ল্যানসেট : 'দি পলিটিকস অব রিডিউসিং ম্যালনিউট্রিশন : বিল্ডিং কমিটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকসিলারেটিং প্রগ্রেস (২০১৩)' জি জিলেস্পি, এল হ্যাডাড, ডি মানার, পি মেনন, নিসবেট; এবং 'নিউট্রিশন-সেনসিটিভ ইন্টারভেনশনস অ্যান্ড প্রোগ্রামস : হাউ ক্যান দে হেল্প টু অ্যাকসিলারেট প্রগ্রেস ইন ইমপ্রুভিং ম্যাটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড নিউট্রিশন?' (২০১৫) এম টি রুয়েল ও এইচ অলডারম্যান।

ত্বরান্বিত করতে পারে এবং বিনিময় ব্যয় কমাতে পারে। এর মাধ্যমে কৃষক ও উৎপাদক পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধারণা পেতে পারে। এর সাহায্যে ভোক্তার ক্রয় মূল্য কমতে পারে এবং বিক্রিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়, যার ফলে উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় থাকে। সংশ্লিষ্ট উৎপাদকদের বাজারের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম, বিশেষত যে সকল নারীদের বাইরে চলাফেরার সুযোগ সীমিত তাদের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ কার্যক্রম

এই কর্মসূচির আওতায় চলমান ও সম্ভাব্য উভয় ধরনের প্রকল্পের অধিকাংশই সড়ক ও সেতু নির্মাণ সম্পর্কিত। এগুলোকে পুষ্টি সহযোগী বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও এগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রেণিবিন্যাসের বিবেচনায় সিআইপি-২ বাজেটের অর্ধেক বাজেটকে পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো ব্যয়সাপেক্ষ এবং এতৎসত্ত্বেও এগুলো সামগ্রিকভাবে সিআইপি-২ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন-ভিত্তিক দুগ্ধ বিপ্লব ও মাংস উৎপাদন বিষয়ক একটি বড় প্রকল্প চূড়ান্ত করছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : বাণিজ্য সিন্ডিকেটের উপস্থিতি মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজারের পরিচালনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যা সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন। শিক্ষার হার সীমিত হওয়ার কারণে আইসিটি ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে, বিশেষত সমাজের দরিদ্র অংশ যারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ কম পেয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

ফলাফল III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার

কর্মসূচি III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান ও উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : পরিবারগুলোতে আস্তে আস্তে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিস্তৃত পরিসরের খাদ্য গ্রহণ করছে, যার মধ্যে প্রচুর সবজি, ফল ও প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য রয়েছে। তথাপি এই সকল খাদ্য ভোগের হার এখনও সুপারিশকৃত মাত্রার চেয়ে কম। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই চাল জাতীয় দানাদার খাদ্য, যা মোট খাদ্যশক্তির প্রায় ৬০-৭০% সরবরাহ করে থাকে। এ কারণে বহুমুখী খাদ্য প্রচলন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে এবং কি কি বিষয় মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ধারনার ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাস বহুমুখীকরণ ও মানসম্মত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশে যে সকল খাদ্য সচরাচর খাওয়ার প্রচলন নেই, সেই সব খাদ্য সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে। খাদ্য বাজার ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কেও সচেতন করতে হবে এবং পর্যাপ্ত ও সুষম খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। পরিশেষে এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলো দ্রুত সমাধান করা সম্ভব এমন কোন একটি স্বল্পমেয়াদি বিষয়ের সাথে তা সংযুক্ত করতে হবে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানা পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন

মানুষ যে পুষ্টিকর খাদ্য পর্যাপ্ত গ্রহণ করবে তা শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাদ্যের সহজলভ্যতা ও অভিগম্যতার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্যে আচরণগত অভ্যাস পরিবর্তন ও তা প্রবর্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশের মানুষকে (গ্রামীণ ও শহুরে) প্রাণিজ খাদ্যসহ বহুমুখী ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। খাদ্য পরিকল্পনায় ব্যবহৃত ও হালনাগাদকৃত খাদ্য বিন্যাস সারণি ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এই প্রচার কাজে নারীদের বিশেষভাবে আওতাভুক্ত করতে হবে, কারণ পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত ও বিতরণে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় জাতের কম দামি যে সকল খাদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব তার পুষ্টিগত ব্যবহার পদ্ধতি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিশুদের প্রথম ১০০০ দিনের বিশেষ পুষ্টি চাহিদা সম্পর্কিত প্রচারের পাশাপাশি নবজাতক ও শিশুদের খাওয়ার বিষয়ে বিশেষ প্রচার চালাতে হবে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিশুকে প্রথম ছয়মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ছয়মাস পরে বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাদ্য দেয়া। দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন নিশ্চিত করতে শিশুদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আওতাভুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়ে সবজির বাগান ও রান্না করার বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। এই কর্মসূচি সফল করার একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীদের মাঝে বার্তা পৌঁছানোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রয়োজন অনুসারে সুরক্ষিত (fortified) খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ

শুধুমাত্র ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সম্ভব নয়, এর সাথে আরও অনেক বিষয় যুক্ত রয়েছে, মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সেগুলোও উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের সাথে দেশের মানুষের খাদ্য সম্পর্কিত সংস্কৃতিও সম্পর্কিত। পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি বাজার ও গণমাধ্যমেও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বাণিজ্য ও বাণিজ্য-নীতি একদিকে যেমন উন্নত পুষ্টির প্রসার ঘটাতে পারে, অন্যদিকে পুষ্টি বিষয়ে নেতিবাচক ফলাফলও তৈরি করতে পারে। মুক্ত বাণিজ্য খাদ্য বিষয়ক পছন্দকে উদার করে তোলে, ফলে বহুমুখী খাদ্যের প্রসার ঘটে। একইসাথে স্বল্প-মূল্যে অতিরিক্ত ক্যালোরিসম্পন্ন কিন্তু কম পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যের সহজলভ্যতার ফলে স্থূলতাসহ অন্যান্য খাদ্যাভ্যাস খাদ্যবাহিত রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরায়ণ ও বর্ধিত বাজার ব্যবস্থায় পুষ্টি বিষয়ক মাপকাঠির আলোকে বাজার পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এর উদ্দেশ্য হবে খাদ্য বিষয়ক ঝুঁকি কমানো ও উপকার বাড়ানো। জাতীয় পুষ্টি সেবার মাধ্যমে

বয়স, কর্মক্ষমতার মাত্রা ও পেশা অনুসারে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন করে পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকার বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। ভোক্তাদের নিকট তথ্য সরবরাহ, আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাপক মাত্রায় করতে হবে এবং এগুলোকে খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগের সাথে সমন্বিত করতে হবে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ উৎসাহিত হবে এবং অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াকৃত- চিনি, উচ্চ চর্বি, লবণাক্ত-খাদ্য পরিহারের বিষয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে পুষ্টি-সংবেদনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে অতিরিক্ত কর আরোপ করা যেতে পারে। খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাদ্যের মোড়কে পুষ্টি উপাদান লিপিবদ্ধ করা, কৌশলগত স্থানে প্রচার ও লোক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটি জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। কৌশলগত স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেট অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিক, সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও বৃহত্তর পরিসরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। গণ উদ্যান ও হাঁটার পথে শারীরিক কসরতের ও ব্যায়ামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি বিষয়ক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয় যে কৃষির বহুমুখিতা খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য তৈরি করতে পারে। পুষ্টি-সংবেদী কৃষি একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ, যার মাধ্যমে অপুষ্টির (খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও রক্তস্বল্পতা) হার ক্রমান্বয়ে কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে স্থূলতা, অতি-পুষ্টি ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে পুষ্টি চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কৃষি ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত এই মর্মে সেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেই লক্ষ্য সার্বিক উৎপাদনশীলতা ও প্রাণিসম্পদ, দুগ্ধ, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিমান উন্নত করে গর্ভবতী নারী, শিশু ও কিশোরসহ সাধারণ মানুষের ভোগ সমৃদ্ধ করতে হবে। একইসাথে প্রাণিজ খাদ্য ভোগ বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে, যা খর্বতা, ওজনস্বল্পতা, রক্তস্বল্পতা, ভিটামিন-এ ঘাটতি ও জিঙ্ক ঘাটতি দূর করতে ভূমিকা রাখবে। বিশেষত নবজাতক ও শিশুদের এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্য পান করানোর সময় যথাযথ খাদ্য খাওয়ানোর গুরুত্ব বিবেচনায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিক ডিজঅর্ডার গবেষণা ও পুনর্বাসন সংস্থা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এই খাদ্য প্রস্তুতির তালিকা অবশ্যই খাদ্য মিশ্রণ সারণির ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে। খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালীর প্রসার শুধুমাত্র দরিদ্রদের মধ্যে সীমিত রাখলেই চলবে না। কারণ জরিপে দেখা গেছে যে সচ্ছল জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ৬৫% শিশু পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করে না[২৫]।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ : বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর 'পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত কৃষি অ্যাপ্রোচ প্রকল্প (বিআইআরটিএএন পর্যায়ে)' এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় 'বাংলাদেশে নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি' এই কর্মসূচির আওতায় দুইটি চলমান প্রকল্প। একটি প্রস্তাবিত 'লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট-বেইজড ডেইরি রেভুলেশন অ্যান্ড মিট প্রোডাকশন প্রকল্পে'র মাধ্যমে সামগ্রিক প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ মূল্য-শৃঙ্খলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য নাড়াচাড়া ও প্রক্রিয়াকরণ, দুগ্ধ-মাংসের পুষ্টিগুণ ও এর উৎপাদন এবং বিদ্যালয়ে দুগ্ধ ও ডিম সরবরাহের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার্থীদের খাদ্যপুষ্টি বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। অন্য একটি সম্ভাব্য প্রকল্প 'খাদ্যাভ্যাস উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও পরিবারের পুষ্টি ও পণ্য উন্নয়ন', বিষয়ক যা উদ্যান চাষের সাথে সম্পর্কিত। পরিকল্পিত অন্যান্য অধিকাংশ প্রকল্প জাতীয় পুষ্টি পরিসেবার অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের অংশীজন যুক্ত রয়েছে এবং একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যে এর কর্মকান্ড সমন্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে পুষ্টির জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি যেমন, পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম (যাতে শিশুদের ১০০০ দিনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে) এবং রেগুলেশন অব রেজিস্ট্রেশন, ইভালুয়েশন, অথোরাইজেশন অ্যান্ড রেস্ট্রিকশন অব কেমিক্যালস (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals- REACH) এর মধ্যে সুসামঞ্জস্য গড়ে তোলা আবশ্যক। এই কর্মসূচিতে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুদের অপুষ্টি

[২৫] বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০১৪

দূর করা এবং গর্ভবতী নারী ও অপুষ্টদের ভেষজ ও পরিপূরক খাদ্য সম্পর্কিত বিষয় প্রয়োজন অনুসারে অন্তর্ভূক্ত রেখে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সংবলিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সুরক্ষিত খাদ্য প্রবর্ধনের ক্ষেত্রে বিকল্প মাতৃদুগ্ধ, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' লঙ্ঘন করা যাবে না।

কর্মসূচি III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরণের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : অনিরাপদ পানি ব্যবহার ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা যা শরীরের খাদ্য ব্যবহারের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে, সে সম্পর্কে এখনও অনেক মানুষ সচেতন নয়। অনেকেই এখনও পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যে সকল পানীয় জল পাওয়া যায় তার অর্ধেকের বেশি নিরাপদতার মানদণ্ডে যথার্থ মানসম্মত নয়। শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশন ও অন্যান্য দূষণের (যেমন, উদ্ভিদনাশক) ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি দূষিত হয়েছে, ফলে ব্যবহার্য পানির উৎস সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। নিরাপদ চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কার্যে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি

পানীয় জল ও অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য সবাই যাতে নিরাপদ (যেমন, আর্সেনিকমুক্ত) পানি পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানি যেখানে আর্সেনিক, লবণ ও অন্যান্য উপায়ে দূষিত এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানি অণুজীব, শিল্প-বর্জ্য, সার, কীটনাশক ও উদ্ভিদনাশক দ্বারা দূষিত, সেখানে বিকল্প উৎস থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্ষাকালে যেহেতু দূষণের সম্ভাবনা বেশি তাই বিশেষভাবে তখন পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ঐতিহ্যগতভাবে পানি সংগ্রহের দায়িত্ব নারীরাই পালন করে বলে পানি স্বল্পতার জন্য তাদেরই বেশি ভুগতে হয়।

III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন চর্চা নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো

ঘরেই হোক কিংবা রেস্তোরাঁ বা রাস্তায় যারাই খাদ্য প্রস্তুত ও নাড়াচাড়ার সাথে সম্পৃক্ত, তারা খাদ্যে জীবাণু সংক্রমণ ঘটিয়ে রোগবালাই ছড়ায়। মানুষের হাত, নিঃশ্বাস, চুল ও ঘাম ইত্যাদি দূষণের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন এবং খাদ্য পুনরায় গরম করার ক্ষেত্রে দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রচার ও তার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করার আগে হাত ধোয়ার বিষয়ে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় ও তাপে রান্না, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবা সম্পর্কে মাদেরকে সচেতন হতে হবে। খাদ্য প্রস্তুত করা ও খাওয়ানোর স্থানে যাতে সবসময় সাবান ও পানি থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সাশ্রয়ী হাত ধোয়ার কৌশলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্যবাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

ডায়রিয়া ও অপুষ্টির মধ্যে একটি দুষ্টচক্র বিদ্যমান। পানিবাহিত রোগ ও অপরিচ্ছন্নতার প্রভাব এবং এর ফলে শরীরে খাদ্যপ্রাণ ব্যবহারের ক্ষমতা কমে যাওয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। অধিক সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে শৌচাগার সুবিধা বিস্তৃত করতে হবে এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নগর অঞ্চলে যেখানে ২৫% পরিবার স্থায়ী শৌচাগারসহ ঘরে বাস করে সেখানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। নারীদের পৃথক চাহিদা বিবেচনা করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ : বিদ্যালয়ে) এবং সম্ভাব্য বন্যার প্রভাবের বিষয় বিবেচনায় রেখে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। গৃহস্থালিতে পশুপাখি দ্বারা দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ফলে পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রকল্পে এবিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'বাংলাদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও শৌচাগার প্রকল্প (বিআরডব্লিউএসএসপি)' হচ্ছে এই কর্মসূচির আওতায় সবচেয়ে বেশি বাজেটের প্রকল্প। এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে মাত্র পাঁচটি চলমান ও দুইটি সম্ভাব্য প্রকল্প রয়েছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : দূষণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব বিষয়ে প্রস্তাবিত উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে। স্যানিটারি সুবিধা উন্নয়নে শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে এবং এজন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা সিআইপি-২ এর দায়িত্বের বাইরে। বাস্তবে নগরের অধিকাংশ অধিবাসীর সরকারি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে কোন সংযোগ নেই, বরং তাদের শৌচাগার শুধুমাত্র সেপটিক ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত। এখনও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অনুপযুক্ত, ফলে অপরিশোধিত পয়ঃনিষ্কাশনের পানি দূষণের ঝুঁকি বিদ্যমান। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় অনুপযুক্তভাবে তৈরি করা বদ্ধ শৌচাগার বন্যার সময় মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে।

ফলাফল IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা

কর্মসূচি IV.১: সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি পুনর্বাসনের উদ্যোগ ও দুর্যোগ প্রশমনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকরভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা ব্যবস্থা

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সংকট উত্তরণকল্পে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে যথাযথ পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার দুর্যোগের ক্রমাগত মাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে দেশের পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহকে সন্নিবেশিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে একদিকে দুর্যোগ সহনীয়, অন্যদিকে উচ্চমাত্রার পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে; দুর্যোগ কবলিত হলে কৃষি ব্যবস্থা রক্ষার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং যাদের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। দুর্যোগের কারণে খাদ্যের লভ্যতা ও খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য বিঘ্নিত হলে সেই সময়ের জন্য একটি কার্যকর সরকারি খাদ্য বিতরণ ও পরিচালন পদ্ধতি প্রস্তুত রাখতে হবে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ

IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ-সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন

দেশে ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে আঙিনাভিত্তিক কৃষি, হাঁস-মুরগি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ছাদ বাগান, নার্সারি ও হর্টিকালচার ইত্যাদির প্রসার ঘটার ফলে সারা বছরব্যাপি অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য ও প্রাণিজ খাদ্যের লভ্যতা ও গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। এর ফলে দুস্থ পরিবারসমূহের স্থিতিস্থাপকতা বা ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু এই ধরনের প্রকল্পে গবেষণার মাধ্যমে (উপ-কর্মসূচি I.১.১. দ্রষ্টব্য) উদ্ভাবিত পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ দুর্যোগ সহনশীল শস্য উৎপাদনের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাই এই উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা, যেমন নারী, ক্ষুদ্র চাষি ও দরিদ্রদের জন্য বিমা সুবিধা প্রবর্তনসহ কৃষি উপকরণসমূহের (জমি, বীজ, মাছের পোনা, পানি, সার) অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা দরকার। দুর্যোগ পরবর্তীকালে বিশেষ করে অরক্ষিতসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য দ্রুত কৃষি উপকরণ (একই সাথে নগদ অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ) যেমন বীজ ইত্যাদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিজেদের ভোগের জন্য অল্প সময়ে উৎপাদনযোগ্য খাদ্যশস্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবিকায় প্রত্যর্পণ করার মাধ্যমে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুষ্টি চাহিদার ওপর দুর্যোগের প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১)[২৬] -এর পরামর্শ অনুসারে পূর্বাভাসের একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ (উপ-কর্মসূচি IV.২.১.দ্রষ্টব্য) এলাকায় বসবাসরত মানুষদের তাৎক্ষণিক খাদ্য চাহিদা সময়মত পূরণ করা সম্ভব হবে। সরকার বহুমাত্রিক ঝুঁকি পর্যালোচনা ও ম্যাপিং এবং ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ সেল পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিশ্চিত করবে। এ ধরনের উদ্যোগ কোন সময়ে কোন ধরনের শস্য উৎপাদন করা উচিত সে সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করবে।

IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ

দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকার সময়ে জেলেদের জন্য আয়বর্ধনমূলক বিকল্প কাজের ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং যাদের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যেমন- বন) অথবা যারা প্রকৃতির খেয়ালিপনার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না, তাদের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে জনগোষ্ঠীর আয়ের উৎস মৌসুমি এবং যাদের বিকল্প আয়ের উৎস নেই, যেমন যে মৌসুমে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে বা প্রাকৃতিক কারণে বাধাগ্রস্ত হয় বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন যদি তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকে এরূপক্ষেত্রে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময় বা পরবর্তীকালে দুঃস্থদের জন্য সুবিধা প্রাপ্তিতে যাতে বিলম্ব না হয় সেজন্য অবশ্যই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হবে। যারা মোবাইলের আওতার বাইরে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ব্যবহার সুবিধা দেয়া যেতে পারে।

[২৬] বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এই সিআইপি'র ফলাফল ৩ এর অন্যতম উদ্দিষ্ট।

IV.১.৩. উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন

বিপর্যয়ের কারণে খাদ্য বিনষ্ট হওয়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সরকারি সংরক্ষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ এবং বিদ্যমান গুদাম ও সংরক্ষণাগারের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশব্যাপি এবং বিশেষভাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য দীর্ঘ সময় মজুদ করে রাখতে সক্ষম হবে। এতে খাদ্যশস্য বিনষ্ট হওয়ার পরিমাণও হ্রাস পাবে এবং বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পুষ্টিগুণও অপরিবর্তিত থাকবে। বিশেষত: দুর্যোগসৃষ্ট বা অপরাপর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাদ্যশস্যের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর মজুতকৃত খাদ্যশস্যের অব্যবহৃত থাকার কারণে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সরকারি মজুতে রক্ষিত খাদ্যের পচন পরিহারের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় প্রদেয় সরকারি সহায়তা সুবিধাজনক ক্ষেত্রে নগদ টাকায় অথবা খাদ্যশস্যের আকারে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি তহবিল ব্যবহার করে প্রধানত দরিদ্র ভোক্তা ও কৃষক সাধারণের স্বার্থে পরিচালিত সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস) এতে করে দক্ষতার সাথে বেসরকারি খাতে পরিচালিত খাদ্যশস্যের বাজারে কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করেই পরিচালনা করতে সহায়ক হতে পারে। পাশাপাশি, পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণকে উৎসাহিত করতে হবে (উপ-কর্মসূচি III.১.১. দ্রষ্টব্য)। খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য ও যথাযথ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে মূল্য ভর্তুকির ক্ষেত্রে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারকে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন ডাল ও প্রাণিজ খাদ্য (শুঁটকি মাছ, ইত্যাদি) সরবরাহের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে।

চলমান ও সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা প্রকল্পটি অন্যতম। বন্যা ও নদী ভাঙনের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আরও বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে। জাতীয় পুষ্টি পরিসেবার আওতায় জরুরি সরবরাহ কর্মসূচির বাইরে সম্ভাব্য তালিকায় অল্প কিছু প্রকল্প রয়েছে, যা এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত তিনটি উদ্দেশ্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সরকারকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে : (১) খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে খাদ্য সরবরাহ করা, (২) দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে দুস্থ ও দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়তা ও (৩)খাদ্যশস্যের বাজারে মূল্যের অস্বাভাবিক ওঠা-নামা ও বাজারে খাদ্যশস্য সরবরাহে স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করা। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পরিকল্পনার পরামর্শ অনুযায়ী সরকারি সহায়তা বিতরণ ক্রমান্বয়ে খাদ্যভিত্তিক থেকে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তর হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সিআইপি-২ এর অধীনে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার ওপরে দুস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের নির্ভরশীলতাকে স্বীকার করে নিয়ে তার উন্নয়নে উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে যা জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলায় লভ্য তহবিলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উৎস সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কিত। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী উদ্যোগকে সহযোগিতা দিয়ে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করা প্রয়োজন।

কর্মসূচি IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচির সমন্বিত প্রত্যাশিত ফলাফল : বিভিন্ন দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা, অভীষ্ট নির্ধারণ ও উপাদান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ এখনও বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : বয়স্ক ও অসমর্থ মানুষ সাধারণভাবে আওতার বাইরে রয়েছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে আওতাভুক্ত হয়েছে, যেমন- বিদ্যালয়গামী শিশু, তবে অভীষ্ট নির্ধারণের পদ্ধতি এখনও ত্রুটিপূর্ণ,

অন্তর্ভূক্তকরণের ক্ষেত্রেও অনেক ভুল রয়েছে (দরিদ্র নয় এমন উপকারভোগী পরিবারের অন্তর্ভূক্তি) এবং বাদ পড়ার মত ত্রুটিও রয়েছে। সরবরাহকৃত দ্রব্যাদির পরিমাণও কম, অনিয়মিত ও ত্রাণের পরিমাণও অল্প হবার ফলে এর প্রভাবও অনেক সীমিত। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যেসকল এলাকায় মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সকল ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। উন্নয়ন অভীষ্ট নির্ধারণ ও সম্ভাব্য উপকারভোগীদের আওতাভুক্ত করার জন্য একটি 'জাতীয় একক সামাজিক রেজিস্ট্রি' পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য উল্লিখিত রেজিস্ট্রিটি সরকারের সবগুলো সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত হবে। বিশেষ করে এতে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা সুসংহতকরণ ও বিতরণকৃত খাদ্যকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে সেই সাথে পুষ্টি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি পরিস্থিতির ওপর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রভাবও উন্নত করা সম্ভব হবে। সমাজের সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ, সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার একটি মাধ্যম হিসেবেও এই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগ

IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক, অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা ও দক্ষতা উন্নয়নে অভীষ্ট নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি প্রয়োজন- বিশেষ করে নারী, কিশোরী, শিশু ও বয়স্কদের অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বহুবিধ চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে জীবনচক্রভিত্তিক উদ্যোগসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, সিআইপি-২ বিনিয়োগ পরিকল্পনাতেও তা অনুসরণ করা হয়েছে। শিশুকালে অপুষ্টিজনিত সমস্যা থেকে রক্ষার জন্য মাতৃগর্ভে থাকা শিশু ও তাদের মায়েদের জন্য প্রতিকারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বয়স্ক ও অসমর্থ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা বেষ্টনীও প্রয়োজন। বর্তমানে যে বয়স্ক বা অসামর্থ্যভাতা প্রদান করা হয় তা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের আওতায় প্রদত্ত ভাতার একটি ন্যূনতম অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে। বয়স্ক ও বিকলাঙ্গদের আয় ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এই সকল ভাতার প্রভাব কতটুকু হতে পারে তা নিরূপণের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করে চলমান প্রকল্পের পর্যালোচনা করা দরকার।

IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ

একটি কার্যকর দুর্যোগ তথ্য পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতিকে কাজ করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে ভৌত সম্পদ ও প্রশিক্ষিত জনবল ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর তথ্য বিনিময় পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে উদ্দেশ্যগত সাযুজ্য ও প্রয়োজনমাফিক ঐক্য স্থাপন দরকার। উদাহরণস্বরূপ : কাজের জন্য নগদ অর্থ বা খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ, গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার সুবিধা ইত্যাদি উৎপাদনশীল অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির স্থানীয় পর্যায়ে উপস্থিতির বিষয়ে সম্ভাব্য উপকারভোগীদেরকে সচেতন করতে হবে। দরিদ্র, অরক্ষিত ও নগর অঞ্চলের সামাজিকভাবে বঞ্চিত আদিবাসী, শহরে কাজের সন্ধানে আসার কারণে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে যারা নিজেদের জমি হারিয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ করতে হবে। দেশের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কার্যকর প্রস্তুতিমূলক ও দুর্যোগ প্রস্তুতির সাথে সমন্বয় রেখে নিরাপত্তা বেষ্টনীর কাজ পরিচালনা করতে হবে। এর ফলে দুর্যোগ (উপ-কর্মসূচি IV.১.১. দ্রষ্টব্য) হেতু সৃষ্ট খাদ্য তাৎক্ষণিক চাহিদা সম্পর্কে পূর্বাভাসের মাধ্যমে সময়মত সাড়া প্রদান সম্ভব হবে।

IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন

অপুষ্টি মোকাবেলার অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। তবে নগদ অর্থ বা পণ্য সরবরাহ পুষ্টিমান উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব তৈরি করে না। সকল অরক্ষিত গোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা পুষ্টিগতভাবে অরক্ষিত, যাতে তারা পর্যাপ্ত খাদ্য পায়, তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হয়, এজন্য এদের খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ : ভিজিডি[২৭] ও ভিজিএফ-এর মাধ্যমে অভীষ্ট অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে যে অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরবরাহ

[২৭] বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সমর্থনপুষ্ট হয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে ভিজিডি নারীদের মাঝে ফর্টিফাইড চালের সাথে প্রশিক্ষণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলাফল ইতিবাচক হওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচির অধীনে ৩৫টি উপজেলায় ফর্টিফাইড চাল বিতরণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১ মিলিয়ন ইউএস ডলার-এরও অধিক অর্থ বরাদ্দ রেখেছে।

করা হয় বা ওএমএস-এর মাধ্যমে যে চাল বিক্রি করা হয় তার পরিমাণ বাড়াতে হবে। পুষ্টি যোগানোর অন্যান্য ধরন বা খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি যাচাই করে দেখা যেতে পারে, শস্য ব্যতীত অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ অন্যান্য খাদ্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যেমন, শুঁটকি মাছ, মাছের গুঁড়া বা ডাল ইত্যাদি। খাদ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে আলুর মধ্যে এমিনো এসিডের উপস্থিতি এবং খাদ্যশস্য, ডাল ও অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করার সুবিধা বিবেচনায় এর ব্যবহার এবং খাদ্যশস্যের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং চালের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের শর্তে নগদ অর্থ বিতরণ বা নগদ অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী বিতরণের কোন শর্ত ছাড়াই পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচিতে আকৃষ্ট করা গেলে, অংশগ্রহণকারীদের কেনাকাটার ক্ষেত্রে তা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং একই নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্য ভোগের অভ্যাসও বদলাতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য নিয়মিত, সম্ভাব্য ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। অধিকতর পুষ্টি-সংবেদনশীল করার জন্য এর মাধ্যমে পুষ্টির দিক থেকে অরক্ষিতদের আওতাভুক্ত করতে হবে, পুষ্টি বিষয়ক উদ্দেশ্য ও সূচক স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং যে সকল উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তার প্রসার ঘটাতে হবে। বিদ্যালয়ে দিনের বেলায় খাওয়ানোর কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে এবং শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস ও চর্চা তৈরির একটি মাধ্যম হিসেবে তা ব্যবহার করা হবে ।

২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়ামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পুষ্টি-সংবেদনশীলতা অভিযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অপুষ্টি হ্রাস ত্বরান্বিত করা সম্ভব এবং তা ''এসডিজি২ - ক্ষুধা মুক্ত, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও টেকসই কৃষির প্রসার'' অর্জনে ভূমিকা রাখবে। উদাহরণস্বরূপ : সামাজিক হস্তান্তরের সাথে উন্নত মানের আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ খর্বতা কমানোর ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

সিম্পোজিয়ামে আরও যে সকল বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, (১) পুষ্টিগতভাবে বিবেচনায় অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভীষ্ট করা যেমন ০-৪ বছর বয়সী শিশু, কিশোর, গর্ভবতী নারী, মাতৃদুগ্ধ দানকারী নারী এবং সেইসাথে সমগ্র নগরাঞ্চল, কারণ বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নগরাঞ্চলের মাত্র ৯% আওতাভুক্ত রয়েছে, যেখানে গ্রামীণ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা হচ্ছে ৩০%; (২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পে পুষ্টি বিষয়ক উদ্দেশ্য ও সংশ্লিষ্ট সূচক সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত করা এবং পুষ্টি বিষয়ক কার্যকর অগ্রগতি ও প্রভাব সম্পর্কে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা; এবং (৩) সেবার মান উন্নয়ন, প্রধানত স্বাস্থ্যসেবা যা পুষ্টি সম্পর্কিত ফলাফলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্যসেবার মান অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূণের ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে আন্তঃখাত ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের স্কুল ফিডিং কর্মসূচিসহ এই ক্ষেত্রে কুড়িটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। আর্থিক চাহিদার বিবেচনায় দুইটি প্রধান সম্ভাব্য প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে 'গরু- প্রতিপালন দ্বারা পশ্চাৎপদ নারীদের জীবিকা উন্নয়ন' এবং 'সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জীবিকা উন্নয়ন'।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : বাংলাদেশ সরকার আর্থিক খাতের জিটুপি (সরকার থেকে ব্যক্তি) পদ্ধতি ব্যবহার করে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিকে ক্রমান্বয়ে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা করছে। যেহেতু অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর খাদ্যের মান উন্নয়নে চলমান খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিটি কমে আসবে, তাই পর্যাপ্ত খাদ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে সুপারিশকৃত খাদ্য আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা মানুষদের ক্রয়সীমার মধ্যে থাকবে। মাতৃদুগ্ধ পানের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক উপায়ে সুরক্ষিত খাদ্য বিতরণ করা যাবে না। মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ পান করানো নিশ্চিত করা ও বাজারের যে কোন খাদ্যের তুলনায় ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাদ্যে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

ফলাফল V. : খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচি V.১. : উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ভোগ সম্পর্কিত জনসচেতনতাবৃদ্ধি ও খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে উত্তম চর্চা প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়েছে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : বাংলাদেশে খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে দূষণ ও ভেজাল একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কীটনাশক ও সারের অব্যবহার, দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও তরল বর্জ্যের সমস্যা এবং মাটির জৈব ব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে মাটির দূষণ ঘটাচ্ছে এবং এর সাথে পানি যুক্ত হয়ে সার্বিকভাবে ভারি ধাতু ও রাসায়নিক উপাদান সঞ্চিত হয়ে চূড়ান্ত পরিণতিতে তা খাদ্য-শৃঙ্খলে ঢুকে পড়ছে। এছাড়াও খাদ্যে ভেজাল মেশানোর কারণে সর্বত্র ঘটছে রাসায়নিক দূষণ। প্রায় সবক্ষেত্রেই সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্রক্রিয়াকরণের সময় কমবেশি জীবাণুঘটিত দূষণ হচ্ছে। একটি জরিপে দেখা গেছে যে, প্রক্রিয়াকরণ করা বা না করা সকল ধরনের খাদ্যেই নাড়াচাড়া করার কাজে সংশ্লিষ্টরা খাদ্যবাহিত রোগ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয় এবং কিভাবে দূষণ ঘটে তারা তাও জানে না। এ ছাড়াও, যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে খাদ্যের নিরাপদতা বিঘ্নিত হবার পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টিগুণও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সচেতন করতে হবে, নিরাপদ মান ও পদ্ধতির সমন্বয় করতে হবে এবং বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রয়োগের পাশাপাশি আচরণগত পরিবর্তন করতে হবে। খাদ্যের ভেজাল, দূষণ ও ঝুঁকি তদারকিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অগ্রাধিকার উদ্যোগসমূহ

V.১.১. সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ

খাদ্যের গুণগত মান পরীক্ষা ও নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা পরিচালন করার জন্য পরীক্ষাগারের সক্ষমতা ও পদ্ধতি উন্নয়ন, খাদ্যের অনিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য-বাহিত অসুস্থতা তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সারা দেশব্যাপি ব্যাপক প্রভাব তৈরির জন্য খাদ্যের দূষণ ও ভেজাল এবং খাদ্য প্রস্তুত ও উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানের নিরাপদতা যাচাইয়ের পর নিরাপদ খাদ্য আইন বিরোধী কার্যক্রম সংঘটিত করার ক্ষেত্রে চিহ্নিত অপরাধীদের আইনানুগ শাস্তি প্রদানকল্পে নিরাপদ খাদ্য আদালতের কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে। খাদ্য দূষণের ঝুঁকি পর্যালোচনার প্রক্রিয়া বা বিশেষ অনুরোধে পরীক্ষণ এবং খাদ্য শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আহরিত অভিজ্ঞতার ব্যবহারকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুণাগুণ পরীক্ষণও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরাপদ খাদ্য আইন ও প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন বিষয়কে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইন অমান্যকারীদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ : জৈব খাদ্য ও ন্যায্য বাণিজ্য, বৈশ্বিক উত্তম কৃষি অনুশীলন (গ্লোবাল গুড এগ্রিকালচারাল প্রাকটিসেস), ব্রিটিশ রিটেইল কনসোর্টিয়াম (বিআরসি)। মানসম্মত পণ্যের রপ্তানি ও আয় বৃদ্ধিতে এই ধরণের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য পরীক্ষার আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। খাদ্যবাহিত রোগের বিস্তার রোধে তথ্য-প্রযুক্তি খাতেও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নির্ধারিত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা ভোক্তাদের অবহিত করার ক্ষেত্রে পণ্যের মোড়কীকরণ ও লেবেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (কর্মসূচি II.১.১ দ্রষ্টব্য), যেমন পণ্যের উপাদান এবং পণ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত দাবি সম্পর্কে বিএসটিআই ও বিএফএসএ এর ভূমিকা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

V.১.২. খাদ্য নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয়করণ, উত্তম জলজ প্রাণি-প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন

সঠিক অনুশীলন, গুণগত মান ও বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষিত হতে হবে, যা খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদিত খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। এর ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও শ্রমিকদের কর্মপরিবেশেরও উন্নতি হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশেষ করে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করে নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বাড়তি আর্থিক সুবিধাবলি পাওয়া যাবে। এ ধরনের উন্নত অনুশীলনের মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত যথার্থ পদ্ধতির সাহায্যে মাটির জৈব গুণাগুণ উন্নত ও সংরক্ষিত থাকবে এবং ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহার ও খাদ্যে মিশে যায় এমন অন্যান্য যে সকল উপাদান ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতি হ্রাস পাবে। পশুপাখির

ক্ষেত্রে চিকিৎসা-পত্র ব্যতীত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উত্তম কৃষি চর্চা সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষকরা জানতে সক্ষম হবে এবং পশুপাখির চিকিৎসায় ও অন্যান্য উপায়ে ব্যবহৃত রাসায়নিক যা খাদ্যে মিশে যায় সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে। সর্বোপরি, গবাদিপশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রাণিখাদ্য খাওয়ানো, পায়ের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখা ও যথার্থ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন অনুশীলন নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষিত করতে প্রশিক্ষকদের ও সম্প্রসারণ কর্মীদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা ব্যবহার সম্পর্কে সক্ষমতা বাড়ানো দরকার। উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহের পাশাপাশি, যথাযথ মান নিশ্চয়তা বিধান সরকারের দায়িত্ব এবং উক্ত খাদ্যের নিরাপদ মান সর্বক্ষেত্রেই বজায় রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : মাঠ পর্যায়ে সার ও বালাইনাশকের ভেজাল ও দূষণ নিয়মিত যাচাই, নির্ধারিত মান রক্ষাকারী মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র/হ্যাচারিগুলোকে উপকরণ সরবরাহকারীদের সনদ প্রদান, ইত্যাদি। যে সকল মাছের পোনা ও ডিম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত গুণগত মানের সনদ থাকবে না সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

V.১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন চর্চা (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার

খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন-পরবর্তী খাদ্য নাড়াচাড়া করার সঠিক পদ্ধতি অনুশীলন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সামগ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শৃঙ্খল সম্পর্কে বাংলাদেশে ব্যবহারোপযোগী নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এর ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশনের সুপারিশকৃত সঠিক প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অনুশীলন এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালায় বর্ণিত পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো দরকার। খামার পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ অবশ্যই পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ হতে হবে। শুধুমাত্র সুপারিশকৃত পরিষ্কারক ব্যবহার করতে হবে এবং নোংরা পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত দূষণ রোধ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত ও যথাযথ পরিবেশে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। খাদ্য পরিবহনের জন্য পরিষ্কার ও উপযুক্ত ধারণপাত্র ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া নির্ধারিত মান অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে।

V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে: পারিবারিক পর্যায়ে রান্না বিষয়ে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ যারা প্রায়শই বাইরের খাবার কেনেন এবং যে নারীরা পারিবারিক পর্যায়ে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেন (খাদ্য প্রস্তুত, বিতরণ, শিশুদের খাওয়ানো, সংরক্ষণ, ইত্যাদি) বিশেষভাবে তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা তৈরি করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিদের (স্থানীয় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, ইত্যাদি) নিয়ে সকল পর্যায়ে গঠিতব্য নিরাপদ খাদ্যের উন্নয়নে সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম ভোক্তাদের আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে, এরুপ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ থেকে যে সকল প্রচার উপকরণ তৈরি ও বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা চলমান রাখতে হবে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরেও উল্লিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত ও সম্প্রসারণ করতে হবে। চলমান কর্মসূচিসমূহ সম্পর্কে টেলিভিশনের প্রচারিত অনুষ্ঠানে (শিশুতোষ অনুষ্ঠান, জনপ্রিয় ধারাবাহিক, ইত্যাদি) প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকতর গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগ

বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা সত্ত্বেও এই কর্মসূচিটি বিনিয়োগের আকারে বেশ ছোট। খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশব্যাপি সাতটি খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং এই উপ-কর্মসূচির বিভিন্ন অংশে জাতীয় পুষ্টি পরিসেবার অনেক উপাদান রয়েছে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্পেও এই উপাদানটি অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : খাদ্য উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে ভোগ পর্যন্ত খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত রয়েছে, যেহেতু এদের মধ্যে একই দায়িত্বের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এদের কাজে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি। খাদ্য উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রেখে তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সকল অংশীজনের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মসূচি V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : উৎপাদন থেকে পারিবারিক পর্যায়ে ভোগ পর্যন্ত খাদ্যের পচন ও অপচয় কমে এসেছে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : খাদ্যের পচন ও অপচয় রোধে এসডিজি-২০৩০[২৮] এর গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা বাস্তবায়নের (এসডিজি-১২.৩) অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মানুষের ভোগের জন্য উৎপাদিত খাদ্যের একটি বড় অংশ পচে যায়। শস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে পচনের হার প্রায় ২০% এবং ফলমূল ও সবজির ক্ষেত্রে ৪০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে যেগুলো প্রোটিন, পুষ্টিকর ও অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য, যেমন শাক-সবজি, ফল, মাছ, মাংস ও দুগ্ধ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য অপচয়ের মধ্যে পুষ্টি গুণ, অর্থনৈতিক মূল্য ও খাদ্য অনিরাপদতা (কর্মসূচি V.১. দ্রষ্টব্য) জনিত অপচয়ও অন্তর্ভূক্ত। খাদ্যের পচন খাদ্য অপচয়ের একটি উপাদান এবং এর ফলে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তা মানুষের আহার্য বহির্ভূত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মূল্য-শৃঙ্খলের যে কোন পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় ঘটতে পারে এবং এর নানাবিধ কারণ রয়েছে, যা বিভিন্ন উদ্যোগ ও কৌশলের মাধ্যমে সমাধান করা প্রয়োজন। পচে যাওয়া ও অপচয় হওয়া খাদ্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ছে এবং এর প্রচেষ্টা হিসেবে গবেষণা কার্যক্রমও বাড়ছে যেমন, পচে যাওয়া খাদ্যকে বিকল্প উপায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে।

অগ্রাধিকার উদ্যোগসমূহ

V.২.১. খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ

উৎপাদন পর্যায়ে খাদ্যের অপচয়ের কারণ চিহ্নিত করা ও তা সমাধানের জন্য বা কমিয়ে আনার জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। উৎপাদিত ফসল স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগমুক্ত রাখার উন্নত অনুশীলন সম্পর্কে কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ : পুষ্টিগুণ সমুন্নত রাখার জন্য পরিপক্বতার উপযুক্ত পর্যায় চিহ্নিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ, চাষাবাদে যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন দুগ্ধজাত পণ্য, মাংস ও মাছ ইত্যাদির পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে ও সংরক্ষণে কৃষকদের জন্য হিমায়িত সংরক্ষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা, এর ফলে পণ্যের ব্যবহার যোগ্যতার মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে ও অপচয় কমবে। সবশেষে, কৃষক ও এনজিও'র মধ্যে অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করতে হবে, যাতে করে বাজার মূল্য কম থাকার সময় কৃষকরা চাষাবাদ করতে পারে। কীট-পতঙ্গ ও রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে অবহেলা করা চলবে না, কারণ শস্য অপচয়ের ক্ষেত্রে এগুলোও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

যে সকল কৃষি উৎপাদন সাধারণত ফেলে দেয়া হয়, যেমন তুষ, সেগুলোকে খাদ্য বা শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করার কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং হিমায়িতকরণ ব্যবস্থা জোরদার করতে অবকাঠামো আরও উন্নত হওয়া দরকার, কারণ হিমায়িতকরণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য অপচয় হয়। খাদ্য অপচয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার অপ্রতুলতা। বিশেষত মৌসুমি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয় অধিক হওয়ায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিনিয়োগ সম্ভব হয় না। খাদ্য প্রক্রিয়াকারী ও কৃষকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা গেলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। খাদ্য শৃঙ্খলে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেও খাদ্য অপচয় রোধ সম্ভব। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে যারা খাদ্য নাড়াচাড়ার কাজে জড়িত, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও খাদ্য অপচয় কমিয়ে আনা সম্ভব। যে সকল খাদ্য পচে যায় সেগুলোর বিকল্প ব্যবহার খুঁজে বের করতে হবে, যেমন সেগুলোকে পশুপাখির খাদ্যে বা কম্পোস্ট সারে রূপান্তর করা যায়।

V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ

যদিও বাংলাদেশের মতো নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে খাদ্য শৃঙ্খলের শেষ পর্যায়ে অপচয় ও পচনের পরিমাণ কম, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এই সমস্যা বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে রাজধানীতে সুপারমার্কেটের সংখ্যা বাড়ছে এবং এগুলোতে সঠিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত খাদ্য বিক্রি করা হয়ে থাকে। লেবেলিং, মোড়কীকরণ, মূল্য নির্ধারণ কৌশল ইত্যাদিও খাদ্য অপচয়ে ভূমিকা রাখে (এগুলো অতিরিক্ত ক্রয়কে উৎসাহিত করে)। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তম অনুশীলনের বিষয়ে খুচরা বিক্রেতাদের সচেতন করা প্রয়োজন। এখনও

[২৮] খাদ্য পচন ও অপচয় হ্রাসের এজেন্ডাটি ২০১২ সালের রিও+২০ সম্মেলনে গৃহিত ক্ষুধামুক্তির (জিরো হাঙ্গার) চ্যালেঞ্জের পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ অনেক কম। তথাপি খাদ্যের পুষ্টিগুণ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে ভোক্তাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে, উদাহরণস্বরূপ : প্রক্রিয়াকরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধরনের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পুষ্টিগুণ বিনষ্ট হতে পারে[২৯]। এছাড়াও, শস্যের অব্যবহৃত অংশ (ডালপালা, বীজ ও পাতা) যা পুষ্টিসমৃদ্ধ সেগুলো সচরাচর ফেলে দেয়া হয়। এই পরিত্যক্ত অংশের ব্যবহার প্রচলন ও উৎসাহিত করার মাধ্যমেও খাদ্যের অপচয় কমানো সম্ভব। পরিবার, হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে পরিমিত পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের মাধ্যমে খাবার থালায় যে খাদ্য অপচয় হয় তা কমানো সম্ভব। ওজন নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও ব্যয় সাশ্রয়েও এর প্রভাব রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগ

এই কর্মসূচিতে চলমান ও সম্ভাব্য কোন প্রকল্প নেই। ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে প্রণীত এই দলিলটি খাদ্য অপচয় ও পচনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এই প্রেক্ষিতে খাদ্য অপচয় ও পচন রোধে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের এখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : বাংলাদেশে খাদ্য অপচয় ও পচন সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য সীমিত এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে : বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি (সিএফএস এর ৪১ তম অধিবেশন) এর পক্ষ থেকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে খাদ্য অপচয় ও পচন সম্পর্কে একটি অভিন্ন মনোভাব গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে পচন ও অপচয় পরিমাপ ও পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও, এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র ১২.৩ নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রণীতব্য বৈশ্বিক খাদ্য অপচয় সূচকে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, যেখানে ভোক্তা ও খুচরা পর্যায়ে মাথাপিছু খাদ্য অপচয়, উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলে খাদ্য অপচয় রোধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খাদ্য অপচয় ও পচন হ্রাসের বৈশ্বিক উদ্যোগের[৩০] মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী, দ্বি ও বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যক্তিখাতের অংশীদারগণ (খাদ্য মোড়কীকরণ ও অন্যান্য কারখানা) যৌথ উদ্যোগে খাদ্য অপচয় ও পচন রোধে এই কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

কর্মসূচি v.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন

কর্মসূচির সমন্বিত প্রত্যাশিত ফলাফল : বিদ্যমান খাতসমূহ এবং অংশীজনের তথ্য পদ্ধতি থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে উচ্চ মান, সময়ানুগ ও সমন্বিত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিশ্লেষণ এবং প্রমাণের ভিত্তিতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ নির্ভর করে ব্যবহারযোগ্য প্রমাণ ও সূচকের প্রাপ্তির ওপর। অনুন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য ও অপুষ্টির মূল নিয়ামক এবং উত্তম অনুশীলন সম্পর্কিত জরিপের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা সম্ভব। সর্বস্তরের অংশীজন ও খাতসমূহের জন্য তাই পুষ্টি দক্ষতা সংক্রান্ত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের (বিসিসি) ধারাবাহিক ও কার্যকর উন্নয়ন প্রয়োজন, যার ভিত্তি গড়ে উঠবে প্রচলিত লোকজ্ঞান, মনোভঙ্গি ও অনুসৃত অভ্যাসের ওপর। যেহেতু বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যের ঘাটতি কম, তাই একটি কার্যকর ও পরিচালন উপযোগী তথ্য পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য সমন্বয় ও সংহতি প্রয়োজন।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন

খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত নিয়মিত জরিপ পরিচালনা ও বিশ্লেষণের জন্য মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে, বিশেষ করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিবীক্ষণ করার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নজরদারির ব্যবস্থা চালু করতে হবে। উল্লিখিত বিশ্লেষণ ও অন্যান্য জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো সিআইপি-২ এর পর্যালোচনাসহ নতুন নীতিমালা ও কৌশলে পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। খাদ্য গ্রহণ সারণি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে যাতে এর মাধ্যমে দেশের পুষ্টি চাহিদা পর্যালোচনার জন্য অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন- সবজি, ফল, মাছ ও প্রাণিসম্পদসহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উৎপাদনের প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রক্ষেপণ পাওয়া সম্ভব হয়। এই সকল উপাত্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে কেবল পরিমাণ নয়, পুষ্টি সরবরাহসহ খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। এই তথ্য জনসাধারণ বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বহুমুখী ও

[২৯] উপ-কর্মসূচি III.১.১ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রমের সাথে এটি করা যেতে পারে।
[৩০] 'সেভ ফুড' এফএও এবং মেসে ডুসেলডর্ফ

পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলসহ বিনিয়োগের অগ্রাধিকার প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করবে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার জন্য এই সকল জরিপের ফলাফল সকল অংশীজনের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। সিআইপি-২ এ পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বহুবিধ উৎস থেকে বিস্তৃত পরিসরে সংগ্রহ করা দরকার, রূপকল্প ২০২১ এর ঘোষণা অনুসরণ করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমন্বিত তথ্য পদ্ধতি গড়ে তোলা আবশ্যক এবং এর জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ধরনের পদ্ধতির পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতিসংঘের মূলনীতি বিবেচনায় রেখে সকল খাতের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তোলা এবং মান ও উত্তম চর্চা যেমন আইএমএফ জেনারেল ডেটা ডিসেমিনেশন সিস্টেম ও স্পেশাল ডেটা ডিসেমিনেশন স্ট্যান্ডার্ড (এসডিডিএস)।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগ

এসডিজি-র অনেকগুলো সূচক সিআইপি-২ এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং সেগুলো পাওয়ার সাথে সাথেই ব্যবহার করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিসংখ্যান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশল বাস্তবায়ন সহযোগিতা প্রকল্পের (এনএসডিএস) (২০১৩-২০২৩) অংশ হিসেবে একটি প্রকল্প শুরু করছে যা উপাত্তের মাধ্যমে এসডিজি ফলাফল কাঠামোর বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে সহায়তা করবে, কিন্তু এখনও প্রকল্প হিসেবে এটির বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। পরিসংখ্যান উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের মোট বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র রয়েছে : মান ও আওতা; জাতীয় পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিবীক্ষণ অগ্রগতি উন্নয়নে মৌলিক তথ্য ব্যবহার; জাতীয় পুষ্টি পরিসেবার পেশাদারিত্ব উন্নয়ন; সকল পর্যায়ে বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সন্নিবেশন ও ব্যবহার সমৃদ্ধ করা এবং একটি ''উন্মুক্ত উপাত্ত কৌশলের'' ভিত্তিতে সমাজের সর্বস্তরে আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজলভ্য ও ব্যবহার প্রবর্ধন ও শক্তিশালী করা। ন্যাশনাল ইনফরমেশন প্লাটফর্ম ফর নিউট্রিশন (এনআইপিএন) এর উদ্যোগ চলমান রয়েছে যা বিদ্যমান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা তথ্য ভাণ্ডারের পরিপূরক ও সহযোগী হিসেবে কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে নীতিমালা, উদ্যোগ ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : উদ্যোগী অংশীজন সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সকল কর্তাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ সমন্বয় সাধন (বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন, সংসদ, ব্যক্তিখাত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা কেন্দ্রসমূহ, সুশীল সমাজ, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি এবং একইসাথে আন্তর্জাতিক অংশীদারগণ)।

কর্মসূচি V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল : নীতিমালা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও আইনগত কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা : সিআইপি-২ এর মাধ্যমে একটি পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার কাঠামো পাওয়া যায় যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জটিলতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অভিযোজিত হতে পারে। বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা মোকাবেলায় পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বহু সংখ্যক কর্মী সক্রিয় রয়েছেন, কর্মসূচির কার্যকারিতা উন্নয়ন ও দ্বৈততা পরিহারপূর্বক করে সম্মিলিত ফলাফল নিশ্চিত করতে এদের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ থেকে নীতিমালা ও কর্মসূচির যে অংশগুলোতে সংস্কার প্রয়োজন তৎসম্পর্কিত নির্দেশনা বেরিয়ে আসবে (কর্মসূচি V.৩. দ্রষ্টব্য)। সিআইপি ও এনপিএএন এর মতো কর্মসূচিও এ থেকে লাভবান হবে। খাদ্য নীতি ও পুষ্টি নীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো ও নেটওয়ার্কের সাথে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি), বাংলাদেশ ন্যাশনাল নিউট্রিশন কাউন্সিল (বিএনএনসি) ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় মৌলিক নীতি হিসেবে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যে অধিকার অর্জনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জবাবদিহিতা উন্নয়ন ও বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক অনিশ্চয়তা দূর করে মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। এ সকল বাস্তবতায় সিআইপি ও এনপিএএন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ শক্তিশালী করতে হবে এবং এদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অগ্রাধিকার উদ্যোগসমূহ

V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ

বহুবিধ অংশীজন বিশেষত কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের মধ্যে অর্থবহ সংযোগ গড়ে তোলার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি দক্ষতার সাথে সাথে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার। এছাড়াও অন্যান্য কাঠামো যেমন, স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও সংবিধানে খাদ্যে অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার নেটওয়ার্ক (রাইট টু নেটওয়ার্ক) সাথেও সমন্বয় প্রয়োজন। ২০১৩ সালে যখন নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে বিধান চালু করা হয়, তা বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান পরিচালন কাঠামোতে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং জরুরি ভিত্তিতে একটি খাদ্য অনিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব বণ্টন, পরীক্ষাগার সুবিধা প্রসার ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যেমন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ও টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ইত্যাদিকে সংযুক্ত করেছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য পুষ্টি উদ্দেশ্যাবলিতে সকল খাতের উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করা দরকার এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, অনুষ্ঠান আয়োজন, সভা ও প্রকাশনায় সবাইকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সিআইপি-২ বাস্তবায়ন সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি (খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিমালা, সিআইপি-২, এনপিএএন, এসডিজি-২, ইত্যাদি) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। সকল অংশীজন যথা স্থানীয় সরকারসহ সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিখাত যাতে খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দলিলপত্র প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য তাদের সকলের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ : বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল পুনর্গঠন, পরিচালন, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বহু-খাতের সমন্বয় এবং জাতীয় পুষ্টি পরিসেবা বাস্তবায়ন ও সেই সাথে 'মিটিং দি আন্ডার-নিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ (এমইউসিএইচ)' একটি কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই কার্যক্রমটি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টি দূর করাসহ, মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করছে।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ : বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপগুলোকে আরও সক্রিয় করা দরকার। এছাড়াও বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কোন স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ বর্তমানে সক্রিয় নেই। এ ধরনের একটি উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল নিউট্রিশন কাউন্সিলের (বিএনএনসি) দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান, কর্মসূচিসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন, মন্ত্রণালয়সমূহের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। সুতরাং সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করতে হবে।

সারণি-২. সকল বিনিয়োগ কর্মসূচি, উপ-কর্মসূচি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সার-সংক্ষেপ

বিনিয়োগ খাত (স্তম্ভ)	নং	বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি (অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ)	সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	I.১	শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি- সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন	ডিওএফ, বিএফডিসি, বিএফআরআই, বিএলআরআই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সিএসও, এনজিও-সমূহ, সিজিআইএআর সেন্টার (যেমন-আইআরআরআই, ওয়ার্ল্ড ফিশ, ও হার্ভেস্ট প্লাস) ব্যক্তিখাত, এনজিওসমূহ, ইউএস-এইড, এডিবি, ড্যানিডা, ইকেএন ও বিশ্বব্যাংক
			I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন	
			I.১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	
	I.2	পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি	এমওআই, ডিএএম, ডিএই, ডিএলএস, ডিওএফ, এআইএস, বিএফডিসি, ব্যক্তি-খাত বিএপিএ, ব্র্যাক, এনজিও, সিএসও, আইএফএডি, এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক, ড্যানিডা, আইডিবি, ডিএফআইডি, ইকেএন ও কেএফডব্লিউ
			I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি	
			I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	এলজিইডি, এমওএ, এমওআই, এমওডব্লিউসিএ, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনসহ ব্যক্তিখাত, এনজিও, সিএসও
			I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা	ইফাদ, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, ইকেএন, ডানিডা, ডিএফআইডি, জাইকা, জিটিজেড, কেএফডব্লিউ
	I.৩	প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	ডিজিএইচএস, আইপিএইচএন, বিআইআরটিএএন, এমওডব্লিউসিএ, এমওআই, এমওপিএমই, ডিএই, ডিএলএস, বিএআরসি, ডিএএম, ডিওএফ, আইএনএফএস, বিবিএফ, বিএনএনসি, বারডেম, আইএফপিআরআই, এনজিও-সমূহ (এইচকেআই, আইসিডিডিআর,বি, ওয়ার্ল্ড ফিশ, ব্র্যাক)
			I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন	
			I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালীকরণ	সিএসও ও ব্যক্তি-খাত, বিশ্বব্যাংক, জেডিএফসি, ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, জাইকা, ইউএস-এইড, ইকেএন, ডিএফআইডি, এফএও ও ইইউ
			I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন	
II. দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	II.১	অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন-পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	এমওফুড, এমওএ, এমওআই, ডিপিএইচই, আইপিএইচএন, ডব্লিউএএসএইচ, আইসিডিডিআর,বি, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও এবং সিএসও, ইউনিসেফ, এফএও, ডব্লিউএইচও ও ইকেএন
			II. ১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা	
			II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান	

বিনিয়োগ খাত (স্তম্ভ)	নং	বনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি (অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ)	সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
	II.২	বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	এলজিইডি, এমওএ, এমওআই, এমওডব্লিউসিএ, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনসহ ব্যক্তিখাত, এনজিও, সিএসও ইফাদ, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, ইকেএন, ডানিডা, ডিএফআইডি, জাইকা, জিটিজেড, কেএফডব্লিউ
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	III.১	পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ	ডিজিএইচএস, আইপিএইচএন, বিআইআরটিএএন, এমওডব্লিউসিএ, এমওআই, এমওপিএমই, ডিএই, ডিএলএস, বিএআরসি, ডিএএম, ডিওএফ, আইএনএফএস, বিবিএফ, বিএনএনসি, বারডেম, আইএফপিআরআই, এনজিও-সমূহ (এইচকেআই, আইসিডিডিআর,বি, ওয়ার্ল্ড ফিশ, ব্র্যাক) সিএসও ও ব্যক্তি-খাত, বিশ্বব্যাংক, জেডিএফসি, ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, জাইকা, ইউএস-এইড, ইকেএন, ডিএফআইডি, এফএও ও ইইউ
	III.২	নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	এমওফুড, এমওএ, এমওআই, ডিপিএইচই, আইপিএইচএন, ডব্লিউএএসএইচ, আইসিডিডিআর,বি, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও এবং সিএসও, ইউনিসেফ, এফএও, ডব্লিউএইচও ও ইকেএন
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	IV.১	সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকা-লীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ IV.১.৩. উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন	এমওএ, বিএআরসি, এমওএসডব্লিউ, এমওফুড, এমওএলএফ, এমওডিএমআর, এমওপিএমই, দুর্যোগ বিষয়ক এনজিও এবং সিএসও, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, ইউএস-এইড, ইকেএন, ডিএফআইডি, ইইউ, দুর্যোগ ও জরুরি ত্রাণ এবং দারিদ্র্য বিষয়ক এলসিজি
	IV.২	অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	IV.২.১ সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামুলোক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন	বিএআরসি, এমওএসডব্লিউ, এমওডব্লিউসিএ, এমওফুড, এমওএফ, এমওএলএফ, এমওএইচএফডব্লিউ, এমওডিএমঅ্যান্ডআর, এমওপিএমই হচ্ছে প্রধান, কিন্তু এছাড়াও আরও অনেকে সম্পৃক্ত রয়েছে মোট ২৩। বিআইআরটিএএন, এসডিএফ, আইএফপিআরআই, ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও এবং সিএসও-সমূহ, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, ইউএস-এইড, ইকেএন, ডিএফআইডি, ইইউ, দুর্যোগ ও জরুরি ত্রাণ এবং দারিদ্র্য বিষয়ক এলসিজি

বিনিয়োগ খাত (স্তম্ভ)	নং	বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি (অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ)	সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	V.১	উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	V.১.১ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ	বিএফএসএ, বিএবি, বিএসটিআই, বিএসটিআই-এর নতুন খাদ্য পরীক্ষাগার, এনএফএসএল প্রতিষ্ঠানসমূহ, আইপিএইচ, ডিজিএফ, ডিওএফ, বিএলআরআই, সিডিআইএল (ডিএলএস), বিএআরসি, ডিএই (পিপিডব্লিউ), আইপিএইচএন (ডিজিএইচএস), বিএলআরআই, আইপিএইচ, ডিজিএইচএস, ডিপিএইচই, বিসিএসআইআর, বিএফএসএলএন, এইসি, এমওএ, এমওএফএল, এমওএস অ্যান্ড টি, বিএইসি, এনসিআরপিসি এবং বিশেষভাবে ডিএনসিআরপি, এনএফএসএবি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এমওই, এমওএইচএফডব্লিউ, এমওডব্লিউসিএ, এমওপিএমই, এমওইডি, এমওআই, এমওএফএল, এমওফুড, প্রতিরক্ষা বাহিনী; খাদ্য ও ঔষধ গবেষণাগার, বিএআরআই (বিষবিদ্যা পরীক্ষাগার), স্থানীয় সরকার বিভাগ (পিএইচএল, ডিসিসি, ইত্যাদি), অলাভজনক খাত যেমন বাংলাদেশ শস্য সুরক্ষা সমিতি, এনজিও, মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএফআরআই) ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমুহ (বিসিএসআইআর, আইএফএসটি, বিএআরআই, বিআরআরআই), সিএবি, বিবিএফ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিএআরএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ; ডিএফটিআরআই, ডিডিএস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও এ্যাকুয়াকালচার বিভাগ) এসইউএন নেটওয়ার্ক, ইইউ, ইউএসএইড, এফএও, ইকেএন, ডব্লিউএইচও
			V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন	
			V.১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার	
			V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	
	V.২	উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	V.২.১ খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ	এমওফুড, এমওএ, এমওএফএল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), আইএফপিআরআই, এফএও, ইকেএন
			V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	
			V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ	
	V.৩	প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন	বিবিএস, ডিএএম, ডিএই, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনআইপিইউ, এফপিএমইউ, এনআইপিওআরটি, এমওএফএল, অর্থ বিভাগ, ডিজিএইচএস-এর স্বাস্থ্য তথ্য সেবা, ইআরডি, পার্টনারশিপ ইন স্টাটিসটিক্স ফর ডেভেলপমেন্ট ইন ২১ সেঞ্চুরি (পিএআরআইএস ২১), সিএসও, এনজিও (এইচকেআই), এফএও, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ডব্লিউএইচও, ইকেএন, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউএআরপিও
	V.৪	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ	এমওফুড বিশেষত এফপিএমইউ, ইআরডি, টেকনিক্যাল ওয়াকিং গ্রুপসহ সকল মন্ত্রণালয়, সিএসও (বিএনএনসি, নাগরিক উদ্যোগ, ক্যাম্পেইন ফর রাইট টু ফুড এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ও ব্লাস্ট, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ইইউ, ইউএস-এইড, এফএও, এডিবি, ডব্লিউএইচও, ইকেএন, এফএনএস সংশ্লিষ্ট এলসিজি
			V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	

৮. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামোয় সিআইপি-২ এর সম্পৃক্তকরণ

সিআইপি-১ এর একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা, কর্মসূচি ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল খাতের বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান। ফলে সিআইপি-১ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও কৌশলের এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সিআইপি-১ এর উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফলের ভিত্তিতে, সিআইপি-২ এর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামোর সাথে সংগতি বিধান করা। বিনিয়োগ পরিকল্পনার পরিধির মধ্যে বিবিধ বিষয়ের কারণে তা সংশ্লিষ্ট বহুবিধ কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত।

নীতিমালা/ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

যেখানে সিআইপি-১ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা জাতীয় খাদ্যনীতির তিনটি স্তম্ভ (সহজলভ্যতা, অভিগম্যতা ও জৈবিক ব্যবহার) ঘিরে গড়ে উঠেছিল, সেখানে সিআইপি-২ তে খাদ্য ব্যবস্থা পদ্ধতিকে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে কৌশলের পরিধি প্রস্তাবিত পাঁচটি স্তম্ভের মাধ্যমে ক্ষুধা ও অপুষ্টি সমস্যার সমাধান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সারণি-৩ এ উল্লিখিত বিদ্যমান নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহের ভিত্তিতে এটি সংকলিত হয়েছে।

সিআইপি-২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো এসডিজি-২ 'ক্ষুধা নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও পুষ্টি উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ঘটানো' এছাড়াও অন্যান্য চারটি এসডিজি-তেও এটি ভূমিকা রাখবে। প্রকৃতিগতভাবে এসডিজি-২ হচ্ছে খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ ও তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সহযোগিতামূলক উদ্যোগ প্রয়োজন। এসডিজি-২ এর অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই সহযোগিতা একান্ত কাম্য। সে লক্ষ্যেই ১৮টি মন্ত্রণালয় ও তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সিআইপি প্রণয়নে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর পদ্ধতিগত উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২০ সালকে মাইলফলক স্থির করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে। পাঁচটি অভীষ্ট লক্ষ্য হলো :

- ২.১: ক্ষুধা অবসান এবং কৃষি উৎপাদন কর্মসূচি (কর্মসূচি III.১, III.২ ও III.৩) ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির (কর্মসূচি IV.১ ও IV.২) সমন্বয়ে সকল মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর (যাদের মধ্যে রয়েছে নবজাতক) সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, সারা বছরব্যাপি নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান;
- ২.২: খাদ্য সরবরাহ, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহারের (কর্মসূচি III.১ ও III.২) এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (কর্মসূচি IV.১ ও IV.২) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা ও কৃশতা দূর করা, কিশোরীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ প্রদানকারী নারীদের এবং বয়স্কদের উন্নয়নসহ ২০৩০ সালের মধ্যে, সকল প্রকার অপুষ্টির অবসানসহ আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অভীষ্টসমূহ অর্জন;
- ২.৩: খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থানের (কর্মসূচি II.১ ও II.২) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা ও ক্ষুদ্র আকারের কৃষি উৎপাদকদের বিশেষত নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক পর্যায়ের কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও জেলেদের আয় ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা এবং জমিতে সমান অধিকার (কর্মসূচি I.২), অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ ব্যবহার (কর্মসূচি I.২), জ্ঞান, আর্থিক পরিসেবা, বাজার ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে;
- ২.৪: টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও স্থিতিস্থাপক কৃষি অনুশীলন পদ্ধতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, খরা, বন্যা, দুর্যোগের সাথে অভিযোজন এবং ক্রমান্বয়ে জমি ও মাটির গুণগত মানোন্নয়নসহ (কর্মসূচি I.১., I.২. II.৩.) প্রতিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক;
- ২.৫: বীজের জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, খামার ও গৃহপালিত পশুপাখি এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিসেবা, যেমন যথাযথভাবে বীজ সংরক্ষণ, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বীজ সংরক্ষণাগার এবং জেনেটিক সম্পদ ব্যবহারের এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত (কর্মসূচি I.১., I.২. II.৩.) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জ্ঞানের সুফলের লভ্যতা ২০২০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করা ।

এছাড়াও সিআইপি-২ নিম্নলিখিত বিষয়ে টেকসই ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে :

- এসডিজি-১ কৃষকদের (কর্মসূচি I.১. ও I.৩) আয় বৃদ্ধি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন (কর্মসূচি II.১) ও চরম দারিদ্র্য (কর্মসূচি IV.১. ও IV.২) নিরসনের জন্য সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে 'সর্বত্র সকল প্রকারের দারিদ্র্য অবসান';

- এসডিজি-৩, 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ'- এর জন্য কর্মসূচি III.১.ও III.২ এর মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধন, অসংক্রামক রোগের বিস্তার প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি ও ভোগের জন্য পশুপাখির রোগবালাই প্রতিরোধ;

- এসডিজি-৫ 'জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন'। (১) কর্মসূচি ১ এর অধীনে জেন্ডার সংবেদী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কারণ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক ভূমিকা পালন করে নারীরা, (২) কৃষি উপকরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর সুযোগ (কর্মসূচি I.২.ও I.৩.), বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার প্রদান, (৩) খাদ্যের বৈচিত্র্য (কর্মসূচি II.১) নির্ধারণের ক্ষেত্রে পারিবারিক পর্যায়ে নারীদের ভূমিকা; (৪) দরিদ্র ও একক পরিবারের নারীদের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (কর্মসূচি IV.১. ও IV.২.)-তে অভীষ্ট-ভুক্ত করার মাধ্যমে সিআইপি-তে নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার প্রদান;

- এসডিজি-৬ 'সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা' যা কর্মসূচি I.২ যাতে পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের লভ্যতা, মান ও ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটানো হবে এবং কর্মসূচি III.২. যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি, উন্নত স্বাস্থ্যবিধি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণ এবং কর্মসূচি V.১ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যের নিরাপদতা, মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চয়তা উন্নয়ন এবং নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে 'লভ্যতা নিশ্চিতকরণ ও সবার জন্য টেকসই পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা', এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুসংহত করা হবে;

- এমএসএমই-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদন-পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালী করা (কর্মসূচি II.১), এবং বাজার সুবিধাদি ও তথ্যে অভিগম্যতা উন্নয়নের (কর্মসূচি II.২.) মাধ্যমে এসডিজি-৮ 'স্থায়ী, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সবার জন্য সম্পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজ' প্রবর্ধনের লক্ষ্য অর্জন;

- কর্মসূচি II.১ ও II.২ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমএসএমই-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদন-পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালী করা এবং বাজার, সুবিধাদি ও তথ্যে অভিগম্যতা উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৯ 'স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ'। এসডিজি-৯ গ এর লক্ষ্য হচ্ছে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ইন্টারনেটে সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী-মূল্যে প্রবেশাধিকার প্রদানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া'- যা কর্মসূচি II.২. এর বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে;

- এসডিজি-১২ সুনির্দিষ্টভাবে ১২.৩ নং লক্ষ্যমাত্রায় 'টেকসই ভোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ' (২০৩০ সাল নাগাদ খুচরা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু খাদ্যের অপচয় অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলে খাদ্যের অপচয় কমানো)। এটি II.১. ও II.২. নং কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা অবকাঠামো যেমন, আধুনিক সংরক্ষণাগার সুবিধা বা পদ্ধতি হিমায়িতকরণ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে এবং নির্দিষ্ট খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রসারের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা, এবং ভোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে, নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতা (কর্মসূচি V.১.) বৃদ্ধি করে, এটি কর্মসূচি III.১. এরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তবে সিআইপি-২ এই প্রসঙ্গে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে (কর্মসূচি V.২.);

- এসডিজি-১৩ 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ'। উপ-কর্মসূচি I.১.২ এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এবং উপ-কর্মসূচি IV.১.২ এর অধীনে বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী দ্বারা সহনশীল পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য উৎপাদনে সহায়তা দানের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে;

- এসডিজি-১৪-'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই উপায়ে ব্যবহার'-এতে প্রস্তাবিত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের (কর্মসূচি I.৩) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত চিংড়ি চাষ ও খামার পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে;
- কর্মসূচি V.৩. ও V.৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি-১৭, 'টেকসই উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার শক্তিশালীকরণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্গঠন এর লক্ষ্য অর্জিত হবে। উল্লিখিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচির সামঞ্জস্য বিধান এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

বিশেষ করে বিনিয়োগ কর্মসসূচির সম্ভাব্য বিনিয়োগ অন্তর্ভূক্ত করে দুইটি এসডিজি-এর ওপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের মাধ্যমে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে হবে : (১) এসডিজি-১৪ 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার'; এবং (২) এসডিজি-১৫ তে 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীব-বৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ'।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, পৃথিবীর যে সকল দেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেই সকল দেশের সাথে আন্দোলনে সামিল হয়েছে, যেমন পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম (এসইউএন) ও আরইএসিএইচ (রিনিউড এফোর্টস এগেইন্টস চাইল্ড হাঙ্গার) জোট। সরকার জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, এনজিও, ব্যক্তিখাত ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং অংশীদারদেরকে একত্রিত করার মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম (এসইউএন) একটি সমন্বিত নীতিমালা ও আইনগত কাঠামো এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনে সম্মিলিত কর্মসূচি প্রণয়নে সক্ষম হয়েছে। এভাবে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে পুষ্টি বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা ও সমন্বয় করছে এবং অপুষ্টি মোকাবেলায় একটি সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৪ সালে আরইএসিএইচ এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ 'কমন ন্যারেটিভ অন আন্ডার-নিউট্রিশন' প্রণয়ন করেছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসেবে পুষ্টিকে সমন্বিত করা এবং বহুমাত্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে পুষ্টিমান উন্নয়নে বিভিন্ন সরকার ও নাগরিকবৃন্দকে কিভাবে সহায়তা করা যায় তার রূপরেখা নির্ধারণ করা।

২০১৪ সালে সরকার একটি পুষ্টি বিষয়ক দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক উদ্যোগ কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে, যেখানে উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসেবে পুষ্টিখাতে বিনিয়োগ এবং সার্কভুক্ত দেশসমূহকে শিশু অপুষ্টি হ্রাস করার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। পরিশেষে ২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুষ্টি বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে এবং মাতৃত্বকালীন, নবজাতক ও শিশু-কিশোরদের অপুষ্টি দূর করার জন্য একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এ সরকারের রূপকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা হবে। জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (২০১০-২০২১) এর মাধ্যমে এই রূপকল্প অর্জনের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লিখিত দলিলসমূহে এখনও পর্যন্ত কৃষি খাতকে কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রা ও পুষ্টি সরবরাহের ক্ষেত্রে একক সর্বোচ্চ খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এজন্য এ খাতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সেই সাথে এগুলোতে জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে অরক্ষিত অংশকে অভীষ্ট করে সুনির্দিষ্টভাবে পুষ্টি বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা হয়েছে। এ কারণে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপস্থাপিত সুনির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করতে হবে। সিআইপি-২ সম্পূর্ণভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণের জন্য বিনিয়োগ একই সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খাতের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত বিনিয়োগ করার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনায় (২০১৬-২১) তা ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রতিবছর প্রণীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিও সিআইপি-২ এর বিনিয়োগ কর্মসূচি ও এর অর্থায়ন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত

যার মাধ্যমে উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাতে সরকারি ব্যয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

অর্থায়ন ও সম্পদ সন্নিবেশন

উন্নয়ন সহযোগীতার কার্যকারিতা বিষয়ক প্যারিস ঘোষণার প্রেক্ষিতে সরকার ও ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পক্ষ থেকে যৌথ সহযোগিতা কৌশল (জেসিএস) ২০১০ এ স্বাক্ষর করা হয়েছে। এই দলিলটি হালনাগাদ করার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি আদায় করা। জাতীয় ও খাতওয়ারি আলোচনার প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উদ্যোগে সঞ্চালনের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্লাটফর্মে ধারাবাহিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাংলাদেশ সারাদেশব্যাপি এই প্রক্রিয়া সক্রিয় করার ক্ষেত্রে সক্ষম হয়েছে, যেমন বর্তমানে বাংলাদেশ গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ইফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন, ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) বা এশিয়া প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট এফেক্টিভনেস ফ্যাসিলিটি (এপি-ডিইএফ) এর কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একটি 'নীতিমালা ও উন্নয়ন কার্যকারিতা উইং' (পলিসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস উইং) রয়েছে, যা উন্নয়ন সমন্বয় নিশ্চিত করছে এবং কার্যকারিতার সূচকের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ফলাফল প্রদান করছে। স্থানীয় পরামর্শ গ্রুপ (লোকাল কনসাল্টেটিভ গ্রুপ) এর মাধ্যমে দাতাগোষ্ঠীর সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এটি সহায়তা করছে।

সিআইপি-র অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ সরকারের বিনিয়োগ ও অর্থায়নের জন্য আহ্বানকে যৌক্তিক করবে কারণ সিআইপি-২ এর আওতায় বিনিয়োগের দ্বৈততা পরিহার করা এখন সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ পরিকল্পনা। অন্যান্য বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে পরিপূরক বিষয়গুলোও চিহ্নিত করতে হবে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিন্ন কাঠামো প্রণয়নে সিআইপি-১ এর অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের আলোকে সিআইপি-২ এ একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সম্পদ সন্নিবেশন করতে এই উপাদানটি সহায়তা করবে।

সারণি-৩. : সিআইপি-২ এর পাঁচটি বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সাথে অন্যান্য নীতিমালা, কৌশল ও উদ্যোগের সম্পর্ক

স্তম্ভ	সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও উদ্যোগ
১. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	• প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (অধ্যায় ৪ ও ১৩) • সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার • সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ (অধ্যায় ৪) • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ • বাংলাদেশের কৃষি খাতে গবেষণা অগ্রাধিকার, ২০১০ • (খসড়া) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১৫ • জাতীয় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) নীতিমালা, ২০০২ (অধ্যায় ২) • বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭) • জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি ২০০৭ • (খসড়া) জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১২ • মৎস্য খাত রোডম্যাপ ২০০৬ • জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ • (খসড়া) জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতি ২০১৬ • জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬ • মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ • মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ • মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য আইন ২০১০ • মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১ • জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ • বাংলাদেশের জাতীয় অ্যাকুয়াকালচার উন্নয়ন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২০ • জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ • জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩ • বালাইনাশক আইন ২০১৮ • জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ • সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ • বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ • বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ • ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন- (এনএপিএ) ২০০৫ • বাংলাদেশ ডেলটা প্লান (বিডিপি) ২১০০ • বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা ২০১৩ • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং এর কর্মপরিকল্পনা

স্তম্ভ	সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও উদ্যোগ
	• বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন (ইএফসিসি) রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) ২০১৬ : উপ-কর্মসূচি ১.৩.২ (দ্বীপ ও সামুদ্রিক প্রতিবেশে টেকসই মৎস্য ও মৎস্য লালনক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা) ; উপ-কর্মসূচি ১.৪.১ (বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাটির উর্বরাশক্তি এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন); উপ-কর্মসূচি ১.৪.৩ (উপকূলীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা মোকাবেলা), উপ-কর্মসূচি ৩.২.১ (উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলে শক্তিশালী বাঁধ ও উন্নত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা) ; উপ-কর্মসূচি ৩.২.৩ সেচ প্রকল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদান (খরাপ্রবণ এলাকায়) • এসডিজি-১ : সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র্যের অবসান • এসডিজি-২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার • এসডিজি-৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন • এসডিজি-৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা • এসডিজি-১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ • এসডিজি-১৪ : টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার
২. দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	• প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (অধ্যায় ৫) • সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) : ২.৫.৩ মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার (টিএফপি) ভূমিকা, ২.৬.১ বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খল (জিভিসি), ২.৭.২ প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন, ৪.২.২ প্রতিবন্ধকতাসমূহ, ৪.২.৩ শস্যখাত, ৪.৪.১ প্রাণিসম্পদ উপখাত, ৪.৪.২ মৎস্য উপখাত, ৪.২.৮ বৈষম্য নিরসনের জন্য কৌশল, ৭.৩.৩ পল্লী উন্নয়ন কৌশল, ৭.৩.৫ গ্রামীণ পরিবহন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি'র কৌশলগত অগ্রাধিকার, ১২.৩.৪ আইসিটির গুনগত মান উন্নয়ন (আইসিটির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন) • জাতীয় পুষ্টি নীতি : অধ্যায় ৬.১.১, কৌশল ৬.২.১, ৬.২.৫ এবং ৬.৫.৮ • দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬-২০২৫ • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ • জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮: অধ্যায় ৭.১৬-৭.১৯, ৯.১.১, ৯.১.৩, ৯.২.১-৯.২.৮, ৯.৩.১-৯.৩.৩ • জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি ২০০৭: অধ্যায় ৪.১ - ৪.২ এবং ৪.৭ - ৪.৮ • নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ • জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ • জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ • বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন আইন ২০০৬ • বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা • বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন ২০১৫ • এসডিজি-১ : সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র্যের অবসান • এসডিজি-২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

স্তম্ভ	সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও উদ্যোগ
	• এসডিজি-৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন • এসডিজি-৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন • এসডিজি-৯ : অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসার • এসডিজি-১০ : অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা • এসডিজি-১২ : টেকসই ভোগ ও উৎপাদন কাঠামো নিশ্চিত করা
৩. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	• প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (অধ্যায় ১১) • সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০: অধ্যায় ১৪, ধারা ১৪.৩ (সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তা) • জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (এনএসএসএস) ২০১৫ : অধ্যায় ২.২. জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি; অধ্যায় ৪.৩. সামাজিক নিরাপত্তার জীবনচক্র-ভিত্তিক ব্যবস্থা সংহতকরণ • জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ (উদ্দেশ্য ৫.২ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা; উদ্দেশ্য ৫.৪. পুষ্টি-সংবেদনশীল বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম শক্তিশালী করা) • দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা- ২০১৬-২৫ (অধ্যায় ৫.খ কৃষি ও খাদ্যের বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী; অধ্যায় ৫.গ সামাজিক সুরক্ষা) • জাতীয় অণুপুষ্টির ঘাটতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল ২০১৫-২০২৪ • জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ (কৃষি বহুমুখীকরণ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলাদি) • জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতি, ১৯৯৮ • বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সরবরাহ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ২০১১ • জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা • মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ • এসডিজি-২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার • এসডিজি-৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা • এসডিজি-৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা • এসডিজি-১২ : পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন কাঠামো নিশ্চিত করা • আইসিএন-২ (৬৬টি সুপারিশ) • ডব্লিউএইচএ, বৈশ্বিক পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রা ২০১২ (৬টি বৈশ্বিক পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রা)

স্তম্ভ	সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও উদ্যোগ
৪. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	• প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (অধ্যায় ১২) • সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০): অধ্যায় ১৪ (সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত) • জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) ২০১৫: অধ্যায় ২.২ জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি; অধ্যায় ৪.৩. সামাজিক নিরাপত্তার জীবনচক্র-ভিত্তিক ব্যবস্থা সংহতকরণ • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা • বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) • এসডিজি-১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান • এসডিজি-২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার • এসডিজি-৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন • এসডিজি-১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ
৫, খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ সহনশীল ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	• সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) • নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ • বালাইনাশক আইন ২০১৮ • বাংলাদেশ উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন ২০১১ • বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ২০০৩ সালে বিএসটিআই আইন (সংশোধিত) • ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ • জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬ • দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫) • পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশল ২০১৩ • পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ • বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬: উপ-কর্মসূচি ২.৩.১ (সার ও বালাইনাশকের মাধ্যমে দূষণ কমানো); উপ-কর্মসূচি ৪.৩.৪ (গবেষণা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও গবেষণা, সম্প্রসারণ ও শিক্ষা বিষয়ক এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণসহ জ্ঞান ব্যবস্থাকে সহযোগিতা প্রদান) • এসডিজি-২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার • এসডিজি-৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা • এসডিজি-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন কাঠামো নিশ্চিত করা • এসডিজি-১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায় শক্তিশালী করা।

৯. সিআইপি-২ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সমন্বয় ও পরিবীক্ষণে একটি সমন্বিত কাঠামোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

সিআইপি-২ এর সূত্রবদ্ধকরণ, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সিআইপি-১ এর সাথে অভিন্ন। এই আয়োজনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা, বিধিমালা, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলেই প্রধানত সরকার, উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ, ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠনসমূহ ও সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো যারা সম্ভাব্য কার্যকর উপায়ে মূলত আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ সঞ্চালন করার জন্য রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত থাকে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। সিআইপি-২ এর বাস্তবায়ন কাঠামো তৈরি হয়েছে এসডিজি'র লক্ষ্যাভিমুখী বিদ্যমান পরিবীক্ষণ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রকল্প অর্থায়নের পদ্ধতিও সিআইপি-২ এ অনুসরণ করা হয়েছে। নতুন জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি (এনএফএনএসপি) প্রণয়ন ও অনুমোদন সম্পন্ন হলে এর পরিবীক্ষণও তার সাথেই যৌথভাবে সম্পাদন করা হবে।

সিআইপি-২ এর ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সিআইপি-২[৩১] এর ফলাফল ও আউটপুট অর্জনের আলোকে একইসাথে সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহ (ইনপুট পরিবীক্ষণ) বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পৃক্ত থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ শুধুমাত্র 'আমাদের বিবৃত করণীয় অনুসারে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি কি না'? এই প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং 'আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম সেই অনুসারে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে কি না?' তাও অন্তর্ভূক্ত থাকে। পরিবীক্ষণে অংশীদার ও অংশীজন কর্তৃক গৃহীত কৌশল ও পদক্ষেপ তত্ত্বাবধানও এতে অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য কৌশলসমূহ ও উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যমাত্রা, ফলাফল ও অর্জন পরিবীক্ষণ

সামগ্রিক ফলাফল ও অর্জনের সকল পর্যায়ে সিআইপি-২ পরিবীক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন এসডিজি'র খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ ও প্রণীতব্য এনএফএনএসপি'র সাথে সমন্বিত, যা খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)[৩২] এর সহযোগিতায় থিমেটিক টিম (টিটি), কারিগরি দল (টিডব্লিউজি), সম্প্রসারিত খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ (এফপিডব্লিউজি) এবং জাতীয় কমিটির সমন্বয়ে গঠিত।

মন্ত্রিপরিষদ পর্যায়ের এফপিএমসি'তে সভাপতি হিসেবে রয়েছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং এতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সমূহের মন্ত্রী ও সচিবগণও সম্পৃক্ত রয়েছেন। তারা এফএনএস বিষয়ে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন এবং আন্তঃখাত সহযোগিতার উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা দান করেন। এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠান খাদ্য নীতি সম্পর্কিত কৌশলগত দলিল প্রণয়নে নেতৃত্বদান এবং তত্ত্বাবধান করে থাকে। তবে কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি একইভাবে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের (চিত্র ২) ওপর নির্ভর করে।

জাতীয় কমিটিতেও সভাপতিত্ব করেন খাদ্যমন্ত্রী এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সচিবগণ, বিশ্ববিদ্যালয়/ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, ব্যক্তিখাত এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্পৃক্ত থাকেন। জাতীয় কমিটি সিআইপি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করে থাকে।

বিভিন্ন খাতের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে পরিচালিত 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ' খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত পাঁচটি ক্ষেত্রে পাঁচটি থিমেটিক টিম ও পাঁচটি কারিগরি দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সার্বিক নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করে।

---

[৩১] ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (আরবিএম) এর অন্যান্য সংযুক্ত প্রক্রিয়াসমূহের একটি হলো পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের সাথে একত্র করে পরিবীক্ষণ। আরবিএম একটি সার্বিক ব্যবস্থাপনা কৌশল যার উদ্দেশ্য উন্নত কর্মদক্ষতা ও প্রদর্শনযোগ্য ফলাফল অর্জন। পরিবীক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা পরিবীক্ষণ (ও মূল্যায়ন) এর মূল তথ্যাবলি ও লব্ধ শিক্ষার ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরিকল্পনার অবধারণ ও আলোচনার মাধ্যমে এর অবিরাম তথ্য সরবরাহ, শিক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে

[৩২] এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক গঠন সবিস্তারে পরিশিষ্ট ৬ এ প্রদান করা হয়েছে

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নীতি ও বিশ্লেষণধর্মী উইং হিসেবে এফপিএমইউ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও পরিচালনগত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। সিআইপি-১ এর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের বাইরেও এফপিএমইউ কর্তৃক আটটি টিডব্লিউজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি সরকারি খাতের ফোকাল পয়েন্ট[৩৩]। উল্লিখিত কারিগরি দলগুলো সিআইপি-২ প্রণয়নে এফপিএমইউ-কে সহযোগিতা করেছে।

পরিশেষে, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ (এলসিজি-এএফএসআরডি) এর সদস্যবৃন্দ সিআইপি বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দের মধ্যে আলোচনার স্থান হচ্ছে এলসিজি-এআরডিএফএস। জাতীয় নীতিমালা, কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ কার্যকর ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকার রাখার জন্য স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত।

সিআইপি-২ যেহেতু বিদ্যমান কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই এসডিজি ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে ফলাফল কাঠামোর সাথেও সম্পৃক্ত হতে সিআইপি-২ সচেষ্ট থাকে। সিআইপি-২ এর লক্ষ্যমাত্রা, ফলাফল ও অর্জন পরিবীক্ষণের রেফারেন্সসমূহ দশম অধ্যায়ে সিআইপি-২ এর ফলাফল কাঠামো হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। সিআইপি-২ এর ফলাফল কাঠামোতে নির্ধারিত সূচক অনুসারে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

চিত্র ২. সিআইপি-২ প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

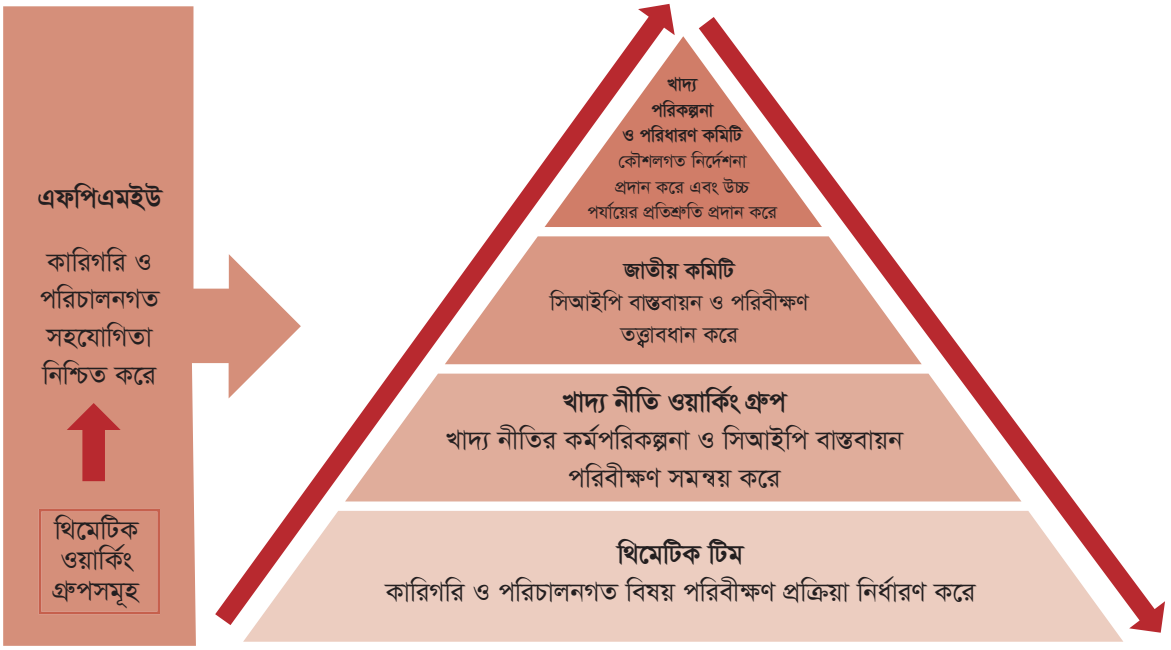

ইনপুট পরিবীক্ষণ

সিআইপি-২ এর অর্থায়নসহ সিআইপি-২ এর ইনপুট পরিবীক্ষণ দেশের এডিপি বিনিয়োগ (চিত্র ৩) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্পাদন করা হয়ে থাকে, এতে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সম্পৃক্ত থাকে। সিআইপি'র সাথে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি সম্পর্কে আইএমইডি সুবিন্যস্ত তথ্য সরবরাহ করে। অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহ নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে। বিশেষ করে আইএমইডি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যই সিআইপি কর্মসূচিসমূহের ফলাফল ও অর্জন পরিবীক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। এলসিজি এআরডিএফএস পরিবেশিত ইনপুটের সাহায্যে সিআইপি-২ এ উন্নয়ন অংশীদারদের অবদান পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে এই প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনে অর্থ বিভাগের সদস্যত্ব সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধারাবাহিকতা প্রদান করে।

[৩৩] টিডব্লিউজি'র গঠন পরিশিষ্ট ৬ এ দ্রষ্টব্য

চিত্র ৩: এডিপি বিনিয়োগের জাতীয় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

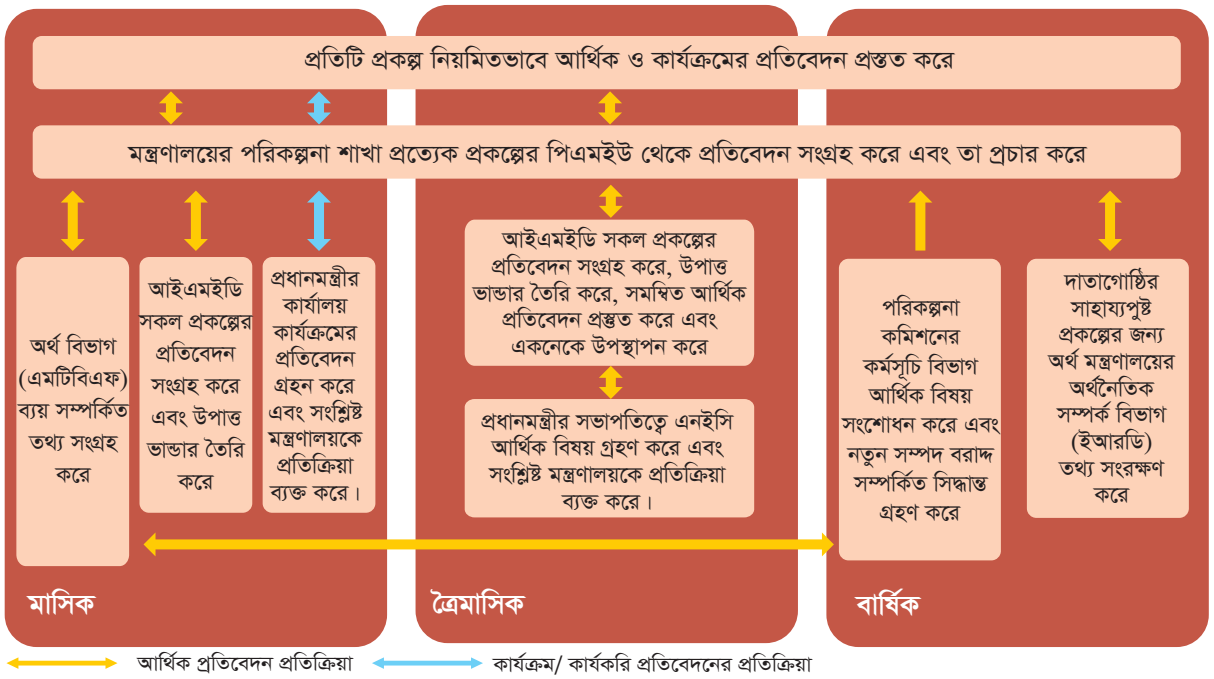

সিআইপি-২ বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

সিআইপি-২ এর ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়, যা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ফলাফল :

- সম্প্রসারিত এফপিডব্লিউজি-এর সহযোগিতায় কারিগরি দল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিআইপি ফলাফল ও আউটপুটের অগ্রগতি। এনএফএনএসপি'র প্রণয়ন ও অনুমোদনের ভিত্তিতে এবং এর কর্মপরিকল্পনা (এনএফএনএসপি-পিওএ), এই সকল দলিল সিআইপি-২ এর সাথে যৌথভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।
- আর্থিক বরাদ্দের প্রতিবেদন এবং সিআইপি-২ এর প্রকল্পসমূহের ফলাফলের জন্য বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি, সিআইপি-২ কর্মসূচি পর্যায়ে একত্রিত করা।
- পরিকল্পনা কমিশনের এডিপি বই থেকে পূর্বতন তথ্য এবং ইআরডি থেকে পরবর্তী তথ্যের ভিত্তিতে সরকারি বরাদ্দ ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

ইনপুট পরিবীক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হচ্ছে সিআইপি প্রকল্পসমূহের ডাটাবেজ, যা জাতীয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগকৃত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণের ফলাফলের মধ্যে সিআইপি-২ কে সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহের মধ্যে থোক হিসেবে সুবিন্যস্ত করা থাকে। অন্যান্য আঙ্গিকে লক্ষ্যমাত্রা, ফলাফল, আউটপুট ইত্যাদির ফলাফল সাপেক্ষে এই সকল তথ্য পর্যালোচনা করা হয়, যা সিআইপি-২ এর উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্টতা নির্দেশ করে।

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা থিমেটিক টিম (টিটি) ও এফপিডব্লিউজি পর্যায়ে আলোচনা করে জাতীয় কমিটি (এনসি) ও এফপিএমসি'তে পেশ করা হয়। সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণের ফলাফল ও অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষণ প্রচার করা হয় এবং জাতীয় কমিটির সমন্বয় ও নির্দেশনায় সিআইপি-২ এর পরবর্তী বাস্তবায়ন পর্বে তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সিআইপি-২ এর ফলাফল কাঠামো এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতির কার্যপ্রণালী আরও বিস্তারিতভাবে ১০ম অধ্যায়ে এবং পরিশিষ্ট ৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. ফলাফল কাঠামো, কর্মসূচির সূচক এবং বিনিয়োগসমূহের প্রভাব

ফলাফল কাঠামো

সিআইপি ফলাফল পরিকল্পনা একটি উপর-থেকে-নিচের-দিকে ধাবমান অনুশীলন যেখানে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করা হয় :

- দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে আমাদের কোন খাতে কাজ করতে হবে?
  -এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সরকারের টিডব্লিউজি কর্তৃক চিহ্নিত পাঁচটি খাত।
- সিআইপি-২ এর প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রাখার জন্য কোন কোন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে হবে?
- সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কোন কোন সমন্বিত ফলাফল অর্জন করতে চাই?

  -এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সিআইপি-২ এর ১৩টি কর্মসূচি চিহ্নিত করতে হবে।
- সিআইপি-২ এর প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ কি কি?
  -৩৯টি অগ্রাধিকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র চিহ্নিত করার মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্র সিআইপি-২ এর মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত যে ফলাফল অর্জন করতে চায় তা দেশের সংশ্লিষ্ট কৌশলগত দলিলপত্র যেমন এসডিজি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। ফলাফল কাঠামো সিআইপি-২ বাস্তবায়ন ও প্রত্যাশিত ফলাফল অভিমুখী অগ্রগতি পরিবীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্সসমূহকেও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

চিত্র ৪. সিআইপি-২ ফলাফল শৃঙ্খল

সিআইপি-২ এর ফলাফল তিন স্তরের ফলাফল শৃঙ্খলে প্রতিফলিত হয় যেগুলো প্রত্যাশিত ফলাফল, আউটপুট ও ইনপুট এর যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত সমন্বিত কাঠামোকে সংজ্ঞায়িত করে। সিআইপি-২ এর ফলাফল শৃঙ্খল পরিকল্পনা করা হয় যৌক্তিক কাঠামো পদ্ধতি ও গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতির ভিত্তিতে। উক্ত অনুমিতি হচ্ছে, চিহ্নিত বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশিত ফলাফল ও আউটপুট অর্জনে ভূমিকা রাখবে। ফলাফল শৃঙ্খলে তিনটি স্তর রয়েছে (চিত্র ৪) :

১. ফলাফল স্তর : সিআইপি-২ এর পাঁচটি বিনিয়োগ খাতের বিপরীতে পাঁচটি প্রত্যাশিত ফলাফল।

২. আউটপুট স্তর : আউটপুটগলো সিআইপি-২ এর ১৩টি কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত। ৩৯টি উপ-কর্মসূচির প্রতিটি আউটপুটের তুলনায় সমন্বিত আউটপুটকে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যাশিত আউটপুট হচ্ছে উন্নয়নের মধ্যমেয়াদী ফলাফল আরও কাজের মাধ্যমে যা সমর্থন পেতে চায়।

৩. ইনপুট স্তর : সিআইপি-২ এর ১৩টি কর্মসূচি এবং ৩৯টি উপ-কর্মসূচির প্রত্যেকটির বিপরীতে কতোগুলো সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত। ইনপুট স্তরে সিআইপি'র পরিবীক্ষণে সিআইপি কর্মসূচিসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজে আর্থিক ব্যয়, সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়।

উপরে উল্লিখিত কাঠামোর সাথে এবং বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে (যেমন সিআইপি-১ বা সিআইপি-২) সিআইপি-২ এর পাঁচটি পুষ্টি-সংবেদী উপ-কর্মসূচির উপর একটি ব্যয়-কার্যকারিতার বিশ্লেষণ বা সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ/ প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যয় কার্যকারিতার বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহের সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উপ-কর্মসূচির সম্ভাব্য প্রভাব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এটি রাষ্ট্রের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ফলাফলের ক্ষেত্রে সিআইপি-২ এর প্রভাব উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ এবং পরবর্তী মূল্যায়নের পথ সুগম করবে।

সূচক

সিআইপি-২ এর আর্থিক বাস্তবায়ন ও প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করার মাধ্যমে ইনপুট পরিবীক্ষণ সম্পাদন করা হয়। ফলাফল শৃঙ্খলে লক্ষ্যমাত্রা স্তরে আউটপুটের জন্য ফলাফল কাঠামো ম্যাট্রিক্স সারিতে (সারণি ৪) একটি পরিমাপযোগ্য সূচকের গুচ্ছ প্রদর্শন করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নীতির সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্বমূলক সূচকও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্তর এবং ফলাফল স্তরের জন্য পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে ভিত্তি মান ও সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হবে তাও চিহ্নিত করা হয়েছে। পরামর্শের ভিত্তিতে পরবর্তী বিষয়টি গৃহীত হয়েছে এবং তা বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট কৌশলগত দলিলপত্রের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অভিমুখী অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে তা ভিত্তিমূলক তথ্য প্রদান করে। এছাড়া সেখান থেকে সত্যাসত্য নিরূপণের সূত্রও পাওয়া সম্ভব। আউটপুট স্তরের জন্য সমন্বিত আউটপুট স্তরের কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত আউটপুট, প্রক্সি সূচক, ভিত্তি মান ও যাচাই সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য এসএমএআরটি - স্মার্ট (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক ও সময়াবদ্ধ) সূচক নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লিখিত দলিলপত্রের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এসডিজি ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামো থেকেও সূচক অভিযোজন করা হবে। এছাড়াও, সিআইপি-১ এর সাথে সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে সিআইপি-১ ও জাতীয় খাদ্য নীতির কর্মপরিকল্পনার ফলাফল কাঠামোর সূচকসমূহও রাখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিবীক্ষণ কাঠামোর সাথে সূচকসমূহ অভিন্ন; বিশেষত এসডিজি'র সূচক নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও উল্লিখিত সূচকের কতকগুলো এখনো প্রণয়ন করতে হবে এবং সরকার এটি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত সূচকসমূহ লাল রংয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলো প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথেই পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হবে।

সিআইপি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল চিহ্নিত বিনিয়োগ উদ্যোগ এবং সিআইপি আউটপুট ও ফলাফল অর্জনে এগুলো কী মাত্রায় ভূমিকা রেখেছে তার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনায় সহযোগিতা করবে।

সারণি ৪ : ফলাফল কাঠামো ম্যাট্রিক্স

এনএফপি সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা					
	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	অভীষ্ট	যাচাইয়ের উৎস
দেশের সকল মানুষের জন্য সকল সময় নির্ভরযোগ্য ও টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	১	এসডিজি সূচক ২.১.১: অপুষ্টির ব্যাপকতা	১৫.১% (২০১৪)	০% ২০৩০ সাল নাগাদ	এসওএফআই-২০১৭ এফএও, ইফাদ, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি ও ডব্লিউএইচও
	২	এসডিজি সূচক ২.২.১: অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২)	৩৬.১% (২০১৪)	২৫% (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়) ২০২০ সাল নাগাদ	এনআইপিওআরটি (বিডিএইচএস) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	৩	এসডিজি সূচক ২.২.২: অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থুলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (<-২ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা থেকে পরিমিত ব্যবধান)	১৪% (২০১৪ বিডিএইচএস)	২০২৫ সালের মধ্যে <৮%	বিডিএইচএস, বিবিএস, এসওএফআই
		এসডিজি সূচক ২.১.২: খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনসাধারণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা	নির্ধারিতব্য	শুন্য ক্ষুধা	*ক) বিবিএস (এফএসএনএসপি) এসআইডি খ) এনআইপিওআরটি (বিডিএইচএস) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়*
		এসডিজি সূচক ২.৩.১: কৃষিকাজ/গোচারণ / বন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে আকার অনুযায়ী প্রতি শ্রম এককে উৎপাদনের পরিমাণ	নির্ধারিতব্য	নির্ধারিতব্য	*ক) ডিএই, এমওএ খ) বিএডিসি, এমওএ গ) বিএফডি, এমওইএফসিসি*
		এসডিজি সূচক ২.৩.২: স্থান ভেদে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের গড় আয়, লিঙ্গ ও স্থানীয় অবস্থান ভেদে	নির্ধারিতব্য	নির্ধারিতব্য	*বিবিএস (এসএমই জরিপ), এসআইডি*
		এসডিজি সূচক ২.৪.১: উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষির আওতায় কৃষি জমির অনুপাত	নির্ধারিতব্য	নির্ধারিতব্য	*ক) কৃষি উইং, বিবিএস, এসআইডি খ) ডিএই, এমওএ*

প্রত্যাশিত ফলাফল					
প্রত্যাশিত ফলাফল	**নং**	**প্রক্সি সূচক**	**ভিত্তি**	**অভীষ্ট**	**যাচাইয়ের উৎস**
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: চাল আমদানির নির্ভরশীলতা (আমদানি/লভ্যতা)	২.২% (২০১৫/১৬)	০%	এফপিএমইউ/এমআইএস/বিবিএস
	২	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) ক) শস্য ও হর্টিকালচার খ) মৎস্য গ) প্রাণিসম্পদ	নির্ধারণ করতে হবে	ক) ১.৪০ খ) নির্ধারণ করতে হবে গ) ২০২০ সাল নাগাদ নির্ধারণ করতে হবে	বিবিএস, ডিএই, ডিএলএস, ডিওএফ, ডিএফডি
	৩	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: বর্তমান মূল্যে মোট খাদ্য মূল্যে চালের অংশ	৩৩.৮৩% (২০১৫/১৬)	সময়ের পরিক্রমায় কমেছে	বিবিএস
	৪	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: কৃষি খাতে নারী ও পুরুষের মজুরি বৈষম্য	৩৩% (২০১৫/১৬)	সময়ের পরিক্রমায় কমেছে	বিবিএস
II. দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	৫	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: বার্ষিক গড় মুদ্রাস্ফীতির হার	৫.৯% (২০১৫/১৬)	২০২০ সাল নাগাদ ৫.৫%	বাংলাদেশ ব্যাংক; জাতীয় আয় পরিসংখ্যান, বিবিএস
	৬	খাদ্য ব্যতীত কৃষি খাতে পুরুষ শ্রমিকের মজুরির পরিবর্তন	নির্ধারণ করতে হবে	নির্ধারণ করতে হবে (মাথাপিছু আয় প্রবৃদ্ধি +০.৫)	বাংলাদেশ ব্যাংক/ ডিএএম/ বিবিএস
	৭	খাদ্য মূল্যে অসংগতিতে পরিবর্তন	নির্ধারণ করতে হবে	সময়ের পরিক্রমায় কমেছে	ডিএএম, খাদ্য মন্ত্রণালয়
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও ব্যবহার	৮	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: শস্য জাতীয় খাদ্য থেকে খাদ্য গ্রহণের জাতীয় হার (%)	৭০%(এইচআইইএস ২০১০)	৬০% সুপারিশকৃত	এফএও, ডব্লিউএইচও, বিবিএস
	৯	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি১: ৬-২৩ মাস বয়সে শিশুদের মধ্যে নূন্যতম খাদ্য গ্রহণের হার (%)	২৩% (২০১৪)	২০২৫ সাল নাগাদ ৪০% এর অধিক (এনপিএএন)	বিডিএইচএস, ইউইএসডি, এনপিএএন, এমওএইচএফডব্লিউ
	১০	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: যথাযথ মাত্রায় আয়োডিনযুক্ত লবণ অর্থাৎ কমপক্ষে ১৬ পিপিএম গ্রহণ করা পরিবারের অনুপাত	৫৭% (২০১৩ এমআইসিএস)	২০২৫ সাল নাগাদ ৯০% (এনএপিএন)	বিডিএইচএস, এনএমএসএস
	১১	প্রজনন বয়সে নারীদের (১৫-৪৯) মধ্যে রক্তস্বল্পতার ব্যাপকতা	৩৯.৯৫% (২০১৪ বিডিএউচএস)	২০২৫ সাল নাগাদ ২৫% এর কম (এনএপিএন)	এসওএফআই, জাতীয় অণুপুষ্টি পরিস্থিতি জরিপ ২০১২, এফএও, ইফাদ, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি ও ডব্লিউএইচও
	১২	নারীদের জন্য নূন্যতম খাদ্য বৈচিত্র্য	৪৬% (৯টি খাদ্য গ্রুপের মধ্যে ৫টি, ২০১৫)	২০৩০ সাল নাগাদ ৭৫% ৯টি খাদ্যগ্রুপের স্থলে ১০টি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এই সূচকটি সংশোধন করা হয়েছে	এফএও, আইএনএফএস, বিবিএস
VI. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	১৩	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত, শহর ও গ্রাম হিসেবে (এসডিজি সূচক ১.২.১: লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী জাতীয় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত)	জাতীয় :২৪.৩% গ্রামীণ : ২৬.৪% শহুরে : ১৮.৯% (২০১৬)	২০২০ সাল নাগাদ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৮.৬%	এইচআইইএস প্রতিবেদন, বিবিএস
	১৪	চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত জনসংখ্যার অনুপাত ক) গ্রামীণ খ) শহরাঞ্চলের	মোট:১২.৯% গ্রামীণ: ১৪.৯% শহুরে: ৭.৬% (২০১৬)	২০২০ সাল নাগাদ ৮%	এইচআইইএস প্রতিবেদন, বিবিএস
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকুল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	১৫	সিআইপি২ এর জন্য সরকারের আর্থিক প্রতিশ্রুতি	৫.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৯.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	এমআর, এফপিএমইউ ২০১৯
	১৬	গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহে উচ্চ পর্যায়ের ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন	১	নিয়মিত সভার মাধ্যমে ৫টি কার্যকর কারিগরি টিম	এফপিএমইউ
	১৭	নিয়মিত টিটি ও টিডব্লিউজি'র সভা আয়োজনে মাধ্যমে নীতিমালা পরিবীক্ষণ চলমান রেখে এফএনএস ফোকাল পয়েন্ট স্থাপনের প্রক্রিয়া	নির্ধারণ করতে হবে	মাসিক সভা	এফপিএমইউ
	১৮	উচ্চ পর্যায়ের বার্ষিক এফএনএস প্রতিবেদন প্রণয়ন	১	১	বিএনএনসি, সিআইপি-২, পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল								
প্রত্যাশিত ফলাফল	সি আইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি		উপ-কর্মসূচি (অগ্রাধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচির প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	যাচাইয়ের উৎস
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য পানিসম্পদ	I.১	শস্যভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন I.১.২. জৈব প্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন I.১.৩. পুষ্টি সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	টেকসই ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল পদ্ধতিতে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ এবং পুষ্টিকর শস্য আবাদের মাধ্যমে সকলের জন্য সহজলভ্য ও সুষম খাদ্য সরবরাহের জন্য কৃষি জমির ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণ	১	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: কৃষি বিষয়ক গবেষণায় কৃষি বাজেটের % বরাদ্দ	৪.২(২০১৪-১৫)	বিএআরসি, বিএআরআই বিআরআরআই, বিজেআরআই বিআইএনএ, বিএসআরআই বিআইআরটিএএন, সিডিবি, এসআরডিআই
					২	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: প্রধান শস্য উৎপাদনে বার্ষিক পরিবর্তন	ধান ০.০% গম ০.০% ভুট্টা ৭.৭% আলু ২.৩% ডাল .০% বেগুন ৫.৫% মিষ্টিকুমড়া ৪.৫% শিম ৫.৭% লাল শাক ৪.০% ভোজ্য তেলবীজ ১.৮% কলা ২.৬% পেয়ারা ৪.৬% আম ১৪.০% আনারস ২.৭% কাঁঠাল-২.৮% টমেটো-নির্ধারণ করতে হবে গাজর - নির্ধারণ করতে হবে লেবু - নিধারণ করতে হবে মিষ্টি আলু - নির্ধারণ করতে হবে (২০১৫-১৬)	বিবিএস বার্ষিক পরিসংখ্যান বই ও বিবিএস কৃষি উইং-এর সাথে যোগাযোগ
					৩	কৃষি মন্ত্রণালায়ের বাজেটের (সংশোধিত) ০% হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট	নির্ধারণ করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট
					৪	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: উদ্ভবিত নতুন উন্নত জাতের সংখ্যা	ধান ১০ গম ০ ভুট্টা ২ আলু ১০ ডাল ৬ সবজি ৭ ভোজ্য তেলবীজ ২ ফল ১ (২০১৫/১৬)	বিআরআরআই, বিআইএনএ, এমওএ
					৫	লবণাক্ততা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল বীজ উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসেবে)	নির্ধারণ করতে হবে	এমওএ এপিএ সূচক ২.৫

প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল							
প্রত্যাশিত ফলাফল	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি (অগ্রধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	যাচাইয়ের উৎস
				৬	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক টেকসই কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা	১,৫৭৭,০০০ (২০১৫/১৬)	ডিএই, কৃষি মন্ত্রণালয়
				৭	গুরুত্বপুর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের আওতায় পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩ (আইপিএইচএন, বিআইআরটিএএন, ডিএই)	বিআইআরটিএএন, আইপিএইচএন, বারডেম, বিএআরসি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিএআরডি, আইএনএফএস
	I.2 পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা	কৃষকরা মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সাশ্রয়ী মূল্যে ও সহজে পাচ্ছে এবং সেগুলো অধিকতর টেকসই উপায়ে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারছে	৮	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : উন্নত ধান, গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদনে বার্ষিক পরিবর্তন	-০.৩% (২০১৫/১৬)	কৃষি মন্ত্রণালয়
				৯	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার বিপরীতে উন্নত বীজ সরবরাহ (বিএডিসি, ডিএই ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)	ধান ৪১.৫% গম ৫৮.২০% ভুট্টা ২৭.১০% আলু ৭.৭০% ডাল ১০.৯০% সবজি ৫০.৭০% ভোজ্য তেলবীজ ১৩.৪০% (২০১৫/১৬)	কৃষি মন্ত্রণালয়
				১০	উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশ্লেষণকৃত মাটির নমুনার সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	কৃষি মন্ত্রণালয় এপিএ সূচক ৩.২.১
				১১	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা কমানোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র-সেচের আওতা সম্প্রসারিত করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে) বৃদ্ধি	৪২ (২০১৫/১৬ সালের জন্য প্রক্ষেপিত)	কৃষি মন্ত্রণালয় এপিএ সূচক ২.৩.২
				১২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাজেটের (সংশোধিত) % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট	২২.৭০% (২০১৬/১৭)	অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট
				১৩	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : প্রাক্কলিত চাহিদার % হিসেবে ইউরিয়ার সরবরাহ	৯৭.৭ (২০১৪/১৫)	সার পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়
				১৪	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : প্রাক্কলিত চাহিদার % হিসেবে এমওপি সরবরাহ	৯১.৪ (২০১৪/১৫)	সার পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়
				১৫	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : প্রাক্কলিত চাহিদার % হিসেবে টিএসপি সরবরাহ	নির্ধারণ করতে হবে	সার পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়
				১৬	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : মিলিয়ন টাকায় কৃষি ঋণ প্রদানের পরিমাণ	১৭৬.৫ (২০১৫/১৬)	বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন
				১৭	মান নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাকৃত মৎস্য খাদ্যের নমুনার সংখ্যা	২০০০ (২০১৫/১৬ সালের জন্য প্রক্ষেপিত)	মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এপিএ সূচক ৪.৫.১.
				১৮	লবণাক্ততা প্রভাবিত এলাকার পরিমাণ	নির্ধারণ করতে হবে	এসআরডিআই
				১৯	জৈব কৃষির আওতাধীন জমির পরিমাণ	নির্ধারণ করতে হবে	ডিএই
					এসডিজি সূচক ৫.ক.১ : (ক) লিঙ্গ ভেদে কৃষি জমির ওপর দখলদারিত্ব বা মালিকানাসহ মোট কৃষি জনসংখ্যার অনুপাত এবং (খ) সত্ত্ব বা মালিকানার ধরন অনুযায়ী কৃষি জমির মালিক বা দখলদার এমন নারীর অংশ		বিবিএস কর্তৃক প্রণীতব্য কৃষি জরিপ

প্রত্যাশিত ফলাফল	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি (অগ্রাধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	যাচাইয়ের উৎস
					এসডিজি সূচক ৬.৪.১ : সময়ের সাথে পানির ব্যবহার দক্ষতার পরিবর্তন		ক) ডিপিএইচই খ) ডিওই গ) ডিএই, ঘ) ডব্লিউএআরপিও, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
					এসডিজি সূচক ৬.৪.২ : পানির ওপর চাপের মাত্রা : বিদ্যমান বিশুদ্ধ পানির উৎসসমূহ হতে সুপেয় পানি উত্তোলনের অনুপাত		পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নির্দেশক হিসেব করতে পারে
	I.৩ প্রাণিজ খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	I.৩.১ টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালী করা I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন	টেকসই উপায়ে মৎস্য, একুয়াকালচার ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ উৎস থেকে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে	২০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : সুরক্ষিত (ক) উপকূলীয় এবং (খ) সামুদ্রিক অঞ্চলের শতকরা হার	(ধ) ১.২২ (২০১৩-১৪) (ন) ০.০০ (২০১৩-১৪)	ডিওএফ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				২১	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : সংরক্ষিত জলাধার ও প্রাকৃতিক অভয়াশ্রমের শতকরা হার	১.৭ (২০১৪-১৫)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				২২	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : মাছ উৎপাদনের পরিমাণে বার্ষিক পরিবর্তন	৫.২% (২০১৫/১৬)	ডিওএফ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				২৩	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : মাছ রপ্তানি (মোট রপ্তানির % হিসেবে মূল্য; যার মধ্যে চিংড়ির পরিমাণ %)	৮৪.০৩% ১.৯৭% (২০১৫/১৬)	ডিওএফ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				২৪	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : কৃষি জিডিপির (বন ব্যতীত) অংশ হিসেবে মৎস্য খাতের জিডিপি-এর %, ২০০৫/০৬ অর্থ বছরকে ভিত্তি হিসেব করে)	২৬.৭৮% (২০১৫/১৬)	বিবিএস
				২৫	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : ডিম উৎপাদন (মিলিয়ন); দুধ মে. টন), গবাদিপশুর ও মাংস উৎপাদন (মে.টন)	ডিম (মিলিয়ন) ১১৯১০ দুধ (মিলিয়ন মে.ট) ৭.২৭ মাংস (মিলিয়ন মে.ট) ৬.১৫ (২০১৫/১৬)	ডিএলএস, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				২৬	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : কৃষি জিডিপি'র (বন ব্যতীত) অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপি'র %, ২০০৫/০৬ অর্থ বছরকে ভিত্তি হিসেব করে)	১৪.২১% (২০১৫/১৬)	বিবিএস
				২৭	প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার	নির্ধারণ করতে হবে	ডিএলএস
				২৮	উৎপাদিত টিকার পরিমাণ	নির্ধারণ করতে হবে	ডিএলএস
				২৯	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : কৃত্রিম প্রজননে পরিবর্তনের বার্ষিক হার	৬.২৭% (২০১৫/১৬)	ডিএলএস, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				৩০	মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
				৩১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাজেটের (সংশোধিত) % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট	নির্ধারণ করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট
				৩২	বাণিজ্যিক নিবন্ধিত সংখ্যা ১. হাঁস-মুরগি ২. প্রাণিসম্পদ ৩. মৎস্য খামার	১. নির্ধারণ করতে হবে ২.নির্ধারণ করতে হবে ৩. নির্ধারণ করতে হবে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিবিএস
				৩৩	পুকুরের সংখ্যা	১.৬১ মিলিয়ন (২০১৪-২০১৫)	বাংলাদেশের মৎস্য বিষয়ক পরিসংখ্যান
					এসডিজি-১৪.২.১:বস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত জাতীয় বিশেষ অঞ্চলের অনুপাত		ডিওই এর জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির পরে

প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল								
প্রত্যাশিত ফলাফল	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি		উপ-কর্মসূচি (অগ্রধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	বাচাইয়ের উৎস
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	II.১	অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান	কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির ফলে খাদ্য মূল্য শৃঙ্খল উন্নত হয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের লভ্যতা সুগম করেছে	৩৪	খাদ্য উৎপাদক বৃহৎ স্থাপনার সংখ্যা	১৬৭ (২০১৬)	বিবিএস বার্ষিক পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ
					৩৫	খাদ্য উৎপাদক মধ্য, ছোট ও ক্ষুদ্র-স্থাপনার সংখ্যা	১৬,৭৭৭ (২০১৬)	বিবিএস বার্ষিক পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ
					৩৬	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : নির্বাচিত পণ্যের খামার পর্যায়ের সাথে খুচরা মূল্যের তারতম্য	মাটা চাল ১০% মসূর ডাল ৫৫.২০% পেঁয়াজ ২৩.৬০% আলু ২৯.১০% কাঁচা মরিচ-নির্ধারণ করতে হবে (২০১৫/১৬)	ডিএএম, কৃষি মন্ত্রণালয়
					৩৭	খাদ্য ও পানীয় রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৬৯,০২০ (২০১৫/১৬)	বিবিএস বার্ষিক পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ/ বাংলাদেশ ব্যাংক
					৩৮	কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় (বিসিক) এর আওতায় কৃষি-বাণিজ্য উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণের পরিধি (হাজারে)	১,৩৫০ (২০১৫/১৬ সালের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য) কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ সূচক ৪.৩.২.+ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ
	II.২	বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	খাদ্য উৎপাদক ও প্রক্রিয়াকারীরা অধিকতর দক্ষতার সাথে বাজার ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে	৩৯	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : চলনসই ও ভালো অবস্থায় বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক সংযোগের পরিমাণ (এসডিজি-৯.১.১: সকল মৌসুমে চলাচল উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত)	৩৩% (২০১৪)	এলজিইডি
					৪০	এলজিইডি এবং ডিএএম কর্তৃক নির্মিত গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ বাজার, নারীদের জন্য বিপণী বিতান ও ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রের সংখ্যা	৩৯০ (২০১৫/১৬)	এলজিইডি এমঅ্যান্ডই, ডিএএম
					৪১	হাজার মেট্রিক টন হিসেবে লভ্য হিমাগারের পরিমাণ	৪০০০ (২০১৫/১৬)	বিবিএস বার্ষিক পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ
					৪২	দেশব্যাপি জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	আইসিটি মন্ত্রণালয়
					৪৩	পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিপিপি চুক্তির মাধ্যমে নির্মিত খাদ্য স্থাপনা, বাজার ও অবকাঠামোর সংখ্যা	২ (২০১৫)	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫/১৬, সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
					৪৪	খাদ্যমূল্যে অসঙ্গতিতে পরিবর্তন	নির্ধারণ করা হবে	ডিএএম, খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রত্যাশিত ফলাফল	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি		উপ-কর্মসূচি (অগ্রাধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বত ফলাফল	নং	প্রগ্রি সূচক	ভিত্তি	বাচাইয়ের উৎস
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	III.১	পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ	সমন্বিত স্বল্প ও দীর্ঘ-মেয়াদি উদ্যোগের ফলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে	৪৫	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : নিবিড়ভাবে মাতৃদুগ্ধ পানকারী ৬ মাসের কম বয়সী শিশুর অনুপাত (%)	৫৫.৩ (২০১৪ বিডিএইচএস)	বিডিএইচএস, নিপোর্ট
					৪৬	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : শস্য ও শস্য বহির্ভূত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহের অনুপাত	৭৮% খাদ্যশস্য ২২% খাদ্যশস্য বহির্ভূত	এফবিএস (এফএও), বিবিএস
					৪৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট	৫.৮৯% (২০১৬/১৭)	অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট বই
					৪৮	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : নির্বাচিত অরক্ষিত এলাকায় দরিদ্র পরিবারের পক্ষ থেকে গৃহস্থালি বাগান ও হাঁস-মুরগির চাষ	৪৯% (২০১৪/১৫)	বিবিএস
					৪৯	ডায়াবেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব	৯.২% (২০১৪)	ডিএইচএস, এনএনএস, আইপিএইচএন, ডিজিএইচএস
					৫০	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : পুষ্টিগত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগে (বিসিসি) জন্য প্রচার মাধ্যমের কার্যক্রম/ অনুষ্ঠানের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	
					৫১	খাদ্য তালিকা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩ (বারডেম, আইপিএইচএন, এফপিএমইউ)	স্বাস্থ্য বুলেটিন/ ডিজিএইচএস/ অন্যান্য খাত
	III.২	নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরণের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	পুষ্টির বিবেচনায় সম্ভাবনাময় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে	৫২	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : নিরাপদ পানির লভ্যতা সম্পন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার হার (ক. শহুরে খ. গ্রামীণ) এসডিজি সূচক ৬.১.১: মোট জনসংখ্যার মধ্যে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় খাবার পানি সেবা ব্যবহারকারীর অনুপাত]	ক) ৯৯.৪ খ) ৯৮.২ (এসভিআরএস ২০১৩)	বিবিএস, এসভিআরএস, এমআইসিএস, ডিপিএইচই
					৫৩	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সুবিধার লভ্যতা সম্পন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার হার (ক. শহুরে খ. গ্রামীণ) [এসডিজি সূচক ৬.১.২ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোওয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত] :	ক) ৫৯.৭ খ) ৬৬.২ (এসভিআরএস ২০১৩)	বিবিএস, এসভিআরএস, ডিপিএইচই'র এসআইসিএস
					৫৪	ডায়রিয়া ও গ্যাস্ট্রোএন্টিরিটিস জাতীয় রোগের সংক্রামণে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, জেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা	১৪৮,০৭৮ (২০১৫)	ডিজিএইচএস, স্বাস্থ্য বুলেটিন

প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল								
প্রত্যাশিত ফলাফল	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি		উপ-কর্মসূচি (অগ্রধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	বাচাইয়ের উৎস
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	IV.১	সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	IV.১.১ বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ IV.১.৩ উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন	দুর্যোগের সময় ও পরে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ব্যবস্থা চলমান রয়েছে	৫৫	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ব্যবহার যোগ্য সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	৩৮৪৭ (২০১৪)	ডিডিএম/ এলজিইডি
					৫৬	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : দুর্যোগ মোকাবেলার অভ্যস্ততা ও গোষ্ঠীগত সম্পদসহ গ্রামীণ গোষ্ঠীর সংখ্যা	১৮০০০ (২০১৩)	ডিডিএম
					৫৭	বছরের সকল মাসে পর্যাপ্ত খাদ্য সংস্থান সম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	বাংলাদেশের দুর্যোগ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ২০১৫, বিবিএস
					৫৮	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট	২৩.১৩% (২০১৬/১৭)	অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট বই
					৫৯	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : অর্থ বছরের শেষে কার্যকর ভাবে খাদ্য শস্য সংরক্ষণের সক্ষমতা	১৮৭০ (২০১৫/১৬)	আইডিটিএস, খাদ্য অধিদপ্তর
					৬০	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : সরকারি কার্যকর খাদ্য শস্য সংরক্ষণ সক্ষমতার গড় ব্যবহার	৭৫%	এমআইএসএম, খাদ্য অধিদপ্তর
					৬১	বাজেট লক্ষমাত্রার % হিসেবে প্রকৃত সমাপনী জের	৫২	জাতীয় বাজেট ও এফপিএমইউ খাদ্য মজুত প্রবাহ সারণী
					৬২	পরিবেশ সিআইপি : আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্বাভাস প্রদান কার্যক্রম তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে	৪	অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট বই
	IV.২	অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	IV.২.১ সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামুলোক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন	বিভিন্ন ধরনের অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উত্তম সুরক্ষা প্রদানের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা, অভীষ্ট ও উপাদান উন্নত করা হয়েছে	৬৩	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: ভিজিএফ (লাখ মানুষ) ও ভিজিডি (লাখ জনমাস) বাজেটের এর আওতা	ভিজিএফ (লক্ষ জন) ৬৪.৭২ ভিজিডি (লক্ষ জন মাস) ৯১.৩৩	এমআইএসএম, খাদ্য অধিদপ্তর
					৬৪	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : ভিজিএফ ও জিআর বিতরণের পরিমাণ (হাজার মেট্রিক টনে)	৪২৮	অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ
					৬৫	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : জিডিপি-এর % হিসেবে সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যয় [এসডিজি সূচক ১.৩.১: লিঙ্গভেদে সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্ত / সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর অনুপাত; যেখানে শিশু, কর্মহীন জনগোষ্ঠী, প্রবীণ ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে]	১.৪৬% (২০১৫/১৬)	অর্থ মন্ত্রণালয়/ জিইডি
					৬৬	দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় বিদ্যালয়ে খাওয়ানোর কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিশুর সংখ্যা (হাজারে)	২৪.৪ (২০১৬)	অর্থ মন্ত্রণালয়/ জিইডি
					৬৭	আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসমর্থদের জন্য ভাতার আওতাধীন মানুষের পরিধি (দশ হাজারে)	নির্ধারণ করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়/ জিইডি
					৬৮	বয়স্ক ভাতা/ পেনশনের আওতা (দশ হাজারে)	নির্ধারণ করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়/ জিইডি
					৬৯	দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচির বাজেটের আওতা (প্রতিমাসে লাখ মানুষ হিসেবে)	৪৪ (২০১৬)	অর্থ বিভাগ/ জিইডি (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)

প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল								
প্রত্যাশিত ফলাফল	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি		উপ-কর্মসূচি (অগ্রধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	বাচাইয়ের উৎস
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	V.১	উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়ত ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	V. ১.১ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন V.১.৩.ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার	সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভোগের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সকল স্তরে উত্তম চর্চা প্রবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপদতা উন্নত হয়েছে	৭০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : নিয়মিতভাবে সংগৃহীত নগরাঞ্চলের কঠিন বর্জ্যের শতকরা হার	নির্ধারণ করতে হবে	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন
					৭১	জৈব সার, সবুজ সার ও মাইক্রোবিয়াল সার ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা, হাজারে	৮০০ (২০১৫/১৬ সালের প্রক্ষেপিত মূল্য)	কৃষি মন্ত্রণালয় সূচক ৩.৩.১, ডিএই
					৭২	বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সনদ	নির্ধারণ করতে হবে	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি
					৭৩	বিএসটিআই কর্তৃক মান যাচাইকৃত খাদ্য সামগ্রীর সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	বিএসটিআই, এমওআই, বিএফএসএ, আইপিএইচ
					৭৪	বিএফএসএ'র প্রতিবেদন অনুসারে খাদ্য নিরাপদতার মান ভঙ্গকারী চিহ্নিত ঘটনার সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএফএসএ, বিএআরসি, আইপিএইচ
					৭৫	এইচএসএসসিসিপি/আইএসএমএস কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএফএসএ, বিএআরসি, আইপিএইচ
					৭৬	জিএপি, জিএইচপি ও জিএমপি কর্তৃক পরিবেশিত কোর্সের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূচক ৩.৫.১
					৭৭	জিএপি, জিএইচপি ও জিএমপি থেকে প্রশিক্ষণ-সুবিধাপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি, বিএআরসি, বিএসটিআই, আইপিএইচ
					৭৮	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক উদ্যোগ/ পালিত দিবসের সংখ্যা	নির্ধারণ করতে হবে	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএফএসএ
	V.২	উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যে পচন ও অপচয় হ্রাস	V.২.১ খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ	উৎপাদন স্তর থেকে গৃহস্থালি পর্যায়ে ভোগ পর্যন্ত খাদ্যের অপচয় ও পচন হ্রাস পেয়েছে	৭৯	বাংলাদেশের খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট অনুপাতসহ কৃষি উৎপাদনের অংশ হিসেবে অপচয়	নির্ধারণ করতে হবে	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএফএসএ বিএফএসএ, আইপিএইচ
	V.৩	প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন	এফএনএস সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ প্রমাণ ভিত্তিক এবং মানসম্মত, সময়োপযোগী এবং নিরাপদ খাদ্য ও বিদ্যমান খাতসমূহের নেটওয়ার্ক এবং অংশীজনের তথ্য পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুষ্টি বিশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে	৮০	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক তথ্যভান্ডার উন্নয়ন ও নজরদারি ব্যবস্থা	এফএসএনএসপি, এনআইপিইউ, এনআইএস (২০১৪/১৫)	খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এফপিএমইউ
					৮১	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : হালনাগাদকৃত/ প্রচারিত খাদ্য গ্রহণ সারণি (এফসিটি)	কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে বিআইআর-টিএএন প্রচার আরম্ভ করেছে (২০১৪/১৫) উৎপাদিত (২০১৫/১৬)	আইএনএফএস/ সিএআরএস/ ডিইউ/ এফপিএমইউ/ এনএফপিসিএসপি এফএও/ইনফো.ডিএস/ আইপিএইচএন এফপিএমইউ

প্রত্যাশিত সমন্বিত ফলাফল								
প্রত্যাশিত ফলাফল		সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি (অগ্রধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ)	কর্মসূচি প্রত্যাশিত সমন্বত ফলাফল	নং	প্রক্সি সূচক	ভিত্তি	বাচাইয়ের উৎস
	V.৪	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	নীতিমালা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও আইনগত দলিলপত্র প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে	৮২	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : প্রণয়নকৃত সিআইপি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	প্রকাশিত (২০১৫/১৬)	এফপিএমইউ
					৮৩	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : সিআইপি-২ এর জন্য সঞ্চালিত অতিরিক্ত সম্পদ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১,৩১৩ (২০১৫/১৬)	এফপিএমইউ
					৮৪	কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : চলমান প্রকল্পের বৃদ্ধি (সংখ্যা ও পরিমাণ)	সংখ্যা-৫০ মূল্য-১৩৭ মি. ডলার (২০১৫/২০১৬)	এফপিএমইউ
					৮৫	উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জনসাধারণকে একত্রিত করা' (এসইউএন) বিষয়ক পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম ইনডেক্স	৫৪% (২০১৬)	পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৬
					৮৬	খাদ্য অধিকার বিষয়ে সংসদীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের আলোচনা	নাই (২০১৫/১৬)	এফপিএমইউ

১১. ব্যয় ও অর্থায়ন

সিআইপি-১ অনুসরণ করে সিআইপি-২ এর ব্যয় ও অর্থায়ন নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে প্রাক্কলন করা হয়েছে :

১. সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের চলমান বিনিয়োগ প্রবল্প অর্থায়নের মাধ্যমে সিআইপি কার্যক্রমের জন্য লভ্য অর্থের প্রাক্কলন;
২. অধ্যায়-১০ এ উল্লিখিত সিআইপি-২ এর ফলাফল ও আউটকাম অর্জনের জন্য অতিরিক্ত তহবিল;
৩. পুষ্টির সাথে সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসহ পদ্ধতি এবং সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্ত অর্থায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট-৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

কি কি বিষয় সিআইপি-২ তে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়নি

২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত সরকারিখাতে চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগসমূহ সিআইপি-২ তে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য বার্ষিক ভিত্তিতে সরকারিখাতে বিদ্যমান বাজেট ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিনিয়োগকে সমন্বয় সাধন করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করে সরকার বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

সিআইপি-২ এ যেহেতু পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয় সংযুক্ত হয়েছে এবং ফলস্বরুপ বিবেচ্য আন্তঃসম্পর্ক ও উপকরণের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে তাই পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে এরকম সকল বিনিয়োগ অন্তর্ভূক্ত করা পুরপুরি সম্ভব হয়নি। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের পদ্ধতি ও পরিকল্পনার উপাদান বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় দ্বৈততা পরিহার করা ও পরিধির সীমা নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিনিয়োগসমূহ সিআইপি-২ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে :

- নীতিগত ও আইনগত উদ্যোগ- সিআইপি-২ বিদ্যমান নীতিমালা বাস্তবায়নের একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে;
- সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ এবং সকল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে (যা ২০১৫/১৬ অর্থবছরে মোট সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৯.৫৫%[৩৪] ছিল) যদিও তা সরকারি ব্যয় হিসেবে এডিপি-তে উল্লেখিত হয়[৩৫] তথাপি সিআইপি-তে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা না করে শুধুমাত্র পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী এবং বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিতকল্পে যুক্তিসংগতভাবে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সিআইপি-২ এ সুপারিশ করা হয়েছে;
- নিয়মিত উন্নয়ন খাত-বহির্ভূত বাজেট বরাদ্দ (যেমন, সার ও কৃষি উপকরণে ভর্তুকি)-কে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত না হয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে সরাসরি বাস্তবায়নকারীদের কাছে বিনিয়োগ কার্যক্রম হস্তান্তর;
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, যা পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব পালনে নিয়মিত উন্নয়ন খাত-বহির্ভূত বাজেট বরাদ্দ হিসাবে বিবেচিত;
- ব্যক্তিখাতের দ্বারা বিনিয়োগ, যদিও সিআইপি-২ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রবর্ধনের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। সিআইপি-২ এর আওতাধীন প্রকল্পে ব্যক্তি-উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালন শক্তিশালীকরণে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে।

সরকারি সকল বিনিয়োগ উদ্যোগ এডিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, তবে শুধুমাত্র উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদানের অংশ এতে উল্লেখ থাকে। যে অংশ এডিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়না, যেমন কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনজিও'র কার্যক্রমে অর্থায়ন, ইত্যাদি তা সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্ত হয় না।

চূড়ান্তভাবে, যেহেতু সিআইপি-২ পুষ্টি-সংবেদী পদ্ধতি সম্পর্কিত, তাই যে সকল প্রকল্প পুষ্টি-সংবেদী বা পুষ্টি সহায়ক সেগুলোতে অধিক আলোকপাত করা হয়। পুষ্টি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পসমূহ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনার আওতাভুক্ত রয়েছে।

[৩৪] এই সংখ্যায় সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্পগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি, এটি করা হলে তা হতো মোট সরকারি বাজেটের ১৩.৬%।

[৩৫] কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনমূলক সুরক্ষা বেষ্টনীর ক্ষেত্রে এটি ঘটতে পারে।

সিআইপি-২ এর ব্যয় প্রাক্কলন তাই নিম্নলিখিত বিবেচনাসমূহের প্রাক্কলন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে :

১. ১৩টি কর্মসূচি ও ৩৯টি উপ-কর্মসূচির মাধ্যমে পুনরায় শ্রেণীবিন্যাসকৃত চলমান বিনিয়োগসমূহ;
২. এডিপি'র মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুত লভ্য সম্পদসমূহ, যার মধ্যে বাজেট ও উন্নয়ন সহযোগীদের মাধ্যমে অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে;
৩. অর্থায়নের ঘাটতি পূরণ করতে উদ্যোগ গৃহীতব্য।

এতে সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি অবহিতকরণে দুই ধরণের চিত্রায়ন সরবরাহ করা হয়: মোট বিনিয়োগ ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় (এফএসএন) অবদান রাখার ভূমিকা বিবেচনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিনিয়োগ, যা বিস্তারিতভাবে নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ

সিআইপি-২ এর সংশ্লিষ্ট চলমান কর্মসূচির জন্য সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পদ্ধতিগতভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত উদ্দেশ্যের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন এডিপি প্রণয়ন করেছে যার সাথে সিআইপি সংশ্লিষ্ট। এটি হচ্ছে বিনিয়োগকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দের একটি বাজেট উপকরণ। সিআইপি-২ এর বাজেট প্রণয়নের জন্য আইএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত চূড়ান্ত বার্ষিক দলিলে প্রধানত মোট প্রকল্প বাজেট, সিআইপি-২ এর জন্য অবশিষ্ট বাজেট এবং বাৎসরিক ব্যয় ইত্যাদি বেশ কিছু আর্থিক তথ্য পাওয়া যায় যা সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের উৎস থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষিত অবস্থা থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এডিপি-তে সম্ভাব্য প্রকল্পের তালিকা সংযুক্ত থাকে, যেগুলো সিআইপি-২ এর অর্থায়নের ঘাটতি নিরূপণের জন্য প্রয়োজন হয়। একইভাবে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লিখিত দলিলে অন্তর্ভূক্ত থাকে না সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা হয়।

সিআইপি-২ এর আর্থিক বিশ্লেষণে হিসাব প্রণয়নকালের বিনিময় হার ১ মার্কিন ডলার = ৭৪.৪ টাকা[৩৬] ব্যবহার করা হয়েছে।

সিআইপি-২ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সকল চলমান ও পরিকল্পিত উন্নয়ন উদ্যোগ পরিশিষ্ট-৫ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাস

সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্তির জন্য দুইশতেরও অধিক চলমান প্রকল্প ও একশতেরও অধিক পরিকল্পিত উদ্যোগ[৩৭] চিহ্নিত করা হয়েছিল। কোন উপ-কর্মসূচি কোন কর্মসূচির অধীনে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত সেটি নির্ধারণে জন্য উক্ত প্রকল্পগুলো যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের বহুবিধ উপাদান রয়েছে এগুলোর কোনটা বিভিন্ন উপ-কর্মসূচির আওতায় পড়ে আবার কোনটা সিআইপি-২ এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এই ক্ষেত্রে উপাদান অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ না থাকলে প্রতিটি উপ-কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটকে সকল প্রকল্পের গড় অনুযায়ী বিভক্ত করে সমানভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ছিল সেগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও অংশীজনের নিকট থেকে সবিস্তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু সবসময় প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যায়নি। সিআইপি-২ এর পরবর্তী সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হবে।

কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি অনুসারে সিআইপি-২ এর প্রকল্পসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। অংশীজন কর্তৃক প্রকাশিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং এই ক্ষেত্রে এমএএফএপি (মনিটরিং অ্যান্ড এনালাইজিং ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পলিসি) কর্মসূচি সহযোগিতা করেছে। উক্ত কর্মসূচিটি এফএও বাস্তবায়ন করছে এবং পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও খাদ্য এবং কৃষি নীতি উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় টেকসই পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতিতে কার্যকর, দক্ষ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক নীতিগত কাঠামো প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এমএএফএপি কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতি সিআইপি-২ এর সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ

যেহেতু সিআইপি-২ এ পুষ্টি-সংবেদী খাদ্য ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, সে কারণে দুইটি বাজেট প্রদান করা হয়েছে। একটি চলমান ও সম্ভাব্য ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থায়নের পরিমাণ এবং অন্যটি কোন প্রকল্প এর সম্ভাব্য প্রভাবের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক ইতিবাচক ফলাফল কতোটুকু অর্জন করতে ভূমিকা রাখবে তা বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বরাদ্দ

[৩৬] এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৬ সালের জুলাই মাসের জন্য বিনিময় হার, যা ছিল সিআইপি২ এর সূচনাকাল।

[৩৭] যেহেতু কিছু পরিকল্পিত উদ্যোগকে এখন পযন্ত প্রকৃত প্রকল্পে রূপদান সম্ভব হয়নি তাই সেগুলোকে প্রকল্প না বলে 'উদ্যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

করা হয়েছে। এসইউএন উদ্যোগ এ ধরনের বিশ্লেষণকে অনুমোদন করে, যার মাধ্যমে সম্পদ কতোটা পুষ্টি বিষয়ক ভূমিকা রাখছে তা নিরূপণ করা যায়, সম্পদ বরাদ্দের জন্য উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় এবং বর্ধিত বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা যায়।

২০১৩ সালের ল্যান্সেট সিরিজের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার জন্য এসইউএন এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে:

- পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট: পুষ্টি বিষয়ক উচ্চ প্রভাব সম্বলিত উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপুষ্টি ও অভাবের কারণ যেমন, খাদ্য গ্রহণ ও খাওয়ানোর চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে আশু ও অন্তর্বর্তীকালীন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- পুষ্টি-সংবেদী: অপুষ্টির অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকগুলো সমাধানকল্পে এই প্রকল্পগুলোতে পুষ্টিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট এপ্রোচের মধ্যে রয়েছে কৃষি, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ খাদ্য, খাদ্য অপচয় ও পচন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান; স্বাস্থ্যসেবা; স্থিতিস্থাপকতার জন্য সহায়তা ও নারীর ক্ষমতায়ন।

সিআইপি-২ এর উদ্দেশ্যে জন্য তিন শ্রেণির প্রকল্পকে বিবেচনা করা হয়েছে :

- 'পুষ্টি-সংবেদী +' : যে সকল উদ্যোগ পুষ্টি বিষয়ক ফলাফল অর্জনে অধিকতর সরাসরি প্রভাব সৃষ্টি করবে সেগুলোকে ল্যান্সেট কর্তৃক পুষ্টি-সংবেদী হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে (যেমন, জাতীয় এনসিডি'র সাথে সম্পর্কিত খাদ্য গ্রহণ বিষয়ক নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার প্রবর্ধন)। এগুলো পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ বাস্তবায়নের মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। এগুলোর সরাসরি প্রভাব থাকায় পুষ্টি বাজেটে এগুলোর অবদান অধিকতর গুরুত্ব দান করা হয়েছে;
- পুষ্টি-সংবেদী;
- পুষ্টি-সহায়ক : পুষ্টি-সংবেদী ও পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক যে পরিবেশ প্রয়োজন তা তৈরি করতে প্রকল্পগুলোকে বিন্যস্ত করার জন্য এই শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এগুলো সাধারণত পুষ্টি বাজেটের জন্য বিবেচনা করা হয় না, কিন্তু এগুলো পুষ্টি বিষয়ক ফলাফল অর্জনে পরোক্ষভাবে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রকল্পের উদাহরণ হচ্ছে, অবকাঠামো যেমন রাস্তা নির্মাণ যা বাজারে অভিগম্যতার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এফএনএস নীতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণও এই শ্রেণিভুক্ত। ধরণ অনুসারে এই উদ্যোগ খাতওয়ারি যার সম্পূর্ণ ব্যয় সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্ত করা যৌক্তিক নয়।

এ শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী প্রত্যেক প্রকল্পের তালিকা/ বিবরণ পরিশিষ্ট-৫ এর সারণি-ক. ৫.৫ প্রদান করা হয়েছে। গুরুত্ব অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণির প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হার নির্দিষ্ট করে পুষ্টি-সংবেদী সিআইপি বাজেট তৈরি হয়েছে। গুরুত্ব অনুযায়ী এই হার নিম্নরূপ :

- 'পুষ্টি-সংবেদী+' প্রকল্পের জন্য ১০০%
- 'পুষ্টি-সংবেদী' প্রকল্পের জন্য ৭৫%
- 'পুষ্টি-সহায়ক' প্রকল্পের জন্য ৫০%।

সিআইপি-২ এ অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য প্রকল্পের পুষ্টি ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে, পুষ্টি সংশ্লিষ্টতার মাত্রা ব্যতীত বরাদ্দের এই ক্রম নির্ধারণের অন্য কোন যৌক্তিকতা নেই। অন্যান্য দেশেও এভাবে এই বিষয়টির অনুশীলন করা হয়ে থাকে, তবে এতে যে ব্যাপ্তিমূল্য বেছে নেয়া হয়, তাতে এ ধরনের প্রয়াসে আবেগ নির্ভরতার প্রতিফলন হওয়ার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে এ ধরণের প্রয়াসে বিভিন্ন দেশে সেখানকার অগ্রাধিকার ও বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পানীয় জলের প্রকল্পে অবস্থাভেদে ১০% থেকে ১০০% পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে[৩৮]।

প্রাক্কলন

২০১৬ সালের জুন মাসের শেষে সিআইপি-২ এর মোট বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এর মধ্যে সম্ভাব্য প্রকল্পের জন্য ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল আহরণের প্রয়োজন প্রাক্কলন করা হয়েছে। সিআইপি-তে অন্তর্ভূক্ত চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে উন্নয়ন সহযোগীদের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৮.৮% (সারণি-৫)। পুষ্টি সংবেদনশীলতার গুরুত্ব বিবেচনায় এনে প্রাক্কলন করা হলে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর মোট পরিমাণ ৯.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে প্রায় ৪৩% দাঁড়ায় ৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং অর্থায়নের ঘাটতির প্রাক্কলিত পরিমাণ ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩৪% কমে এসে ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায় (সারণি-৬)।

[৩৮] এসইউএন (স্কেলিং আপ নিউট্রিশন) কর্তৃক রিপোর্টকৃত (২০১৭) ' বাজেট এনালাইসিস ফল নিউট্রিশন : এ গাইডেন্স নোট ফর কান্ট্রিজ' (পুষ্টির জন্য বাজেট বিশ্লেষণ : বিভিন্ন দেশের জন্য একটি নির্দেশিকা)।

চলমান প্রকল্পের তুলনায় সম্ভাব্য প্রকল্পের জন্য বরাদ্দের হার স্বল্প মাত্রায় হ্রাস পাওয়া নির্দেশ করে যে পরিকল্পিত প্রকল্পসমূহের বৃহত্তর পুষ্টি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বা চলমান প্রকল্পগুলোর পুষ্টি-সহায়ক প্রকৃতির তুলনায় সেগুলো কম।

সিআইপি-২ এ পুষ্টিসংবেদী প্রকল্পে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের পরেও চিত্র ৫ এ প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী সামগ্রিক সিআইপি বিনিয়োগ স্তম্ভ (স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) এর দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রভাবিত। পুষ্টির গুরুত্ব বিবেচনায় এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়। এর মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষিতে কৃষিতে গুরুত্বদানের বিষয়টি যেমন সামনে চলে আসে, তেমনি এই স্তম্ভে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পগুলো যে অধিক ব্যয় সাপেক্ষ এই সত্যটিও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিসিআইসি'র একটি সার কারখানা নির্মাণের ব্যয় হচ্ছে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এই স্তম্ভের আওতাভুক্ত সেচ সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের জন্যেও ব্যাপক পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন। স্তম্ভ III (উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার) এর অংশ খুবই কম যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে পুষ্টি-সংবেদী অনেক প্রকল্পই এর আওতায় রয়েছে, তবুও এগুলো সিআইপি-২ এর পরিধির বাইরের। এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পের মাধ্যমে এনপিএএন-কে সহযোগিতার জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। যেহেতু বিশেষভাবে পুষ্টি-সংবেদী কর্মসূচিগুলো পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির সেবা প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, তাই এগুলোর মাত্রা, পরিধি ও কার্যকারিতা (২০১৩ সালের মানসিক ও শিশু পুষ্টি বিষয়ক ল্যান্সেট সিরিজ দ্রষ্টব্য) ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বাস্তবতা হচ্ছে স্তম্ভ V (খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমুহ শক্তিশালীকরণ) এর জন্য মোট সরকারি বিনিয়োগের মাত্র ৩% বরাদ্দ রয়েছে, যার মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় যে এই ক্ষেত্রে তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি। বিশেষত "উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা" ও "খাদ্য পচন ও অপচয় হ্রাস" বিষয়ক কর্মসূচি V.১ ও V.২ এর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা (এফএনএস)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ অত্যাবশ্যক এবং এগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন।

চিত্র ৬ এ প্রদর্শিত এমএএফএপি'র শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে ব্যয়ের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সিআইপি-২ এর পুষ্টি বিষয়ক বাজেট কম। ব্যয় নির্ধারণ সম্পর্কিত তথ্য নীতি-নির্ধারকদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য কার্যকর হতে পারে। বিশেষ করে সিআইপি-২ এর ক্ষেত্রে রাস্তা, সেচ, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, সরবরাহকারীদের অর্থ পরিশোধে (অধিকাংশই সার কারখানায় বিনিয়োগ) যে ব্যয় হয় তা পুষ্টি-সংবেদী সিআইপি-২ এর মোট ব্যয় বরাদ্দের অর্ধেকেরও বেশি।

সারণি-৭ এ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এতে দেখা যায় যে, সিআইপি-২ এর অর্ধেকের বেশি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে পুষ্টি-সহায়ক প্রকল্পের জন্য। যদিও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ দরকার এবং এটি স্পষ্ট যে সিআইপি-২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের বরাদ্দের অগ্রাধিকার বৃদ্ধি করতে হবে।

সারণি-৫. ২০১৬ সালের জুন মাস শেষে সিআইপি-২ এর জন্য প্রয়োজনীয় মোট, বিদ্যমান সম্পদ ও অতিরিক্ত অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

স্তম্ভ অনুযায়ী সিআইপি-২ কর্মসূচির সিরোনাম	সিআইপি-২ এর মোট	মোট বিদ্যমান সম্পদ			অর্থায়ন ঘাটতি
		মোট	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ	**৩,৮১৫.৩**	**১,৬৩২.৯**	**১,৩১২.৫**	**৩২০.৪**	**২,১৮২.৪**
I. ১. শস্যভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৬২২.১	১৮৪.০	১৪৭.৪	৩৬.৬	৪৩৮.১
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২,৪০১.১	১,১৫০.২	৮৯৬.৯	২৫৩.৪	১,২৫০.৮
I.৩. প্রাণিজ খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৭৯২.১	২৯৮.৬	২৬৮.২	৩০.৪	৪৯৩.৪
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	**৩,১৭২.২**	**১,৯২৫.৩**	**১,৪৬৫.০**	**৪৬০.৩**	**১,২৪৬.৯**
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন-পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	৪৩৭.১	৫৩.৩	৩৭.১	১৬.৩	৩৮৩.৮
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	২,৭৩৫.১	১,৮৭২.০	১, ৪২৮.০	৪৪৪.০	৮৬৩.১
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	**২২৮.১**	**১৭৪.২**	**১১৮.২**	**৫৬.০**	**৫৩.৯**
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৮৯.২	৩৫.৪	৮.৫	২৬.৯	৫৩.৮
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খ্যদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১৩৮.৯	১৩৮.৮	১০৯.৭	২৯.১	০.১
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	**১,৮০৭.৬**	**১,৭৫২.৫**	**৫৩০.৩**	**১,২২২.১**	**৫৫.২**
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	৯৬১.৬	৯৬০.৮	১৬০.৭	৮০০.০	০.৮
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৮৪৬.১	৭৯১.৭	৩৬৯.৬	৪২২.১	৫৪.৪
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	**২২৭.৫**	**১৩৭.১**	**১৭.০**	**১২০.২**	**৯০.৪**
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৮২.৬	১১.৯	৯.৮	২.০	৭০.৮
V.২.উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	-	-	-	-	-
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪৬.৫	৪৫.৩	৫.৭	৩৯.৬	১.৩
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৯৮.৩	৮০.০	১.৫	৭৮.৫	১৮.৪
সর্বমোট	৯,২৫০.৭	৫,৬২২.১	৩,৪৪৩.০	২,১৭৯.০	৩,৬২৮.৭

সারণি-৬. ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত পুষ্টি-প্রভাবক সিআইপি-২ এর জন্য প্রয়োজনীয় মোট, বিদ্যমান সম্পদ ও অতিরিক্ত অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

স্তম্ভ অনুযায়ী সিআইপি-২ কর্মসূচি	সিআইপি-২ এর মোট	মোট বিদ্যমান সম্পদ			অর্থায়ন ঘাটতি
		মোট	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	২,৬৫৭.৩	১,০৩০.১	৮১৭.৮	২১২.৩	১,৬২৭.২
I.১. শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৪৬৬.৬	১৩৮.০	১১০.৫	২৭.৫	৩২৮.৬
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১,৬০১.২	৬৭২.৭	৫০৭.৫	১৬৫.২	৯২৮.৫
I.৩. প্রাণিজ খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৫৮৯.৫	২১৯.৪	১৯৯.৮	১৯.৬	৩৭০.১
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	১,৫৮৬.১	৯৬২.৭	৭৩২.৫	২৩০.১	৬২৩.৪
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	২১৮.৬	২৬.৭	১৮.৫	৮.১	১৯১.৯
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	১,৩৬৭.৫	৯৩৬.০	৭১৪.০	২২২.০	৪৩১.৫
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	১৭৩.৬	১৩০.৭	৮৮.৭	৪২.০	৪২.৯
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৬৯.৪	২৬.৬	৬.৪	২০.২	৪২.৯
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খ্যদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১০৪.২	১০৪.১	৮২.৩	২১.৮	০.১
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	১,০৭৫.৯	১,০৩৪.৫	২৬৫.৫	৭৬৯.০	৪১.৪
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	৫৪৫.০	৫৪৪.৪	৯১.৯	৪৫২.৫	০.৬
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৫৩১.০	৪৯০.২	১৭৩.৬	৩১৬.৬	৪০.৮
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	১৩৪.৪	৭১.৫	১০.৯	৬০.৬	৬২.৯
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৬২.০	৮.৯	৭.৪	১.৫	৫৩.১
V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	-	-	-	-	-
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	২৩.৩	২২.৬	২.৮	১৯.৮	০.৬
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৪৯.২	৪০.০	০.৭	৩৯.৩	৯.২
সর্বমোট	৫,৬২৭.৩	৩,২২৯.৫	১,৯১৫.৪	১,৩১৪.১	২,৩৯৭.৮

চিত্র ৫. পুষ্টি গুরুত্বের নিরিখে সিআইপি-২ এর স্তম্ভ প্রতি বাজেট বরাদ্দের অংশ

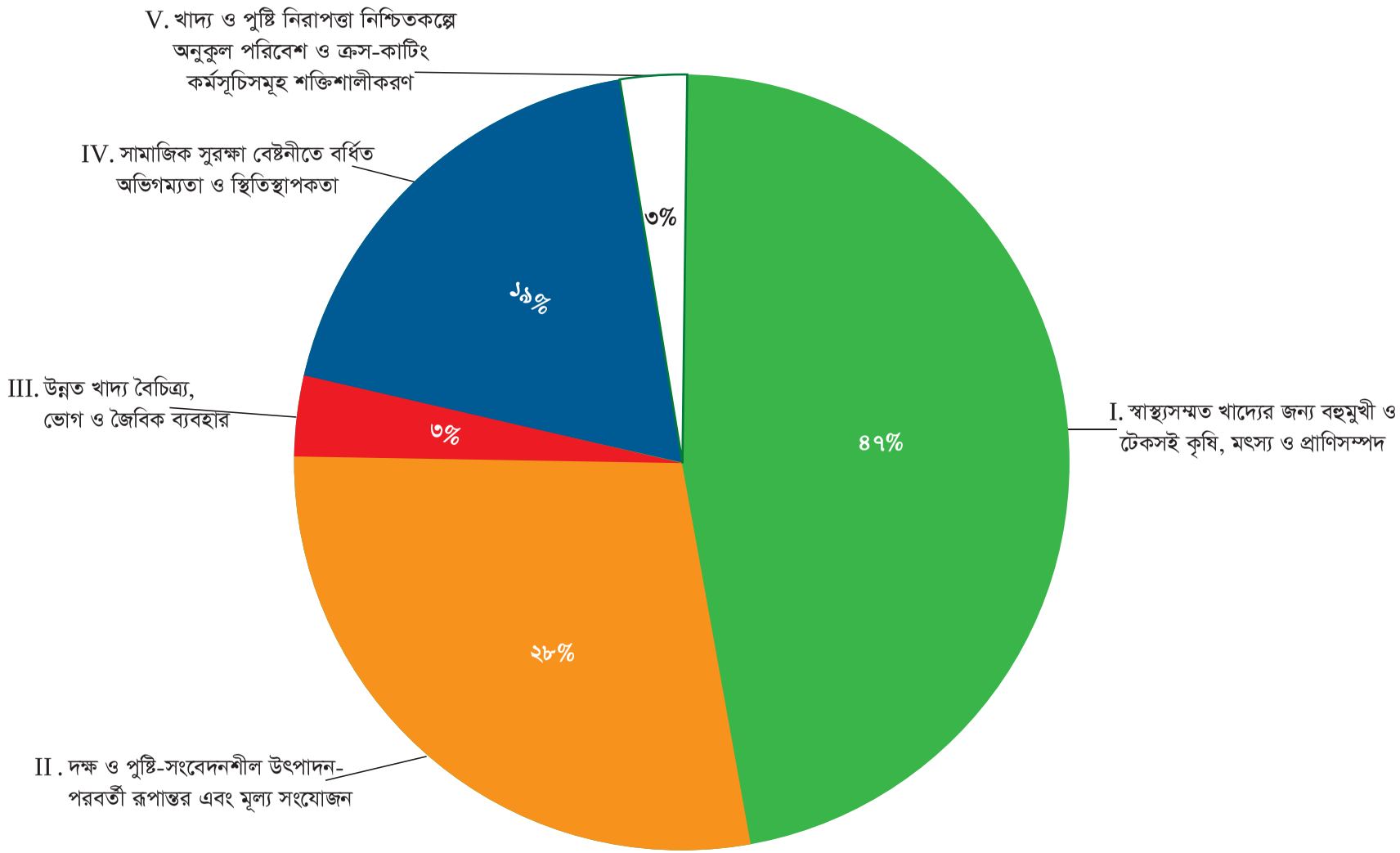

চিত্র ৬. এমএএফএপি'র শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পুষ্টি-গুরত্বের নিরিখে সিআইপি-২ এর বাজেট (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

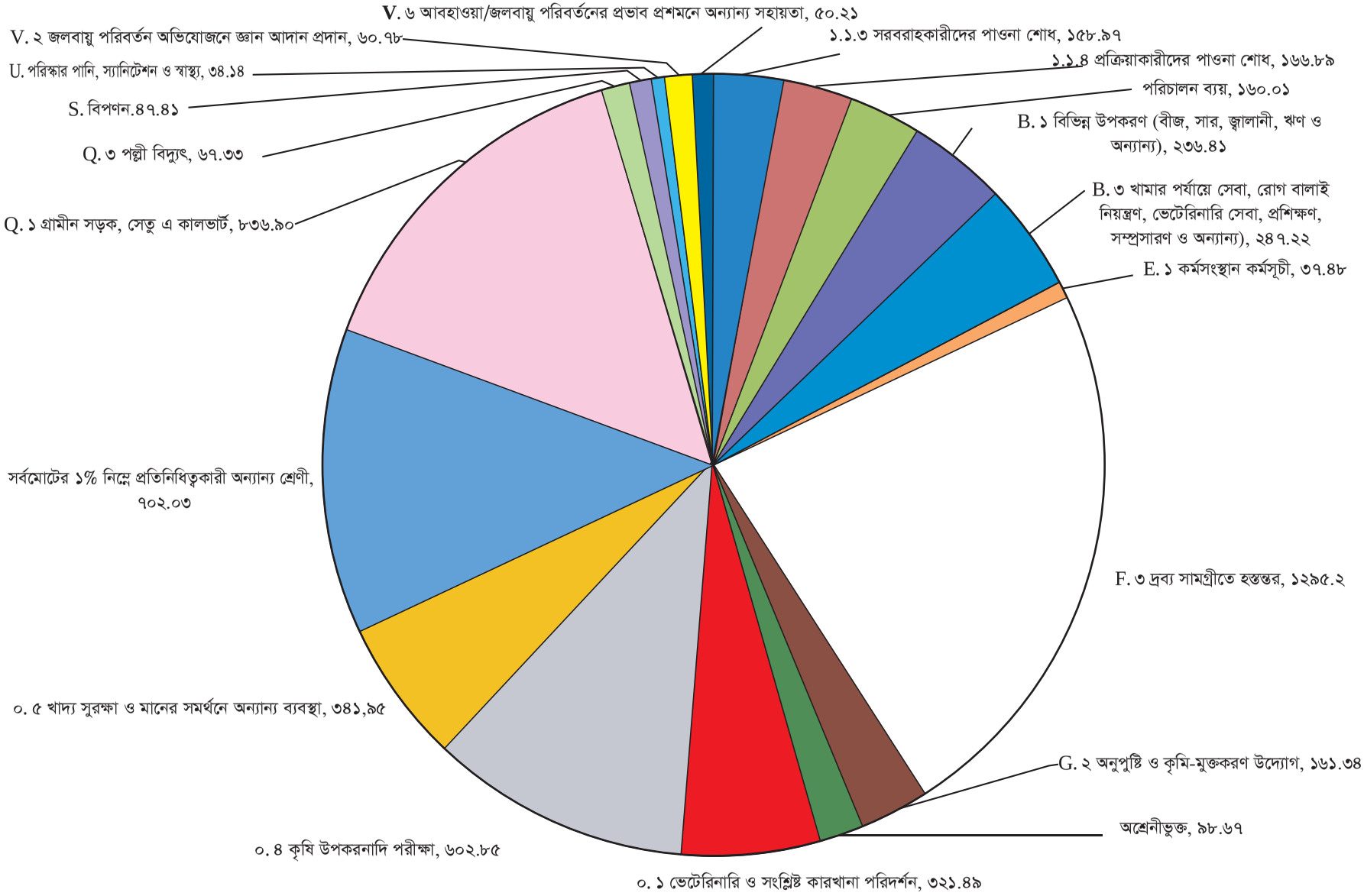

সারণি-৭. সিআইপি-২ এর পুষ্টি-সংবেদী ও পুষ্টি সহায়ক উদ্যোগ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

স্তম্ভ অনুযায়ী সিআইপি-২ কর্মসূচি	পুষ্টি-সংবেদী	পুষ্টি সহায়ক	সর্বমোট
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	**৩১১৭.৫**	**৬৯৭.৮**	**৩৮১৫.৩**
I.১. শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৬২২.১	০.০	৬২২.১
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১৭২১.৭	৬৭৯.৪	২৪০১.১
I.৩. প্রাণিজ খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৭৭৩.৭	১৮.৪	৭৯২.১
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	**০.০**	**৩১৭২.২**	**৩১৭২.২**
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	০.০	৪৩৭.১	৪৩৭.১
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	০.০	২৭৩৫.১	২৭৩৫.১
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	**২২৮.১**	**০.০**	**২২৮.১**
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৮৯.২	০.০	৮৯.২
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খ্যদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১৩৮.৯	০.০	১৩৮.৯
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	**১১২২.০**	**৬৮৫.৭**	**১৮০৭.৬**
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	২৭৫.৯	৬৮৫.৭	৯৬১.৬
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৮৪৬.১	০.০	৮৪৬.১
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	**৮২.৬**	**১৪৪.৯**	**২২৭.৫**
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৮২.৬	০.০	৮২.৬
V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	০.০	০.০	০.০
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	০.০	৪৬.৫	৪৬.৫
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	০.০	৯৮.৩	৯৮.৩
সর্বমোট	**৪৫৫০.২**	**৪৭০০.৫**	**৯২৫০.৭**

টিকাঃ এই সারণিতে 'পুষ্টি-সংবেদী'র মধ্যে 'পুষ্টি-সংবেদী+' প্রকল্পসমূহও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বস্তত ফলাফলমুখী কাঠামোয় পুষ্টি-সংবেদী বিনিয়োগ একীভূত করার ক্ষেত্রে সিআইপি-২ একটি কৌশলগত হাতিয়ার। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সময়সীমায় উদ্ভূত চাহিদা নিরসনে আর্থিক সম্পদ সঞ্চালনে সহায়তা করে। ফলাফল অর্জনের জন্য সংহত পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দসহ ও সকল সম্পদ সংগঠিত করার মতো অর্থায়নের মাধ্যমে সিআইপি-২ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেইসাথে বিদ্যমান সংহতি বা সমন্বিত ফলাফল বজায় রেখে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে সম্পদ যৌক্তিকীকরণ ও সঞ্চালনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে :

- সম্পদ সঞ্চালন ও ব্যবহারের বিষয়ে এফপিএমইউ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং সিআইপি-২ বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ;
- ছাড়কৃত, লভ্য ও প্রতিশ্রুত আর্থিক সম্পদের মানসম্মত পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল কার্যকরভাবে প্রকাশ;
- ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন, সিএসও, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বণিক সমিতি/ চেম্বার অব কমার্সসহ অন্যান্যদের বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার নিয়মিত সুযোগ সৃষ্টি।

প্রথম সিআইপি-এর পরিবীক্ষণে দেখা গেছে যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, সেই বিবেচনায় বিনিয়োগের সুফল পেতে জন্য ব্যয়ের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কাজে লাগানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য কর্মসূচি V.৪ এর প্রস্তাবনা অনুসারে অংশীজন এবং বিশেষ করে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা প্রয়োজন।

সবশেষে, সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে আর্থিক ঘাটতি পূরণ ও পুষ্টি-সংবেদী কার্যক্রমে অর্থায়নের বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যেমন প্রকল্প বিনিয়োগ ও ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন ও সিএসও-সমূহের অর্থায়নের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে সে ধরনের প্রকল্পেও তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অধিক সংখ্যক দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও'র উপস্থিতি সম্বলিত এই দেশে উদ্যোগের দ্বৈততা পরিহার বিষয়ে সংলাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক সকল উদ্যোগ (চুক্তিভিত্তিক খামার ও সরবরাহ শৃঙ্খল) এবং পিপিপি'র উদ্যোগসমূহের উত্তম চর্চা চিহ্নিত করে সেগুলোর গতিবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

১২. প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকি

সিআইপি-২ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে, যা সারণি-৮ এ প্রদর্শন করা হয়েছে। উল্লিখিত ঝুঁকিসমূহ ও সেগুলোর ঝুঁকি প্রশমনের উদ্যোগ সিআইপি-১ এর সাথে অভিন্ন, সুতরাং ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকির প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

সারণি-৮. : সিআইপি-২ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রশমনমূলক সমাধান

গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি	ঝুঁকি প্রশমন
সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও মালিকানাস্বত্বের অভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা দ্বৈততা সৃষ্টি করতে পারে এবং সম্মিলিত ফলাফল অর্জন ব্যাহত হতে পারে	রাজনৈতিক সংযোগ ও কৌশলকে গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করা উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনা শক্তিশালীকরণ এবং বার্ষিক পরিবীক্ষণ ফলাফল পর্যালোচনায় তাদের সম্পৃক্ত করা
বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতির ফলে প্রকল্পের কার্যকারিতা ও উপকরণ সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থতা সৃষ্টি হতে পারে	দেশের বিদ্যমান পদ্ধতিসমূহ : পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সিআইপি-২ বাস্তবায়নের আয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারাবাহিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা বিনিয়োগ কার্যক্রম কার্যকরভাবে সমন্বয়ের জন্য দেশের সক্ষমতা আরও উন্নত করা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় অর্থ বিভাগ ও ইআরডি'র সম্পৃক্ততা চলমান রাখা এবং সম্ভাব্য পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীতায় পরিবর্তনের জন্য সিআইপি-২ এর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন উপাদান নিয়মিত ভাবে একত্রিত করা সিআইপি-২ যাতে প্রাণবন্ত দলিল হিসেবে দৃশ্যমান হয় এবং এটি যাতে গতিশীল ও তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা
সংশ্লিষ্ট বহুবিধ নীতিমালা/ কৌশল এবং কর্তা থাকার পরেও বাংলাদেশে এফএনএস খাতে ব্যয়ের সামগ্রিক ধারণার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সিআইপি-২ শুধুমাত্র উন্নয়ন ব্যয়কেই আলোকপাত করেছে	এফএনএস খাতে ব্যয়ের মোট পরিমাণ ও গঠন সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি করা এবং সেই সাথে এ ধরনের বিনিয়োগ থেকে যে সকল সংস্থা উপকার লাভ করবে তদ্বিষয়েও ভালো ধারণা তৈরি করা। এটি অর্জন করার জন্য এফএনএস খাতে সরকারি ব্যয়ের গভীর পর্যালোচনা জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার (এনপিএএন) ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের (এনএসএসএস) মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা
অপর্যাপ্ত তহবিল সঞ্চালন	সিআইপি-২ এর ফলাফল নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা যার মধ্যে থাকবে ব্যয় ও সম্পদ সঞ্চালনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ফলাফল যাতে সরকারি পরিকল্পনা ও আর্থিক পদ্ধতিতে (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, এডিপি) ভূমিকা রাখে তা নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখা
মূলধারায় জেন্ডার বিষয় প্রতিফলনে অপর্যাপ্ত আয়োজন ও খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সমস্যা (কৃষি, পরিসেবা প্রদান ইত্যাদি) সমাধানে নারীদের ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না	জেন্ডার বৈষম্য-মুক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সূচক প্রণয়ন করা সকল অংশীজনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি	ঝুঁকি প্রশমন
খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা (এফএনএস) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজন বিষয় অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা	সকল অংশীজনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা (এফএনএস) এর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সংহতি নিশ্চিত করা
নতুন উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণের চাইতে সনাতন সমাধানের ওপর নির্ভর করার প্রবণতা যার ফলে সিআইপি-২ এর ফলাফল সৃষ্টির সুযোগ কমে যাচ্ছে	গবেষণা ও উন্নয়নে বরাদ্দ শিক্ষণকে উৎসাহিত করা উত্তম চর্চার প্রসার ঘটানো
ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন ও অন্যান্য সিএসও-র সম্পৃক্ততার অভাব	অংশীজনদের ক্ষেত্রে অধিক প্রভাব সম্পন্ন বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদান ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন ও সিএসও-সমূহের সাথে আলোচনা জোরদার করা।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১ : পরামর্শ সভার তালিকা

১. বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত পুষ্টি-সংবেদী কৃষি বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়াম (১০ এপ্রিল, ২০১৬)
২. সিরডাপে অনুষ্ঠিত এফপিএমইউ, টিডব্লিউজি, টিটি, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি), ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারের লেখক এবং এফএও-এমইউসিএইচ টিএটি প্রতিনিধিবর্গের সাথে পরামর্শ সভা (৯ মে, ২০১৭)
৩. সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনের সাথে খুলনার হোটেল ক্যাসেল সালামে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা (১৪ মে, ২০১৭)
৪. খুলনা বিভাগের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ঘাটাইল গ্রামে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট চাষিদের সাথে গ্রামীণ পরামর্শ সভা (১৫ মে, ২০১৭)
৫. কৃষক, জেলে ও প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের সাথে বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের রাকুদিয়া গ্রামে গ্রামীণ পরামর্শ সভা (১৬ মে, ২০১৭)
৬. বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনের সাথে বরিশালের হোটেল গ্র্যান্ড পার্কে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা (১৬ মে, ২০১৭)
৭. চট্টগ্রাম বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনের সাথে চট্টগ্রামের মোটেল সৈকতে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা (২১ মে, ২০১৭)
৮. রংপুর বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনের সাথে রংপুরের পর্যটন মোটেলে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা (২২ মে, ২০১৭)
৯. ময়মনসিংহ বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনের সাথে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা (২৪ মে, ২০১৭)
১০. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের সাথে পরামর্শ সভা (২৪ মে, ২০১৭)
১১. সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার সদর উপজেলার টোকেরবাজার গ্রামে কৃষক, জেলে, প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে গ্রামীণ পরামর্শ সভা (২৪ মে, ২০১৭)
১২. ঢাকার সিরডাপে ব্যক্তিখাতের সাথে পরামর্শ সভা (৬ জুলাই, ২০১৭)
১৩. বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় উন্নয়ন অংশীদার, জাতিসংঘ, সিএসও, শিক্ষাবিদদের সাথে পরামর্শ সভা (২৩ জুলাই, ২০১৭)
১৪. পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়াম, লা-মেরিডিয়ান ঢাকা (৪-৫ ডিসেম্বর, ২০১৭)।

চিত্র ৭. সিআইপি-২ পরামর্শ সভার স্থানসমূহ

পরিশিষ্ট-২: পরামর্শ সভার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে ১০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'পুষ্টি-সংবেদী কৃষি' বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়াম

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), 'এসইউএন-এর জন্য সুশীল সমাজ' সংগঠনের জোট, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (আইএফপিআরআই), ওয়ার্ল্ড ফিশ, ইত্যাদির সহযোগিতায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও-এমইউসিএইচ 'পুষ্টি-সংবেদী কৃষি' বিষয়ক একটি কারিগরি সিম্পোজিয়াম বিএআরসি মিলনায়তনে ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে আয়োজন করে। এই সিম্পোজিয়ামের উদ্দেশ্য ছিল 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায়' এ পুষ্টি-সংবেদী এপ্রোচ ও উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান বিষয়ে আলোকপাত করা। উক্ত সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী অধিবেশনে সরকারি, উন্নয়ন অংশীদার, শিক্ষাবিদ সমাজ, ব্যক্তিখাত ও গণমাধ্যমের প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের ধারাবাহিকতায় সেদিন বিকেলে একটি কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সিম্পোজিয়ামে খাদ্য, কৃষি ও নীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে পুষ্টি-সংবেদী কৃষি (এনএসএ)'র সম্ভাবনা ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি অভিন্ন উপলব্ধি গড়ে তোলার বিষয়ে সম্মিলিতভাবে ও গুরুত্বের সাথে মতামত ব্যক্ত করেন।

নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পয়েন্ট ও সুপারিশসমূহ উত্থাপিত হয়েছে :

- খাদ্য পণ্য থেকে উপাদান সরিয়ে নেয়ার সময়ে ও মূল্য-শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে খাদ্য পণ্যের পুষ্টিগুণ রক্ষা করা। খেসারি থেকে beta-N-oxalylamino-L-alanie (BOAA) উপাদান কমানো ও সরিষার তেল থেকে ইউরিক এসিড কমানোর ক্ষেত্রে পুষ্টিগুণ রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।
- শক্তিশালী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা করা, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে:
  - √ গৃহস্থালি ও ছাদ বাগানসহ খাদ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ক্ষুদ্র আকারের মৎস্য চাষ ও পশুপাখিপালন;
  - √ উন্নতমানের আহার্য গ্রহণে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত আহার্য বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটানো (হলুদ, কমলা, গাঢ় সবুজ ও পাতাযুক্ত সবজি, ফল, দুগ্ধজাত পণ্য, ডাল ও মাছ এবং মাংস);
  - √ খাদ্য বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি, রান্না করার সঠিক পদ্ধতি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;
  - √ নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান, খাদ্য দূষণ ও ভেজাল সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, নির্দিষ্ট ভোক্তা এবং খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা;
  - √ পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট উদ্যোগসমূহের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন যেমন একান্ত মাতৃদুগ্ধ পান ও পরিপূরক খাদ্য দেয়ার অভ্যাসের প্রসার ঘটানো
- সম্প্রসারণ সেবার সমন্বিত ভূমিকার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের জন্য কৃষি উপকরণ যেমন কীটনাশক ও সারের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- এমন সকল ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যা জমি ও পানিসম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে বহুমুখী উৎপাদনের (শস্য বহুমুখীকরণ, উদ্যান কৃষি, প্রাণিসম্পদ, ইত্যাদি) ব্যবহার বৃদ্ধি করার সাথে সম্পর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ;
- কৃষির অন্তর্ভূক্ত সকল উপখাতসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বিত ফলাফল অর্জন- শস্য, উদ্যান-কৃষি, মৎস্য, প্রাণিপালন, বন ও স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত খাত (ডব্লিউএএসএইচ, শিক্ষা, জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন);
- নিম্নলিখিত উপায়ে উৎপাদন-পরবর্তী সুবিধাসমূহ উন্নয়ন:
  - √ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সংরক্ষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি;
  - √ পচনশীল ফল ও সবজির জন্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কৌশল (নাড়াচাড়া, পরিবহন, মোড়কীকরণ, গুদামজাতকরণ, ইত্যাদি) উন্নয়ন;
  - √ পুষ্টি নীতি অনুসারে ছোট মাছ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চাটনি ও গুঁড়া উৎপাদন - বিশেষতঃ মলা, ঢেলা ও পুঁটি মাছ, এছাড়াও প্রোটিন সমৃদ্ধ অন্যান্য মাছও বিবেচনা করতে হবে;
- গর্ভাবস্থা থেকে প্রথম ১০০০ দিনে শিশুদের পুষ্টি-সমৃদ্ধ করার সুযোগকে কার্যকর করতে বায়ো-ফরটিফিকেশন ও এইচওয়াইভি (উফশী)-কে অন্যান্য উদ্যোগের সাথে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য জমি ও অন্যান্য সম্পদ সহজলভ্য করতে হবে যাতে করে খাদ্য ও কৃষিতে উৎপাদন বৈচিত্র্য তৈরি হয়;

- এভোকাডো প্রযুক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগানো;
- পুষ্টি-সংবেদী বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা;
- আন্তঃসংস্থা সমন্বয় বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য এনএনএস'র সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেয়া - এ সকল ক্ষেত্রে বিএফএসএ'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে;
- এফপিএমইউ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা' বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে পুষ্টি উন্নয়নের বিষয়কে আরও জোরালোভাবে অন্তর্ভূক্ত করা।

২০১৭ সালের ৯ মে তারিখে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভা

এই সভায় এফপিএমইউ, টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যবৃন্দ ও থিমেটিক টিমের ৩৯ জন অংশগ্রহণকারী, বিএনএনসি এবং থিমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারের লেখকসহ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও কারিগরি নীতি-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণ একত্রিত হন। উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব ছাড়াও এফএও-এমইউসিএইচ কারিগরি সহায়তা দলের বিশেষজ্ঞগণও এখানে উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, উত্তম কৃষি অনুশীলন পদ্ধতি, প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
- অধিকাংশ সবজির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য পচন ও অপচয় কমানোর জন্য জমি চিহ্নিতকরণসহ ম্যাপিং ও অঞ্চলভিত্তিক শস্য জোনিং ও অগ্রাধিকার এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার করা;
- অধিকতর গবেষণা কার্যক্রমের জন্য 'জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতিতে (এনএআরএস)'র বাজেট বৃদ্ধি করা;
- মাছের পোনার মান উন্নয়ন;
- শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে খাদ্য উৎপাদনে পুষ্টি বিষয়ক অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য অঞ্চলভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহার।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- অধিক পরিমাণ ও গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ প্রয়োজন;
- খাদ্য উৎপাদনে শস্য-ভিত্তিক সেচ চাহিদা নিরূপণ;
- পরিক্ষিত মানসম্মত প্রচলিত বীজ, নতুন বীজ প্রচলনে জাত উদ্ভাবন, নারী ও বর্গা চাষিদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ ঋণ সুবিধা;
- নিরাপদ, মানসম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত সার, বীজ ও পরিমিত কীটনাশক সরবরাহ, আবাদি জমি সংরক্ষণ ও জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন ও সরবরাহ

- মধ্যস্বত্বভোগীর অনৈতিক ও অযৌক্তিক কার্যকলাপ হতে চাষিদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে উৎপাদন ব্যয় ও খামার পর্যায়ের বিক্রয়মূল্য যাচাই ও যৌক্তিকিকরণ ;
- নিরাপদভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও খাদ্য সংরক্ষণ শিল্পের যথাযথ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কীকরণের বাধা চিহ্নিত করা;
- খানা পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করা;
- অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি চালু করা;
- দক্ষ, লাভজনক ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও গবেষণায় বেসরকারি উদ্যোগসমূহ শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা;
- পুষ্টি-সংবেদী কর্মসূচি প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি জরিপ পরিচালনা করা;
- অতিরিক্ত চর্বি ও লবণযুক্ত খাদ্য এবং অতিরিক্ত তেল ও মশলাযুক্ত খাদ্য পরিহারে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা;
- শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহ প্রসারিত করা;
- স্যানিটেশন ও ডব্লিউএএসএইচ (ওয়াশ) কর্মসূচি প্রণয়ন করা;
- রোগ প্রতিরোধে খাদ্যভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার।

খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহারে বহুমুখিতা বৃদ্ধি

- সুষম খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষক ও অন্যান্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
- সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচিতে এবং সার্বিকভাবে নারীদের সমস্যা ও সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করে পুষ্টি ও স্যানিটেশন শিক্ষা উন্নয়ন;
- বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার জন্য পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা;
- বয়স্কদের পুষ্টি চাহিদা নিরূপণ ও চিহ্নিত করা ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করা।

সামাজিক নিরাপত্তা, সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- সামাজিক সুরক্ষায় জীবন-চক্র এপ্রোচ প্রয়োগ করা;
- পুষ্টি-সংবেদী কর্মসূচিতে আলোকপাত করা;
- গোষ্ঠী/এলাকা/অঞ্চল-ভিত্তিক অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অধিক মাত্রায় আওতাভুক্ত করা এবং উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা ও দুর্যোগ প্রশমনে সহায়তা করা;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আরও ভালভাবে চিহ্নিত করা;
- নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে উপকারভোগীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা তহবিল থেকে ন্যায্যতার-ভিত্তিতে সরকারি সুবিধাবলির বরাদ্দ নিশ্চিত করা:

√ উপকারভোগীদের হালনাগাদ তালিকা;
√ অন-লাইন তহবিল স্থানান্তর;
√ এসএমএস/ ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট তথ্য সরবরাহ, ইত্যাদি;

- বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান গড় আয়ু বিবেচনায় রেখে বয়স্ক জনগোষ্ঠীদের জন্য সামাজিক সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা;
- অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ব্যপ্তি বৃদ্ধি ও তার পরিচালন দক্ষতা শক্তিশালী করা;
- সরকারি খাদ্য শস্য ক্রয় ব্যবস্থায় প্রকৃত কৃষকদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

নিরাপদ খাদ্য

- উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংযোগের ওপর আলোকপাত করে সার্বিক খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলে বিশেষত উদ্যান কৃষির নিরাপদতায় গুরুত্ব প্রদান;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সেচের পানি ব্যবহার, পুকুরের পানি ব্যবহার বা কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদির সঠিক পদ্ধতি ও পন্থা অবলম্বন নিশ্চিত করা;
- পরীক্ষাগারসমূহের স্বীকৃতি প্রদান ব্যবস্থা, পণ্যের ব্যবহারযোগ্যতা অনুমোদন ও মানোন্নয়ন করা;
- আন্তর্জাতিক মান অনুসারে খাদ্যের নিরাপদতা পরিদর্শন ও সত্যায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা এবং পরীক্ষাগারসমূহে খাদ্য পরীক্ষার সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো;
- অধিক সংখ্যক নিরাপদ খাদ্যকর্মীকে প্রশিক্ষিত করা;
- খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা বিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এবং বিএসটিআই'র সকল প্রকার খাদ্য সংশ্লিষ্ট কাজের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ও তথ্য বিনিময় ও আইন প্রয়োগে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগত মান পরিবীক্ষণের জন্য যথাযথ আইনি ও সাংগঠনিক সক্ষমতা উন্নয়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।

পরিচালন

- আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি;
- মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;
- সিআইপি'র বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় তহবিল ছাড়করণে মন্ত্রণালয়সমূহকে সম্মত করা, যেমন-প্রথম সিআইপি-তে মৎস্য খাতে বিনিয়োগ কম হয়েছিল এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই খাতে বাজেট বৃদ্ধি ও কার্যক্রমসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে;
- সিআইপি-তে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ ও তার মাধ্যমে ফলাফল প্রাপ্তি ও এসডিজি অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনার উদ্যোগসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা না করা হলে ক্ষেত্রবিশেষে দ্বৈততা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

খুলনায় আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, খুলনা বিভাগ, ১৪ মে ২০১৭

খুলনায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। খুলনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং খুলনা বিভাগের মৎস্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন। অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও

এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ। উন্মুক্ত অধিবেশন, দলীয় আলোচনা ও নির্ধারিত আলোচনায় সিআইপি-২ এর কর্মসূচি ও অগ্রাধিকার উদ্যোগসমূহের আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তালিকার জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অঞ্চলভিত্তিক শস্যবিভাজনের ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করণ;
- অঞ্চলভেদে নির্ধারিত শস্যের জন্য ভর্তুকি প্রদান;
- সঠিক পারিপার্শ্বিকতা সহায়ক চিংড়ি চাষে উৎসাহ প্রদান।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- সরকারের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন এবং কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালন;
- সরকারিভাবে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্থাপিত) গুরুত্বপূর্ণ শস্যের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য ঘোষণা করা;
- খাদ্য সংরক্ষণ ও মূল্য সংযোজন সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান রাখা;
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সমূহের স্থানীয় কার্যালয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় শক্তিশালীকরণ;
- স্থানীয় চাহিদাসমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা নিশ্চিত করে জন্য আঞ্চলিক বাজেটের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয়ে কমিউনিটি গ্রুপ গঠন করে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সব বয়সীদের মাঝে তথ্য সরবরাহ;
- শিক্ষাক্রমে পুষ্টি অন্তর্ভূক্ত করা;
- পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণে আরও বেশি সংখ্যক সরকারি সংস্থা ও অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা;
- রোগ প্রতিরোধের জন্য পুষ্টির প্রসারে প্রশিক্ষিত ডাক্তার এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিউনিটি সদস্য নিয়োগ;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ উৎস থেকে পুষ্টির লভ্যতা বৃদ্ধি;
- প্রাণিজ আমিষ সাধারণত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় তার বিকল্প আমিষের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষণিক খাদ্য ও নগদ সাহায্য প্রদান;
- অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর চিকিৎসা সেবা সরবরাহ;
- আয়বর্ধক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য দরিদ্রদের মাঝে উৎপাদনমুখী সম্পদ বিতরণ।
- স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন (বাঁধ, বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণাগার, ইত্যাদি)
- সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল ধরনের অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে (নারী, শিশু, বয়স্ক, মাঝি, জেলে, কৃষক, মাওয়াল, জ্বালানি কাঠ সংগ্রাহক, ইত্যাদি) বিবেচনা করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে জলাবদ্ধতা, রোগবালাই, দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান;
- জরুরি ভিত্তিতে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি, যথাযথ আবহাওয়া পূর্বাভাস, ব্যবস্থা এবং প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সরকারি খাদ্য বিতরণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন আমিষ-যুক্ত খাদ্য অন্তর্ভূক্ত করা;
- সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিতরণের উদ্দেশ্যে নগদ ও উপকরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও তথ্যভাণ্ডার নিয়মিত হালনাগাদ করা।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- খাদ্যপণ্য ও উপকরণ হিমায়িতকরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য অপচয় রোধ করা;
- খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তম পদ্ধতি (জিএপি, জিএমপি) ব্যবহার করা;
- অঞ্চল ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যম উদ্ভাবনে এনএআরএস-কে অধিকতর সহায়তা প্রদান;
- পুষ্টি-সংবেদী খাদ্য ব্যবস্থা ও খাদ্য নিরাপত্তা নীতিমালার বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের সংবেদনশীল করা।

খুলনা বিভাগের খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার খাটাইল গ্রামে গ্রামীণ পরামর্শ সভা, ১৫ মে ২০১৭

স্থানীয় কৃষকদের জন্য আয়োজিত পরামর্শ সভায় ৫৪ জন অংশগ্রহণ করেন, এর মধ্যে ১৭ জন কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কৃষি

- প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ করে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন সাধন;
- কৃষকদের পর্যায়ে লাভজনক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে খাদ্যশস্য, ফল ও সবজির সংরক্ষণাগার সুবিধা স্থাপন।

মৎস্য

- মাছের পোনা প্রধানত ব্যক্তিখাতে উৎপাদিত হয় এবং এই ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর মান বজায় রাখার জন্য উৎপাদক পর্যায়ে সহযোগিতার আওতা বৃদ্ধি প্রয়োজন;
- উপজেলা পর্যায়ে মাছের পোনা উৎপাদন খামার স্থাপন;
- মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন;

প্রাণিসম্পদ

- প্রাণিদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজননে সহযোগিতা বাড়ানো;
- প্রাণির খুরা ও মুখের রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাণি প্রতিপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে স্থানীয়ভাবে উন্নত জাতের গাভী প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;
- সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সংযুক্ত সরকারি কর্মিদের তুলনায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্ব আরোপ করা;
- সরকারি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির অভাব ও লবণাক্ততা একটি ভয়াবহ সমস্যা, বিশেষ করে বোরো মৌসুমে সেচের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট। তাই কৃষি কাজ ছাড়াও পানি পান ও রান্নার কাজের জন্য পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধে স্লুইসগেট নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন;
- কৃষি কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- নদী পুনঃখনন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন;
- দখলদারদের নিকট থেকে সরকারি খাল উদ্ধার ও কৃষকদের ব্যবহারের জন্য সেগুলো পুনঃখনন প্রয়োজন;
- খাল ও পুকুর খনন এবং সেগুলোর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া খাল ইজারা দেওয়া বন্ধ করা দরকার;
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করে সেচ-সুবিধা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাল খনন শক্তিশালী করতে হবে;
- যেক্ষেত্রে মাটিতে লবণ জমেছে তা পরিশোধন প্রয়োজন;
- সহজ শর্তে কৃষকদের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা ছাড়াও কৃষকরা সাধারণত ব্যাংকের ঋণ সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- বিএডিসি'র মাধ্যমে নিরাপদ, মানসম্মত ও বিশুদ্ধ বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- মাছের খাদ্যের মূল্য (প্রতি-কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা) ও চিংড়ির খাদ্য মূল্য (প্রতি-কেজি ৯০ টাকা) ইত্যাদি অত্যন্ত বেশি এবং এগুলো প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয় (১ কেজি মাছের জন্য ২ কেজি হারে খাদ্য), তাই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করে মূল্যের যৌক্তিকিকরন প্রয়োজন;
- গো-খাদ্য (ধানের ভুসি, গুড় ও খড়) এর মূল্যও অত্যন্ত বেশি এবং অনেক বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয়; সাধারণত এগুলোর মানও প্রশ্নবিদ্ধ তাই বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে গো-খাদ্য মূল্যের যৌক্তিকিকরন প্রয়োজন।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- অধিকাংশ স্থানেই হিমাগার নেই বা থাকলেও তা অপ্রতুল, তাই স্থানীয় পর্যায়ে হিমাগার স্থাপন প্রয়োজন;
- দুগ্ধ হিমায়িতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করে মূল্য সংযোজন এবং দুগ্ধ, মাংস ও ডিমের বিপণন সুবিধা আরও বৃদ্ধিকরণ;
- দুগ্ধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে দধি বা ছানা[৩৯] উৎপাদন করা হলে সেটি বিক্রি করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- বাজার সংযোগে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- কৃষকদের উৎপাদিত সকল পণ্যের বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন;
- ফসল, মাছ ও প্রাণিসম্পদ খাত সমূহের সকল পর্যায়ের কৃষকরা যাতে করে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় এবং মধ্যসত্ত্বভোগী বা সিন্ডিকেট ব্যবসা করে বেশি মুনাফা করার সুযোগ বন্ধ করা যায় তা কার্যকর করতে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

[৩৯] কুটির পনির (কটেজ চিজ)

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর বর্তমানে প্রদত্ত সেবার মান অব্যাহত রেখে ঔষধ সরবরাহ বৃদ্ধি করে তা আরও ফলপ্রসূকরণ।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য অন্তর্ভূক্তকরণ।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- মাছ ও হাঁস-মুরগির খাদ্যে ভেজালের সমস্যা নিরসন।

১৬ মে ২০১৭ তারিখে বরিশালের হোটেল গ্র্যান্ড পার্কে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরামর্শ সভা

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও থেকে ২৩ জন প্রতিনিধি এই পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করেন। বরিশাল বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এবং মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ-পরিচালক অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে যে সকল বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- উচ্চ মূল্যসমৃদ্ধ শস্য উৎপাদন প্রসারিত করা এবং নতুন জাত উদ্ভাবন নিশ্চিত করা;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিশ্চিত করা;
- কৃষকদের কাছে কৃষি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের জন্য মোবাইল এপ্লিকেশন ব্যবহার করা;
- কৃষকদের জন্য পুষ্টি বিষয়ক হাতেকলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত করা।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অঞ্চলভিত্তিক শস্য বিভাজনের ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করা;
- পানির লবণাক্ততা ও মিঠা পনির অভাব জনিত সমস্যা সমাধান করা;
- মৎস্যবান্ধব বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া;
- এন্টিবায়োটিক/ জীবাণু প্রতিরোধক অকার্যকর হয়ে যাওয়ায় ইতোমধ্যেই বরিশাল অঞ্চলের একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, তাই গৃহপালিত পশুপাখির রোগ প্রতিরোধে ঔষধ উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রয়োজন;
- মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য উদ্যান কৃষির প্রসার।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- গবেষণা-সম্প্রসারণ ও বিপণনের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করণ;
- কৃষক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধকরণ ও তার প্রসার;
- কৃষি ও খাদ্য বাজার সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- তথ্য-প্রযুক্তিসহ অন্যান্য শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি করে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন শক্তিশালীকরণ;
- উৎপাদন-পরবর্তী সংগ্রহ, সরবরাহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়া ও বিপণনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারসহ সেগুলোর পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
- সামগ্রিক মূল্য-শৃঙ্খলে পচন ও অপচয় হ্রাসের উদ্যোগ নিয়ে সম্ভাবনাময় স্থানে উৎপাদন পরবর্তী সেবা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা;
- কৃষি পণ্যের জন্য উন্নত পরিবহন/ যোগাযোগ সুবিধা ও সংরক্ষণ এবং মোড়কীকরণ স্থাপনাসহ গ্রোথ-সেন্টার/ সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপন (উদাহরণস্বরূপ- হিমায়িত ভ্যান) এবং বিশেষভাবে পচনশীল পণ্যের জন্য হিমাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (উদাহরণস্বরূপ- পেয়ারা, নারকেল, কোকো পাউডার, গোল্ডেন আপেল, মাছ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের জন্য) স্থাপনকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য, ফল ও সবজি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা প্রদান;
- নারীদের গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি দিয়ে সমাজে নারীর বর্ধিত ভূমিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তার মূল্যায়ন করা।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- শিশু, নারী ও বয়স্কদের চাহিদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভোক্তাদের আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ, পুষ্টি শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অধিকতর বিনিয়োগ করা;
- ক্ষুদে বার্তা/ এসএমএস, ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় পুষ্টি সম্পর্কিত বার্তা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতার উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- অরক্ষিত বা দুস্থ জনগোষ্ঠীর তালিকাসহ সকল সামাজিক নিরাপত্তা উপকারভোগীদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা;
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সহায়তা বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি (এসএমএস) ব্যবহার করা;
- দুর্যোগের আগে ও পরে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত বার্তা প্রচার নিশ্চিত করা;
- খাদ্য ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তর্ভূক্ত করা এবং উক্ত খাদ্য যাতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর নাগালের মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত করা;
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রসারিত করা।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

খাদ্য বর্জ্য

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও বর্জ্য রি-সাইক্লিং বা পুনঃ ব্যবহার পদ্ধতি স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা;
- খাদ্যদ্রব্যের অপচয় কিভাবে হ্রাস হতে পারে তা অবগত করাতে সকল পর্যায়ে রান্না প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
- খাদ্যদ্রব্যের পচন ও অপচয় রোধকল্পে যথাযথভাবে প্যাকেটজাত করার পদ্ধতি ব্যবহার করা;
- গৃহ ও খামারভিত্তিক খাদ্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের বিষয়ে কৃষকদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা;

নিরাপদ খাদ্য

- হাঁস-মুরগি, মাছ ও শস্য উৎপাদনে খাদ্য নিরাপদতা ও জৈব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা।
- খামার থেকে খাবার থালা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপদতা পদ্ধতি ও নিয়মাবলি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- সচেতনতামূলক কর্মসূচি বৃদ্ধি করা।

পরিচালন

- জাতীয় পর্যায়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সমন্বয়কারী সংস্থাসমূহকে শক্তিশালীকরণ;
- আঞ্চলিক পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে নীতি অবহিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ।

রাকুদিয়া গ্রামে গ্রামীণ পরামর্শ সভা, উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল, বিভাগ: বরিশাল, ১৬ মে ২০১৭

এ পরামর্শ সভায় ৭ জন নারীসহ ৪৪ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ও বিনিয়োগ চাহিদা উত্থাপন করেন।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কৃষি

- কৃষি উন্নয়নে উন্নত পূর্বাভাস ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- আবাদের মৌসুমে শ্রমিকের ঘাটতি হওয়ায় শ্রমিকের মজুরি বেড়ে গেলে কৃষকদের মুনাফা হ্রাস পায় যার বিকল্প সমাধান পেতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মৎস্য

- মানসম্পন্ন মাছের পোনা ও রেণু সহজলভ্য করা।

প্রাণিসম্পদ

- টাটকা দুগ্ধের ব্যবহার আরও উৎসাহিতকরণের স্বার্থে ও স্থানীয় দুগ্ধশিল্পকে আমদানিকৃত গুড়া দুগ্ধের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উদ্যোগ গ্রহণ;
- বাজারে মধ্যসত্ত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে মুরগির বাচ্চার মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে অস্থিতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন ও নজরদারি বাড়াতে হবে।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- জলাশয়ের পানি সেচ কাজে ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- মাছের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, সাধারণত এটি উচ্চ মূল্যের পণ্য, একইসাথে মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ঔষধের মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ;
- স্থানীয় কার্যালয়সমূহে প্রাণিসম্পদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি করে ঔষধ সহজলভ্য করা;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে উন্নত মানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- দুগ্ধ উৎপাদক ক্লাব গঠন উৎসাহিত করা ও দুগ্ধ সংরক্ষণাগার স্থাপন;
- কৃষি পণ্যের জন্য বাজার অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- দুগ্ধ উৎপাদকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে দুগ্ধ হিমায়িত করার কেন্দ্র স্থাপন করা।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ঔষধের সরবরাহ ও লভ্যতা নিশ্চিত করা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে এমবিবিএস ডাক্তারদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও যাচাই করে সক্ষম ও সচ্ছল পরিবারকে কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তি রোধ করতে হবে;
- বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

নিরাপদ খাদ্য

- চিংড়ি ও মাছ চাষিদের জন্য বিশেষভাবে জৈব-সুরক্ষাসহ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।

চট্টগ্রামের মোটেল সৈকতে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, ২১ মে ২০১৭

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সরকারি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্য থেকে ১৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন উপ-পরিচালক এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- কৃষি সম্প্রসারণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারিত করা;
- কৃষকদের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি ও খাদ্য বৈচিত্র্যময় করার চাহিদা উন্নয়ন;
- লবণাক্ততা, সাইক্লোন ও অন্যান্য দুর্যোগ থেকে গবাদিপশু রক্ষার জন্য "নিরাপদ কেন্দ্র' স্থাপন করা।

কৃষি

- শস্য উৎপাদনের জন্য ম্যাপিং ও জোনিং চলমান রাখা;
- ফল, বিশেষত পাহাড়ি এলাকায় আম চাষ প্রবর্ধন করা;
- ডাল চাষ প্রবর্ধন করা।

মৎস্য

- পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে মাগুরসহ অন্যান্য মাছের চাষ প্রসারিত করা;
- স্থানীয় জাতের মাছ সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখা;
- পার্বত্য অঞ্চলের মিঠা পানির সংরক্ষণাগারে মাছের চাষ শক্তিশালীকরণ;
- উপজেলা পর্যায়ের নিচে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কৃষি অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য-কর্মী পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া;
- লবণাক্ততায় আক্রান্ত এলাকায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারিত করা।

প্রাণিসম্পদ

- পার্বত্য অঞ্চলে পশুপাখিপালন প্রসারিত করা;
- উন্নত প্রজাতির সাথে স্থানীয় জাতের কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন;
- যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভেড়া ও গরুর উৎপাদন সম্প্রসারিত করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে গবাদিপশু রক্ষার করার জন্য আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- নিরাপদ ও মানসম্মত মাছের খাদ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করা;
- সামুদ্রিক ছোট মাছকে মাছের/ হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে;
- মাঠ ও পশুপাখির খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং জেলা পর্যায়ে খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে এর গুণগত মান নিশ্চিত করা;
- জেলা পর্যায়ে খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- মৎস্য সংরক্ষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি ও শুঁটকি মাছ স্বাস্থ্যসম্মত রাখা;
- ফলের জন্য কৃষিভিত্তিক কারখানা স্থাপন করা;
- প্রক্রিয়াজাত মাংস রপ্তানি প্রসারিত করা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে পচনশীল খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার প্রতিষ্ঠায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করা;
- গ্রোথ সেন্টার স্থাপন ও কৃষকদের পণ্য বিক্রিতে সহযোগিতার জন্য মোবাইল এপ্লিকেশন উদ্ভাবন করা;
- বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (যেমন, মূল্য সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার জন্য);
- উৎপাদক সমবায় প্রসারিত করা যেমন, পার্বত্য অঞ্চলের ফল উৎপাদকদের সমবায়।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুষ্টি জ্ঞান প্রসার; প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা;
- পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার;
- স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ;
- বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য খাদ্য তালিকা সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়ন।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ অন্তর্ভূক্ত করা;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় পর্যাপ্ত সংখ্যক জেলেদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে জিঙ্কসমৃদ্ধ চাল বিতরণ প্রচলন করা;
- খরা মৌসুমে যখন কম কাজ থাকে বিশেষ সেই সময় চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস বোঝার জন্য খাদ্য তালিকা বিষয়ক জরিপ পরিচালনা করা।

পরিচালন, ক্রস সেক্টরাল পলিসি বাস্তবায়ন ও এফএনএস তথ্য

নিরাপদ খাদ্য

- পশুপাখিপালনে স্বাস্থ্যবিধি চর্চা প্রসারিত করা;
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিশেষত শুঁটকি মাছ উৎপাদনে স্বাস্থ্যবিধি চর্চা প্রসারিত করা।

রংপুর পর্যটন মোটেলে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, রংপুর, রংপুর বিভাগ, ২২ মে ২০১৭

রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও'র ১৭ জন স্থানীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রংপুর জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভার উন্মুক্ত অধিবেশন, দলীয় ও সার্বিক আলোচনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- জমি ক্রমাগত অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত (বাড়ি, ইমারত, শিল্পায়ন, ইত্যাদি) হওয়ার ফলে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, সুতরাং জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার সহায়ক হতে পারে;
- জিঙ্কসমৃদ্ধ খাদ্যের চাষ প্রসারিত করা, একইসাথে প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সম্বলিত সবজি যেমন গাজর ও মিষ্টি আলু, ইত্যাদির চাষের আরও প্রসার;
- ধানের সাথে সবজি চাষ পদ্ধতির আরও প্রসার;
- খামার মালিকরা প্রাণিজ আমিষ ভোগ করলেও পর্যাপ্ত সবজি খান না এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- যদিও এখন পর্যন্ত ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তথাপি কীটনাশকের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বাড়ছে তাই কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনায় টেকসই পদ্ধতি প্রসার প্রয়োজন;
- তিস্তা বাঁধের খালটিকে উপযুক্ত জাতের মাছের চাষের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন;
- খাদ্য উৎপাদনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জমির প্রয়োজন সুতরাং মৃত্তিকা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাটি বিষয়ক অধিকতর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মাটির সাথে শস্যের উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষাগার সম্প্রসারিত করা।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদিত হচ্ছে কিন্তু সুবিধার অভাবে কোন ধরনের উৎপাদন-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেই; দুগ্ধের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি এবং দুগ্ধ বিক্রি না হলে পচে যায়; অথচ গুঁড়া-দুধ আমদানি হচ্ছে এ কারণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের জন্য কৃষিভিত্তিক কারখানা জরুরি প্রয়োজন;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হিমাগার স্থাপন করে 'কুল চেইন' প্রতিষ্ঠা করে রংপুরে লিচুর মতো পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত হিমাগার প্রয়োজন;
- আরও বেশী স্থানে গ্রোথ সেন্টার স্থাপন করা এবং সম্ভাব্য বাজারের সাথে সেগুলোকে সংযুক্ত করা;
- খামার ও খুচরা বাজারে মাঝে মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরাট মুনাফার কারণে ব্যাপক মূল্য পার্থক্য সৃষ্টি হয়, এটি রোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- দুগ্ধের ভোগ বৃদ্ধি ও সহজলভ্যতা বাড়াতে স্বল্পমূল্যে প্যাকেট-জাত করার ব্যবস্থা করা।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও প্রচার করা প্রয়োজন;
- পুষ্টি সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালী করতে হবে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য। এই প্রশিক্ষণে পুষ্টি বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাও অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন;
- জনসাধারণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য ডিম ও দুধ খাওয়াকে উৎসাহিত করা এবং এগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধিতেও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- খাদ্য তালিকার বৈচিত্র্যের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি প্রসার করার ক্ষেত্রে এগুলোতে যে কৃষকরা পশুপাখি পালন করে কিন্তু সাধারণত প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করে না তাদেরকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন;
- অধিকমাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য উদ্ভাবনের জন্য বায়ো-ফর্টিফিকেশন বিষয়ে গবেষণা করে তার সম্প্রসারণ।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- অনলাইনে নগদ অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রম প্রসারিত করা;
- বয়স্কদের জন্য যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং বয়স্ক ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসতে হবে;
- ডিম ও দুধ সরবরাহ করে স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচি শক্তিশালী করে অন্যান্য খাদ্য ভিত্তিক সুরক্ষা বেষ্টনীতেও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সরবরাহকৃত সকল চালের ক্ষেত্রে জিঙ্ক-সমৃদ্ধকরণ সম্প্রসারণ;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপকারভোগীদের জন্য খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি শক্তিশালী করা।

পরিচালন, ক্রস সেক্টরাল পলিসি বাস্তবায়ন ও এফএনএস তথ্য

নিরাপদ খাদ্য

- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত পরীক্ষাগার স্থাপন করে খাদ্যের মধ্যে সিসা ও ক্রোমিয়ামের মতো ভারি পদার্থ পরীক্ষা করা;
- খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরে জিএপি, জিএমপি, জিএইচপি ও উত্তম চর্চা নিশ্চিত করা;
- ঝুঁকি সম্পর্কে এখনও অনেক মানুষ অসচেতন এবং এখনও দেখা যায় যে বাজারে পাখি জবাই হচ্ছে তাই মানুষকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে সচেতন করা;
- প্রাণি জবাই করার ২৪ ঘণ্টা আগে সেগুলোকে খাওয়ানো উচিত নয় কারণ এর মাধ্যমে স্যালমোনেলা দূষণ ঘটতে পারে, এ কারণে নিরাপদ খাদ্যের জন্য কসাইখানায় কতিপয় উত্তম চর্চার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

এফএনএস তথ্য

- সার বিতরণ, এসএসএন কর্মসূচির চাহিদা এবং সরকারি অন্যান্য সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদ করা।

ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, ২৪ মে ২০১৭ তারিখে সকালের অধিবেশন

ময়মনসিংহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও'র ১৭ জন স্থানীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ময়মনসিংহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জৈব কৃষি সম্প্রসারিত করা;
- প্রত্যেক উপজেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন;
- পুষ্টি বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা;
- বহুমুখী উৎপাদনে সহযোগিতার জন্য কৃষকদের ডাটাবেজ হালনাগাদ করা;
- খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- মানসম্মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে জৈব কৃষি বিস্তৃত করা;
- প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্প-সুদে ও ভূমিহীনদের জন্য জামানত মুক্ত ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন ও সরবরাহ

- বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের জন্য যথাযথ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও কেন্দ্র স্থাপন (যেমন, মাছ, মাংস, দুধ, সবজি ইত্যাদি) করা যাতে করে ঐসব খাদ্যের অণুপুষ্টি সংরক্ষিত থাকে;
- সকল ধরনের খাদ্য উৎপাদকদের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত হিমাগার/ঠান্ডা করার কেন্দ্র স্থাপন করা;
- দুধ, ডিম সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক কসাইখানা স্থাপন;
- উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজনের জন্য কৃষি ভিত্তিক কারখানা স্থাপন;

- খাদ্য সংরক্ষণের নিরাপদ উপায় সম্পর্কে পরিবারসমূহ ও কৃষকদের প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান;
- স্থানীয় উৎপাদন কাজে লাগিয়ে কৃষি ভিত্তিক কারখানার মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনের প্রসার;
- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি ও বিতরণের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- কৃষকরা যাতে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে কৃষক সংগঠনসমূহকে গ্রোথ সেন্টারের সাথে সংযুক্ত করা;
- কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনজিও-সমূহের ভূমিকা বৃদ্ধির সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- পুষ্টি বিষয়ে প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে সচেতনতা সৃষ্টি;
- নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুতি বিষয় প্রদর্শনী অব্যাহত রাখা;
- পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ;
- বিশেষ করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মসজিদের ইমামদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ভেড়ার মাংস জনপ্রিয় করা যা আমিষের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। জনগণকে আরও সচেতন করার পাশাপাশি বিশেষভাবে গর্ভবতী নারীদের জন্য মুরগির কলিজা খাওয়াকে জনপ্রিয় করা।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- খাদ্য-ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে সরবরাহকৃত খাদ্য অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ করা ছাড়াও এসকল কর্মসূচিতে ডাল ও তেল জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- বয়স্কদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা;
- সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর উপকারভোগীর আওতা বৃদ্ধি এবং বয়স্ক, আদিবাসী, পরিত্যক্তা নারী, চরাঞ্চলে বাসকারী দুর্যোগে বেশিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- দুর্যোগের সময় প্রক্রিয়াজাত বা রান্না করা খাদ্য বিতরণসহ পর্যাপ্ত সামাজিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

পরিচালন, ক্রস সেক্টরাল পলিসি বাস্তবায়ন ও এফএনএস তথ্য

নিরাপদ খাদ্য

- স্থানীয়ভাবে খাদ্যের নিরাপদতা কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ সেলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করা প্রয়োজন;

খাদ্য অপচয়

- খাদ্য অপচয় রোধে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা;
- সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ এর বাস্তবায়ন করা;
- খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরে উত্তম চর্চা (জিএপি, জিএমপি, জিএইচপি) নিশ্চিত করা।

ময়মনসিংহ বিভাগে পরামর্শ সভা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি), বাকৃবি শিক্ষকবৃন্দের সাথে ২৪ মে ২০১৭ তারিখে বৈকালিক অধিবেশন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের (কৃষি অর্থনীতি, কৃষি অর্থসংস্থান, ভেটেরিনারি মেডিসিন, উদ্যানতত্ত্ব, খাদ্য প্রযুক্তি ও গ্রামীণ শিল্প, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, পশুপ্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, কৃষি বাণিজ্য ও বিপণন, শস্য উদ্ভিদবিদ্যা, মৎস্য প্রযুক্তি, অ্যাকুয়াকালচার, প্ল্যান্ট প্যাথলজি) ২৯ জন অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিআইএনএ) এবং বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)-এর বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে পরামর্শ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব অনুষদের ডীন এতে সভাপতিত্ব করেন।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- অণুপুষ্টি সম্বলিত ছোট মাছ টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ি সংরক্ষিত জলাশয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করণ;
- হাওর ও প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য এলাকায় শস্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা; যেমন, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অল্প সময়ে পরিপক্ব হয়, এ ধরনের ধানের জাত উদ্ভাবন;
- নির্ধারিত কৃষি কার্যক্রমের যান্ত্রিকীকরণ (শস্য আবাদ থেকে কর্তন পর্যন্ত) ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নত পশুপাখি-পালন চর্চা উদ্ভাবন ও প্রসার এবং মানসম্মত উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি;
- স্থানীয় জাতের পশুপাখি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,
- নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- বায়োটিক ও অ্যাবায়োটিক চাপ সহনশীল শস্যজাত আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রবর্ধন;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ধানের পাশাপাশি ডাল, তেল ও সবজি ব্যবহার করে শস্য বহুমুখীকরণ বৃদ্ধি;
- কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রযুক্তির আঞ্চলিক ব্যবহার: বন্যা/হঠাৎ বন্যা/ সাইক্লোনপ্রবণ এলাকায় আগাম জাতের ধানের চাষ;
- বন্যা ও জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকায় ভাসমান ক্ষেত ব্যবহার করে ডাল ও সবজি চাষ; উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল শস্যের চাষ; খরাপ্রবণ এলাকায় খরা সহনশীল শস্য চাষ বৃদ্ধি।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- কৃষি উপকরণ যেমন, শস্যের বীজ, পশুপাখির খাদ্য ও ঔষধ এবং রাসায়নিক ইত্যাদির মূল্য-শৃঙ্খল সমৃদ্ধ করা;
- সংরক্ষণ, পুনঃখনন ও সেচের কাজে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং বৃষ্টির পানি বিতরণের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- যথাযথ সংরক্ষণ চর্চার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব, টেকসই জমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- অঞ্চলভিত্তিক শস্য বিভাজন/ ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব, টেকসই জমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- উচ্চ ফলনশীল পশুপাখির খাদ্য ও ঔষুধ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রোবায়োটিক্স সংরক্ষণ।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- খামার পর্যায়ে সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য স্বল্প মূল্যের স্থানীয় মাছ সনাতন পদ্ধতিতে রান্না/ প্রক্রিয়া করার জন্য নারীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;
- সকল অংশীজনের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন;
- মানসম্মত খাদ্য ও মূল্য সংযোজনের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার;
- যে সকল খাদ্যের পুষ্টিগুণ কম (পটেটো চিপস, নুডুলস, স্ন্যাক্স, ইত্যাদি) সেগুলোর পুষ্টিগুণ উন্নয়ন;
- পণ্য/বিনিয়োগের নৈতিক ও দায়িত্বশীল বিপণন নিশ্চিত করা;
- মূল্য-শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা;
- স্থানীয় উৎপাদন ব্যবহার করে পুষ্টিকর খাদ্য উদ্ভাবন;
- উৎপাদন-পরবর্তী স্তরের (পরিবহন, প্যাকেটজাত করা, সংরক্ষণ) অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবকাঠামো ও বাজার কার্যক্রমের সুবিধা উন্নয়ন।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- সকল বয়সীদের সুষম ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিবেশনের বিষয়ে মিডিয়া ব্যবহার করে সমন্বিত সচেতনতা সৃষ্টি;
- যেহেতু মূল্য সংযোজন বলতে বাড়তি উপযোগিতা প্রাপ্তির সুযোগকেও বুঝায় তাই মানুষ পণ্য কেনার জন্য বাড়তি ব্যয় করতেও রাজি থাকে, এ কারণে নির্দিষ্টভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে কিছুটা অতিরিক্ত পুষ্টিও লাভ করা সম্ভব, এবিষয়ে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি;
- মূল ধারার টেলিভিশন কাজে লাগিয়ে (রান্না বিষয়ক বা শিশুতোষ অনুষ্ঠান) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের জন্য প্রদর্শনী, বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি, নারী নেতৃবৃন্দের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য কর্মসূচি, ইত্যাদি সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আয়োজন;
- অতিরিক্ত লবণ ও চিনিসমৃদ্ধ খাদ্য পরিহার বিষয়ে ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
- সকল খাদ্যের লেবেলে যাতে পুষ্টি উপাদান লিপিবদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করতে তদারকি ও নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- দুর্নীতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর উপকারভোগিদেরকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নগদ টাকা বিতরণ কর্মসূচি চালুকরণ;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য শস্য বিমা চালুকরণ;
- সার্ক খাদ্য ব্যাংকের ন্যায় খাদ্য ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- দুর্যোগের সময় সুষম খাদ্যের সরবরাহ প্রাপ্তি বৃদ্ধিকল্পে আর্থিক সক্ষমতা ও খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিত করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কবলিত এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- মা, শিশু ও বিদ্যালয়গামীদের জন্য পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা;
- দরিদ্র নারীদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও সঠিক রান্নার নিয়ম চর্চা প্রণালীর প্রচারে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ।

সামাজিক নিরাপত্তা, সুরক্ষা বেষ্টনীর অভিগম্যতা উন্নয়ন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য শক্তিশালী অনুকূল পরিবেশ

খাদ্য পচন ও অপচয়

- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খামার ও উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্য অপচয় ও পচন পরিমাপের (পরিমাণ ও পুষ্টিগুণ) জন্য পদ্ধতি প্রবর্তন;
- শহরাঞ্চলে পচে যাওয়া সবজি পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রতিবছর প্রায় ২০০০০ মে.টন চিংড়ির খোসা অপচয় হচ্ছে এবং দূষণ রোধে এগুলো অপসারণের জন্য দেশের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, এ কারণে চিংড়ির অবশিষ্টাংশ (যেমন খোসা) উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ বিধায় তা প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারের প্রচলন ও সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিবেচনা;
- খাদ্য-শৃঙ্খলের শেষ প্রান্তে এসে খাদ্য মানসম্পন্ন না হলে তার অপচয় বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তাই পচন ও অপচয় রোধে গুণগণ মান বজায় রাখতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মান নিশ্চিত করণে জিপিএস-ভিত্তিক অনুসন্ধান যোগ্যতা ও সহায়ক অন্যান্য পদ্ধতি প্রচলন ও সম্প্রসারণ;
- কৃষি ও পরিবেশের এন্টি-মাইক্রোবায়াল রেজিট্যান্স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি;
- উত্তম কৃষি চর্চা (জিএইচপি, জিএমপি) ও এইচএসিসিপি সহায়ক অন্যান্য পদ্ধতি প্রচলন ও সম্প্রসারণ;
- এক্রিডিটেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সংস্থা ও পরীক্ষাগার কর্তৃক ভোগের জন্য খাদ্যের সত্যায়ন নিশ্চিত করণ।

নিরাপদ খাদ্য

- বিটি বেগুনের ন্যায় বাজারে ইতোমধ্যে আগত ও প্রচলনের জন্য অপেক্ষারত কতিপয় জিএমও পণ্যের ক্ষেত্রে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক (জিএমও খাদ্য গ্রহণ করবেন কি না ভোক্তারা যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে করতে সক্ষম হন) লেবেলিং পদ্ধতি প্রচলন এবং এ সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন;
- নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়ন ও তার সার্থক প্রয়োগ;
- প্রাণি ও হাঁস-মুরগির জৈব-সুরক্ষা উদ্ভাবন এবং নিরাপদ খাদ্য প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ;
- স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারে খামার থেকে খাবার থালা পর্যন্ত অনুসরণযোগ্যতা নিশ্চিত করে দায়িত্বশীল মৎস্য চাষের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন ও বিপণন;
- কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে ও কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য পদ্ধতি প্রচলন ও তা সম্প্রসারণ;
- খাদ্য দূষণের কারণ ও স্থল চিহ্নিত করে পরিবীক্ষণের জন্য একটি সামগ্রিক খাদ্য চাহিদা সমীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন।

পরিচালন

- জাতীয় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান (নিরাপদ খাদ্যের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান) শক্তিশালী করার মাধ্যমে সকল খাত ও অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা।

সিলেটের টোকের বাজারে আঞ্চলিক গ্রামীণ পরামর্শ সভা, সিলেট জেলার সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগ, ২৫ মে ২০১৭

এই পরামর্শ সভায় ১৫ জন নারীসহ ৩৩ জন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- পানিস্বল্পতা ও হঠাৎ বন্যার বিষয়কে আলোকপাত করে অতিরিক্ত পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্লুইস গেট স্থাপন;
- এই অঞ্চলে ধান উৎপাদন ব্যয়বহুল হওয়ার ফলে অন্যান্য শস্য ও সবজি চাষ উদ্বুদ্ধ করণ;
- শস্য আবাদের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা;
- এই অঞ্চলে প্রচুর পতিত জমি আছে ফলে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়ম চালু করতে হবে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি জমি অনাবাদি না রাখা যায়।

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- প্রাণিখাদ্য উৎপাদন উন্নত করতে হবে;
- প্রাণিসম্পদের জন্য আরও অধিক সংখ্যক ঔষধ ও টিকা সহজলভ্য করতে হবে এবং পশুপাখির স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আরও বেশি সংখ্যক জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত করতে হবে;
- মৎস্য খাদ্যের মান নিশ্চিত করা।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- কোন কমিউনিটি ক্লিনিক নেই এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রও সহজলভ্য নয় তাই প্রত্যেক ওয়ার্ডে স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করা প্রয়োজন;
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের শক্তিশালী অনুকূল পরিবেশ

নিরাপদ খাদ্য

- মৎস্য উৎপাদনে সকল প্রকারের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ।

ব্যক্তিখাতের সাথে পরামর্শ সভা, সিরডাপ মিলনায়তন, ১১ জুলাই, ২০১৭

ব্যক্তিখাতের ২৯ জন সদস্য এই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন, সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর সাধারণ সম্পাদক। প্রধান অতিথি ছিলেন উক্ত সংগঠনের সভাপতি এবং বাংলাদেশে এফএও'র অন্তর্বর্তীকালীণ প্রতিনিধি সভায় স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। দেশের এফএনএস উন্নয়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কৃষি উপকরণ ও পানি সম্পদ

- কমিউনিটি-ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য সুদ-মুক্ত বা অল্প-সুদে ঋণ প্রদান এবং বড় আকারের বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- বীজ উৎপাদন উৎসাহিত করা, যা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং আমদানি নির্ভর।

প্রাণিজ উৎসের খাদ্য

- হাঁস-মুরগি ও গবাদিপালন খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য এই খাতে আরও বিনিয়োগ করা প্রয়োজন;
- কৃত্রিম প্রজনন পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির প্রজনন উন্নয়ন;
- প্রজননের কারিগরি প্রক্রিয়ার উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং বড় আকারের ডিম উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগ;
- মানসম্পন্ন মাংসের জন্য ভালো জাতের (যেমন, ব্রাহমা প্রজাতি) গরু সরবরাহ;
- হাঁস-মুরগির খামার রক্ষা ও প্রাণিসম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য কারিগরি সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আধা-ভর্তুকিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন;

- বায়ো-গ্যাস প্লান্ট প্রসারিত করা;
- কৃষি উদ্যোক্তারা যাতে এই খাত পরিত্যাগ না করে সেজন্য ভর্তুকি প্রদান;
- জৈব ও হাইব্রিড খাদ্যের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন যাতে করে এগুলোর মূল্য গ্রহণযোগ্য হয়;
- রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্য জৈব পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণ;
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পণ্যের গুণগণ মান উন্নয়ন যাতে করে এগুলো রপ্তানি করা সম্ভব হয়;
- কৃষি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পণ্যের সত্যায়নের মাধ্যমে খামারে উৎপাদিত পণ্যের গুণগণ মান উন্নয়ন ও যাচাইকরণে সহযোগিতা প্রদান।

উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর, মূল্য সংযোজন, পুষ্টি ও সরবরাহ

- প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন;
- কৃষি প্রক্রিয়াকরণ জোন প্রতিষ্ঠা;
- মাছ, ফল ও সবজির জন্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপন;
- উন্নত অবকাঠামো, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ;
- ক্ষুদ্র আকারের প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা স্থাপন;
- ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বিপণন ক্ষমতা উন্নয়ন;
- আরও বিস্তৃত পরিসরে ও সহজে কিভাবে রপ্তানি করা যায় সে সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করা;
- কারিগরি সহযোগিতা ও পর্যাপ্ত তহবিলের মাধ্যমে এসএমই শক্তিশালীকরণ;
- বিদ্যমান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) মতো কৃষি অর্থনৈতিক অঞ্চল (এপিজেড) প্রতিষ্ঠাকরণ।

বহুমুখী খাদ্য তালিকা, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার বৃদ্ধি

- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ করা আবশ্যক;
- **স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রশিক্ষিত করা।**

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- দুপুরের খাবারে ভাত পরিবেশনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে খাওয়ানোর কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

নিরাপদ খাদ্য

- উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষকদের জন্য ক্লাস্টার/জোন প্রতিষ্ঠা করে উত্তম কৃষি চর্চার প্রসার এবং অনুসরণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি চর্চা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিচালন

- সিআইপি-২ এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা যাতে এটি ব্যাপকভাবে বিনিময় ও প্রসার করা যায়;
- সিআইপি-২ বাস্তবায়নে ব্যক্তিখাতকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করণ;
- সরকারের পক্ষ থেকে এফবিসিসিআই'র সাথে নিয়মিত আলোচনা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলা চেম্বার অব কমার্স ও ব্যক্তি-খাতের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কে উন্নয়ন;
- পরামর্শ সভায় মিডিয়াকে যুক্ত করণ;
- খাদ্য অপচয় ও পচনের সমস্যাটিকে আলোকপাত করে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রসার বৃদ্ধি।

উন্নয়ন অংশীদার, জাতিসংঘ, শিক্ষাবিদ ও সিএসও-দের সাথে পরামর্শ সভা, ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ২৩ জুলাই, ২০১৭

এফএও'র অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই পরামর্শ সভায় ৪০জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। সভায় কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও ইউএস-এইড থেকে দুইজন প্রতিনিধি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফপিএমইউ'র গবেষণা পরিচালক এবং এফএও-এমইউসিএইচ এর চিফ টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজর। দুইজন অতিথি বক্তা উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যাদান করেন। খসড়া সিআইপি-২ সম্পর্কে মতামত প্রদানের সুবিধার্থে অংশগ্রহণকারীদেরকে সিআইপি'র ৫টি বিনিয়োগ ক্ষেত্রের ভিত্তিতে পাঁচটি উপ-দলে বিভক্ত করা হয়। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মতামত প্রদান করেন যে, সিআইপি-২ এর সকল উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীদের

সম্পৃক্ত করতে হবে। সুপারিশ করা হয়েছে যে, ২০১২ সালের সর্বশেষ বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি প্রদত্ত খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সংজ্ঞা সংযুক্ত করতে হবে। সিআইপি-১ এর প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাও সেখান তুলে ধরা হয়। দেশের সর্বত্র স্থানীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অভিন্ন এপ্রোচ নিশ্চিত করার গুরুত্ব উত্থাপিত হয়েছে। এই সভায় সিআইপি-২ এর প্রণয়নে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদেরকে 'সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ' হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- শুধুমাত্র ফলনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পুষ্টিগুণ নিশ্চিত করতে উৎপাদিত শস্যের পুষ্টিগুণ পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন;
- পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন;
- শুধুমাত্র ছোট মাছের ওপরেই যেন বেশি গুরুত্ব না দেয়া হয় তা নিশ্চিতকরণ;
- মাছ চাষের জন্য লবণাক্ত পানি ব্যবহারে সুয়োগ সৃষ্টি
- মাছ চাষে খাল ও জলাধারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- প্রাণিজ উৎসের খাদ্য এবং অন্যান্য খাদ্য হতে অণুপুষ্টির বায়ো-লভ্যতা বৃদ্ধি করে তা উল্লেখ করা।

দক্ষ ও পুষ্টি-সংবেদী উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর ও মূল্য সংযোজন

- কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
- দুর্গম এলাকায় এমএসএমই সৃষ্টি সম্প্রসারণ;
- উৎপাদকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিবিধ মূল্য-শৃঙ্খল সম্পর্কে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা;
- মাতৃত্ব-কালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করণ।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে অভিগম্যতা উন্নয়ন ও বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতা

- অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান;
- বিতরণকৃত খাদ্যের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য যেমন, শুঁটকি মাছ, ডাল বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য অন্তর্ভূক্তকরণ;
- নতুন অর্থনৈতিক সুবিধার সন্ধানে বা যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জমি হারিয়েছে তারা বাস্তুচ্যুত হওয়ার ফলে শহরে এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ কারণে নগর অঞ্চলের অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের সুরক্ষা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সকল পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র নগদভিত্তিক কর্মসূচিই উপযুক্ত হতে পারে এরূপ ধারণার আলোকে প্রয়োজনবোধে সকল কর্মসূচিতে রূপান্তর আনয়ন;
- উপ-কর্মসূচি IV.২.১ এ কিশোরীদের যুক্তকরণ;
- মাতৃদুগ্ধের পরিপূরক, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পরিপূরক শিশু খাদ্য ও এর উপকরণ (বিপণন বিধি) আইন- ২০১৩ এর অনুসরণ নিশ্চিত করণ।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য প্রতিকারমূলক পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি

- সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধির চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে;
- এ ধরনের চাহিদা সৃষ্টিতে ক্যাব সম্পৃক্ত হতে পারে;
- বিএসটিআই-এর মান ও বিএফএসএ-এর এলার্জি সম্পর্কিত বিধিমালার প্রতিফলন ঘটাতে লেবেলিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে;
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উৎপাদিত পণ্যের অনুসরণযোগ্যতা সহযোগিতা করবে;
- গবেষণা কার্যক্রমে বিনিয়োগ আবশ্যক।

উন্নত তথ্য ও উপাত্ত

- বিবেচ্য উপাত্তের ধরন সম্প্রসারণ করা;
- পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশল বিবেচনায় নিতে হবে;
- শুধুমাত্র খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কেই নয় পুষ্টিগুণ বিষয়ক তথ্যও ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উন্নত এফএনএস পরিচালন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ও নেতৃত্ব

- সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে বিএনএনসি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে;
- বিএফএসএলএন-কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত করা যেমন বিএসটিআই; বিএফএসএ
- এলসিজি-এফএসএআরডি'র অধিক মাত্রায় সক্রিয়তা নিশ্চিত করা এবং ইআরডি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ফলোআপ করা;
- বাংলাদেশ সরকারের এসএসএন বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কার্যকর যোগাযোগের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি এলসিজি গঠন করা।

পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি সিম্পোজিয়াম, ঢাকাস্থ লা মেরিডিয়ান, ৪ ও ৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

খাদ্য মন্ত্রণালয়, এমইউসিএইচ, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, আইএফপিআরআই ও সেভ দা চিলড্রেনের সহযোগিতায় ঢাকার লা মেরিডিয়ান হোটেলে একটি কারিগরি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাটি ছিল জাতীয় সিম্পোজিয়ামের দ্বিতীয় পর্ব, যেখানে পুষ্টি-সংবেদী এপ্রোচের ওপর আলোকপাত করা হয় এবং সেখানে সরকার, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, শিক্ষাবিদ, ব্যক্তিখাত, দাতাগোষ্ঠী ও মিডিয়ার প্রায় ১৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সিম্পোজিয়ামটি ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ ও ৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মিজ মেহের আফরোজ শাওন উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মি. ডেভিড ওয়েস্টারলিং, উপ-পরিচালক, ইউএস-এইড, মি. মেনফ্রেড ফারনহোলজ, কার্যকরী প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশে ইইউ মিশনের ডেলিগেট এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মিজ ক্রিসটা রাডার, প্রতিনিধি, ডব্লিউএফপি; মি. এডোয়ার্ড বিগবেডার, প্রতিনিধি, ইউনিসেফ; মি: ডেভিড ডুলান, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী প্রতিনিধি, এফএও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব কায়কোবাদ হোসাইন, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় দিনে তিনটি কারিগরি অধিবেশন এবং একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক নিরাপত্তার রূপরেখা দিয়ে অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় প্রেক্ষিত এবং আহরিত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অনুযায়ী লব্ধ প্রমাণাদি কতোখানি কার্যকরভাবে জাতীয় নীতিমালা গঠনে ব্যবহৃত হয়েছে, পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগের যেখানে ব্যক্তিখাত ও সামাজিক নিরাপত্তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তার কোন কোন স্থানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এ সকল বিষয়ে শেষ অধিবেশনটি ছিল একটি প্যানেল আলোচনা, সেখানে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতিকে কিভাবে আরও পুষ্টি-সংবেদী করা যায়, সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। সভায় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সুপারিশসমূহ উত্থাপিত হয় :

বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতির সংস্কার

- সকল পর্যায়ে পরিচালন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন;
- ডেটা সিস্টেমে বিনিয়োগ (যেমন-সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি পদ্ধতি) বৃদ্ধি;
- সরকার থেকে ব্যক্তিকে পরিশোধের (জিটুপি) পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;
- পরিচালন প্রতিকার পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;
- কার্যকর প্রভাব সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির হস্তান্তরিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তহবিল নিশ্চিতকরণ এবং সংকটের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ (আপৎকালীন তহবিল);
- সংকটের সময় বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ এবং মানবিক প্রেক্ষিতে সামাজিক সুরক্ষা ও এর দীর্ঘমেয়াদি কর্মপদ্ধতির জীবনযাত্রা, স্থিতিস্থাপকতা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সংযোগ স্থাপন;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রতিকারে জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য বিমা স্কিম চালু করণ;
- সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি;
- ইতিবাচক কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা নিরূপণের পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বেসরকারি খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির সরকারি নীতির সম্প্রসারণ।

সমন্বয়

- বহু-খাত সম্বলিত এপ্রোচের জন্য এবং বিভিন্ন স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও সমন্বয় সৃষ্টি করা (স্বাস্থ্য, কৃষি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষা);
- ২০২৬ সাল থেকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সমূহ সমন্বয়ে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস) এর বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচালন পরিকল্পনা গ্রহণ।

পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক সুরক্ষা

- যেহেতু দারিদ্র্য ও অপুষ্টি উভয়ই বিস্তৃত হচ্ছে, তাই পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক সুরক্ষা সকল কর্মসূচির একটি আন্তর্জাতিক পরিধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা নিশ্চিতকরণ;
- পুষ্টিজনিত অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভীষ্ট রেখে গুরুত্বপূর্ণ/ মূল উপকারভোগী (যথা- চার বছরের কম বয়সী শিশু -বিশেষত প্রথম ১০০০ দিন, গর্ভবতী নারী, কিশোরী, নগরের জনগোষ্ঠী, অসমর্থ ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করণ;
- পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, জেন্ডার ইত্যাদি বিষয়কে সামাজিক সুরক্ষা আইনে ও নীতিগত কাঠামোর জন্য সুপারিশ করে (উদ্দেশ্য ও সূচকসহ) অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা সবার সামনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ;
- যে সকল কার্যক্রম ও কর্মসূচি পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও ওয়াশ (ডব্লিউএএসএইচ) সেবা প্রদান করে সেগুলোর সাথে সামাজিক সুরক্ষার সংযোগ বৃদ্ধি করা;
- সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা ও কর্মসূচি কিভাবে পুষ্টি ফলাফলকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কিত প্রমাণ সংগ্রহে সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় টেকসই ইতিবাচক ফলাফলের জন্য প্রকল্পের সম্পদ সঞ্চালন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করণ;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে উচ্চমান সম্পন্ন একটি (ট্রান্সফার মোডালিটি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ এর ফলাফলের আলোকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রভাব সৃষ্টি করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ হস্তান্তর করা, টিএমআরআই পরীক্ষিত এলাকায় খর্বতা হ্রাসে এটি সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে) বিসিসি অন্তর্ভুক্ত করণ;
- বিসিসি ও পুষ্টি শিক্ষা শুধুমাত্র নারীদের জন্যই নয় পুরুষদের জন্যও চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পুষ্টি ও অন্যান্য সেবা (যেমন স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদির) মানোন্নয়ন;
- লুক্কায়িত ক্ষুধাকে আলোকপাত করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিকে (স্কুল ফিডিং, ভিজিডি) অণুপুষ্টি ঘাটতি পূরণের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা।

পুষ্টিগণ অবস্থার উন্নয়ন

- শ্রমিকদের পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ চাল প্রদান ও নারী শ্রমিকদের আয়রন ট্যাবলেট প্রদান;
- প্রতিটি কারখানায় একজন পুষ্টিবিদ নিয়োগ দান;
- কমিউনিটি ভিত্তিক পুষ্টি কর্মসূচির প্রসার;
- কারখানায় মাতৃদুগ্ধ প্রদানের স্থান স্থাপন;
- নারী শ্রমিক ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের সচেতনতামূলক (যাতে করে তারা অপুষ্টি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়) প্রশিক্ষণ প্রদান;
- খাদ্যগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান সবার মাঝেই শক্তিশালী করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাকে পুষ্টি শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা;
- তরুণদের গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে খাদ্য বৈচিত্র্য সম্পর্কে শেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্নাতক পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক কোর্স চালুর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সহযোগিতা প্রদান;
- শিক্ষক হিসেবে কৃষকদের সম্পৃক্তকরণ;
- পুষ্টি বিষয়ে বিনিয়োগ (২০১৫/১৬ সালে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনার মাত্র ৩% ছিল পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ) বৃদ্ধি;
- শুধুমাত্র ফলাফল চিহ্নিত করার জন্যই নয় বরং পুষ্টিগত অবস্থার অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সূচক নির্ধারণে সহমত পোষণ করা।

পরিশিষ্ট-৩ : সুপারিশসমূহের সারসংক্ষেপ এবং সিআইপি কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির সাথে সম্পর্ক

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক		
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	- ভূমি ম্যাপিং ও জোনিং ব্যবহার - গবেষণার ফলাফল - জৈব উৎপাদন - মান প্রত্যয়ন - প্রশিক্ষণ - উৎপাদিত খাদ্যের গুণগণ মান যাচাই	- জিআইএস ব্যবহার করে ভূমি ম্যাপিং ও জোনিং ব্যবহার - পুষ্টিগুণ ও বৈচিত্র্যময় শস্যের স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিতকরণ - যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর - নির্দিষ্ট শস্য চাষ উৎসাহিতকরণ - জৈব খামার	-শ্রমিক স্বল্পতা -শস্য নিবিড়তা/ প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি	-টেকসই কৃষি ও সবুজ উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি -উচ্চমাত্রায় খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ -কৃষি গবেষণা -কৃষির বহুমুখিনতা ও উদ্যান কৃষিজাত শস্যের সম্প্রসারণ -শস্য ও মাছের সাথে সমন্বিতভাবে দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রবর্ধন করা -খামার যান্ত্রিকীকরণ -কৃষিতে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান -কীট-পতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ -কৃষি জমি সংরক্ষণ এবং ন্যূনতম পরিবেশগণ ক্ষতি না করে খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা -খাদ্য উৎপাদন দক্ষ ও টেকসই করা -কৃষির বহুমুখিনতা শক্তিশালীকরণ -টেকসই জমি/ পানি ব্যবহারের জন্য জমি জোনিং ব্যবহার -নির্ভুল (প্রিসিশন) কৃষি প্রসার -জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস -জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন উন্নয়নে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করা -কৃষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা -জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা	১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে কমিয়ে আনা ২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পশু-পাখি পালনকারী কৃষক ও মৎস্য-চাষিদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ। ৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর সমান অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিত করা

নং	সিআইপি-২বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
I.১	শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ: সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ: আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ: কৃষক	৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন করে বায়োগ্যাস প্লান্ট উন্নয়ন	- কৃষকদের প্রশিক্ষণ - সমৃদ্ধ জাত - জৈব ও অজৈব চাপের সাথে শস্যের সহনশীলতা - কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে অঞ্চল নির্দিষ্ট সাড়া প্রদান	-কৃষকদের প্রশিক্ষণ (বিশেষ করে সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য)	-নির্ভুল (প্রিসিশন) কৃষির প্রবর্তন -জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি কমানো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন উন্নয়নে জ্ঞান ঘাটতির মোকাবেলা, কৃষি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে। ১৩.১ সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।			I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন
	- পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	- নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদনে ভর্তুকি - পরামর্শ সেবার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি - উদ্যান কৃষি সম্প্রসারণ - সম্প্রসারণ ও বিপণনের মধ্যে সংযোগ - কৃষকদের জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ - দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র	-অঞ্চলের পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন সক্ষম শস্য চাষ প্রবর্ধন	-কৃষি সম্প্রসারণ -কৃষিতে নারীদের মূলস্রোতে আনা -গ্রামীণ মানবসম্পদ উন্নয়ন -তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্প্রসারণ ব্যবস্থা -নারীদের বাজার ও উৎপাদনশীল সম্পদে (জমি, বীজ, সার ও সম্প্রসারণ সেবা) অভিগম্যতা	২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ২. ক. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভান্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি			I.১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	- মানসম্মত মাছের পোনা - পরীক্ষিত মানসম্মত কৃষি উপকরণ - বীজ উন্নয়ন - প্রশিক্ষণ - কমিউনিটি ভিত্তিক - বিনিয়োগের জন্য সুদ মুক্ত বা অল্প সুদে ঋণ - বড় আকারের বিনিয়োগ - অভ্যন্তরীণ বীজ উৎপাদন	- পশুপাখির চিকিৎসার জন্য ঔষধ - এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ মানসম্মত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মৎস্য খাদ্য - পরিবেশবান্ধব উপকরণ - উচ্চ ফলনশীল জাত ও নিরাপদ প্রাণিজাত উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক আশ্রয় ও প্রোবায়োটিক্স	-উপজেলা পর্যায়ে মাছের রেণু প্রবর্ধন ও বিতরণ -পশু-পাখির জন্য পর্যাপ্ত ঔষধ ও স্বাস্থ্যসেবা -মানসম্মত ও সাশ্রয়ী পশুপাখির খাদ্য -মানসম্মত বীজ	-কৃষি উপকরণ (বীজ, সার) -কৃষি ঋণ -নারীদের বাজার ও উৎপাদনশীল সম্পদে (জমি, বীজ, সার, ও সম্প্রসারণ সেবা) বর্ধিত অভিগম্যতা	২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ২.৫ ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি ও খামারে এবং গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্যপ্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা, যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্য অনুসারে কৌলিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্য-লালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিতার পথ সুগম করা ৫. ক. বিদ্যমান জাতীয় আইন-কানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন	I.২	পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইন-াশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি
	- মানসম্মত ও টেকসই সার ও বালাইনাশক - চাষযোগ্য জমি হ্রাস প্রতিরোধ	- পরিবেশবান্ধব চর্চা ও টেকসই জমি ব্যবস্থাপনা - জমির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য গবেষণা সংরক্ষণ কৃষির মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ - সার বিতরণের জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন	-চাষযোগ্য জমি প্রবাসী মালিক কর্তৃক পতিত রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ	-কৃষি উপকরণ- বীজ, সার কীট-পতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ সবুজ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করা -জমি, বাজার, জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দরিদ্রদের অবস্থা উন্নয়ন	২.৪ উপরে দ্রষ্টব্য			I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	- বিভিন্ন ধরনের শস্যের জন্য সেচের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ - সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ - মাছ চাষের জন্য খাল/ সংরক্ষণাগার ব্যবহার	- ভূগর্ভস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, উত্তোলন ও সেচের জন্য বিতরণের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা	-পানি নিরাপত্তা - -পানি সংরক্ষণ - নদী ও খাল খনন - সংরক্ষিত পানির সাহায্যে সেচ	পানিসম্পদ ও পানি অর্থনীতির ব্যবহার ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস	৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সকল খাতে পানি-ব্যবহার দক্ষতার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এবং সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা			I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
	-মাছ চাষের জন্য লবণাক্ত পানি ব্যবহার	- পানির লবণাক্ততা দূরীকরণ - বাঁধ নির্মান - যেখানে লবণ পানি প্রবেশ করেছে সেখানে মাছের চাষ করা	-পানি ও মাটির লবণাক্ততা হ্রাসে স্লুইস গেইট	-নতুন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় কৃষি -শুষ্ক মৌসুমে জলমহাল, নদী ও জলাধারের পানি সংরক্ষণ				I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা
	- প্রাণিজ উৎসজাত মানসম্মত খাদ্য - বায়োএভেইলাবিলিটি বৃদ্ধি	- কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ - সরকারি প্রশিক্ষণ	-কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ -সরকারি প্রশিক্ষণ উন্নয়ন	-উন্মুক্ত মৎস্য ব্যবস্থাপনা -অভ্যন্তরীণ জলজ প্রাণি চাষ -জেলেদের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন যার মাধ্যমে খাস জলমহাল ব্যবস্থাপনা করা হবে		I.৩	প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
	- শুধুমাত্র ছোট মাছের বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া	- মৎস্য চাষ বৃদ্ধি - স্থানীয় জাতের মাছ সংরক্ষণ - মাছের জৈব-বৈচিত্র্য - সংরক্ষণের জন্য জলাধারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা		-প্রতিবেশগণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও জলভূমি ব্যবস্থাপনা -স্থানীয় ও আদি জাতের এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মাছ সংরক্ষণ				I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	- আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ - মানসম্মত প্রত্যয়ন	- চিংড়ি উৎপাদন	-চিংড়ি চাষের খামার ব্যবস্থাপনা	-টেকসই ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারের অ্যাকুয়াকালচার প্রবর্ধন -সরকারি তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্যাথোজেন মুক্ত চিংড়ি	১৪.২ সাগর-মহাসাগরে সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ এবং এদের অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণসহ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ			I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালী করা
	- হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ খাতের দ্রুত বৃদ্ধির বিবেচনায় এই খাতের উৎপাদনশীলতা ও মান উন্নয়ন - পুষ্টি অভীষ্টে বিনিয়োগ (অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ) - বৃহদাকারের খামারে ডিম উৎপাদন - কৃত্রিম প্রজনন পরীক্ষাগার - অধিক পরিমাণে মাংস উৎপাদনে সক্ষম জাতের গরু - প্রজনন - প্রত্যয়ন - জৈব কৃষি পণ্য	- কৃত্রিম প্রজননে সহযোগিতা - স্থানীয় জাতের প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জেনেটিক্স এর মাধ্যমে জেনেটিক সম্পদ - প্রজনন ও উৎপাদন - বায়োটেকনোলজি	-কৃত্রিম প্রজননে সহযোগিতা	-প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ উন্নয়ন -তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকে সহায়তা -জাত উদ্ভাবন -প্রাণিসম্পদ গবেষণা -পশুপাখির খাদ্য, ভূণ ও প্রাণি ব্যবস্থাপনা -প্রাণিসম্পদ পরিসেবা ও প্রাণিস্বাস্থ্য -পণ্য ও মূল্য-শৃঙ্খল উন্নয়ন -প্রাণি বিপণন -ঋণ সুবিধা - কৃষিতে নারীদের মূল ধারায় আনা	১.১ উপরে দ্রষ্টব্য ২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ৫.৫ উপরে দ্রষ্টব্য			I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ - ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বিপণন ক্ষমতা - কারিগরি সহযোগিতা ও অর্থায়ন দ্বারা এসএমএসএমই শক্তিশালীকরণ - প্রসূতি সুরক্ষা	- আয় বৃদ্ধির জন্য দরিদ্রদের মাঝে উৎপাদনক্ষম সম্পদ হস্তান্তর - নারীদের অংশগ্রহণ	-দুগ্ধ সংরক্ষণ পদ্ধতি	-নগরাঞ্চলে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অর্থায়নে অভিগম্যতা, ও নীতিগত সহযোগিতা -কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উন্নয়ন -মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন -গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস -কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোগকে সহযোগিতা প্রদান -কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি -নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ গ্রামীণ উন্নয়ন ও খামার বহির্ভুত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিপণনযোগ্য কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ -উৎপাদনের বহুমুখিনতা ও এসএমই-কে আলোকপাত করা -হাঁস-মুরগি খামার উন্নয়ন	১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালে কমপক্ষে অর্ধেকে কমিয়ে আনা ২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পশু-পাখি পালনকারী কৃষক ও মৎস্য-চাষিদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে সুরক্ষিত থাকার সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ ৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর সমান অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিত করা ৮.৩ আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা ৯.৩ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীভূত করা ১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর পচন (অপচয়)সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো	II.১	অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	- ছোট আকারের প্রক্রিয়াকরণ - কৃষি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল - মাছ, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট - উৎপাদকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা - মূল্যশৃঙ্খল সম্পর্কে গবেষণা	- সমবায় ও কৃষক সংগঠন - নারীদের মাধ্যমে স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য রান্না/ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ - নৈতিক ও দায়িত্বশীল বিপণন	-দুগ্ধ উৎপাদন ক্লাব	-সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন -সমবায় আন্দোলন শক্তিশালীকরণ -সমবায়সমূহে নারীদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব	৫.৫ উপরে দ্রষ্টব্য			II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা
	- রপ্তানির সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য - লাগসই ও যথাযথ প্রযুক্তি সম্পর্কে গবেষণা ও উদ্ভাবন - অণুপুষ্টি সংবলিত উপাদান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি - সংক্ষিপ্ত মূল্যশৃঙ্খল	- খাদ্য সংরক্ষণ - স্থানীয়ভাবে কৃষি ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন - সাশ্রয়ী মোড়কীকরণ - মানসম্মত খাদ্য ও মূল্য সংযোজনের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি - সমৃদ্ধ প্রক্রিয়াকরণকৃত খাদ্য		-কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসার -মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন -প্রাণিজ পণ্য বিপণন ও মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন -সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন প্রসার	২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ৮.২ উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিনতা, প্রযুক্তিগণ উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন ১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য			II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান
	- মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা সৃষ্ট বাজার বিকৃতি প্রতিরোধ - প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ	- মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা সৃষ্ট বাজার বিকৃতি রোধ - অবকাঠামো উন্নয়ন - সংগ্রহোত্তর সংগ্রহ কেন্দ্র - কৃষি পণ্যের জন্য গ্রোথ/ বাণিজ্য/ সংগ্রহ কেন্দ্র - পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা	-উৎপাদিত সকল পণ্য সংরক্ষণ -পরিবহন সংযোগ মধ্যস্বত্ত্ব ভোগী ও সিন্ডিকেট -হিমায়িত করার কেন্দ্র	-পরিবহন অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য, পরিসেবা ও বাজারে অভিগম্যতা -দক্ষ খাদ্য বাজার সৃষ্টি -বিপণন সুবিধা	৯.১ সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী ও ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ ১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য	II.২	বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ
	- ব্যক্তিখাত ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি - কৃষি প্রক্রিয়াকরণের জন্য রপ্তানি অভিগম্যতা - পশ্চাৎপদ এলাকার জন্য কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়নে গুরুত্বদান	- সংরক্ষণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব - সমবায় - প্রক্রিয়াকরণকৃত মাংস রপ্তানি প্রবর্ধন - ফলের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প	-কৃষক সমিতি	-পরিবহন খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অগ্রগতি -ব্যক্তিখাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাজার সুবিধা উন্নয়ন	৮.২ উপরে দ্রষ্টব্য			II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ: সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক	৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
	- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন প্রসারিত করা	- বাজার সংযোগ শক্তিশালীকরণ - পণ্য বিক্রয়ে কৃষকদের সহযোগিতার জন্য মোবাইল এপ্লিকেশন - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	-উন্নত বাজার সংযোগের জন্য যোগাযোগ	-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত সেবা প্রদান	৫ খ. নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো ৮.২ উপরে দ্রষ্টব্য ৯. গ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ইন্টারনেটে সর্বজনীন ও মূল্যসাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার প্রদানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া			II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	- সচেতনতা সৃষ্টি - পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন	- বিভিন্ন বয়সী মানুষ ও সরকারি পর্যায়ে সচেতনতা - প্রশিক্ষণে জেন্ডার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান - বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পুষ্টি অন্তর্ভুক্তি - বয়স্ক, নারী ও শিশুদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ খাদ্যাভাস পরিবর্তন - প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, - গণমাধ্যমের ভূমিকা, পুষ্টি বিষয়ক উপকরণ রান্না প্রদর্শনী - বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ প্রবর্ধন ডিম ও দুধ খাওয়াকে উৎসাহিত করা	পুষ্টি সচেতনতা	-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা -শিশু ও প্রসূতিদের অপুষ্টিকে আলোকপাত করা -পুষ্টি বিষয়ক সক্ষমতা ও সচেতনতা সৃষ্টি -পর্যাপ্ত অণুপুষ্টি সংবলিত সুষম খাদ্য প্রবর্ধন -পুষ্টিতে নারীদের সমান অভিগম্যতা	৩.৪ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং মানসিক সুস্থতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়)সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো	III.১	পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	III.১.১ বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন
	- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহ প্রবর্ধন করা - বয়স্কদের পুষ্টি চাহিদা চিহ্নিতকরণ - বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ	- পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তি, যেমন ইমামদের অন্তর্ভুক্তি - নির্ধারিত জনগোষ্ঠী যেমন বয়স্কদের জন্য খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা -অতিরিক্ত লবণ ও চিনি সমৃদ্ধ খাদ্য পরিহারের জন্য -ভোক্তাদের সচেতন করা লেবেল লাগানো	-কমিউনিটি ক্লিনিক ও ঔষধের সহজলভ্যতা		৩.৪ উপরে দ্রষ্টব্য			III.১.২.খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	- খাদ্যভিত্তিক রোগের জন্য চিকিৎসা	- রান্না প্রদর্শনী আয়োজন		-শিশু ও প্রসূতিদের অপুষ্টি মোকাবেলা				III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ
	- স্যানিটেশন কর্মসূচি	-নিরাপদ পানি বিশেষ করে দুর্যোগ-উত্তর স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি	-বিশুদ্ধ খাবার পানি	-বিদ্যালয়ে পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) -সবার জন্য নিরাপদ পানীয় জল -পানির মান পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান	৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার পানিতে সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক অভিগমন অর্জন ৬.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মল ত্যাগের অবসান ঘটানো	III.২	নিরাপদ পানি, উন্নত খ্যদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি
	- পরিচ্ছন্নতা-বিধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ				৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা			III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো
		-অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান		-গ্রামাঞ্চলে ৯০% স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও শহরাঞ্চলে ১০০%	৩.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ৬.২ উপরে দ্রষ্টব্য			III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	- প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্যের গুরুত্ব	-সকল অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আওতাভুক্ত করা -টাকা হস্তান্তরের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার -প্রাণির জন্য আশ্রয় -চরম দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ -কৃষি বিমা - স্থানীয় খাদ্য ব্যাংক	-পূর্বাভাস ব্যবস্থা -বিমা	-কৃষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা -দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার -পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন	১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা	IV. ১	সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন
		- দুর্যোগ প্রস্তুতি -দুর্যোগের সময় পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যময় খাদ্য		-শিশু ও প্রসূতিদের অপুষ্টিতে গুরুত্বদান, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস -দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার -পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন	২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবাহওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে। ১৩.১ সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।			IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ
	- খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য (প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য) অন্তর্ভূক্ত করা			-দক্ষ ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশাসন -মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মজুদ সংরক্ষণ				IV.১.৩. উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	- জীবনচক্রব্যাপি এপ্রোচ - বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশন কর্মসূচি জোরদার করা - সকল পরিস্থিতিতে খাদ্যের তুলনায় নগদ অর্থ প্রদান শ্রেয় কি না তদ্বিষয়ে অধিকতর গবেষণা - IV.২.১ নং উপ-কর্মসূচিতে কিশোরীদের অন্তর্ভূক্ত করা	-বয়স্কসহ সকল দুর্গত গ্রুপের খাদ্য ও নগদ অর্থ প্রদান -ডাটাবেজ উন্নয়ন	-অভীষ্ট ও আওতা	-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রশাসন -জীবনচক্রব্যাপি ঝুঁকি নিরসনে কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে গ্রহীতা নির্বাচনের পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ, অভীষ্ট খাদ্য কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক স্থাপন	১.৩ ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও দুর্গত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা ৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে বিনা মজুরিতে পরিচর্যা ও গৃহকর্মে মূল্য ও স্বীকৃতিদান এবং জাতীয়ভাবে খানা ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে মিলিতভাবে দায়িত্বপালনে উৎসাহিত করা	IV.2	অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ
	- উন্নত আওতা ও দুর্যোগ প্রশমন - উন্নত অভীষ্ট নির্ধারণ - নগরাঞ্চলের অরক্ষিতদের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দান	-সকল অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার আওতাভুক্ত করা -ডাটাবেজ উন্নয়ন - দরিদ্র জেলেদের অভীষ্ট করা ও আওতাভুক্ত করা	-অভীষ্ট ও আওতা	-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রশাসন -জীবনচক্রব্যাপি ঝুঁকি নিরসন কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে গ্রহীতা নির্বাচনের পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ -অভীষ্ট খাদ্য কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন	১.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ৫.৪ উপরে দ্রষ্টব্য			IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামুলোক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
	- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে পুষ্টি শিক্ষা প্রবর্ধন - পুষ্টিসংবেদনশীল কর্মসূচি - সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্য বিতরণ - মাতৃদুগ্ধ বিকল্প আইন ২০১৩ এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা - উচ্চ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্য উদ্ভাবন ও প্রবর্ধন	-খাদ্য বিতরণে পুষ্টিকর খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা -সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ -সমৃদ্ধ খাদ্য বিতরণ	-সরকারি খাদ্য বিতরণে পুষ্টিকর খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা	-বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশনের কর্মসূচি চালু আছে এমন স্থানে শিশুদের মধ্যে উন্নত খাদ্য গ্রহণের অনুশীলন প্রবর্ধন করা				IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	- খাদ্য পরীক্ষাগার উন্নয়ন - এক্রেডিটেশন - লেবেল প্রদর্শন -নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অ্যালার্জেন সংক্রান্ত বিধি অনুসরণ নিশ্চিত করা	-পরীক্ষাগার -স্থানীয়ভাবে খাদ্য নিরাপদতা পরিবীক্ষণ -নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ কার্যকর বাস্তবায়ন	-খাদ্যে ভেজাল রোধ	-খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা -উপকরণ ক্রয় ও জনবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি -প্রত্যয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন	৬.৩ দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (রিসাইক্লিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উলেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করা ১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়)সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো	V. ১	উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	V.১.১. সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ
	- জৈব নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ - কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ - উত্তম কৃষি চর্চা ও উত্তম নাড়াচাড়া চর্চার জন্য ক্লাস্টার ও জোনিং	-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল -প্রাণিখাদ্য পরীক্ষা ও খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার -প্রাণিসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বিধি চর্চা -উত্তম কৃষি চর্চা, উত্তম উৎপাদন চর্চা ও উত্তম নাড়াচাড়া চর্চা -গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির জৈব-সুরক্ষা সুবিধা উন্নয়ন	-ভেজালমুক্ত প্রাণিখাদ্য -কৃষকদের জন্য জৈব-সুরক্ষা প্রশিক্ষণ	-উন্নত কৃষি চর্চা প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করা -উন্নত কৃষি চর্চা বিস্তার ও বাস্তবায়ন -নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ -খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে খাদ্যে নিরাপদতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	৬.৩ উপরে দ্রষ্টব্য ১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য			V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক		
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	- বিভিন্ন পণ্যের জন্য খাদ্য সুরক্ষা - সেচের পানি, পুকুরের পানি ব্যবহার ও বালাইনাশক ব্যবহার সম্পর্কিত উত্তম চর্চা	-হাঁস-মুরগি, মাছ ও শস্য উৎপাদনে খাদ্য সুরক্ষা ও জৈব নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ, -প্রোটোকলভিত্তিক প্রাণিসম্পদ পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে পরিচ্ছন্নতা বিধি অনুশীলন -উত্তম একোয়াকালচার চর্চা, উত্তম উৎপাদন চর্চা ও উত্তম নাড়াচাড়া চর্চা এবং এইচএসিসিপি		-নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ -খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে খাদ্যে নিরাপদতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য
	- পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি - বাংলাদেশ ভোক্তা পরিষদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত চাহিদা সৃষ্টি - পরিদর্শন ও প্রত্যয়নের সক্ষমতা - বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি - আইনগত কাঠামো	-সচেতনতা বৃদ্ধি -স্যানিটেশন -অনুশীলনের পরিবর্তন (যেমন, কসাইখানা) -সম্প্রসারণ সেবা ও মাঠ পর্যায়ে কৃষক স্কুলের ভূমিকা		-নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সচেতনতা ও আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ	১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য
		-জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের মাধ্যমে অধিকতর গবেষণা		-খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে খাদ্যে নিরাপদতা নিশ্চিত করা	১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য
		-স্থানীয় পর্যায়ে হিমাগার -খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা প্রবর্ধন করা -উন্নত সংরক্ষণাগার	-বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা	-খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে খাদ্যে নিরাপদতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য

নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
		V.১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার
		V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ
V.২	উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয়হ্রাস	V.২.১. খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ
		V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে	নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসুচি	উপ-কর্মসুচি
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক					
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	- খাদ্য পচন ও অপচয়ের সমস্যা - ট্রেসেবিলিটি বা অনুসন্ধানযোগ্যতা	-পুন:প্রক্রিয়াকরণ -অপচয় কমানোর উপায় প্রসঙ্গে প্রদর্শনী -অপচয় রোধে জন্য মূল্য শৃঙ্খলের শুরুতেই মান নিয়ন্ত্রণ -মান নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের অনুসন্ধানযোগ্যতা	-অবকাঠামো	- খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা	১২.৩ উপরে দ্রষ্টব্য			V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ
	- পুষ্টি জরিপ পরিচালনা - পরিসংখ্যান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশল নির্ধারণে বিবেচনার জন্য অতিরিক্ত উপাত্ত অন্তর্ভূক্ত করা - অণুপুষ্টি সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্যভান্ডার	-আঞ্চলিক পর্যায়ের সমীক্ষা -স্থানীয় খাদ্য ভোগ সম্পর্কিত জরিপ -মোট খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত সমীক্ষা			১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পরিযায়ী অবস্থা, অসামর্থ্য ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসমষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র গুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা বৃদ্ধি	V.৩	প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন

স্তম্ভ	পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ			৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে অভীষ্টে ভূমিকা রাখবে
	সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ সংগঠন	আঞ্চলিক/ শিক্ষাবিদ	কৃষক		
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	- অংশীজনের সমন্বয়ে সহযোগিতা তহবিল সঞ্চালনের জন্য সিআইপি-২ ব্যবহার প্রবর্ধন - বাংলায় অনুবাদ করে সিআইপি'তে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা - এফবিসিসিআই এর সাথে নিয়মিত আলোচনা - চেম্বার অব কমার্স ও ব্যক্তিখাতের মধ্যে সহযোগিতা বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ সম্পর্কে উল্লেখ করা - বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য গবেষণাগার নেটওয়ার্ককে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত করা যেমন, বিএসটিআই, বিএফএসএ - জাতীয় পুষ্টি বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপের সংযোগ স্থাপন	-জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় পদ্ধতি		-পুষ্টি বিষয়ে অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ, আয়োজন ও যথাযথ সমন্বয় ও সমন্বিত উদ্যোগ	১৭.১৩ নীতিসমূহের সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি ১৭.১৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালার অধিকতর সুসঙ্গতি সাধন
	- আঞ্চলিক অংশগ্রহণ স্পষ্টীকরণ - অন্যান্য নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান			-পরিবীক্ষণ (জাতীয় খাদ্য নীতি-কর্মপরিকল্পনা) ও সিআইপি -নতুন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ	১৭.১৩ নীতিসমূহের সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি ১৭.১৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালার অধিকতর সুসঙ্গতি সাধন

নং	সিআইপি-২ বিনিয়োগ কর্মসূচি	উপ-কর্মসূচি
V.৪	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ
		V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

পরিশিষ্ট-৪ : প্রতিটি কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ

ফলাফল I: স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কর্মসূচি I.১ : শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনশীল উপায়ে ও টেকসই পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্য এবং পুষ্টিগুণ সম্বলিত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি জমির ব্যবহার করা।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ :

I.১.১ অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি- সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন

জাত উদ্ভাবন

- উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত
- লেবু, মরিচ, তেলবীজ, ডাল ও কন্দল (টিউবার) ফসল
- স্বল্পমেয়াদি জাতের আউশ ও আমন ধান, গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড সবজি এবং সারা বছর উৎপাদনক্ষম ফল
- ভিটামিন, জিঙ্ক ও আয়রন সমৃদ্ধ ধান এবং জৈবসমৃদ্ধ অন্যান্য ফসল
- স্বল্প পানি ও রাসায়নিক উপকরণ দ্বারা অধিক উৎপাদনশীল (হাইব্রিড, গ্রিন সুপার রাইস, ইত্যাদি) শস্যজাত

উন্নত প্রযুক্তি

- জেন্ডার-সংবেদী প্রযুক্তি এবং শ্রম সাশ্রয়ী প্রযুক্তি
- স্বল্প ব্যয়ের টেকসই পদ্ধতি যা অনেক ধরনের সুবিধাজনক কাজ সম্পাদন, শ্রম স্বল্পতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার বাড়ায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে
- জৈব কৃষি বিশেষত হর্টিকালচারাল শস্য এবং রপ্তানিমুখী শস্য চাষের উপযোগি প্রযুক্তি
- শস্য ফলনের ব্যবধান কমানোর জন্য গবেষণা

প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণার সক্ষমতা ও অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ ও অংশীদারিত্ব প্রবর্ধন

- নারস (এনএআরএস)'এর আওতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিআরআরআই), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট ইত্যাদির জেনেটিক প্রকৌশল গবেষণাসহ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বায়োটেকনোলজিক্যাল গবেষণা
- বায়োটেকনোলজি ও টিস্যু কালচার বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

ব্যবস্থাপনা চর্চার উন্নয়ন

- উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে অল্প সময়ে অধিক ফলনশীল উফশী (এইচওয়াইভি) আউশ ধানের চাষ
- শস্য চাষে বীজকোষধারী শস্য অন্তর্ভুক্ত করা
- সরাসরি বীজ উৎপাদনকারী ধান চাষসহ নারস (এনএআরএস)'এর আওতায় উদ্ভাবিত সকল প্রযুক্তি ব্যবহার
- পার্বত্য, চর, হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তি
- জার্ম-পাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষন
- টেকসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী খামার কৌশল
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক কৃষি পদ্ধতিকে সহযোগিতা করা

I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন

- বিরুপ প্রতিবেশের জন্য কৃষি পদ্ধতি অভিযোজন করা (যেমন, খরা অঞ্চলে অল্প পানিতে টিকে থাকতে সক্ষম ফসল উৎপাদন)
- জলবায়ু সহনশীল কৃষি পদ্ধতি অভিযোজন ও সম্প্রসারণ
- নতুন ও উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি, বায়ো-সমৃদ্ধকরণ ও ন্যানো-টেকনোলজি) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- পিপিপি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- সৌর শক্তি ব্যবহার পদ্ধতি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

- পুষ্টি উপাদান সম্বলিত ও আয়বৃদ্ধিমূলক নতুন পরিবেশে জলবায়ু সহনশীল শস্য উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, যেমন, উপকূলীয় বেষ্টনীতে বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক শৈবালের চাষ
- ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব এ্যাকশন (এনএপিএ) ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)'র অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসের কৌশলাদি উপদ্রুত অঞ্চলে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ

গবেষণা ও অবকাঠামো

- দেশের সমস্যাপ্রবণ এলাকার জন্য টেকসই শস্য উৎপাদনে পরিবেশগত পীড়ন (এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস) গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন
- জলবায়ু ও অর্থনৈতিকভাবে সংকটপ্রবণ এলাকায় বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চল, চরাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ইত্যাদি স্থানে আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ গবেষণা অবকাঠামো ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
- প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (যেমন অভিযোজিত উফশী/ফ্লেক্সিবল এইচওয়াইভি)
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত নতুন কীট-পতঙ্গ ও রোগবালাই সম্পর্কে গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ধারণের জন্য কৃষি সম্পদ বিষয়ক তথ্য-ভাণ্ডার তৈরি করা।

I. ১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

সক্ষমতা উন্নয়ন

- জেলা কারিগরি কমিটি (ডিটিসি), আঞ্চলিক কারিগরি কমিটি (আরটিসি), কৃষি বিষয়ক কারিগরি কমিটি (এটিসি) এবং জাতীয় কৃষি বিষয়ক কারিগরি সমন্বয় কমিটি (এনএটিসিসি) পুনর্গঠন ও কার্যকর করা
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষক সংগঠনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন
- বৈ-কৃষি প্রযুক্তি (ই-এগ্রো-টেকনোলজি) হস্তান্তর পদ্ধতি প্রসার এবং দেশব্যাপি ডিজিটালাইজড কৃষি তথ্যভাণ্ডার ব্যবস্থার প্রসার সহযোগিতা প্রদান
- ব্যবস্থাপনা তথ্য (এমআইএস-আইসিটি)পদ্ধতি ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও বৈ-কৃষি (ই-এগ্রিকালচার) শক্তিশালীকরণ
- গ্রাম পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকদের জন্য তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (এফআইএসি) সম্প্রসারণ

প্রযুক্তি হস্তান্তর ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন ও ব্যবহার (বিশেষত নারীদের দ্বারা ও নারীদের জন্য) এবং গোষ্ঠীভিত্তিক শিক্ষণ

- জিআইএস ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ
- প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনীয় টেকসই প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণ
- সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সেবায় পুষ্টি বিষয়ক উদ্দেশ্য অন্তর্ভূক্ত করা
- আরও অধিক সংখ্যক নারী কৃষি শ্রমিক নিয়োজিত করা
- নারী, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভীষ্ট করে সম্প্রসারণ পরিসেবা প্রদান
- ফল ও সবজি চাষ প্রবর্ধন করা
- বিশেষ করে নারীদের জন্য শ্রম সাশ্রয়ী প্রযুক্তি/অনুশীলন, যেমন কর্ষন-বিহীন চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন
- মানসম্মত উপায়ে মাঠ দিবস ও কৃষিজ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সম্প্রসারণ পরিসেবার মান উন্নয়ন
- প্রদর্শনীমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা
- রোগ চিহ্নিত করা এবং রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা প্রণয়ন
- বসত-ভিটা পর্যায়ে শাকসবজি বাগানের কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগকে সহায়তা দান।

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : কৃষি গবেষণায় কৃষি বাজেটের শতকরা (%) বরাদ্দ
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শস্যের উৎপাদনে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি
- কৃষি মন্ত্রণালয় মোট বাজেটের তুলনায় সরাসরি জেন্ডার বাজেটে শতকরা (%) বরাদ্দ
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: নতুন উদ্ভাবিত উন্নত জাত সংখ্যা
- লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতায় টিকে থাকার উপযোগী বীজ উৎপাদনের পরিমাণ
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: টেকসই কৃষি অনুশীলন সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা
- গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের আওতাভুক্ত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- (খসড়া) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১৫
- বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার অগ্রাধিকার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ২০১১
- জাতীয় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০২
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা ২০১৩
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯
- জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (এনএফপিএন বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি) ২০০৫
- বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা (বিডিপি) ২১০০
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও তার কর্মপরিকল্পনা

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সমস্যাপ্রবণ অঞ্চলে পরিবেশগণ প্রতিকূলতা মোকাবেলায় উপযোগী টেকসই শস্য উদ্ভাবনে গবেষণা শক্তিশালীকরণের জন্য বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও এখন প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে বহুমুখী শস্য উৎপাদন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে গোপালগঞ্জে এর 'বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ, পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন' এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর 'পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সারা বছরব্যাপি ফল উৎপাদন'।

প্রয়োজনীয় ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন	২৪৬.৭	৭৪.২	১৭২.৪	১২৯.৩
I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন	১৬২.৯	২১.৬	১৪১.৩	১০৬.০
I.১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	২১২.৫	৮৮.২	১২৪.৩	৯৩.২
সর্বমোট	**৬২২.১**	**১৮৪.০**	**৪৩৮.১**	**৩২৮.৬**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়

বাস্তবায়নকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম (এনএআরএস) প্রতিষ্ঠানসমূসহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিআইএনএ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সিজিআইএআর (কনসাল্টেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারের কেন্দ্রসমূহ-আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, আন্তর্জাতিক ভুট্টা এবং গম উন্নয়ন কেন্দ্র, ওয়ার্ল্ড-ফিশ, হার্ভেস্ট প্লাস), এইচকেআই, ব্যক্তিখাত, এনজিও।

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার

ইউএস-এআইডি, ডিএফআইডি, ইকেএন, কৃষি, গ্রাম উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা (এআরডিএফএস) সহ স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ ও উপ-গ্রুপসমূহ, বিশ্বব্যাংক, আইডিবি, এফএও।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- নারীরা যাতে সম্প্রসারণ বেষ্টনীর বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয় আবশ্যক
- উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবিক ও ভৌত উভয় সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে
- উত্তম চর্চা খুঁজে বের করার জন্য প্রান্তিক পর্যায়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে।

কর্মসূচি I.২ : পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : কৃষকরা অধিকতর সাশ্রয়ী মূল্যে ও সময়মত কৃষি উপকরণ পাচ্ছে এবং টেকসই ও কার্যকরভাবে পানি ও জমিসহ শস্য-কৃষি উপকরণের ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি

সক্ষমতা উন্নয়ন

- বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও বীজ প্রক্রিয়াকরণ খামার সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, নারস (এনএআরএস), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকদের জন্য সংরক্ষণ সুবিধা উন্নয়ন
- সরকারি পরীক্ষাগারসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং উপকরণ পরীক্ষার মান বৃদ্ধি
- নিরাপদ কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনার জন্য কীট-পতঙ্গের জৈব-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা

কৃষকদের সাথে কার্যক্রম

- মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে কৃষকদের নিজস্ব সক্ষমতা
- বীজ ও সারের সুষম ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি
- নারীদের কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সার ও বীজ বিতরণে কৃষাণী সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করা।

উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সর্বাধিক ফলাফল নিশ্চিত করা এবং একইসাথে সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মনিষ্ঠ কৃষি (প্রিসিশন এগ্রিকালচার-পিএ)'র অভিযোজন।

- সুপার গুটি ইউরিয়া (ইউএসজি) ব্যবহার
- বারিড পাইপ (ভূগর্ভস্থ পাইপ) পদ্ধতি, ড্রিপ ও স্প্রিংক্লার পদ্ধতিতে সেচ
- জৈবনিয়ন্ত্রণসহ সমন্বিত কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা

অংশীদারিত্ব প্রবর্ধন করা

- বীজ বিতরণে এনজিও ও ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ (বিশেষত নারীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য)।

I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি

উন্নত চর্চা প্রবর্ধন করা

- মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দক্ষতার সাথে ও সুষম উপায়ে সারের ব্যবহার
- অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ সার
- পরিবেশবান্ধব উর্বরতা ব্যবস্থাপনা অনুশীলন যেমন, টেকসই মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনার জন্য কেঁচো সার ব্যবহার এবং জৈবসার এবং খনিজ সার ব্যবহার যা পানির মানকে প্রভাবিত করে না
- মাটির গুণাগুণ রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট সবজির চাষ এবং জাতীয় শস্য আবর্তন ব্যবস্থার সাথে শিমজাতীয় ফসল চাষ প্রবর্তন

সক্ষমতা ও জ্ঞান সমৃদ্ধকরণ

- স্থানীয় পর্যায়ে মৃত্তিকা পরীক্ষার যন্ত্র সরবরাহ করা
- মৃত্তিকা পরীক্ষাগার উন্নয়ন
- সবিস্তার মৃত্তিকা জরিপের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে জমি ও মৃত্তিকা সম্পদের পরিকল্পনা

যথাযথ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা

- টেকসই জমি ব্যবহারের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক জমি বিভাজন/ ল্যান্ড জোনিং করা
- নদীর পাড় ভাঙন প্রতিরোধে নদী খনন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা
- নারীসহ সর্বাপেক্ষা অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জমিতে অধিকার নিশ্চিত করা

I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

জ্ঞান ও সক্ষমতা উন্নয়ন

- জনসম্পদের প্রশিক্ষণ ও যথাযথ অবকাঠামোর মাধ্যমে গবেষণার সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- আর্সেনিকের প্রভাব প্রশমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- পানি সাশ্রয়ের কৌশল উদ্ভাবন
- জাতীয় পানিসম্পদ তথ্য-ভাণ্ডার (এনডব্লিউআরডি) উন্নয়ন ও হালনাগাদ করা।

যৌক্তিক উপায়ে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

- সেচ অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ কাজকে উৎসাহিত করা
- পানি সংরক্ষণাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ
- প্রাকৃতিক খাল ও অন্যান্য জলাধার খনন ও পুনঃখনন করা

নতুন অনুশীলন অভিযোজন ও প্রবর্ধন করা

- আর্সেনিক প্রশমনের প্রযুক্তি
- সেচকাজে পানি কম ব্যবহারের কৌশল হিসেবে বিকল্প ভিজানো ও শুকানো (এডব্লিউডি) প্রযুক্তি ব্যবহার
- ব্যয়সাশ্রয়ী পানি বিতরণ পদ্ধতি ব্যবহার
- সেচকাজে ব্যবহৃত জলাধারে মাছের চাষ।

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

- দক্ষিণাঞ্চল এবং বন্যাপ্রবণ, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল ও চরাঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবস্থাপনা
- রেইনফেড টি-আমন ও আউশ ধান চাষের মাধ্যমে সেচ নির্ভর বোরো আবাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো
- দক্ষিণাঞ্চলে কার্যকর পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে সময়মত বোরো আবাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা
- ক্ষুদ্র আকারের পানিসম্পদ অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা

গবেষণা

- লবণাক্ততা সমস্যার প্রতিকারের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় জনসম্পদ ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- জৈববৈচিত্র্য পরিবর্তন পর্যালোচনা করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততার প্রেক্ষাপটে তার সমাধান চিহ্নিত করা
- লবণাক্ততা-সহনীয় ধানের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারন

অনুশীলন অভিযোজন

- লবণাক্ততা-সহনীয় ফলজ বৃক্ষ রোপণ প্রবর্ধন করা
- ধান ও মাছ চাষকে গুরুত্ব প্রদান করে অঞ্চলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সমন্বিত খামার ব্যবস্থা
- লবণাক্ত পানি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন উন্নয়ন
- পোল্ডার সংস্কার ও এর ব্যবস্থাপনা

ফলাফল সূচক

- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: উন্নত ধান, গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদনে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: কৃষি চাহিদার শতকরা (%) হিসেবে উন্নত বীজ সরবরাহ ও বিতরণ (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ)
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশ্লেষণকৃত মৃত্তিকার নমুনার সংখ্যা
- ভূপৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহারে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতা ও নিমজ্জন হ্রাস পাওয়ার ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি
- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাজেটের শতকরা (%) হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে শতকরা (%) হিসেবে ইউরিয়ার সরবরাহ

- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে শতকরা (%) হিসেবে এমওপি সরবরাহ
- কর্ম পরিকল্পনা-সিআইপি-১: প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে শতকরা (%) হিসেবে পটাশ এর সরবরাহ
- কর্ম পরিকল্পনা-সিআইপি-১: বিলিয়ন টাকার হিসেবে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ
- মান নির্ধারণ বিশ্লেষণে মাছের খাদ্যের নমুনার সংখ্যা
- লবণাক্ততায় আক্রান্ত এলাকার পরিমাণ
- জৈব কৃষির আওতাধীন এলাকার পরিমাণ
- এসডিজি সূচক ৫.ক.১. (ক) মালিকানাসহ বা কৃষি জমির ওপর অধিকার সম্বলিত জনগোষ্ঠীর অনুপাত (লিঙ্গভিত্তিক); এবং (খ) মালিক বা কৃষি জমির ওপর অধিকার সম্বলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানা বা অধিকারের ধরন অনুযায়ী নারীদের অনুপাত
- এসডিজি সূচক ৬.৪.১. সময়ের ধারায় পানি ব্যবহারে দক্ষতার পরিবর্তন
- এসডিজি সূচক ৬.৪.২. পানির ওপর চাপের মাত্রা : প্রাপ্ত স্বাদু পানি সম্পদের অংশ হিসেবে উত্তোলিত স্বাদু পানির অনুপাত।

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি (বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি -কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭)
- জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩
- বালাইনাশক আইন ২০১৮
- বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার অগ্রাধিকার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ২০১১
- জাতীয় জমি ব্যবহার নীতি ২০০১
- জাতীয় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০২
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য কৃষি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ২০১৩
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯
- জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (এনএপিএ) ২০০৫
- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩
- জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯
- জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৪
- (খসড়া) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫
- বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা (বিডিপি) ২১০০
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক ব্যয় সম্বলিত একটি আধুনিক, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাহেতু এই কর্মসূচির সম্ভাব্য বাজেট স্ফীত হয়েছে, এই বাজেটের এক-চতুর্থাংশ আসবে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পই সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত।

প্রয়োজনীয় ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি	১২৭৯.৬	২১৪.০	১০৬৫.৬	৭৯৯.২
I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি	৩৯.৮	৩৯.৮	০.০	০.০
I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১০১৭.২	৮৩১.৯	১৮৫.৩	১২৯.৪
I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা	৬৪.৫	৬৪.৫	০.০	০.০
সর্বমোট	**২৪০১.১**	**১১৫০.২**	**১২৫০.৮**	**৯২৮.৫**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়

বাস্তবায়নকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ সিস্টেম প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), জাতীয় পানিসম্পদ কাউন্সিল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ, এনজিওসমূহ, কনসাল্টেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারের কেন্দ্রসমূহ (উদারহণস্বরূপ : আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, আন্তর্জাতিক ভুট্টা এবং গম উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ওয়ার্ল্ড-ফিশ, হার্ভেস্ট প্লাস), ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠনসমূহ।

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার

আইডিএ, এডিবি, ইফাদ, আইডিবি, জাইকা, এইউএস-এইড, ড্যানিডা, ইউএস-এইড, ইইউ, কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইকেএন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নসহ স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ ও উপ-গ্রুপসমূহ, পানি বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ।

আনুষঙ্গিক বিবেচনাসমূহ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তবে বিশেষভাবে কৃষি, শিল্প ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষক সংগঠন ও ব্যক্তিখাতের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- একটি সমর্থনসূচক সহযোগী নীতিগত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে পিপিপি বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং ব্যক্তি-খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব
- ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কৃষি বিষয়ক কর্মসূচির বাস্তবায়নকে আরও প্রতিকূল করে তোলে তা বিবেচনায় রাখা
- কৃষি উপকরণের মান ও কার্যকরীতা হ্রাস এবং ভেজাল একটি চলমান সমস্যা।

কর্মসূচি I.৩ : প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : মৎস্য, জলজ প্রাণী ও প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই পদ্ধতিতে উৎপাদনশীলতা ও মুনাফার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ উৎস থেকে খাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

I.৩.১.১. মৎস্য ও জলজপ্রাণী

গবেষণা প্রসারিত করা/ সক্ষমতা উন্নয়ন

- মৎস্য ও জলজ প্রাণী চাষের জন্য জলবায়ু স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- মৎস্য সম্প্রসারণ পরিসেবা বিকাশের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিকশিত করার জন্য বিএফআরআই ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন

পর্যালোচনা এবং বিধিমালা ও অনুশীলন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

- সুনির্দিষ্ট এলাকায় কিছু মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে মৎস্য শিকারের নির্দিষ্ট উপকরণ ও জাতের মাছ শিকার নিষিদ্ধ করা
- জলাধারের উপর জেলেদের বিশেষ করে সবচাইতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা

ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রবর্ধন করা এবং কৃষকদের জন্য সম্প্রসারণ পরিসেবার উন্নয়ন

- স্থানীয় গোষ্ঠী/ কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে পানিসম্পদের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা
- ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য জলবায়ু সহনীয় প্রযুক্তির প্রবর্ধন
- কিভাবে স্বল্প ব্যয়ে প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মাছের খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব সে বিষয়ে কৃষকদের প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান

I.৩.১.২. প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি

গবেষণা প্রসারিত করা/ সক্ষমতা উন্নয়ন

- একটি দুগ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা

আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনুশীলন প্রবর্ধন করা

- উত্তম পশুপাখি অনুশীলনকে জনপ্রিয় করে তোলা
- পশুপাখির জাত শনাক্ত করা ও তা রেকর্ডভুক্তির ব্যবস্থা করা
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও নতুন অনুশীলন প্রদর্শন করা
- সকলের দোরগোড়ায় তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সম্প্রসারণ পরিসেবা প্রদান
- যান্ত্রিক ও জলবায়ু সহনীয় ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন চর্চা
- শস্য ও মাছের সাথে সমন্বিতভাবে ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনার প্রবর্ধন
- কারিগরি সক্ষমতা শক্তিশালীকরণে প্রশিক্ষণ ও হাঁস-মুরগি চাষের উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করার জন্য আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (উঠানে হাঁস-মুরগির চাষ, বিশেষ করে দেশি জাতের চাষ)
- প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে কৃষকদের উৎসাহিত করা
- মাংস ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল ও ব্রয়লারকে গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রযুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক লেয়ার ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

নতুন নীতিমালা প্রবর্তনসহ বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ

- রোগ নিয়ন্ত্রণ, কসাইখানা ও পশুপাখির খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ
- একটি দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন
- দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড গঠন

I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন

I.৩.২.১. মৎস্য ও জলজ প্রাণী চাষ

নতুন অনুশীলন প্রবর্তন ও প্রসারিত করা

- ক্ষুদ্র দেশি জাতের পলি-কালচার প্রসারিত করা
- ধান ক্ষেতের সাথে পুকুর সংযুক্ত করা
- মাছ চাষের কাজে মৌসুমি জলাধার ব্যবহার করা
- সরকারি হ্যাচারিসহ নির্বাচিত ব্যক্তি ও এনজিও সমূহের হ্যাচারিগুলোতে বিশুদ্ধ পোনা সরবরাহ করা যাতে সেগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপন্ন প্রজাতির উন্নত মানসম্পন্ন মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়

সক্ষমতা উন্নয়ন/ গবেষণা সম্প্রসারণ

- মৎস্য অধিদপ্তরের মাছের রেণু পরিবর্ধন খামারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যথাযথ প্রজননের মাধ্যমে আদি প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য বিএফআরআই-এর গবেষণা কেন্দ্র এবং অন্যান্য সরকারি স্থাপনার সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- যে সকল প্রতিষ্ঠান মাছের বিভিন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণে ভূমিকা রাখে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও মানবসম্পদ উন্নয়ন
- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন

I.৩.২.১. প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি

গবেষণা প্রবর্ধন/ সক্ষমতা উন্নয়ন

- বিদ্যমান প্রজাতির জেনেটিক উন্নতির জন্য গবেষণার সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- পর্যাপ্ত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্থানীয় জার্ম-প্লাজম সংরক্ষণ নিশ্চিত করা
- প্রজনন উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ
- নির্ভুল কৃত্রিম প্রজনন সেবার মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভাবনের সাহায্যে জিন পুল উন্নয়ন

I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালী করা

সক্ষমতা উন্নয়ন

- যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মানব সম্পদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ সক্ষমতা উন্নয়ন
- প্রযুক্তি, উপকরণ, অর্থায়ন, বাজারের সাথে সংযোগ সুবিধাসহ উন্নত জলজ প্রাণী চাষ চর্চার মাধ্যমে চিংড়ির যৌথ উৎপাদন প্রবর্ধন করা
- ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্যাথোজেন মুক্ত চিংড়ি প্রবর্তন
- টেকসই উপায়ে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্লু-ইকোনোমি ইনিশিয়েটিভ এর সম্ভাবনা বিকশিত করা

নতুন অনুশীলনের প্রসার

- কৃষকদের প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ প্রবর্তন
- অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অজ্ঞাত মাছ ধরার হাত থেকে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ রক্ষা করা
- অরক্ষিত মৎস্যজীবীদের জন্য সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের ওপর অধিকার নিশ্চিত করা
- লবণাক্ততায় আক্রান্ত এলাকায় লবণাক্ত জলের মাছ ও শেল মাছের চাষ প্রবর্ধন করা
- অঞ্চলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট জলজ প্রাণী চাষ প্রসারিত করা

I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন

মৎস্য ও প্রাণি স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ

- উন্নত পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় ও ঔষধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভেটেরিনারি ও কৃত্রিম প্রজনন পরিসেবা উন্নত করা
- প্রজননের কৌশলগত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন
- নজরদারি ও পরিবীক্ষণসহ পশুপাখির রোগ নির্ণয়কারী পরীক্ষাগারের সুবিধা বৃদ্ধি করা

- মৎস্য ও প্রাণি রোগ নির্ণয় ও খাদ্য বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন
- গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সের মতো উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে গবেষণার অভীষ্ট স্থির করা

অংশীদারিত্ব প্রবর্ধন

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উপকরণের (মানসম্মত প্রাণিখাদ্য, একদিনের মুরগির বাচ্চা, বাচ্চা ও ঔষধ/ টিকা) লভ্যতা ও মান বজায় রাখা
- কমিউনিটিভিত্তিক প্রাণি খাদ্য চাষ, বিশেষত সড়ক ও মহাসড়কের পাশে, নদী ও বাঁধের ধারে, খাস জমিতে এবং অন্যান্য ফসলের সাথে প্রাণি খাদ্য চাষ
- আয় ও পুষ্টির উৎস হিসেবে সমবায়ের ভিত্তিতে প্রাণিজ উৎসের খাদ্য (যেমন, দুগ্ধ) উৎপাদন প্রবর্ধন করা।

মান নিশ্চিত করা

- প্রাণি খাদ্য, ঔষধ, শুক্রাণু ও টিকার মান বৃদ্ধি করা
- একদিনের মুরগির বাচ্চা (ডিওসি), টিকা, শুক্রাণু ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা
- প্রমিত পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি
- অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় এবং একক স্বাস্থ্যসেবার এপ্রোচ চালু করা
- একক প্রাণিজাত চিহ্নিতকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
- ডিমপাড়া হাঁস-মুরগির পিতা, মাতা ও প্রপিতা-মাতার জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নততর নতুন জাত উদ্ভাবন

নতুন নীতিমালা প্রবর্তনসহ বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন করা

- রোগ নিয়ন্ত্রণ, কসাইখানা এবং প্রাণি খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ
- হ্যাচারি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: (ক) উপকূলীয় (খ) সামুদ্রিক অঞ্চলের শতকরা (%) এলাকা সুরক্ষিত
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: জলাভূমি ও প্রাকৃতিক অভয়ারণ্যের শতকরা (%) এলাকা সংরক্ষিত
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক বৃদ্ধির শতকরা (%)হার
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: মোট রপ্তানির শতকরা (%) হিসেবে মাছ রপ্তানির শতকরা (%) হার, এরমধ্যে চিংড়ির রপ্তানি শতকরা (%) হার
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: কৃষিজ জিডিপি'র অংশ (বন-ব্যতীত) হিসেবে মৎস্য জিডিপি-এর শতকরা (%), হার (২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি বছর হিসাব করে)
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: ডিম (মিলিয়ন), দুধ (মে. টন), মাংস (মে. টন)-এর বার্ষিক উৎপাদন
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: কৃষিজ জিডিপি'র অংশ (বন-ব্যতীত) হিসেবে প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপি-এর শতকরা হার, ২০০৫-০৬ বছরকে ভিত্তি হিসেবে।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধির হার
- উৎপাদিত টিকার সংখ্যা
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : কৃত্রিম প্রজননে বার্ষিক পরিবর্তন
- মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত কৃষকের সংখ্যা
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট (সংশোধিত)
- বাণিজ্যিকভাবে নিবন্ধিত সংখ্যা

√ হাঁস-মুরগি
√ প্রাণিসম্পদ
√ মাছের খামার
√ পুকুরের সংখ্যা

- এসডিজি-১৪.২.১ প্রতিবেশভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত জাতীয় নিবিড় অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুপাত সম্পর্কিত সূচক

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯
- (খসড়া) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫
- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩
- সরকারি জলমহাল নীতি ২০০৯

- জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্য খাত রোড ম্যপ ২০০৬
- বাংলাদেশের জাতীয় জলজ প্রাণী উন্নয়ন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২০
- (খসড়া) জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতি ২০১৬
- জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬
- মাৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০
- মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১
- মৎস্য খাদ্য ও প্রাণিখাদ্য আইন ২০১০
- মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১
- জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০১৪
- বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা (বিডিপি) ২১০০
- জাতীয় হাঁস-মরগি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৭
- (খসড়া) জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১২
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং এর কর্মপরিকল্পনা
- (খসড়া) সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্প হচ্ছে- মৎস্য অধিদপ্তরের 'মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানিশোধন' এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের 'প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্থাপন', উভয় প্রকল্পই পুষ্টি-সংবেদী শ্রেণিভুক্ত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'বাংলাদেশে টেকসইভাবে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন' প্রকল্পটি এই কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রকল্প, যা এই কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তাপ্রাপ্ত 'প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএমপিপি)' এর পাশাপাশি বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তায় গ্রহন করা হয়েছে[৪০]।

প্রয়োজনীয় ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২৪৫.৪	১৫২.৪	৯৩.০	৬৯.৮
I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন	১২৭.৭	৯০.৫	৩৭.২	২৭.৯
I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালী করা	২৪৫.৩	২১.১	২২৪.২	১৬৮.১
I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৭৩.৭	৩৪.৭	১৩৯.০	১০৪.৩
সর্বমোট	**৭৯২.১**	**২৯৮.৬**	**৪৯৩.৪**	**৩৭০.১**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহ

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফআরআই, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কনসাল্টেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারের কেন্দ্রসমূহ (যেমন, ওয়ার্ল্ড ফিশ, হার্ভেস্ট প্লাস), ব্যক্তিখাত, এনজিও, সুশীল সমাজ সংগঠন।

সংযুক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান

ইউএস-এইড, এডিবি, ড্যানিডা, ইকেএন এবং বিশ্বব্যাংক।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক।
- নীতিমালা প্রণয়নের কার্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পিপিপি প্রবর্ধন ও ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য জমি ও জলাধারের ওপর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

[৪০] অধ্যায় ১১ তে আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, কিছু প্রকল্প কয়েকটি সিআইপি২ কর্মসূচির আওতায় পড়বে। এরূপক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মসূচিতে তাদের বাজেটের শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ফলাফল II : দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন

কর্মসূচি II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : পুষ্টিকর খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল উন্নত হয়েছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রবর্ধন

- খাদ্য-শৃঙ্খল সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভের জন্য এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এগুলোর সম্ভাবনা ও অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা
- রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য, স্থানীয় পরিস্থিতি ও রপ্তানির বিষয় বিবেচনায় রেখে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ কৌশল উদ্ভাবন করা।

সক্ষমতা সৃষ্টি ও উত্তম চর্চার বিস্তার

- পণ্যের প্রসার ও লেবেলিংসহ বিপণন দক্ষতার উন্নয়ন
- গ্রহণযোগ্য ঋণ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা যাতে করে (বিশেষ করে দিন-আনি-দিন-খাই প্রবণতার পরিবারের আধিক্য সম্পন্ন এলাকাগুলোতে) অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প বিকাশ
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে যুবক ও নারীদের গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান
- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ চালু করা
- লাভজনক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা- এ ছাড়াও উৎপাদক পর্যায়ে রপ্তানির সুযোগ সম্পর্কেও তথ্য সরবরাহ করা (কর্মসূচি I.৩); উদাহরণস্বরূপ, মানসম্মত মাংস উৎপাদনের জন্য ভালো মানের গরু প্রতিপালন করা
- কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন, তাদের পণ্য ব্রান্ডিং/ প্রসারের গুরুত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে খাদ্য উৎপাদকদের বিপণন দক্ষতা সৃষ্টি
- বিশেষত নারীদের জন্য শ্রমসাশ্রয়ী প্রযুক্তি/ অনুশীলন প্রবর্ধন যেমন, বিনা-চাষের কৃষি পদ্ধতি ইত্যাদির প্রসার ঘটানো

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের উন্নয়নে ব্যক্তিখাত ও এনজিও'র সাথে কার্যক্রম পরিচালনা

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের চাহিদা নিরূপণের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিখাত ও এনজিও'র সহযোগিতা গ্রহণ
- মাতৃত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিশুদের জন্য দিবাকালীন পরিচর্যা বিধানের মাধ্যমে নারীদের কাজের সুযোগ অবারিত রাখা

II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা

যথাযথ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান বিস্তার ও উত্তম চর্চা/ অনুশীলন প্রবর্ধন করা

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের যে সকল অনুশীলন খাদ্যের গুণগণ মান বৃদ্ধি করে তৎসম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তার (যেমন, খাদ্যশস্য বা ডালের জার্মিনেশন ও মল্টিং, যার ফলে এগুলোর ভিটামিন, মিনেরাল ও প্রোটিন এবং বায়ো-লভ্যতা) বৃদ্ধি পায় বা অধিক সময় তাপে রাখলে ভিটামিন উপাদান কমে যায়
- মজুতকৃত ও সংরক্ষিত খাদ্যের জীবনকাল বৃদ্ধি করে সারা বছর পুষ্টি ও আয়ের নিশ্চয়তা সৃষ্টিকারী অনুশীলন, খামারের বাইরের কার্যক্রম ও কৃষি-বাণিজ্য (যেমন, হিমায়িতকরণ, জারণ, কৌটাজাত এবং পাস্তুরিত করণ ইত্যাদি কার্যক্রম) প্রসারিত করা

সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম পরিচালনার অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

- বিশেষভাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনে সক্ষম আধুনিক সংরক্ষণাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

- খানা পর্যায়ে যথাযথ ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বিস্তার
- ব্যক্তিখাতের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য হিমায়িত করার অবকাঠামো উন্নয়ন
- মাছ, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন/ সম্প্রসারণ
- উপযুক্ত সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি (যেমন, ক্ষুদ্র পুকুর বা ধান ছাঁটাই মেশিন, যা মূলত নারীদের বোঝা লাঘব করতে সক্ষম) প্রবর্তন

মানসম্মত মূল্য সংযোজন প্রবর্ধন করা

- খামারে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিরূপিত মান প্রত্যয়ন ও উন্নয়ন করার মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান
- প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের খাদ্য গঠন হ্রাস বা উপকরণ ব্যবহার, যেমন লবণ, চিনি ও মিশ্রণের দ্রব্য হ্রাস বা ব্যবহার বন্ধ করার বিষয় সমন্বয়ের জন্য খাদ্য কারখানার সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন

II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান

উৎপাদক ও বিপণন গ্রুপ এবং সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান

- দলীয় বিপণনের জন্য সমবায়কে সহযোগিতা করা এবং নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব প্রদান করে কৃষকদের সরবরাহ শৃঙ্খল সৃষ্টিতে সহযোগিণা প্রদান
- সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনকে সহযোগিণা প্রদান
- যে সকল প্রকল্প মাছ ক্রয় কেন্দ্র ও মাছ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন করতে সক্ষম হবে সে সকল প্রকল্পে অর্থায়ন করে সামুদ্রিক মাছের মূল্য-শৃঙ্খলের উন্নয়ন

খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খলকে অধিকতর কার্যকর করতে উৎপাদক/ বিপণন গ্রুপকে সহযোগিতা প্রদান

- খুচরা বিক্রেতাসহ খাদ্য উৎপাদক ও বাজারের মধ্যে উন্নত সংযোগ স্থাপন যাতে সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক উৎপাদকরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে পারে
- উৎপাদক গ্রুপকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযুক্ত করা
- উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কমিয়ে খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল ছোট করা

ফলাফল সূচক

- খাদ্য প্রস্তুতকারী বড় আকারের স্থাপনার সংখ্যা
- খাদ্য উৎপাদনকারী মধ্য, ছোট ও ক্ষুদ্র আকারের স্থাপনার সংখ্যা
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : নির্বাচিত পণ্যের খামার মূল্য ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য
- খাদ্য ও পানীয় রপ্তানির পরিমাণ
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় (বিসিক) কর্তৃক খাদ্য ব্যবসা বা বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা।

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- জাতীয় হাঁস-মুরগি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮
- জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্য খাতের রোড ম্যাপ ২০০৬
- জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতি (খসড়া) ২০১৬
- (খসড়া) জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতি ২০১২
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি ২০০৭
- (খসড়া) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫
- জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০১৪
- বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা (বিডিপি) ২১০০
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১
- বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০০৬
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্ম-পরিকল্পনা

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগ

এই কর্মসূচিতে বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই সামান্য, যেগুলোর সবই পুষ্টি-সংবেদীর পরিবর্তে পুষ্টি সহায়ক হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ দুইটি চলমান প্রকল্প হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি' এবং মিল্ক ভিটা'র 'বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে সুপার ইনস্ট্যান্ট মিল্ক পাউডার প্রস্তুত কারখানা স্থাপন'। সম্ভাব্যতার বিচারে অর্থায়নের প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মৎস্য অধিদপ্তরের 'মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মূল্য-শৃঙ্খল উন্নয়ন'।

প্রয়োজনীয় ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪৮.২	৭.৬	৪০.৬	২০.৩
II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা	২৮৬.৬	১৩.৭	২৭৩.০	১৩৬.৫
II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান	১০২.৩	৩২.১	৭০২	৩৫.১
সর্বমোট	**৪৩৭.১**	**৫৩.৩**	**৩৮৩.৮**	**১৯১.৯**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন (বিসিএসএ), বাপা, ব্র্যাক, এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠনসহ অন্যান্য ব্যক্তিখাত

সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

ইফাদ, আইডিবি, বিশ্বব্যাংক, ড্যানিডা, ডিএফআইডি, জিটিজেড, ইকেএন ও কেএফডব্লিউ

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- সমন্বয়সাধন বিশেষ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং ব্যক্তিখাতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- ব্যক্তিখাত বিশেষ করে বড় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত খাদ্যের মানকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্থাপনাসমূহ একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও উৎপাদকদের জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে অর্থায়নের সুযোগ ও অভিগম্যতা বাড়াতে হবে।

কর্মসূচি II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : খাদ্য উৎপাদক ও প্রক্রিয়াকারীরা অধিকতর দক্ষতার সাথে বাজার ব্যবহার করতে পারছে

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ

- বিদ্যমান সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানীয় উন্নত বাজারের সাথে সংযুক্ত করতে ও উৎপাদিত পণ্য তাজা অবস্থায় দ্রুত বাজারে পৌঁছানোর জন্য (এবং পচন রোধসহ করার জন্য) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ
- মাছ উঠানো-নামানোর স্থানসহ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একইসাথে সংগ্রহোত্তর সেবা কেন্দ্র নির্মাণ
- আধুনিক কসাইখানা স্থাপন এবং জ্যান্ত হাঁস-মুরগি বাজারজাত করার সুবিধা নির্মাণ করা
- পোতাশ্রয়ভিত্তিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ অবকাঠামো স্থাপন
- হিমাগারসহ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের অন্যান্য স্থাপনায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করা

II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

- স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিগত কাঠামো প্রণয়ন করা যা ব্যক্তিখাতের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও সরকারি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যস্থিত বাণিজ্য ঘাটতি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে
- খাদ্য ব্যবসায়ে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বা নিয়ন্ত্রণধর্মী জটিলতা হ্রাসে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পিপিপি উৎসাহিত করা
- বিদ্যমান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) আদলে কৃষি অর্থনৈতিক অঞ্চল (এপিজেড) গঠনের মাধ্যমে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ বাণিজ্যকে রপ্তানিমুখী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ
- ব্যক্তিখাত যাতে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখে এবং উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সেজন্য যথাযথ সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত পরিসেবা সরবরাহ

II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রবর্ধন

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ (যেমন, স্বল্প শিক্ষিত মানুষ যাতে বাজার অভিগম্যতার সুযোগ বৃদ্ধিমূলক) ব্যবস্থা উন্নয়ন
- স্বল্প ও সাশ্রয়ী মূল্যে অন-লাইন লেনদেন প্রবর্তন ও সেগুলোকে জনপ্রিয় করা
- বাংলাদেশে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলন বিষয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রশিক্ষণ প্রদান ও সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিশেষ করে সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগের অনুশীলন প্রবর্ধন করা

- বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বৈ-বাণিজ্য (ই-কমার্স) কে জনপ্রিয় করা

অবকাঠামো উন্নয়ন

- ব্যক্তিখাত ও এনজিও'র সহযোগিতায় গ্রামীণ ও প্রান্তিক নগরাঞ্চলে ডিজিটাল কেন্দ্র সম্প্রসারিত করা
- কৃষি, বাজার, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সরকারি সেবা সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনের জন্য এমএসএস/ ক্ষুদে বার্তা, আঞ্চলিক বেতার/ কমিউনিটি রেডিও এবং দূরদর্শন/ টেলিভিশন সুবিধা সম্প্রসারিত করা

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংযোগ সড়ক (এসডিজি-৯.১.১) যা কার্যকর ভাবে সব মৌসুমে চলাচল উপযোগী সেগুলোর দুই কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসরত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনুপাত
- এলজিইডি ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ বাজার, নারীদের জন্য বিপণী কেন্দ্র, এবং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এর সংখ্যা

- সহজলভ্য হিমাগারের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসেবে)
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মোট ডিজিটাল সেন্টারের দেশব্যাপি সংখ্যা
- পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ এবং পিপিপি চুক্তির (২০১৫) মাধ্যমে বাস্তবায়িত খাদ্য বাজার ও অবকাঠামোর সংখ্যা

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি ২০০৭
- জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা

চলমান ও সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

এই কর্মসূচির আওতায় চলমান ও সম্ভাব্য উভয় প্রকল্পের অধিকাংশই সড়ক ও সেতু নির্মাণ সম্পর্কিত। এগুলোকে পুষ্টি সহায়ক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও এগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাজারের অভিগম্যতা সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত শ্রেণি বিভাজনের কারণে এই প্রকল্পসমূহের মোট বাজেটের অর্ধেক পরিমাণ পুষ্টিভিত্তিক সিআইপি-২ এর বাজেটে বিবেচনা করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ উদ্যোগ এবং সেকারণে এগুলো সামগ্রিক সিআইপি-২ বাজেটকে প্রভাবিত করেছে।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ	২৬৪০.১	১৮৬৭.২	৭৭২.৯	৩৮৬.৫
II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৮৫০	০.০	৮৫.০	৪২.৫
II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১০.০	৪.৮	৫.১	২.৬
সর্বমোট	**২৭৩৫.১**	**১৮৭২.০**	**৮৬৩.১**	**৪৩১.৫**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

এলজিইডি, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনসহ (বিসিএসএ) ব্যক্তিখাত, এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠন।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

ইফাদ, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, ইকেএন, ড্যানিডা, আইডিবি, ডিএফআইডি, জাইকা, জিটিজেড, কেএফডব্লিউ

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- বাজারে বিদ্যমান বাণিজ্য সিন্ডিকেটসমূহ বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করতে পারে
- শিক্ষার স্বল্পতা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করতে পারে।

ফলাফল III : উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার

কর্মসূচি III. ১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির উন্নয়ন

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন

শিক্ষিত ও সংবেদনশীল করা

- কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী ও শিক্ষকবৃন্দ যাতে নারী ও শিশুদের প্রতি (এইচপিএনএসপি'র এনএনএস-এর মাধ্যমে) তাদের বক্তব্যে পুষ্টি বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করেন সে জন্য তাদের শিক্ষিত করা
- সাধারণ সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বিশেষভাবে সকল অঞ্চলের নারীদের ও বিভিন্ন ধরনের শ্রোতাদের (আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে) তাদের খাদ্য তালিকায় পুষ্টি ও সুষম খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- গর্ভধারণের পর থেকে শিশুজন্মের ১০০০ দিনের পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে নারীদের সংবেদনশীল করে তোলা
- খাদ্য ভোগের তালিকা ও খাদ্য গ্রহণ তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ ও প্রচার করা এবং খাদ্য পরিকল্পনায় এগুলো ব্যবহার করা
- পাঠ্যসূচিতে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সবজি বাগান ও রান্নার প্রদর্শনী অন্তর্ভূক্ত করা

অনুশীলনের প্রবর্ধন

- অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের খাদ্যসহ সকল প্রকার খদ্যের খাদ্যগুণ নষ্ট না করে রান্না করার যথাযথ পদ্ধতি প্রদর্শন ও প্রসার ঘটানো
- দেশব্যাপি নবজাতক ও শিশুদের খাওয়ানোর উত্তম অনুশীলন প্রবর্ধন
- ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান এবং ছয় মাস বয়স থেকে পরিপূরক খাদ্য প্রদানকে উৎসাহিত করা
- বহুমুখী খাদ্য যার মধ্যে বিশেষতঃ প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্যে সঠিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে
- প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্যসহ বহুমুখী খাদ্যে গুরুত্ব প্রদান করে ছয় মাস বয়স থেকে যথাযথভাবে পরিপূরক খাদ্য প্রদানের প্রবর্ধন
- উত্তম খাবার গ্রহণে গুরুত্বরোপ করা সহ খাদ্য পরীক্ষার যন্ত্র ব্যবহার করে গর্ভবতী নারীদের খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি
- নিয়মিত অণুপুষ্টি সম্বলিত ও প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য গ্রহণকে উৎসাহিত করা
- যথাযথভাবে সুসংরক্ষিত (সমৃদ্ধ) খাদ্য গ্রহণ প্রবর্ধন করা
- পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে জনগণকে সংবেদনশীল করার জন্য আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কার্যক্রমসহ মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা
- উল্লিখিত খাদ্য তালিকা ও প্রস্তুত প্রণালী প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার।

III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ

গবেষণা ত্বরান্বিত করা

- খাদ্য তালিকা সম্পর্কিত নির্দেশিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা
- সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, দেশের মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তর, বহির্বাজারের প্রভাব, ইত্যাদি কারণে ভোগের ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের কারণ খাদ্য (ভৌগোলিক, স্থানীয়/ নগরাঞ্চল, সংখ্যালঘু, অন্তঃখানা, নারী-পুরুষ, আর্থ-সামাজিক, ইত্যাদি) নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা জলবায়ুর ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর ফলে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করা
- পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিপূরক খাদ্য/ বিকল্প খাদ্য খুঁজে বের করা

শিক্ষিত ও সংবেদনশীল করে তোলা

- মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট পুষ্টিগত সমস্যা মোকাবেলায় পরিবর্তিত বাণিজ্য-নীতিতে যাতে পুষ্টি বিষয় অধিক গুরুত্ব পায় এবং অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণকৃত খাদ্যের (চিনি- মিষ্টি পানীয়) ওপর যাতে অতিরিক্ত করারোপ করা হয় সে বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের সংবেদনশীল করে তোলা
- জাতীয় এনসিডি কৌশলের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ তালিকা সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং বয়স, কর্মক্ষমতার মাত্রা ও পেশা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি চাহিদা সম্পর্কিত এনএনএস বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা
- ব্যাপক পরিসরে ভোক্তা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নকশা প্রণয়ন, আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব এবং অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য, যেমন চিনি-সম্বলিত পানীয়, উচ্চ মাত্রায় চর্বি ও লবণযুক্ত খাদ্য পরিহার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার
- গুরুত্বপূর্ণ স্থানে (হাসপাতাল, ক্লিনিক, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে) ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ভিজুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে খাদ্য তালিকা ও পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল জনপ্রিয় করা।

সুবিধাদি নির্মাণ

- সবার জন্য শরীরচর্চার সুবিধা প্রদান
- পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের ক্লিনিক ও কেন্দ্র স্থাপন
- মোবাইল, ভার্চুয়াল সুবিধাদি ও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে পুষ্টি ও খাদ্য তালিকা বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান

III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ

- খাদ্য ভোগ সারণির ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শস্য ব্যবহার করে উন্নত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন সম্পর্কিত জ্ঞান ও গবেষণা হালনাগাদ করা
- পুষ্টি উপাদান ও ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত পুষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে জানার জন্য খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী বিশ্লেষণ ও গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করা
- পুষ্টি উপাদান ও জৈব-লভ্যতা সংরক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত রান্নার কৌশল প্রমিতকরণ ও অনুশীলন
- গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ পান করানো নারী, নবজাতক, শিশু ও অন্যান্যদেরসহ সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনব্যাপি খর্বতা, কৃশতা ও অণুপুষ্টির ঘাটতি দূর করার জন্য উন্নত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী অভিযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা ও গবেষণা জোরদার করা
- আর্থিক দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে পুষ্টি বিষয়ে সচেতন ও সংবেদী করার জন্য (উপ-কর্মসূচি III.১.১) উল্লিখিত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীগুলো জনপ্রিয় করার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী
- উল্লিখিত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ব্যাপকভাবে ব্যবহার উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করা

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ৬ মাসের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা (%)যারা নিবিড় মাতৃদুগ্ধ পান করেছে।
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : শস্য জাতীয় ও শস্যবহির্ভুত খাদ্য থেকে প্রাপ্ত মোট খাদ্য পুষ্টির অংশ
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেটের %
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : নির্বাচিত অরক্ষিত জেলায় দরিদ্র পরিবারে গৃহসংলগ্ন বাগান ও হাঁস-মুরগির খামার করার পরিমাণ
- ডায়াবেটিকের প্রভাব
- কর্মপরিকল্পনা- সিআইপি-১ : পুষ্টি বিষয়ক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়েছে, তা গণমাধ্যমে প্রচারের সংখ্যা
- খাদ্যতালিকা সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫
- অণুপুষ্টি ঘাটতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশল- ২০১৫-২০২৪
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা
- আইসিএন-২ (৬৬টি সুপারিশ)
- ডব্লিউএইচএ বৈশ্বিক পুষ্টি অভীষ্ট (৬টি বৈশ্বিক পুষ্টি বিষয়ক অভীষ্ট)

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

শুধুমাত্র বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট -এর 'পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত কৃষি এপ্রোচ প্রকল্প' এবং এলজিইডি'র 'বাংলাদেশের নগর স্বাস্থ্য পুষ্টি সহায়তা' এই দুইটি কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প চলমান। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ বিপ্লব ও মাংস উৎপাদন (এলডিডিআরএমপি) প্রকল্প হচ্ছে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ-খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভোক্তাদের সচেতনতা উন্নয়ন, আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদে প্রাণিজ উৎসের খাদ্য নাড়াচাড়া ও প্রস্তুতকরণ, দুগ্ধ ও মাংসের পুষ্টিগুণ, এবং বিদ্যালয়ে খাদ্য পরিবেশন কর্মসূচিতে দুগ্ধ ও ডিম অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। একটি সম্ভাব্য প্রকল্পের আরেকটি উপাদান হচ্ছে খাদ্যতালিকার উন্নয়নে কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা, যাতে করে অরক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা হর্টিকালচার মূল্য শৃঙ্খলের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে পুষ্টি ও পণ্যের মান উন্নয়নে সচেতন হয়। অন্যান্য যে সকল প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলোর সবই এনএনএস-এর অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন	৩৬.৪	৩.৫	৩২.৮	২৬.৫
III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ	৩১.৯	৩১.৯	০.০	০.০
III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ	২০.৯	০.০	২০.৯	১৬.৪
সর্বমোট	**৮৯.২**	**৩৫.৪**	**৫৩.৮**	**৪২.৯**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পুষ্টি ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট , শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, বারডেম, আইএফডিআরআই, আইসিডিডিআরবি, এনজিও (এইচকেআই, ওয়ার্ল্ড-ভিশন, ব্র্যাক, ইত্যাদি) এবং সুশীল সমাজ সংগঠন, ব্যক্তিখাত।

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ

বিশ্ব ব্যাংক, জেডিসিএফ, ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, জাইকা, ইউএস-এইড, ইকেএন, এফএও এবং ইইউ।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- অভিন্ন এপ্রোচ গড়ে তোলার জন্য সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- সম্মিলিত উদ্যোগ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যেমন, পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম (জীবনের প্রথম ১০০০ দিনের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বদান করা) ও আরইএসিএইচ
- কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের সাথে স্বল্পমেয়াদি সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ যেমন অপুষ্টি, ভেষজ ও পরিপূরক খাদ্য প্রদানের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে আশু প্রভাব নিশ্চিত করতে হবে
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি যাতে মাতৃদুগ্ধ বা পরিপূরক খাদ্যকে প্রভাবিত না করে সেই লক্ষ্যে সুসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে (বিপণন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩)

কর্মসূচি III. ২. নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সর্বোচ্চকরণ জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি

- নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকারী পাম্প যা গ্রীষ্মকালেও পানি সরবরাহ নিরবছিন্নভাবে করতে পারে সে ধরনের পাম্প স্থাপন করা
- যে সকল এলাকায় পানি সরবরাহ নেই বা কম আছে বা পৌঁছানো কঠিন সে সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিশুদ্ধ পানির লভ্যতা নিশ্চিত করা
- ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার
- পানীয় জলের উৎসসমূহ আর্সেনিক ও লবণাক্ততামুক্তকরণ নিশ্চিত করা
- সনাতন ফিল্টারিং পদ্ধতির বিস্তার ঘটানো
- রেল স্টেশন, বাস স্টেশন ও লঞ্চ ঘাটে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বিশেষত অসমর্থ, নারী ও শিশুদের জন্য এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো

- মানুষের মাধ্যমে খাদ্য দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে সকলকে সচেতন করা
- স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে মায়েদের বিশেষভাবে অভীষ্ট করা
- মার্কেট, সুপার মার্কেট, রেস্তোরা ও ফুটপাথের খাদ্যকর্মীদের খাদ্য নাড়াচাড়ায় পরিচ্ছন্নতা-বিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পরিচ্ছন্নতা-বিধি অন্তর্ভূক্ত করা।

III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

মানুষকে সংবেদনশীল ও শিক্ষিত করা

- আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ ব্যবহার করে মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট চাহিদা সম্পর্কে সংবেদশীল করে তোলা, যেমন, তথ্য সম্পর্কিত সভায় জেন্ডার ভিত্তিক গ্রুপ গঠন করা
- ইমামদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে করে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় তারা তাদের বক্তব্যে পরিচ্ছন্নতা-বিধি প্রচার করেন
- পশু-পাখির মাধ্যমে দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে হাঁস-মুরগি, পশু-পাখি ইত্যাদি ধরার মাধ্যমে খানা পর্যায়ে যেভাবে দূষণ বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সম্প্রসারণ কর্মী ও এনজিও-সমূহের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এই ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

- বর্তমানে যে সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই সেখানে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্প্রসারিত করা
- বিভিন্ন ধরনের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট চাহিদা এবং বন্যার প্রভাব বিবেচনায় রেখে শৌচাগার নির্মাণ করা
- রেল স্টেশন, বাস-স্ট্যান্ড, ও লঞ্চ ঘাটে শৌচাগার সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশেষত অসমর্থ মানুষ, নারী ও শিশুদের জন্য।

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : বিশুদ্ধ পানির লভ্যতা সম্পন্ন শহর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হার (ক-শহুরে এবং খ-গ্রামীণ) [এসডিজি সূচক ৬.১.১ বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী মানুষের অনুপাত]
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগপ্রাপ্ত শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা হার (ক শহুরে খ গ্রামীণ) [এসডিজি সূচক ৬.২.১ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী মানুষের অনুপাত, এরমধ্যে পানি ও সাবানসহ হাত ধোওয়ার আয়োজন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে]
- ডায়রিয়া বা সংক্রামক গ্যাস্ট্রো-এ্যান্টারাটাইটিস জনিত রোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও জেলা

পর্যায়ের সেকেন্ডারি হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি কৃত পাঁচ বছর বা তার কম বয়সী শিশুর সংখ্যা

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮
- জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি ২০০৭
- নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩
- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২৫
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প (বিআরডব্লিউএসএসপি) হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্পের একটি বড় অংশ। এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে শুধুমাত্র ৫টি প্রকল্পকে চলমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং দুইটি সম্ভাব্য প্রকল্প রয়েছে।

ব্যয় ও আবশ্যক অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি	১৩২.০	১৩১.৯	০.১	০.১
III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো	০.৮	০.৮	০.০	০.০
III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৬.১	৬.১	০.০	০.০
সর্বমোট	**১৩৮.৯**	**১৩৮.৮**	**০.১**	**০.১**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পুষ্টি ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ এপিডেমিওলোজি ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ এন্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠন

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

ইউনিসেফ, এফএও, ডব্লিউএইচও এবং ইকেএন

অতিরিক্ত বিবেচনা

- পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা উন্নয়ন শৌচাগার নির্মাণের বাইরে থাকে এবং সিআইপি-২ এর বাইরে অবকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

ফলাফল IV: সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা

কর্মসূচি IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : দুর্যোগের সময় ও পরে দুস্থ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য যথাযথ পদ্ধতির আয়োজন রয়েছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন

খানা পর্যায়ের স্থিতিস্থাপকতার উন্নয়ন

- প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহাঙ্গনভিত্তিক কৃষি প্রসারিত করা, যেমন; 'একটি বাড়ি একটি খামার'
- সম্প্রসারণ পরিসেবা ও অন্যান্য উপায়ে পরিবারগুলোকে দুর্যোগ সহনীয় কৃষি আবাদে উৎসাহিত করা।

সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- পর্যাপ্ত জনবল ও ভৌত অবকাঠামোর সাহায্যে বহুবিধ ঝুঁকি অরক্ষণীয়তা পর্যালোচনা কল্পে ভার্নাবিলিটি ম্যাপিং ও চিহ্নিতকরণ (এমআরভিএ) সেল ও চাহিদা নিরূপণ সেল সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা
- বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ অনুসারে কার্যকর পূর্বাভাস ব্যবস্থা প্রণয়ন করা

দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই দ্রুত প্রতিকারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা

- সবচেয়ে অরক্ষিত বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা
- দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধারের জন্য সম্প্রসারণ সেবা অভিযোজন করা (উপ-কর্মসূচি ১২ দ্রষ্টব্য)
- দ্রুততার সাথে বাজারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা (উপ-কর্মসূচি ৫১ দ্রষ্টব্য)

IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ

- ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, যেমন নারী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মুনাফার হার অভিযোজন করে বিমা, ঋণগ্রহীতাদের উদ্যোগের ধরন অনুযায়ী তারা যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে চায় তাকে সহজভাবে সুদমুক্ত কিস্তিতে বিভক্ত করে ফেরত দানের ব্যবস্থা করা
- সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের অন্তর্ভূক্ত করা, যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ এবং মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার সময় বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা
- প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সেগুলো ক্ষেত্রে যেন অধিকমাত্রায় আহরিত (যেমন, বন) না হয় সে বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা অথবা যারা অনিশ্চিত জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পেশাগণভাবে টিকে থাকতে সক্ষম হচ্ছে না তাদের এসএমই'তে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
- উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিখাত ও এনজিও-সমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করা
- বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্পদের ক্ষতির কারণে টিকে থাকার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার হাত থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়

IV. ১.৩. উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন

অবকাঠামো উন্নয়ন

- বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ
- বিদ্যমান গোডাউন ও সাইলোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা
- খানা পর্যায়ে যথাযথ সংরক্ষণ উৎসাহিত করা

সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জনবল সরবরাহ করা, দুর্যোগে কার্যকর সাড়া প্রদান উন্নত করা
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম উন্নত করা
- সরকারি খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও অপচয় রোধ করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তন ও উন্নয়ন
- সরকারি খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন ডাল ও প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য যেমন শুঁটকি মাছ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করার সম্ভাবনা যাচাই করা

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ব্যবহারযোগ্য সাইক্লোন সেন্টারের সংখ্যা
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : দুর্যোগ প্রতিকারের অভ্যস্ততা ও স্থানীয় সম্পদ-সমৃদ্ধ গ্রামীণ গোষ্ঠীর সংখ্যা
- খানা পর্যায়ে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকার মাসের সংখ্যা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসেবে সরাসরি জেন্ডার বাজেট
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : অর্থ বছরের শেষে কার্যকর খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : সরকারি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতার গড় ব্যবহার
- বাজেটের অভীষ্ট হিসেবে প্রকৃত সমাপনী জের
- পরিবেশগণ সিআইপি : আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উদ্যোগের (এমওইউ এবং এলওএ) মাধ্যমে পূর্বাভাস ও তথ্য প্রদানের সক্ষমতা উন্নয়ন।

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল, (২০১৫)
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি (বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭)
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্ম-পরিকল্পনা
- বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা প্রকল্প (এমএফএসপি)' হচ্ছে চলমান একটি বৃহদাকার প্রকল্প। অন্যান্য কয়েকটি প্রকল্প বন্যা ও নদী ভাঙন কবলিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত। এনএনএস জরুরি সরবরাহ কর্মসূচি ব্যতীত খুব সামান্য কিছু প্রকল্প এই কর্মসূচির আওতায় সম্ভাব্য প্রকল্প হিসেবে বিবেচনাধীন রয়েছে।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন	৭২৪.৪	৭২৪.৩	০.১	০.১
IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ	২.৩	১.৬	০.৭	০.৫
IV.১.৩. উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন	২৩৪.৯	২৩৪.৯	০.০	০.০
সর্বমোট	**৯৬১.৬**	**৯৬০.৮**	**০.৮**	**০.৬**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ সংগঠন ও এনজিও যারা দুর্যোগ বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, জাইকা, ইউএস-এইড, ইকেএন, ডিএফআইডি ও ইইউ, জরুরি ত্রাণ ও দারিদ্র্য বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ ও উপ-গ্রুপ

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- এই কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশীজন সম্পৃক্ত রয়েছে, যাদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- সরকার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করছে, এগুলোর যুগপৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে- (১) সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীকে সহযোগিতা করা, (২) দুর্যোগের ফলে উদ্ভূত পুষ্টি ও খাদ্য চাহিদা পূরণ করা এবং (৩) খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা
- সাম্প্রতিক এনএসএসএস-এর প্রস্তাবানুসারে একটি নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচি থেকে ক্রমান্বয়ে নগদভিত্তিক কর্মসূচির দিকে রূপান্তরের পরিকল্পনা
- সিআইপি-২ এর সরকারি খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা উদ্যোগ বৃদ্ধি করা এবং এর সাথে এনএসএসএস সমন্বিত করা গুরুত্বপূর্ণ
- বাংলাদেশ যেহেতু নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, সে কারণে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী গোষ্ঠী দুর্যোগের তাৎক্ষণিক বিষয়ে উদ্যোগ কমিয়ে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার চাহিদার প্রতি অধিক মাত্রায় আলোকপাত করবে।

কর্মসূচি IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : জনগোষ্ঠীকে উন্নত সুরক্ষা দিতে বিভিন্ন অরক্ষিত সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির কার্যকারিতা, সঠিক অভীষ্ট ও বিষয়গত উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ

- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে (২০১৫) যে ধরনের জীবনচক্র-ভিত্তিক এপ্রোচ অভিযোজন করা হয়েছে সিআইপি-২ এর বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা, যাতে করে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনচক্র-ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা সম্ভব হয় (যেমন, গর্ভজাত শিশু ও মায়েদের জন্য প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি, যুবক ও বয়স্কদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুরক্ষা কর্মসূচি)
- বিশেষভাবে শিশু, নারী ও বয়স্কদের নিকট সেবা পৌঁছানোর জন্য অভীষ্ট নির্ধারণ করা, সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা ও দক্ষতা উন্নয়ন
- সরকারি খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় নগদ ও খাদ্য বিতরণ পরিপূরকভাবে অভিযোজন করা
- কর্মসূচিসমূহের সর্বাধিক ফলাফল অর্জনের জন্য কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সুসামঞ্জস্য নিশ্চিত করা (উৎপাদনশীল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য খাদ্য বা নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ, যেমন, সেচ, গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার, ইত্যাদি)

IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামুলোক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সংকটগ্রস্ত এলাকায় দ্রুততর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধার কর্মসূচির সাথে পূর্বাভাস ব্যবস্থা সংযুক্ত করা
- সমস্যাগ্রস্ত ও পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণকে সহযোগিতার জন্য সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ
- বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অভীষ্ট জনগোষ্ঠী এবং তারা কী উপকার লাভ করবে তৎসম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সমস্যাপ্রবণ ও পশ্চাৎপদ এলাকায় এগুলোর সমন্বয় সাধন
- দুর্গম এলাকায় সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সংরক্ষণাগার নির্মাণে একইসাথে নগদ ও খাদ্যের বিনিময়ে কাজের কর্মসূচি অভিযোজন করা
- কর্মসূচিসমূহের সর্বাধিক ফলাফল অর্জনের জন্য কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সুসামঞ্জস্য নিশ্চিত করা (উৎপাদনশীল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য খাদ্য বা নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ, যেমন, সেচ, গ্রামীণ যোগাযোগ ও বাজার, ইত্যাদি)
- নগরাঞ্চলে নতুনভাবে বসতি করা এবং দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা নিরূপণে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী'র মাধ্যমে কিভাবে উক্ত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব সে বিষয়ে গবেষণা করা।

IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন

- সকল বিতরণ কর্মসূচিতে অণুপুষ্টি/ সমৃদ্ধ চাল বিতরণ বৃদ্ধি করা
- অন্যান্য সকল প্রকারের পুষ্টি পরিপূরক খাদ্যের ধরন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা
- অধিক মাত্রায় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন, শুকানো মাছ, মাছের গুঁড়া ও ডাল ইত্যাদি বিতরণের সম্ভাব্যতা ও সুবিধা পর্যালোচনা করা
- যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব সেখানে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচিতে পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা, যার মধ্যে কোন বয়সে কি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এবং খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী বৈচিত্র্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে (উপ-কর্মসূচি II.১.৩.)
- যে সকল বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশন কর্মসূচি চালু রয়েছে সেখানে উন্নত মানের খাদ্য পরিবেশন উৎসাহিত ও নিশ্চিত করতে হবে
- বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশন কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা এবং শিশুদের প্রাথমিক স্তরের বিকাশের জন্য পরিবেশিত খাদ্য কতোটা সহায়ক তা পর্যালোচনা করে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করা
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের শর্তে নগদ অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা
- নিবিড় পুষ্টি উদ্দেশ্য ও সূচক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভূক্ত করা

ফলাফল সূচক

- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: ভিজিএফ ও ভিজিডি'র বাজেটের আওতা
- কর্ম পরিকল্পনা-সিআইপি-১: বিতরণকৃত ভিজিএফ ও জিআর'র পরিমাণ
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১: জিডিপি'র % হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিমাণ [এসডিজি সূচক ১.৩.১. সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় সুরক্ষিত জনসাধারণের অনুপাত, লিঙ্গ, বয়স, কর্মসংস্থান, ডায়াবেটিকসসহ বয়স্ক, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আগত ও দরিদ্র এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠী
- দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশন কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিশুদের সংখ্যা
- অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তার আওতা
- বয়স্ক ভাতার আওতাধীন মানুষের সংখ্যা
- দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচির বাজেটের আওতা

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি (বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭)
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর কর্মপরিকল্পনা
- বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

এক্ষেত্রে ২০টি চলমান প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিদ্যালয়ে খাবার পরিবেশন কর্মসূচিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর্থিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সম্ভাব্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, 'গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' এবং 'সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন'।

আবশ্যকীয় ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	২২৭.৩	১৮২.৩	৪৪.৯	৩৩.৭
IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামুলোক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	৪৭৩.৪	৪৬৪.১	৯.৩	৭.০
IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন	১৪৫.৪	১৪৫.৩	০.১	০.১
সর্বমোট	**৮৪৬.১**	**৭৯১.৭**	**৫৪.৪**	**৪০.৮**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী দেশের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কমপক্ষে ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পৃক্ত রয়েছে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে এগুলোকে নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে :

শ্রেণি	সমন্বয়ে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়
সামাজিক ভাতা	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইত্যাদি
খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা	খাদ্য মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইত্যাদি
সামাজিক বিমা	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	
শ্রম/ জীবনযাত্রা বিষয়ক উদ্যোগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইত্যাদি
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইত্যাদি

উৎস : ২০১৫ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস)

এছাড়াও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সামাজিক উদ্যোক্তা এই কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত কার্যাবলি বাস্তবায়ন ভূমিকা রাখতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অধিকতর পুষ্টি-সংবেদী হিসেবে বাস্তবায়ন করবে।

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ

বিশ্বব্যাংক, জাইকা, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, ইউএস-এইড, ইকেএন, ডিএফআইডি, ইইউ, দুর্যোগ ও জরুরি ত্রাণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ ও উপ-গ্রুপ।

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- সরকার খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচি থেকে ক্রমান্বয়ে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা করছে, সেই ক্ষেত্রে আর্থিক খাতভিত্তিক সরকার থেকে জনসাধারণ (জি-টু-পি) ব্যবহার করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে পর্যাপ্ত খাদ্য কী, সেটিই বড় হয়ে দেখা দিবে। বর্তমানে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচি থেকে অরক্ষিত মানুষদের যে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়, তা আর থাকবে না।
- সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে, নিম্ন আয়ের মানুষ সুপারিশকৃত খাদ্য ক্রয় করার সক্ষমতা ধারণ করছে।
- বিতরণকৃত সমৃদ্ধ খাদ্য মাতৃদুগ্ধ, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত শিশুখাদ্য ও এর উপাদানের পরিপূরক হতে পারবে না (বিপণন আইন ২০১৩)।

ফলাফল V : খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ

কর্মসূচি V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল: সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোগের নিশ্চয়তা বিধানের ফলে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সকল স্তরে উত্তম চর্চা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপণা) মান নিশ্চয়তা পদ্ধতি উন্নত হয়েছে

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

V.১.১. সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ

পরিচালন কাঠামো, নীতিমালা ও পদ্ধতি গতিশীল করা

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাগার নেটওয়ার্কের নেতৃত্বে দায়িত্ব ও কার্যক্রম বিভাজনের জন্য একটি জাতীয় খাদ্য অনিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক চালু করা, এবং তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ
- প্রমিত পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা
- নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া স্পষ্ট করা যাতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ বা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে অনুরুদ্ধ হয়ে সম্পাদিত পরীক্ষণ কাজসহ উক্ত পরীক্ষার ফলাফল খাদ্যশৃঙ্খল উৎপাদন ব্যবস্থায় সঞ্চালন করা সম্ভব হয়
- নিরাপদ খাদ্য আইন ও বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়কে জরিমানা করার বিধান প্রবর্তন ও প্রয়োগ
- রোগ নিয়ন্ত্রণ, কসাইখানা ও প্রাণিখাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ করা

সক্ষমতা তৈরি

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের ঐচ্ছিক মানসনদ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আওতায় খাদ্য সামগ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ
- খাদ্যের নিরাপদতা, মান নিশ্চয়তা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহের সক্ষমতা ও পরিধি এবং পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা ও পশুপাখির মাধ্যমে খাদ্যবাহিত রোগের বিস্তার রোধে নজরদারি নিশ্চিতকরণ
- খাদ্যের ভেজাল বা খাদ্য উৎপাদন ও প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপাদানের নিরাপদতা পরীক্ষার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশব্যাপি নিরাপদ খাদ্য আদালত গড়ে তোলা
- রপ্তানি পণ্যের মান বজায় রাখার জন্য খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহকে আন্তর্জাতিক মানের (যেমন গ্লোবাল জিএপি, ব্রিটিশ রিটেইল কনসোর্টিয়াম- বিআরসি, জৈব খাদ্যপণ্য ও নায্য বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ সহায়ক) পরীক্ষাগার হিসাবে গড়ে তোলা
- বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ড শক্তিশালীকরণ
- কোডেক্স অনুসারে আধুনিক খাদ্য পরীক্ষা কৌশল ও পদ্ধতি প্রচলন করা
- খাদ্য দূষণ ও ভেজাল সাধারণ কৌশল বা নিয়মে চিহ্নিত করার জন্য জনসাধারণকে প্রশিক্ষিত করা
- খাদ্যশিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সৃষ্ট ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য মান নিশ্চিত করা ও সনদ প্রদানের দক্ষতা সৃষ্টি করা
- খাদ্য সংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব নজরদারির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা

V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন

কৃষকদের প্রশিক্ষণ

- কৃষি সংক্রান্ত, পরিবেশগত ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী মাটির জৈব বিষয় উন্নয়ন ও রক্ষা করা
- কৃষি সংক্রান্ত রাসায়নিকের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- খাদ্যশৃঙ্খলে ব্যবহৃত ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিকের অবশিষ্ট অংশ যাতে খাদ্যে প্রবেশ না করে তা নিশ্চিত করা
- প্রাণীদেহে অ-ভেষজ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হ্রাস
- সঠিক উপায়ে চারণক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য পরিবেশন, যথাযথ উপায়ে গবাদি প্রাণির পা ঢেকে রাখা ও সঠিক গৃহায়ণের ব্যবস্থা মাধ্যমে সংক্রামক ও অন্যন্য রোগের ঝুঁকি হ্রাস

- প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
- খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য মান নির্ধারণ করা

- নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে সারের ভেজাল পরীক্ষা করা
- স্বীকৃত মানসম্পন্ন হ্যাচারি এবং সেই সাথে কৃষি উপকরণ সরবরাহকারীদের সনদপত্র প্রদান
- মানগত সনদ নেই এমন মাছের পোনা ও ডিম নিষিদ্ধকরণ

কৃষক গুচ্ছ ও অঞ্চল গঠনকে উৎসাহিত করা

- ট্রেসেবিলিটি সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের গুচ্ছ ও অঞ্চলে সাংগঠিত করা যাতে জিএপি ও জিএইচপি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

V. ১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার

- প্রক্রিয়াকরণ শৃঙ্খলের সকল স্তর (খামারে ও খামার-বহির্ভূত প্রক্রিয়াকরণ, গৃহ ও শিল্প-কারখানায় প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিক্রয়) আওতাভুক্ত করে অভিযোজিত সংগ্রহোত্তর উত্তম অনুশীলন সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়ন
- প্রশিক্ষণ ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্দেশিকা প্রচার করা
- ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা বাস্তবায়ন করা

সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা

- খামার পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ নাড়াচাড়া নিশ্চিত করা
- খাদ্যপণ্য ও পাত্র ধোওয়ার জন্য সুপারিশকৃত ডিটারজেন্ট ও পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা
- স্বাস্থ্যসম্মত ও সঠিক পরিবেশে খাদ্য সংরক্ষণ করা
- খামার থেকে উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য পরিষ্কার ও উপযুক্ত কন্টেইনারে প্যাকেটজাত করা
- নির্ধারিত মান অনুযায়ী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

কৃষক গুচ্ছ ও অঞ্চল গঠনে উৎসাহিত করা

- ট্রেসেবিলিটি সংরক্ষণের মাধ্যমে অনুসরণযোগ্যতা রক্ষা করে কৃষকদের অঞ্চলে সংগঠিত করা যাতে তারা জিএপি ও জিএইচপি-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

V. ১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

- সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা : গৃহে যারা রান্না করে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, যে সকল মানুষ প্রায়শই খাদ্যপণ্য কেনাকাটা করে এবং যে নারীদের পরিবারে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয় (খাদ্য প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, শিশুদের খাওয়ানো ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি)
- ভোক্তাদের আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম ব্যক্তিদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা (গোষ্ঠী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, ইত্যাদি)
- খাদ্য উৎপাদক ও প্রক্রিয়াকারীরা যাতে তাদের পণ্যমান সংক্রান্ত প্রকাশিত দাবি পুরণে উৎসাহিত হয়, সেজন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত (বিক্রেতা কর্তৃক প্রকাশিত) গুণগত মান বুঝে নেয়ার বিষয়ে সচেতন করে তোলা
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে উপকরণ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা
- বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহে (শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান, জনপ্রিয় ধারাবাহিক) জনসেবা সম্পর্কিত বার্তার সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বার্তা অন্তর্ভুক্ত করা

ফলাফল সূচক

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: নগরাঞ্চলে নিয়মিত কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের শতকরা হার
- জৈব ও মাইক্রোবিয়াল সার ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ক সনদের সংখ্যা
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত খাদ্যের সংখ্যা
- বিএফএসএ কর্তৃক নিবন্ধিত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মান ভঙ্গকারীর সংখ্যা
- এইচএসিসিপি/ আইএসএমএস কর্তৃক সনদ-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
- জিএপি, জিএইচপি ও জিএমপি বিষয় প্রদত্ত কোর্সের সংখ্যা
- জিএপি, জিএইচপি ও জিএমপি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক উদ্যোগ/ পালিত দিবসের সংখ্যা

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) ২০১৫
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি (বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭)
- (খসড়া) জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১৫
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৭
- (খসড়া) জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০১২
- জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০১৪
- নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩
- জাতীয় কর্মদক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১
- বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন আইন ২০০৬
- বালাইনাশক আইন ২০১৮ ও বালাইনাশক বিধিমালা ২০১৮ সাল পর্যন্ত সংশোধিত
- বাংলাদেশ উদ্ভিদ সংগ-নিরোধ আইন ২০১১
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অধ্যাদেশ ১৯৮৫
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় এই কর্মসূচিটি ছোট। তথাপি খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশব্যাপি সাতটি খাদ্য পরীক্ষাগার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং এই কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সুরক্ষা উন্নয়নে কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্পের একটি উপাদানও এই বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
V.১.১. সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ	২৮.৩	১.২	২৭.১	২০.৩
V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন	২১.২	১০.৭	১০.৫	৭.৯
V.১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার	১৯.৫	০.০	১৯.৫	১৪.৭
V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	১৩.৬	০.০	১৩.৬	১০.২
সর্বমোট	**৮২.৬**	**১১.৯**	**৭০.৮**	**৫৩.১**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন-এর নতুন খাদ্য পরীক্ষাগার, এনএফএসএল, আইপিএইচ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, সিডিআইএল (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (পিপিডব্লিউ), জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইন্সটিটিউট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য গবেষণাগার নেটওয়ার্ক, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বিশেষভাবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরামর্শক কাউন্সিল ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনীর খাদ্য ও ঔষধ পরীক্ষাগার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিষবিদ্যা পরীক্ষাগার), স্থানীয় সরকার বিভাগ (পিএইচএল-ডিসিসি)।

অলাভজনক খাত যেমন, বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন, এনজিও, মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএফআরআই), আইএফএসটি (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ; ডিএফটিআরআই, ডিডিএস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ), পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম নেটওয়ার্ক।

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

ইইউ, ইউএস-এইড, এফএও, ইকেএন, ডব্লিউএইচও

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- খাদ্য উৎপাদনের মুহূর্ত থেকে ভোগ করা পর্যন্ত খাদ্যের অনিরাপদতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য হেতু সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- খাদ্য উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরিমানার বিধানসহ তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

কর্মসূচি V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খানা পর্যায়ে ভোগ পর্যন্ত সামগ্রিক উৎপাদন শৃঙ্খলে খাদ্যের অপচয় ও পচন হ্রাস পেয়েছে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

V.২.১. খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ

গবেষণা

- জমি চাষ না করার পেছনের কারণ চিহ্নিত করা (কীট-পতঙ্গ, রোগবালাই ও আবহাওয়ার কারণে শস্য বিনষ্ট হওয়া)
- কীট-পতঙ্গ ও রোগবালাইয়ের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যালোচনা করা
- শস্য বিনষ্ট হওয়া কমানোর জন্য প্রযুক্তি বা অনুশীলন উদ্ভাবন

কৃষকদের শিক্ষিত করা

- সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে শস্যের পুষ্টিগুণ অপরিবর্তিত রাখতে শস্য সংগ্রহের উপযুক্ত পরিপক্বতা সম্পর্কে কৃষকদের সংবেদনশীল করে তোলা

যান্ত্রিকীকরণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

- শস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস করার জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার উৎসাহিত করা
- বাজারমূল্য কম থাকার সময়েও কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে শস্য আবাদ করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যক্তিখাত ও এনজিও-সমূহের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা

V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রবর্ধন করা

- উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যে অংশ সাধারণত ফেলে দেয়া হয় তা ব্যবহারের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন (উদাহরণস্বরূপ ধানের তুষ)
- অব্যবহৃত খাদ্য কিভাবে শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করা

অবকাঠামো উন্নয়ন

- হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা বিশেষত মৌসুমি উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য অনুকূল ও বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা
- খাদ্য-শৃঙ্খলকে অধিকতর কার্যকর করে খাদ্য অপচয় হ্রাস করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

সক্ষমতা উন্নয়ন ও উত্তম চর্চা প্রসারিত করা

- খাদ্য প্রক্রিয়াকারী ও কৃষকদের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক খামার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা
- খাদ্যের অপচয় হ্রাস করার জন্য খাদ্য-শৃঙ্খল পরিচালনাকারীদের জ্ঞান ও সক্ষমতা উন্নয়ন
- প্রাণি খাদ্য বা জৈবসার হিসেবে বাসি খাদ্য ব্যবহার করার কৌশল বিস্তৃত করা।

V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ

- খাদ্যপণ্য বিপণন ও একইসাথে ভোগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে খাদ্য অপচয় ও খাদ্যের গুণগণ মান/ পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে সচেতন করা
- খাদ্যের অপচয়-জনিত সমস্যা কমানোর উপযোগী অনুশীলন সম্পর্কে খুচরা বিক্রেতাদের সচেতন করে তোলা
- আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ অভিযান পরিচালনা, বিষয়টি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (ইমাম) কাছে বার্তা পরিবেশন করার মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় পরিহার করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা
- খাদ্যের বিপণন ও ভোগের সর্বস্তরে খাদ্যের পচন ও অপচয় নিরূপণের সক্ষমতা তৈরি করা
- খাদ্যের পচন ও অপচয় নিরূপণের জন্য জরিপ পরিচালনা করা
- খাদ্য সংরক্ষণ বা প্রস্তুতকরণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির কারণে খাদ্যের গুণগণ মান হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে টেলিভিশনে রান্নার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভোক্তাদের অবহিত করা (উপ-কর্মসূচি III.১.১ এর সাথে সমন্বিতভাবে)।

ফলাফল সূচক

- বাংলাদেশে খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট অনুপাতসহ কৃষি উৎপাদনের অনুপাত হিসেবে অপচয়

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০১৫
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
- বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি (বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭)
- নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩
- বাংলাদেশ উদ্ভিদ সংগ-নিরোধ আইন ২০১১

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে কোন চলমান বা সম্ভাব্য প্রকল্প নেই। নিবিড় পরামর্শের ভিত্তিতে এই দলিল প্রণয়নকালে খাদ্য অপচয় ও পচন হ্রাসের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাই সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের এই বিষয়ে বিনিয়োগ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
V.২.১. খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ	০.০	০.০	০.০	০.০
V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	০.০	০.০	০.০	০.০
V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ	০.০	০.০	০.০	০.০
সর্বমোট	০.০	০.০	০.০	০.০

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

এফএও, ইকেএন

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- বাংলাদেশে খাদ্য অপচয় ও পচন সম্পর্কিত তথ্য খুবই সীমিত এবং এই বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- উল্লিখিত বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে :
  - বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটি সরকারি, বেসরকারি ও সুশীল-সমাজ সংগঠনসমূহকে এফএলডব্লিউ সম্পর্কে একটি অভিন্ন উপলব্ধি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, যার মাধ্যমে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও নিরূপণ করা সম্ভব হবে।
  - এসডিজি-তে বৈশ্বিকভাবে খাদ্য অপচয় সম্পর্কে একটি সূচক অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যেটি এফএও প্রণয়ন করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অভীষ্ট ১২.৩ '২০৩০ সাল নাগাদ খুচরা ও ভোক্তা পর্যায়ের খাদ্য পচন অর্ধেকে নামিয়ে আনা, এবং সংগ্রহোত্তর অপচয়সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলে অপচয় কমিয়ে আনা'।
  - খাদ্য অপচয় ও পচন হ্রাস সম্পর্কিত একটি বৈশ্বিক উদ্যোগের[৪১] মাধ্যমে দাতাগোষ্ঠী, বহুজাতিক সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারদের (খাদ্য মোড়কীকরণ কারখানা ও অন্যান্য) খাদ্য পচন ও অপচয় কমানোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে একত্রিত করা হচ্ছে।

[৪১] এফএও এবং মেসি ডুসেলডর্ফ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত 'সেভ ফুড'।

কর্মসূচি V.৩. : প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ প্রমাণভিত্তিক, সময়ানুগ এবং সমন্বিতভাবে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ্যমান খাতসমূহ ও অংশীজনের তথ্য পদ্ধতিতে লব্ধ তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে গ্রহণ করা।

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন

অধিকার জোরদার করা

- খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস ও খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সম্পর্কিত জরিপ পরিচালনা এবং বিশ্লেষণের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
- খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সম্পর্কিত জরিপ ও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান

জরিপ ও গবেষণায় অর্থায়ন

- জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয় পরিবীক্ষণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার নজরদারি বৃদ্ধি
- নিয়মিতভাবে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত জরিপ পরিচালনা করা
- খাদ্যের বহুমুখীকরণের অভাব, অপুষ্টি ও উত্তম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক অনুসন্ধানের জন্য গবেষণায় অর্থায়ন
- পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের লভ্যতা (শুধুমাত্র পরিমাণ নয়) সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা বিস্তৃত করা

নেটওয়ার্ক তৈরি করা

- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য পদ্ধতির সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ
- সাবলীল তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন খাতের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা তথ্য পদ্ধতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ভূমিকা রাখা
- অংশীজনের মাঝে সমন্বয় স্থাপনে ভূমিকা রাখা
- পরিসংখ্যানগত উন্নয়নে জাতীয় অংশীজনের বর্ধিত সম্পৃক্ততা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়নকে প্রমাণভিত্তিক করা

- সিআইপি-২ এর নিয়মিত পর্যালোচনাসহ নীতিমালা ও কৌশল নির্ধারণে জরিপ ও গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করা
- নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে খাদ্য গ্রহণ সারণি ব্যবহার করা এবং পুষ্টি ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রকৃত ও সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপণে এগুলো ব্যবহার করা
- অধিকতর সমৃদ্ধ উপাত্তের চাহিদা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা

ফলাফল সূচক

- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি তথ্যভাণ্ডার/ নজরদারি পদ্ধতি
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : খাদ্যগ্রহণ সারণি (এফসিটি) হালনাগাদকৃত/ প্রচারিত

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫
- পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৩
- পরিসংখ্যান আইন ২০১৩
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬-২০২৫

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সূচকের বেশ কয়েকটি সিআইপি-২ এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং এগুলো পাওয়া গেলেই ব্যবহার করা হবে। পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাস্তবায়ন সহযোগিতা প্রকল্প (২০১৩-২০২৩) শীর্ষক একটি প্রকল্প আরম্ভ করতে যাচ্ছে যা এসডিজি'র বিদ্যমান ফলাফল কাঠামোর ঘাটতি পূরণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করবে, কিন্তু তা এখনও সম্ভাব্য প্রকল্প হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। পরিসংখ্যান উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের সামগ্রিক ব্যয় হয়েছে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র রয়েছে : মান উন্নয়ন, আওতা বৃদ্ধি ও জাতীয় পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান তথ্য ব্যবহার; জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের পেশাদারিত্ব শক্তিশালীকরণ; স্থানীয় পর্যায়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সন্নিবেশন, প্রচার ও বিশেষভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতা সৃষ্টি করা; 'উন্মুক্ত উপাত্ত কৌশলের' ভিত্তিতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান প্রাপ্তি ও ব্যবহার প্রবর্ধন ও শক্তিশালীকরণ।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন	৪৬.৫	৪৫.৩	১.৩	০.৬
সর্বমোট	**৪৬.৫**	**৪৫.৩**	**১.৩**	**০.৬**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনআইপিইউ, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সেবা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের জন্য পরিসংখ্যান বিষয়ে অংশীদারিত্ব (প্যারিস ২১), সুশীল সমাজ সংগঠন ও এনজিও-সমূহ (এইচকেআই)

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

এফএও, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, ডব্লিউএইচও, ইকেএন, বিশ্বব্যাংক

অতিরিক্ত বিবেচনা

- আয়োজক ও সমন্বায়ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের (উপাত্ত সরবরাহ ও ব্যবহারকারী) মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে।

কর্মসূচি V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

কর্মসূচির সমন্বিত ফলাফল : নীতিমালা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও আইনগত কাঠামো প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন

অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগসমূহ

V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ

- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের সক্ষমতা উন্নয়ন
- সরকারি সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি কাঠামো যেমন, পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম নেটওয়ার্ক বা খাদ্যের অধিকার সংক্রান্ত ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি
- সকল খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিতে পুষ্টি বিষয়ক উদ্দেশ্য অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা, যাতে প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক আয়োজন, সভা ও প্রকাশনার মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাকে আরও তৎপর করে তুলবে
- প্রক্রিয়াসমূহ অধিকতর স্বচ্ছ করে এবং প্রচার মাধ্যম ও সভার মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য প্রচার করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করা

V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

- নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা
- বহুবিধ নীতিমালা, কৌশল ও কর্মসূচি (এনএফপি, সিআইপি-২, এনপিএএন, এসডিজি-২) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এর ভূমিকা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা
- অন্যান্য অংশীজন যেমন, স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিখাত, ইত্যাদির খাদ্য পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট দলিল প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে ভূমিকার রাখার সক্ষমতা উন্নয়ন
- সরকারি কর্মকর্তাদের একটি ক্যাডার তৈরি করা যাদের খাদ্য পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি রয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ফলাফল সূচক

- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : মিলিয়ন মার্কিন ডলারের হিসেবে সিআইপি-২ এর জন্য অতিরিক্ত সঞ্চালিত সম্পদ
- কর্মপরিকল্পনা-সিআইপি-১ : চলমান প্রকল্পসমূহে বৃদ্ধি (সংখ্যা ও পরিমাণ)
- 'জনসাধারণকে উদ্যোগের অংশীদার করার জন্য একত্রিত করা' বিষয়ক পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম সূচক
- নীতি নির্ধারকদের দ্বারা খাদ্যের অধিকার সম্পর্কে সংসদীয় পর্যায়ে আলোচনা

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
- রূপকল্প ২০২১ ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২০২১
- জাতীয় খাদ্য নীতি (এনএফপি) ২০০৬
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০

গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহ

'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের পুনর্গঠন ও পরিচালন' কর্মসূচিটি জাতীয় পুষ্টি সেবাসমূহের উপাদান হিসাবে সম্ভাব্য প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং একইসাথে 'অপুষ্টির চ্যালেঞ্জ নিরসন (এমইউসিএইচ), কর্মসূচিটি এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি নির্মূলের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও সেগুলোর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে আলোকপাত করে মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।

আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উপ-কর্মসূচি	সিআইপি-২ মোট	বিদ্যমান মোট	মোট ঘাটতি	পুষ্টি বিষয়ক ঘাটতি
V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ	০.৩	০.০	০.৩	০.২
V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	৯৮.০	৮০.০	১৮.০	৯.০
সর্বমোট	**৯৮.৩**	**৮০.০**	**১৮.৪**	**৯.২**

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

বাস্তবায়নকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

খাদ্য মন্ত্রণালয় বিশেষভাবে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ (বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, নাগরিক উদ্যোগ, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার বিষয়ক প্রচার এবং ব্লাস্ট), এনজিও-সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ

ইইউ, ইউএস-এইড, এফএও, এডিবি, ডব্লিউএইচও, ইকেএন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপসমূহ

অতিরিক্ত বিবেচনাসমূহ

- এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের স্বীকৃত ভূমিকা, সম্পৃক্ততা এবং তাদের দায়িত্ব পালনে অন্যান্যদের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা।

পরিশিষ্ট-৫. : সিআইপি-২ এর ব্যয় ও অর্থায়নের বিস্তারিত তথ্য

এই পরিশিষ্টে সিআইপি-২ এর প্রাক্কলিত ব্যয় ও অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য ও ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। একইসাথে সিআইপি-২ এ অন্তর্ভূক্ত সকল চলমান ও সম্ভাব্য প্রকল্পের সম্পদ বিবরণীও উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে সিআইপি-২ এর আবশ্যক ব্যয় ও অর্থায়ন প্রাক্কলন করা হয়েছে :

১ সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট থেকে চলমান বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে সিআইপি-২ এর জন্য প্রাপ্তব্য অর্থায়নের প্রাক্কলন;

২ ১০ নং অধ্যায়ে উল্লেখিত সিআইপি-২ এর ফলাফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থায়ন;

৩ পুষ্টির সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা।

সিআইপি-২ তে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে : সরকারি বিনিয়োগ

সিআইপি-২ এ ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিনিয়োগ, যেমন- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিনিয়োগ এটি একটি সরকারি প্রক্রিয়া যা বিদ্যমান বাজেট উৎস ও উন্নয়ন অংশীদারদের বিনিয়োগের সমর্থনে বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ করতে ব্যবহৃত হয়।

সিআইপি-২ এ গৃহীত খাদ্য পদ্ধতি এপ্রোচে (দ্রষ্টব্য অধ্যায় ৪) এর বিভিন্ন উপদান ও আন্তঃসম্পর্ক বিস্তৃত পরিসরে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সম্ভাবনীয় প্রভাব রাখতে সক্ষম এমন সকল বিনিয়োগের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং অন্যান্য কর্মপদ্ধতি ও পরিকল্পনা কৌশলকে এতে অধিতকতর কার্যকর বলে গণ্য হয়। ফলে, দ্বৈততা পরিহার ও এর কর্মতৎপরতার সীমা সুনির্দিষ্ট করতে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সিআইপি-২ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে :

- সম্পূর্ণভাবে নীতিগত ও আইনগত উদ্যোগ- সিআইপি হচ্ছে বিদ্যমান নীতিমালা বাস্তবায়নের একটি উপায়
- সরকারি বিতরণ পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ এবং সকল সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি যা ২০১৫/১৬ সালে মোট সরকারি ব্যয়ের ৯.৫৫% প্রতিনিধিত্ব করে[৪২], সেগুলোর এডিপি'তে[৪৩] বহির্ভূত ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি স্থান পায়। তবে, সিআইপি-২ পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং বর্ধিত স্থিতিস্থাপকতায় এডিপির মাধ্যমে বর্ধিত বিনিয়োগের জন্য সুপারিশ করে;
- কৃষি উপকরণের জন্য ভর্তুকি; যেমন- সার, যা সরকারের নিয়মিত বাজেট-এর আওতাভুক্ত;
- উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ কর্তৃক বাস্তবায়নকারীদের নিকট সরাসরি হস্তান্তর যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত নয়;
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম যা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের দায়িত্বভুক্ত;
- ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ, যদিও সিআইপি-২ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যক্তিগত খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি নীতি সামগ্রী ও কারিগরি সেবায় অর্থায়ন। সিআইপি-২ এর আওতাধীন প্রকল্প উন্নয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা বৃদ্ধি করে এতদ সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তা দ্বারা এসবের মাধ্যমে পিপিপি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি সকল বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে এবং সেখানে উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দের বিনিয়োগের পরিমাণ কমে এসেছে। যে অংশ এডিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় না, যেমন কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনজিও-কে অর্থায়ন, তা সিআইপি-২ তে অন্তর্ভূক্ত হবে না।

পরিশেষে, সিআইপি-২ যেহেতু পুষ্টি-সংবেদী বা পুষ্টি-সহায়ক খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত, তাই ন্যাশনাল প্লান অব একশন ফর নিউট্রিশন-এর আওতাধীন পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের তুলনায় পুষ্টি-সংবেদী বা পুষ্টি-সহায়ক প্রকল্পগুলোর ওপর অধিক গুরুত্বদান করা হবে।

সুতরাং ব্যয় নিরূপণের অনুশীলনী থেকে নিম্নলিখিত প্রাক্কলন পাওয়া যায় :

- চলমান বিনিয়োগসমূহকে ১৩টি কর্মসূচি ও ৩৯টি উপ-কর্মসূচি অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;

[৪২] এই সংখ্যায় সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্পগুলো ধরা হয়নি, এটি করা হলে তা বাংলাদেশ সরকারের মোট বাজেটের ১৩.৬% এ এসে দাঁড়াত।

[৪৩] কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকতে পারে।

- এডিপি'র মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তব্য সম্পদ যার মধ্যে বাজেট ও উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দের অর্থায়নকৃত অংশও অন্তর্ভূক্ত
- অর্থায়নের ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

দুই ধরনের সংখ্যা প্রদর্শন করা হবে : মোট এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মোকাবেলায় তাদের ভূমিকা অনুযায়ী 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' সংখ্যা যার ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হল।

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে সিআইপি-২ এর কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্পসমূহ পদ্ধতিগতভাবে বাছাই করা হয়েছিল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন এডিপি প্রণয়ন করে যার সাথে সিআইপি-২ সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। বিনিয়োগকে (বর্তমান ব্যয় বাদ দিয়ে) সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত একটি বাজেট উপাদান। সিআইপি বাজেটের জন্য আর্থিক তথ্য আইএমইডি দলিলে পাওয়া যায়, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : মোট প্রকল্প বাজেট, সিআইপি-২ এর জন্য অবিশিষ্ট বাজেট এবং বার্ষিক ব্যয়, ইত্যাদি। বিভিন্ন উৎস দ্বারা বিসমষ্টিকৃত এই তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন, সারণি-ক. ৫.৫ এ উল্লিখিত সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ।

এডিপি প্রকাশনায় সম্ভাব্য প্রকল্পের তালিকাও অন্তর্ভূক্ত থাকে, যা সিআইপি-২ এর অর্থায়ন ঘাটতি হিসেব করার জন্য প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত তথ্য এই দলিলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস দ্বারা বিসমষ্টিকৃত পরিকল্পিত ব্যয়ের এই তালিকা প্রদান করা হয়। যেমন, সারণি-ক.৫.৬ এ উলিখিত সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দ।

প্রকল্প শব্দটি চলমান প্রকল্প বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু যে সকল পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রকৃত প্রকল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে না সেগুলোকেও বোঝানো হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সরকার কোন একটি উন্নয়ন কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান করতে চাইছে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে, কিন্তু উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করেনি।

হিসাবের জন্য মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ধরা হয়েছে: ১ মার্কিন ডলার = ৭৮.৪ টাকা [৪৪] ।

প্রকল্পসমূহের শ্রেণিবিভাগ

সিআইপি-২ তে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রায় দুই শতাধিক চলমান প্রকল্প এবং এক শতাধিক সম্ভাব্য প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্প কোন কর্মসূচি বা উপ-কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে তা নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাই করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের বহুবিধ উপাদান রয়েছে, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপ-কর্মসূচির আওতায় পড়ে আবার কোনটা সিআইপি-২ এর সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। এই ক্ষেত্রে তহবিল পাওয়া গেলে প্রতিটি উপাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত বাজেট উক্ত উপাদানের জন্য ব্যয় করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে উপাদান অনুসারে বাজেট বরাদ্দ নেই, সে সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি উপ-কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট চিহ্নিত প্রতিটি উপাদানের জন্য সমানভাবে ব্যয় করা হবে। যে সকল বিষয় অস্পষ্ট রয়েছে সে সম্পর্কে বার্তা প্রদানকারী ও অংশীজনের নিকট থেকে অধিকতর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সবসময় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। সিআইপি-২ এর পরবর্তী সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংশোধন করে সরবরাহ করা হবে।

অংশীজন কর্তৃক উত্থাপিত অগ্রাধিকার চাহিদার ভিত্তিতে এমএএফএপি (মনিটরিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পলিসি) এর সহায়তায় সিআইপি-২ এর চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে এফএও, যার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক নীতিমালা পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশোধনের টেকসই পদ্ধতি প্রণয়ন। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর, দক্ষ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক নীতিগণ কাঠামো প্রণয়ন সম্ভব। খাদ্য ও কৃষি নীতিমালা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা- এমএএফএপি কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতি সিআইপি-২ এর সরকারি বিনিয়োগের কার্যকর ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম।

[৪৪] এটি ২০১৬ সালের জুলাই মাসের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিময় হার এবং এটি ছিল সিআইপি২ এর সূচনালগ্ন।

খাদ্য ও কৃষি নীতিমালা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

অংশীজন কর্তৃক উত্থাপিত চাহিদা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি অনুযায়ী সিআইপি-২ এর চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করার ক্ষেত্রে এমএএফএপি (মনিটরিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পলিসি) সহযোগিতা করেছে। এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করেছে এফএও, এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক নীতিমালা পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশোধনের টেকসই পদ্ধতি প্রণয়ন। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর, দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিগত কাঠামো প্রণয়ন সম্ভব। এমএএফএপি'র উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ২০০৯ সালে এবং বর্তমানে এর দ্বিতীয় পর্ব (২০১৪-২০১৯) চলমান রয়েছে, এতে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক যে নীতিমালা বর্তমানে কৃষি উন্নয়ন, বিশেষত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে সেগুলো সংশোধন করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সিআইপি-২ ও এমএএফএপি'র সমন্বয়ে শ্রেণিবিন্যাস (অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে) ফলে তথ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত মাত্রা লাভ হয়েছে, যার মাধ্যমে নীতিনির্ধারকবৃন্দ তাদের বিনিয়োগ কিভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য এমএএফএপি'র সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালে বিশ্বখাদ্য সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা অনুসরণ করা হয়েছে : খাদ্য নিরাপত্তা তখন বিদ্যমান থাকে যখন সকল মানুষ সবসময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ভৌত ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়, যা তাদের সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনের প্রয়োজনে ভোগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।' উল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে খাদ্য নিরাপত্তার চারটি স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে : লভ্যতা, অভিগম্যতা, জৈবিক ব্যবহার ও স্থায়িত্ব (চিত্র: ক.৫.১)।

চিত্র ক.৫.১ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার চারটি মাত্রা ও তাদের নির্ধারক

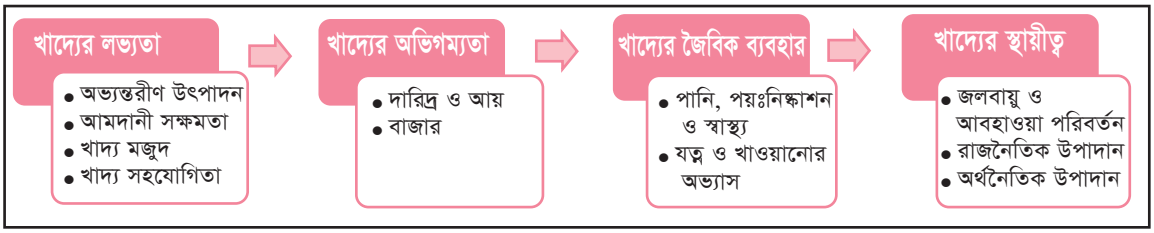

উৎস : এফএও

এমএএফএপি খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত যুক্তি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমত, ব্যয়টি খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সুনির্দিষ্ট নাকি খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সহযোগী তা নির্ধারণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট ব্যয়ের মধ্যে স্থানান্তরের ভিত্তিতে একটি পার্থক্য সূচিত হয়েছে। ব্যয়টি কোন সুনির্দিষ্ট একক উদ্দেশ্য (উৎপাদক, ভোক্তা, প্রক্রিয়াকারী, সরবরাহকারী, ইত্যাদি) সাধনের জন্য হতে পারে বা কোন একটি খাতকে (যেমন গবেষণা) সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করতে পারে। পুষ্টি-সহায়ক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে ব্যয়, যেমন সড়ক ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যয় অন্তর্ভূক্ত থাকে। এমএএফএপি পদ্ধতির একটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যয়ের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস। অন্যভাবে বলা চলে, ব্যয়ের উদ্দেশ্য এবং তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার ভিত্তিতে এতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে [৪৫]।

পুষ্টি গুরুত্ব বিবেচনায় এমএএফএপি কর্মসূচি শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পুষ্টি সংশ্লিষ্টতা বিচার করে না। পুষ্টি সংশ্লিষ্টতা পরিমাপের জন্য বর্তমানে সুপারিশকৃত বিষয়সমূহ পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতে এখনও সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয় এবং এখনও পর্যন্ত প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট অবস্থায় রয়েছে। তথাপি সরকার যেহেতু পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রভাবের বিবেচনায় বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে, ফলে পুষ্টি সংশ্লিষ্টতার এই সূচক নীতিনির্ধারক ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা ঠিক করতে পারেন, যার উদ্দেশ্য হবে পুষ্টির ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। সিআইপি-২ (নিচে 'অগ্রাধিকার নির্ধারণ' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এর প্রেক্ষিতে এবং এমএএফএপি'র কাঠামোর ভিত্তিতে এটিকে তথ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।

[৪৫] এমএএফএপি'র শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় শ্রেণীসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও এতে অনুসৃত পদ্ধতির বিশদ ব্যাখার জন্য দ্রষ্টব্য : এফএও, ২০১৬। 'খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টিতে সরকারি ব্যয়ের বিশ্লেষণ', এমএএফএপি পদ্ধতি বিষয়ক কর্মপত্র, এফএও, রোম, ইটালি।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ

যেহেতু সিআইপি-২ এ পুষ্টি-সংবেদী খাদ্য ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাই দুইটি বাজেট প্রদান করা হয়েছে। একটি হচ্ছে চলমান ও সম্ভাব্য ব্যয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং অন্যটি হচ্ছে যেখানে এই ব্যয়সমূহকে প্রকল্পটি পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ইতিবাচক উদ্দেশ্য অর্জন করার ভিত্তিতে নির্ধারিত অগ্রাধিকারের মাধ্যমে, এই ক্ষেত্রে প্রকল্পটির পুষ্টি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্টতার সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করা হয়েছে। পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম উদ্যোগের মাধ্যমে এই ধরনের বিশ্লেষণ সুপারিশ করা হয়েছে, যেখানে বরাদ্দকৃত সম্পদ কতোটা পুষ্টি বিষয়ক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হল তা নিরূপণ করা সম্ভব, যা রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার নির্বাচনে, ভালোভাবে পরিকল্পনা মাফিক সম্পদ বরাদ্দ করতে সহযোগিতা করে এবং অর্থায়ন বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করে থাকে।

২০১৩ সালের মাতৃত্ব ও শিশু পুষ্টি বিষয়ক ল্যান্সেট সিরিজের ভিত্তিতে, পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্পসমূহকে দুইটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার সুপারিশ রাখে :

- পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট: পুষ্টি বিষয়ক উচ্চ প্রভাব সম্পন্ন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপুষ্টি ও নিম্ন-পুষ্টির তাৎক্ষণিক ও অন্তর্বর্তী কারণ যেমন, খাদ্যাভ্যাস ও খাওয়ানোর চর্চা ইত্যাদি দূর করা।
- পুষ্টি-সংবেদী: যে সকল প্রকল্প অপুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণকে আলোকপাত করার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট এপ্রোচে কৃষি, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন; খাদ্য নিরাপত্তা; খাদ্যের অপচয় ও পচন; শিক্ষা ও কর্মসংস্থান; স্বাস্থ্যসেবা; অনুকূল পরিবেশ নির্মাণের জন্য সহযোগিতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়।

সিআইপি-২ এর উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তিন ধরনের প্রকল্প বিবেচনা করা হয়েছে :

- 'পুষ্টি-সংবেদী +': ল্যান্সেট কর্তৃক পুষ্টি-সংবেদী হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসকৃত কতিপয় প্রকল্প পুষ্টি বিষয়ক ফলাফল অর্জনে অধিকতর ভূমিকা রাখে (যেমন, জাতীয় এনএসডি কৌশলের সাথে সম্পর্কিত খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবা)। এই ধরনের প্রকল্পের পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ সম্পাদনের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। সরাসরি ভূমিকা রাখার পরেও এই ধরনের উদ্যোগ পুষ্টি বিষয়ক বাজেটে অধিকতর ভূমিকা পালন করে থাকে।
- পুষ্টি-সংবেদী;
- পুষ্টি-সহায়ক : তৃতীয় এই শ্রেণিটি তৈরি করা হয়েছে সেই সকল প্রকল্পের জন্য যেগুলো পুষ্টি-সংবেদী বা পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ নির্মাণ করে। এগুলোকে সাধারণত পুষ্টি বিষয়ক বাজেটে বিবেচনা করা হয়না, কিন্তু পুষ্টি বিষয়ক ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে প্রত্যক্ষ না হলেও এগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো নির্মাণ এই ধরনের উদ্যোগের একটি উদাহরণ, যেমন সড়ক নির্মাণের ফলে বাজারে অভিগম্যতার সুযোগ তৈরি হবে। এগুলো খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতিমালা বাস্তবায়নের সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণত খাতওয়ারি প্রকৃতির যার সম্পূর্ণ অংশ সিআইপি-তে অন্তর্ভূক্ত করা যৌক্তিক নয়।

প্রতিটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত প্রকল্প পরিশিষ্ট-৫ এর সারণি-ক.৫.৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পকে পুষ্টি সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী পুষ্টি-সংবেদী সিআইপি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দের হার নিম্নরূপ :

- পুষ্টি-সংবেদী + প্রকল্পের জন্য ১০০%
- পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পের জন্য ৭৫% এবং
- পুষ্টি-সহায়ক প্রকল্পের জন্য ৫০%।

প্রকল্পসমূহের পুষ্টি সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে সিআইপি-২ এর এই অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পুষ্টি সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত তালিকার অগ্রাধিকার নির্বাচনের অন্য কোন যৌক্তিকতা নেই। অন্যান্য দেশেও এই ধরনের অনুশীলন করা হয়ে থাকে, কিন্তু বরাদ্দের পরিমাণ সে সকল দেশের নিজস্ব বাস্তবতায় নির্ধারিত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিভিন্ন দেশে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পে ১০%-১০০% বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে, যা নির্ভর করে উক্ত রাষ্ট্রের পরিস্থিতির ওপর [৪৬]। সারণি-ক.৫.১ এ কিভাবে বিভিন্ন প্রকারের প্রকল্প শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

[৪৬] এসইউএন কর্তৃক রিপোর্টকৃত (২০১৭) 'বাজেট এনালাইসিস ফর নিউট্রিশন : এ গাইডেন্স নোট ফর কান্ট্রিজ' (পুষ্টির জন্য বাজেট বিশ্লেষণ : বিভিন্ন দেশের জন্য একটি পরিচালন-নির্দেশিকা)।

সারণি-ক.৫.১.: বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে গুরুত্ব অনুযায়ী বরাদ্দ

সিআইপি স্তম্ভ	প্রকৃতি	শ্রেণি	বরাদ্দ
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	কৃষি উৎপাদন উন্নয়ন	সংবেদী	৭৫%
	পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্যে গুরুত্বসহ কৃষি উৎপাদন উন্নয়ন	সংবেদী	৭৫%
	সম্প্রসারণ সেবা	সংবেদী	৭৫%
	পুষ্টি-সংবেদী সম্প্রসারণ সেবা	সংবেদী	৭৫%
	কৃষি উপকরণ উন্নয়ন, প্রসার ও বিতরণ	সংবেদী	৭৫%
	সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উন্নয়ন	সংবেদী	৭৫%
	নদী পুনরুদ্ধার সংরক্ষণ (পুনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি)	সহযোগী	৫০%
	একোয়াকালচার ও মৎস্যচাষ	সংবেদী	৭৫%
	হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	সংবেদী	৭৫%
	পশুপাখি পালনের জন্য উপকরণ	সংবেদী	৭৫%
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	কৃষি প্রক্রিয়াকরণ (অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি)	সহযোগী	৫০%
	বাজারে দরকষাকষির ক্ষমতা	সহযোগী	৫০%
	বাজার অবকাঠামো ও বাজার সুবিধায় অভিগম্যতা	সহযোগী	৫০%
	ব্যক্তিখাতের অন্তর্ভুক্তি	সহযোগী	৫০%
	বাজার সম্পর্কিত তথ্য ও প্রচার	সহযোগী	৫০%
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ	সংবেদী+	১০০%
	অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	সংবেদী+	১০০%
	এনসিডি কৌশলের সাথে সম্পর্কিত খাদ্য তালিকা সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার প্রবর্ধন	সংবেদী+	১০০%
	জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন ও প্রবর্ধন বিষয়ক গবেষণা	সংবেদী+	১০০%
	পানীয় জল ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ	সংবেদী	৭৫%
	পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন এবং হাত ধোওয়ার অভ্যাস	সংবেদী	৭৫%
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অনুশীলন	সংবেদী	৭৫%
	কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা (আশ্রয়কেন্দ্র, নদী ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণ, ইত্যাদি)	সংবেদী	৭৫%
	সংকটের সময় সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী	সংবেদী	৭৫%
	অধিকতর কার্যকর সরকারি খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য সংরক্ষণ	সংবেদী	৭৫%
	জীবনচক্র-ভিত্তিক ও অনগ্রসর এলাকায় সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী	সংবেদী	৭৫%
	পুষ্টি-সংবেদী সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী	সংবেদী	৭৫%
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	নিরাপদ খাদ্য	সংবেদী	৭৫%
	খাদ্য অপচয় ও পচন	সংবেদী	৭৫%
	প্রমাণভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য	সহযোগী	৫০%
	সমন্বয় পদ্ধতি	সহযোগী	৫০%
	জাতীয় খাদ্য নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সক্ষমতা	সহযোগী	৫০%

প্রাক্কলন

২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সিআইপি-২ এর প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে সম্ভাব্য প্রকল্পের জন্য ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সঞ্চালন করতে হবে। চলমান প্রকল্পে উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দের অবদান ৩৮.৮% (সারণি-ক. ৫.২)। সিআইপি-২ এর মোট চলমান প্রকল্পের বাজেটের মধ্যে কুড়িটি প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয়ের ৫০% এর অধিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে [৪৭]।

পুষ্টি-সংবেদনশীলতার গুরুত্বের নিরিখে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর মোট পরিমাণ ৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বা ৪৩% এ নেমে এসেছে, ফলে অর্থায়ন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৩৪% (সারণি-ক.৫.৩.)। চলমান প্রকল্পের তুলনায় সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে হ্রাস পেয়েছে, যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পরিকল্পিত প্রকল্পসমূহ অধিকতর পুষ্টি সংবেদী বা চলমান প্রকল্পের তুলনায় প্রকৃতিগণভাবে কম পুষ্টি-সহায়ক।

চিত্র ক. ৫.২. এ প্রদর্শিত তথ্য অনুসারে পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পসমূহে অধিকমাত্রায় গুরুত্বদান সত্ত্বেও সিআইপি'তে I নং স্তম্ভের (I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) প্রতি অধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। পুষ্টিগত গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হলে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়। যদিও এতে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা

[৪৭] যেহেতু বড় উদ্যোগসমূহের যেগুলো পাইপলাইনে অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পে রূপ পায় নি, তা থেকে দেখা যায় যে, মোট পাইপলাইন বাজেটের প্রায় ৮০% রেকর্ডভুক্ত ১০টি উদ্যোগের জন্য নির্দিষ্টকৃত।

পূরণের জন্য কৃষি উন্নয়নের বিষয়টিতে গুরুত্ব দানের উদ্যোগ প্রতিফলিত, তবে এর মাধ্যমে এটিও বোঝা যায় যে, এই স্তম্ভের অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিতব্য একটি সার কারখানার ব্যয়ই প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। এই স্তম্ভের অন্তর্ভূক্ত সেচ সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের জন্যেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন। III স্তম্ভ (উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার) এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের জন্য সামান্য পরিমাণ তহবিল চাহিদার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এই স্তম্ভের অনেকগুলো প্রকল্পই পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত, ফলে এগুলো সিআইপি-২ এর আওতার বাইরে থেকে যায়। তবে এই নির্দেশনার মাধ্যমে এটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই খাতে আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পসমূহ যেহেতু পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের মঞ্চ হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম, তাই এগুলোর পরিধি, আওতা ও কার্যকারিতা বিস্তৃত করার সম্ভাবনা রয়েছে (২০১৩ সালের মাতৃত্ব ও শিশু পুষ্টি বিষয়ক ল্যান্সেট সিরিজ দ্রষ্টব্য)। বাস্তবতা হচ্ছে স্তম্ভ V. (খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য শক্তিশালী অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচি) সরকারি বিনিয়োগের মাত্র ৩% প্রতিনিধিত্ব করে, তবে বিশেষ করে এর V.১. নং কর্মসূচি, 'উন্নত খাদ্য নিরাপদতার জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চয়তা, নিরাপদ খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি সম্পর্কিত সচেতনতা', এবং V.২. নং 'কর্মসূচি, 'খাদ্য অপচয় ও পচন হ্রাস', এই দুই কর্মসূচিতে আরও অধিক বরাদ্দ প্রয়োজন কেননা তা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির অভীষ্ট অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ক.৫.৩. এ প্রদর্শিত এমএএফএপি শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে ব্যয়ে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুষ্টি-সংবেদী সিআইপি-২ এ বরাদ্দকৃত বাজেটে এর স্পষ্টভাবে প্রতিফলন ঘটছে। ব্যয়ের গঠনগত তথ্য নীতিনির্ধারকদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি খাতে পরবর্তী বিনিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্লেষণ করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কার্যকর হতে পারে। বিশেষ করে সিআইপি-২ এর ক্ষেত্রে সড়ক, সেচ, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, সরবরাহকারীদের পাওনা পরিশোধ (অধিকাংশই সার কারখানায় বিনিয়োগের জন্য) ইত্যাদিতেই পুষ্টি-সংবেদী সিআইপি-২ এ মোট বরাদ্দের অর্ধেক ব্যয় হবে। সারণি-ক.৫.৪ এ এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় যে, সিআইপি বাজেটের অর্ধেকের বেশি পুষ্টি-সহায়ক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য যদিও এই ধরনের উদ্যোগ আবশ্যক, তবে এটি স্পষ্ট যে সরকার যদি সিআইপি-২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চায় তাহলে সরকারি ও উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দের ব্যয়ের ক্ষেত্রে পুষ্টি-সংবেদী প্রকল্পে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

সম্পদ সঞ্চালন

পুষ্টি-সংবেদী খাদ্য ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ফলাফল কাঠামোয় রূপান্তরের জন্য সমন্বিত বিনিয়োগের একটি কৌশলগত উপাদান হচ্ছে সিআইপি-২, যা পরিকল্পিত মেয়াদে উদ্ভূত চাহিদা মোকাবেলায় আর্থিক সম্পদ সঞ্চালনে সহযোগিতা করবে। ফলাফল অর্জনের জন্য সুসঙ্গত পরিকল্পনা, বাজেট ও অর্থায়নের মাধ্যমে সকল সম্পদকে গুরুত্ব প্রদান করে, বিদ্যমান সমন্বয় অধিকতর শক্তিশালী করে এবং দ্বৈততা পরিহার করে সিআইপি-২ বাস্তবায়ন করতে হবে। আর্থিক সম্পদ সঞ্চালন যৌক্তিক করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে :

- আর্থিক সম্পদ সঞ্চালন ও ব্যবহার সম্পর্কে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং সিআইপি-২ এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ;
- কার্যকর উপায়ে ফলাফল প্রকাশ এবং বরাদ্দকৃত, লভ্য ও প্রাক্কলিত আর্থিক সম্পদের মানসম্মত পরিবীক্ষণ;
- ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ ও চেম্বার অব কমার্সকে সম্পৃক্ত করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রচার।

সিআইপি-১ এর পরিবীক্ষণে দেখা গেছে যে বাস্তবায়নের সক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, তাই ব্যয়ের প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য V.৪ কর্মসূচির অংশীজনের এবং বিশেষ করে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে।

পরিশেষে, সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দকে আর্থিক ঘাটতি নিরসনে এবং পুষ্টি-সংবেদী কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে। যে সকল প্রকল্প বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে এবং ব্যক্তিখাত, কৃষক সংগঠন ও সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ থেকে সম্পদ সঞ্চালনে সহযোগিতা করে সেই সকল প্রকল্পেও বিনিয়োগ করতে হবে। ব্যাপক সংখ্যক দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও কর্মরত এমন একটি দেশে দ্বৈততা পরিহার করার জন্য আলোচনা ও পরামর্শ অব্যাহত রাখতে হবে এবং চুক্তিভিত্তিক আয়োজন (চুক্তিভিত্তিক খামার ও সরবরাহ শৃঙ্খল) ও পিপিপি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উদ্যোগ অনুশীলন প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাপক গতি সঞ্চার করতে হবে।

সারণি-ক.৫.২ : কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি প্রতি বিদ্যমান অর্থায়ন ও অতিরিক্ত চাহিদা (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

	সিআইপি-২ (বিদ্যমান সম্পদ + ঘাটতি)	বিদ্যমান সম্পদ মোট	বিদ্যমান সম্পদ সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	অর্থায়ন ঘাটতি
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৩,৮১৫	১,৬৩৩	১,৩১২	৩২০	২,১৮২
I.১.শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৬২২	১৮৪	১৪৭	৩৭	৪৩৮
I.১.১.অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি- সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন	২৪৭	৭৪	৬৫	৯	১৭২
I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন	১৬৩	২২	৮	১৪	১৪১
I.১.৩.পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	২১৩	৮৮	৭৪	১৪	১২৪
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২,৪০১	১,১৫০	৮৯৭	২৫৩	১,২৫১
I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি	১,২৮০	২১৪	১৮৭	২৭	১,০৬৬
I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি	৪০	৪০	৪০	-	-
I.২.৩.সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১,০১৭	৮৩২	৬০৫	২২৬	১৮৫
I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা	৬৪	৬৪	৬৪	-	-
I.৩. প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৭৯২	২৯৯	২৬৮	৩০	৪৯৩
I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২৪৫	১৫২	১৩২	২১	৯৩
I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন	১২৮	৯১	৯১	-	৩৭
I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালীকরণ	২৪৫	২১	১১	১০	২২৪
I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৭৪	৩৫	৩৪	০	১৩৯
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	৩,১৭২	১,৯২৫	১,৪৬৫	৪৬০	১,২৪৭
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	৪৩৭	৫৩	৩৭	১৬	৩৮৪
II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪৮	৪	০	৭	৪১
II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা	২৮৭	১৪	১৪	-	২৭৩
II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান	১০২	৩২	২৩	৯	৭০
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	২,৭৩৫	১,৮৭২	১,৪২৮	৪৪৪	৮৬৩
II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ	২,৬৪০	১,৮৬৭	১,৪২৭	৪৪০	৭৭৩
II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৮৫	-	-	-	৮৫
II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১০	৫	০	৪	৫

	সিআইপি-২ (বিদ্যমান সম্পদ + ঘাটতি)	বিদ্যমান সম্পদ মোট	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	অর্থায়ন ঘাটতি
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	২২৮	১৭৪	১১৮	৫৬	৫৪
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৮৯	৩৫	৯	২৭	৫৪
III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন	৩৬	৪	২	২	৩৩
III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ	৩২	৩২	৭	২৫	০
III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ	২১	-	-	-	২১
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১৩৯	১৩৯	১১০	২৯	০
III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি	১৩২	১৩২	১০৯	২৩	০
III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো	১	১	০	১	০
III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৬	৬	১	৫	-
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	১,৮০৮	১,৭৫২	৫৩০	১,২২২	৫৫
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	৯৬২	৯৬১	১৬১	৮০০	১
IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন	৭২৪	৭২৪	১১২	৬১২	০
IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ	২	২	২	-	১
IV.১.৩. উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন	২৩৫	২৩৫	৪৭	১৮৮	-
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৮৪৬	৭৯২	৩৭০	৪২২	৫৪
IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	২২৭	১৮২	১০২	৮১	৪৫
IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	৪৭৩	৪৬৪	১৪৮	৩১৬	৯
IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন	১৪৫	১৪৫	১২০	২৬	০

	সিআইপি-২ (বিদ্যমান সম্পদ + ঘাটতি)	বিদ্যমান সম্পদ মোট	বিদ্যমান সম্পদ সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	অর্থায়ন ঘাটতি
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	**২২৭**	**১৩৭**	**১৭**	**১২০**	**৯০**
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৮৩	১২	১০	২	৭১
V. ১.১. সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ	২৮	১	০	১	২৭
V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন	২১	১১	১০	১	১১
V.১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার	২০	-	-	-	২০
V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	১৪	-	-	-	১৪
V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	-	-	-	-	-
V.২.১. খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ	-	-	-	-	-
V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	-	-	-	-	-
V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ	-	-	-	-	-
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	৪৭	৪৫	৬	৪০	১
V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন	৪৭	৪৫	৬	৪০	১
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৯৮	৮০	১	৭৯	১৮
V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও সংবিধান মোতাবেক খাদ্যে অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ	০	-	-	-	০
V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	৯৮	৮০	১	৭৯	১৮
সর্বমোট	**৯,২৫১**	**৫,৬২২**	**৩,৪৪৩**	**২,১৭৯**	**৩,৬২৯**

সারণি-ক.৫.৩ : পুষ্টিগত গুরুত্বের নিরিখে কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি প্রতি বিদ্যমান অর্থায়ন ও অতিরিক্ত চাহিদা (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

	সিআইপি-২ (বিদ্যমান সম্পদ + ঘাটতি)	বিদ্যমান সম্পদ		উন্নয়ন সহযোগী	অর্থায়ন ঘাটতি
		মোট	সরকার		
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	২,৬৫৭	১,০৩০	৮১৮	২১২	১,৬২৭
I.১. শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৪৬৭	১৩৮	১১১	২৭	৩২৯
I.১.১ অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি- সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন	১৮৫	৫৬	৪৯	৭	১২৯
I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন	১২২	১৬	৬	১০	১০৬
I.১.৩.পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	১৫৯	৬৬	৫৬	১০	৯৩
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১,৬০১	৬৭৩	৫০৭	১৬৫	৯২৯
I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি	৯৪৫	১৪৬	১৩০	১৬	৭৯৯
I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি	০	০	০	-	-
I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬২৪	৪৯৫	৩৪৫	১৪৯	১২৯
I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা	৩২	৩২	৩২	-	-
I.৩. প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৫৮৯	২১৯	২০০	২০	৩৭০
I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১৭৯	১১০	৯৭	১২	৭০
I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন	৯৬	৬৮	৬৮	-	২৮
I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালীকরণ	১৮৪	১৬	৯	৭	১৬৮
I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৩০	২৬	২৬	০	১০৪
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন	১,৫৮৬	৯৬৩	৭৩৩	২৩০	৬২৩
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	২১৯	২৭	১৯	৮	১৯২
II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৪	৪	০	৪	২০
II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা	১৪৩	৭	৭	-	১৩৬
II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান	৫১	১৬	১২	৪	৩৫
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন	১,৩৬৮	৯৩৬	৭১৪	২২২	৪৩২
II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ	১,৩২০	৯৩৪	৭১৪	২২০	৩৮৬
II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৪৩	-	-	-	৪৩
II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৫	২	০	২	৩

	সিআইপি-২ (বিদ্যমান সম্পদ + ঘাটতি)	বিদ্যমান সম্পদ			অর্থায়ন ঘাটতি
		মোট	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	১৭৪	১৩১	৮৯	৪২	৪৩
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৬৯	২৭	৬	২০	৪৩
III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন	২৯	৩	১	১	২৬
III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ	২৪	২৪	৫	১৯	০
III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ	১৬	-	-	-	১৬
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১০৪	১০৪	৮২	২২	০
III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি	৯৯	৯৯	৮২	১৭	০
III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো	১	১	০	১	০
III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৫	৫	১	৪	-
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	১,০৭৬	১,০৩৫	২৬৬	৭৬৯	৪১
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	৫৪৫	৫৪৪	৯২	৪৫২	১
IV.১.১. বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন	৩৬৭	৩৬৭	৫৫	৩১২	০
IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ	২	১	১	-	১
IV.১.৩ উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন	১৭৬	১৭৬	৩৫	১৪১	-
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৫৩১	৪৯০	১৭৪	৩১৭	৪১
IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	১৫৮	১২৪	৬৪	৬১	৩৪
IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	২৬৬	২৫৯	২২	২৩৭	৭
IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন	১০৭	১০৭	৮৮	১৯	০

	সিআইপি-২ (বিদ্যমান সম্পদ + ঘাটতি)	বিদ্যমান সম্পদ			
		মোট	সরকার	উন্নয়ন সহযোগী	অর্থায়ন ঘাটতি
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	১৩৪	৭২	১১	৬১	৬৩
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৬২	৯	৭	২	৫৩
V. ১.১ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ	২১	১	০	১	২০
V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন	১৬	৮	৭	১	৮
V.১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার	১৫	-	-	-	১৫
V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	১০	-	-	-	১০
V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	-	-	-	-	-
V.২.১. খাদ্যের অপচয় পরিমাপের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে খাদ্যের অপচয় রোধে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ	-	-	-	-	-
V.২.২. উৎপাদন-পরবর্তী উত্তম নাড়াচাড়া প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (পরিবহন, মোড়কীকরণ ও সংরক্ষণ) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	-	-	-	-	-
V.২.৩. খাদ্য পণ্যের বিপণন ও ভোগের সকল পর্যায়ে অপচয় ও পচন রোধ	-	-	-	-	-
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	২৩	২৩	৩	২০	১
V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন	২৩	২৩	৩	২০	১
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিচালন ও সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	৪৯	৪০	১	৩৯	৯
V.৪.১. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	০	-	-	-	০
V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	৪৯	৪০	১	৩৯	৯
সর্বমোট	**৫,৬২৭**	**৩,২২৯**	**১,৯১৫**	**১,৩১৪**	**২,৩৯৮**

চিত্র ক.৫.২ পুষ্টি গুরুত্বের নিরিখে সিআইপি-২ এর স্তম্ভ প্রতি বাজেট বরাদ্দের অংশ

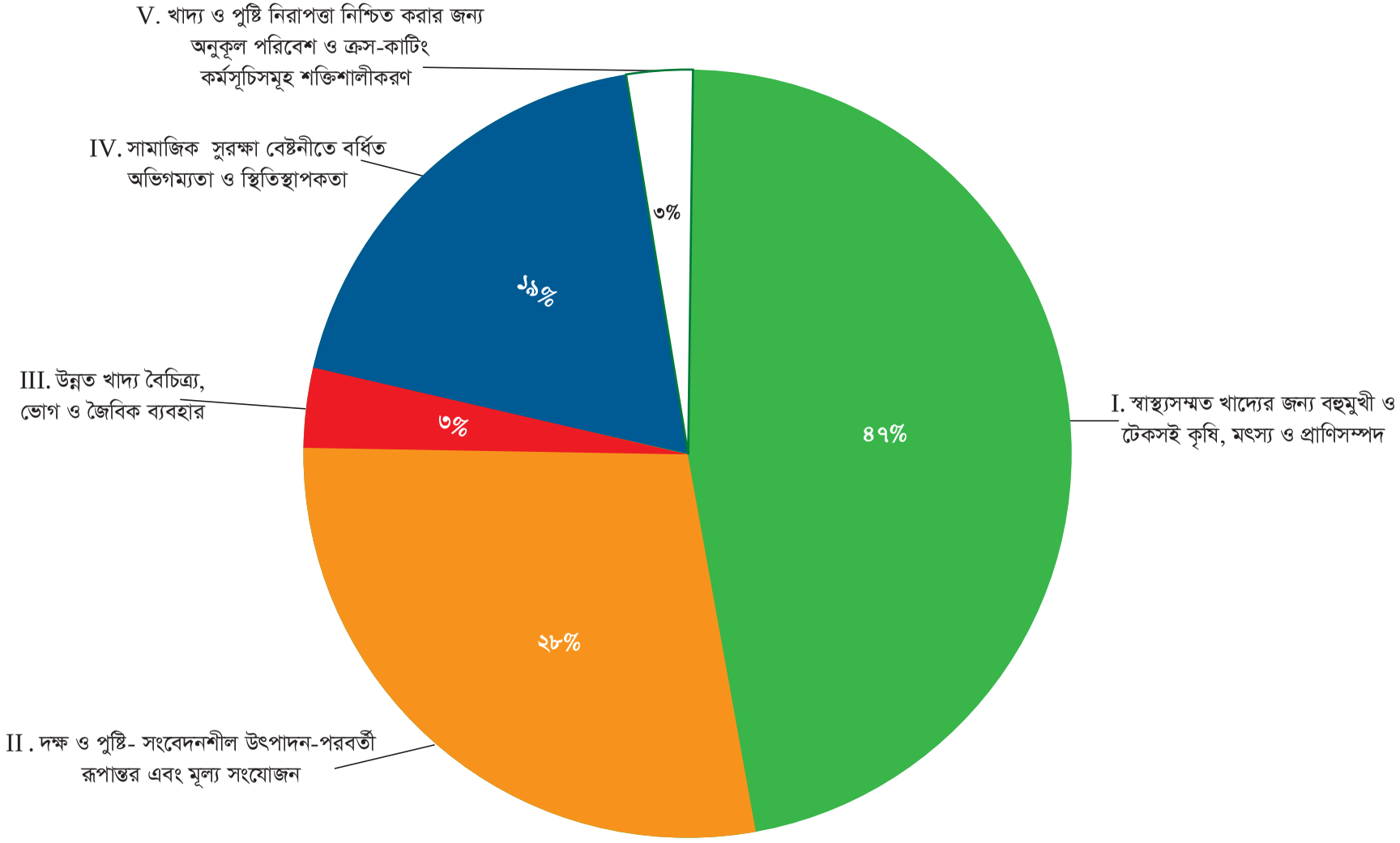

চিত্র ক.৫.৩ এমএএফএপি'র শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পুষ্টি-গুরত্বের নিরিখে সিআইপি-২ এর বাজেট (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

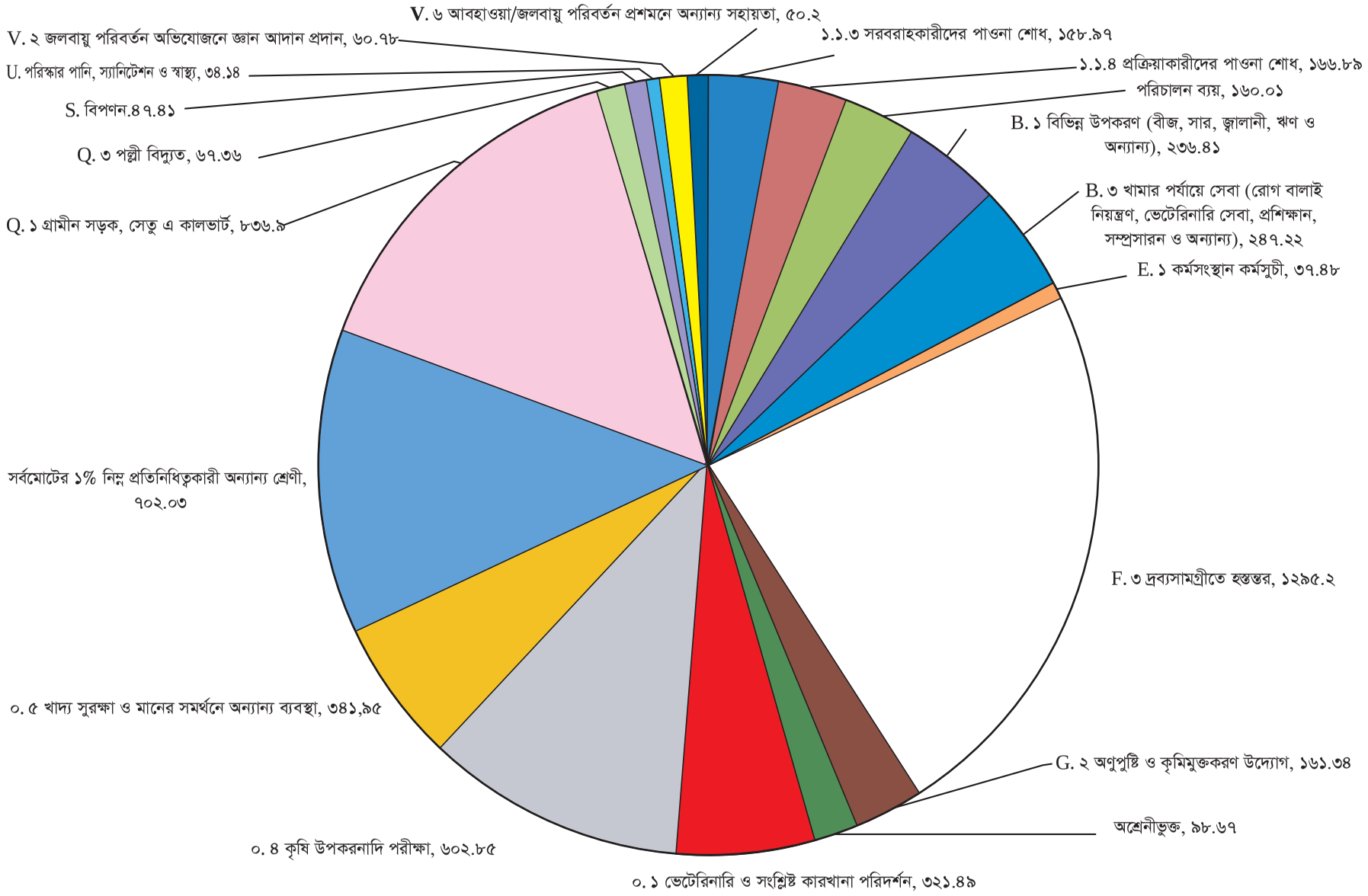

সারণি-ক.৫.৪ : সিআইপি-২ এর পুষ্টি-সংবেদনশীল+, পুষ্টি-সংবেদনশীল ও পুষ্টি-সহায়ক উদ্যোগসমূহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

স্তম্ভভিত্তিক সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহ	পুষ্টি-সংবেদনশীল	পুষ্টি-সংবেদনশীল+	পুষ্টি-সহায়ক	সর্বমোট
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৩,১১৭	-	৬৯৮	৩,৮১৫
I.১. শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ	৬২২	-	-	৬২২
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১,৭২২	-	৬৭৯	২,৪০১
I.৩. প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন	৭৭৪	-	১৮	৭৯২
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন		-	৩,১৭২	৩,১৭২
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ	-	-	৪৩৭	৪৩৭
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ক্ষেত্রে অভিগম্যতা উন্নয়ন	-	-	২,৭৩৫	২,৭৩৫
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার	২১৮	১০	-	২২৮
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ	৭৯	১০	-	৮৯
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খ্যদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	১৩৯	-	-	১৩৯
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	১,১২২	-	৬৮৬	১,৮০৮
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা	২৭৬	-	৬৮৬	৯৬২
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	৮৪৬	-		৮৪৬
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ	৮৩	-	১৪৫	২২৭
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৮৩	-	-	৮৩
V.২. উৎপাদন-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের পচন ও অপচয় হ্রাস	-	-	-	-
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন	-	-	৪৭	৪৭
V.৪.খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	-	-	৯৮	৯৮
সর্বমোট	৪,৫৪০.১	১০.১	৪,৭০০.৫	৯,২৫০.৭

সারণি-ক.৫.৫ এবং ৫.৬ সম্পর্কিত টিকা

উল্লিখিত সারণিদ্বয় হচ্ছে ২০১৬ সালের জুন মাসে চলমান ও সম্ভাব্য প্রকল্প হিসেবে তালিকাভুক্ত প্রকল্পসমূহের একটি বিবরণী। সিআইপি-২ এর বাস্তবায়নকালকে রেফারেন্স হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সিআইপি-২ এর মেয়াদকালের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল নির্দেশ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রকল্পটি ২০১৬ সালের জুন মাসের পূর্বে আরম্ভ হয়ে থাকতে পারে এবং এতে মোট বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ ইতোমধ্যে ব্যয়িত হয়েছে। সিআইপি-২ এর সময়কালের অবশিষ্ট বাজেট এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে, অর্থাৎ উক্ত তহবিল সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে প্রাপ্তব্য।

'এই উপ-কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত প্রকল্প বাজেটের অংশ' শীর্ষক কলামে, পূর্বে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যেটি অনুসৃত হয়েছে, তাহলো কোন একটি প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান সিআইপি-২ এর বিভিন্ন উপ-কর্মসূচির আওতাভুক্ত হতে পারে। প্রকল্প তালিকায় এগুলো একাধিকবার প্রদর্শিত হবে, কিন্তু সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে কোন সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের বরাদ্দ উল্লিখিত কলামের মোট যোগফল ১০০% এর অধিক হবে না।

যেহেতু কোন প্রকল্পের সকল উপাদান সিআইপি-২ এর সাথে সম্পর্কিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি তাই অনেক ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রেক্ষিতে প্রদর্শিত উল্লিখিত মোট ১০০% এর কম। সম্ভাব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই বিষয় অনুসরণ করা হয়েছে।

সারণি-ক. ৫.৫ : সিআইপি-২ এর সাথে প্রাসঙ্গিক চলমান প্রকল্পসমূহের ডাটাবেজ (লাখ টাকার হিসেবে তহবিল)

টিকা :

- চলমান প্রকল্প নেই এমন কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি নিম্নের সারণিতে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।
- সিআইপি-২ এর সারণিতে প্রদর্শিত সার-সংক্ষেপ ব্যতীত, এখানে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ লাখ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে যা বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক দলিলে একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
I.১. শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ		১৪৪,২৮০	১১৫,৫৫৫	২৮,৭২৫	
I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি- সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন		৫৮,১৮২	৫১,১৩৯	৭,০৪৩	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের					
গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৬,৫৫৪	৬,৫৫৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশে তেলবীজ গবেষণা ও উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ	৫০%	৭	৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কমলা উন্নয়ন প্রকল্প (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এর অংশ)	১০০%	২,৩৪০	২,৩৪০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
	১০০%	৪২৩	৪২৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	১০০%	২০	-	২০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৪০%	৮৫	৮৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইন্সটিটিউট					
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইন্সটিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	১০০%	৫,৮৯০	৫,৮৯০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড					
পার্বত্য চট্টগ্রাম এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিশ্র ফলের চাষ	১০০%	৩,৫৮৪	৩,৫৮৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৩৩%	৯,৫৫৩	২,৭৯৯	৬,৭৫৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প	১৭%	৫০২	২৩৪	২৬৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সারা বছর-ব্যাপি ফল উৎপাদন	১০০%	১৬,৫২৫	১৬,৫২৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী					
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ	১০০%	৪,৬৭৪	৪,৬৭৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন	৫০%	৫,০২৪	৫,০২৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ ও প্রবর্ধন বিষয়ক কর্মগবেষণা	১০০%	৩,০০০	৩,০০০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন		১৬,৯৪৩	৬,০৭৫	১০,৮৬৮	
বন অধিদপ্তর					
জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় প্রতিবেশ ও জীবনযাত্রা (সিআরইএল) (বনঅধিদপ্তর অংশ)	১০০%	৮,৫৪৮	৮৪২	৭,৭০৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি মন্ত্রণালয়					
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	৮০%	৩,৩৭০	২০৯	৩,১৬২	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন	৫০%	৫,০২৪	৫,০২৪	-	**পুষ্টি-সংবেদনশীল**
I.১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ		**৬৯,১৫৫**	**৫৮,৩৪১**	**১০,৮১৪**	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন					
ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	২০%	২,৬৭০	২,৬৭০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					পুষ্টি-সংবেদনশীল
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	২৫%	৪	৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এর অংশ)	১০০%	২৯১	২৯১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট					পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ	১০০%	১২,১৬৩	১২,১৬৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৪০%	৮৫	৮৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কৃষকদের কৃষি সহায়তা (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর অংশ)	১০০%	৪,৬৫৫	১,২৫৬	৩,৩৯৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কমলা উন্নয়ন প্রকল্প (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপাদান)	১০০%	১,০৫৭	১,০৫৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবারড্যাম নির্মাণ (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংশ)	১০০%	২০৬	২০৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সমন্বিত কৃষি উন্নয়ননের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১০০%	৪,৮০৮	৪,৮০৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুইটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন	১০০%	৩,৫৫৯	৩,৫৫৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব)	১০০%	১,০৫৫	১,০৫৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	১০০%	৪,৪২৭	৪,৪২৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৩৩%	৯,৫৫৩	২,৭৯৯	৬,৭৫৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	৫৭%	-	-	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংশ)	১০০%	১,২৯১	১,২৯১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (পিসিইউ অংশ)	১০০%	১৩০	১৩০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির আওতায় প্রযুক্তি হস্তান্তর	১০০%	৭২৬	৭১	৬৫৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি) (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর অংশ)	১০০%	২৯১	২৮৬	৫	**পুষ্টি-সংবেদনশীল**
কৃষি মন্ত্রণালয়					
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	১০০%	-	-	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপেক্সের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	১০০%	২২,১৮৫	২২,১৮৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		৯০১,৭৯১	৭০৩,১৪৩	১৯৮,৬৪৮	

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি		১৬৭,৭৮৮	১৪৬,৭০৯	২১,০৭৯	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন					
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	১০০%	১৯,৭৮২	১৯,৭৮২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
জৈব-প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে কৃষি বীজ বর্ধন, উন্নয়ন ও মান যাচাই	১০০%	১,৬৫২	১,৬৫২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মানসম্মত বীজ সরবরাহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১০০%	৩,২২২	৫৪৫	২,৬৭৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ প্রবর্ধন (বর্ধন) খামার স্থাপন	১০০%	৬,৯৮৬	৬,৯৮৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং বীজ প্রবর্ধন খামার স্থাপন	১০০%	১,০৩২	১,০৩২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বিদ্যমান সার সংরক্ষণাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও সার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ	১০০%	৭,৮৫৪	৭,৮৫৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ধান, গম ও ভুট্টার মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন	১০০%	২৮,৪৬১	২৮,৪৬১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সিলেট অঞ্চলে অনাবাদি জমি ব্যবহার ও শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি প্রকল্প	১০০%	৪০৬	৪০৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ	৪০%	৫,৩৪০	৫,৩৪০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					
মানসম্মত বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি	১০০%	৪৬৫	০	৪৬৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ধান, গম ও ভুট্টার মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন (২য় পর্ব)	১০০%	১,৮৩৩	১,৮৩৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন					
শাহজালাল সার প্রকল্প	১০০%	১১,৫১১	৮,৪৫৯	৩,০৫২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, শস্যের জন্য মানসম্মত বীজ সরবরাহ ও উৎপাদন	১০০%	৬৫৭	৬৫৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
মানসম্মত বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি (বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট)	১০০%	৩৮২	০	৩৮১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড					
পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ব) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর অংশ	১০০%	16,553	৩,৫০৯	১৩,০৪৩	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্ব)	১০০%	১৫,১২১	১৫,১২১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	৪৩%	-	-	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষক পর্যায়ে ধান, গম, ভুট্টা ও পাটের মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	৭৬৭	৭৬৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেলবীজ ও পিঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	২,৯৬৩	২,৯৬৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষক পর্যায়ে ধান, গম, ভুট্টা ও পাটের মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	৬,৯০৩	৬,৯০৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প	৭৫%	২,২১৫	১,০৩১	১,১৮৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প:					
বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা	১০০%	৩০,২২২	৩০,২২২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি					
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	১০০%	৪৯১	২১৪	২৭৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন					
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহযোগিতা প্রকল্প (২য় পর্ব)	৫০%	২,৯৭১	২,৯৭১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.২.২. কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও কৃষি জমিতে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বৃদ্ধি		**৩১,২৩৯**	**৩১,২৩৯**	-	
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়					
আশ্রয়ণ প্রকল্প- ২	২৫%	৩১,০৯৬	৩১,০৯৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট					
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (আইএডিপি-পিজিবি) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট এর অংশ	৫০%	১৪৩	১৪৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		**৬৫২,২০৭**	**৪৭৪,৬৩৮**	**১৭৭,৫৬৯**	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন					
সেচের জন্য অকার্যকর গভীর নলকূপ কার্যকর করা	১০০%	১২,১২৩	১২,১২৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
আশুগঞ্জ পলাশ কৃষি সেচ (৫ম ধাপ)	১০০%	১,৮৩০	১,৮৩০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৮,১৩২	৮,১৩২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ	১০০%	৪৫২	৪৫২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ভূ-উপরিস্থ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ	১০০%	১৬,৯১০	১৬,৯১০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পূর্বাঞ্চল সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১,৯৪৯	১,৯৪৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ বৃদ্ধি (৩য় পর্ব)	১০০%	১০,২৭৬	১০,২৭৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৫,০৫৪	৫,০৫৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পাবনা- নাটোর-সিরাজগঞ্জ সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্ব)	১০০%	৩,২৪৪	৩,২৪৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৬,৪৪৪	৬,৪৪৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
আধুনিক ক্ষুদ্র সেচ অনুশীলনের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার আওতাধীন দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	১০০%	৬৮১	৬৮১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ	৪০%	৫,৩৪০	৫,৩৪০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সিলেট বিভাগীয় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৮,২৮৭	৮,২৮৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন- বীজ ও পানি ব্যবস্থাপনা অংশ)	১০০%	৪৩৩	২৫৬	১৭৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	৬,৬১২	৬,৬১২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প ২য় পর্ব	১০০%	৪,১৪৪	৪,১৪৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
উপ-ভূউপরিস্থ সেচ সংযোগ নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সক্ষমতা উন্নয়ন	১০০%	১২,২৩৭	১২,২৩৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ভূউপরিস্থ পানির লভ্যতা বৃদ্ধি ও জলমগ্নতা দুর করে নওগাঁ জেলায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ	১০০%	৬,৮১৩	৬,৮১৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ	১০০%	৯,১২৪	৯,১২৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৪,৫৬৫	৪,৫৬৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ সংস্কার	১০০%	২,৭৯২	২,৭৯২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড					
সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	১০০%	৫৪৯	৫৪৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১৭৫	১৭৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
ব্লু-গোল্ড কর্মসূচি (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অংশ)	১০০%	৪১,৪৯০	৬,২৩৯	৩৫,২৫১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নুন ধলেশ্বরী-পুঙ্গলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা নদী ব্যবস্থা)	৬৭%	৫৩,৫৩৮	৫৩,৫৩৮	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশের প্রধান নদী পথসমূহের পঙ্কোদ্ধার (পাইলট)	১০০%	১১,৩৮৩	১১,৩৮৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
চর উন্নয়ন ও আশ্রয়ণ কর্মসূচি ৪ (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)	১০০%	১০,৭৬০	১,৯৬২	৮,৭৯৮	পুষ্টি-সহায়ক
কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও সংলগ্ন শাখাসমূহের পুনঃখনন ও সেচ উন্নয়ন	১০০%	১,৫৭৫	১,৫৭৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পাবনা জেলার সুজাগঞ্জ উপজেলার গজনার বিল সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মাছ চাষ প্রকল্প (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অংশ)	১০০%	২৪,৪৩৩	২৪,৪৩৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
গড়াই নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০০%	১১,৪৩৩	১১,৪৩৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫%	৪৩,০৩০	১৭,৩৮৪	২৫,৬৪৫	পুষ্টি-সহায়ক
সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (মহুরি সেচ প্রকল্পের জন্য) (আইএমআইপি)	১০০%	৪২,০৯১	৮,১৯৭	৩৩,৮৯৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা	১০০%	৫৪,৮৭৪	৫৪,৮৭৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় মালিয়ারা-বাক্কাহাইন-বেদরগঞ্জ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	২,২৫২	২,২৫২	-	পুষ্টি-সহায়ক
হাওর অঞ্চলে প্রাক-বর্ষা বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন	২৫%	১৪,৪৫১	১৪,৪৫১	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশের নদী খননের জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	১০০%	৬৮,৩৩৬	৬৮,৩৩৬	-	পুষ্টি-সহায়ক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় ও হবিগঞ্জ জেলায় বেমেলিয়া, লগন বাল্লহাদ্রা নদী পুনঃখন	১০০%	১,৭৭৯	১,৭৭৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী (উপর) পুনঃখনন	১০০%	১৫,৫৪৭	১৫,৫৪৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু ও চান্দাখালী নদীর উভয় পার্শ্বে প্রতিরক্ষা কার্যক্রম	১০০%	১৪,২৫৬	১৪,২৫৬	-	পুষ্টি-সহায়ক
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্ব)	১০০%	৪৭,৯৯১	৭,৮১৭	৪০,১৭৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
তারাইল পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৫০%	৪,৮৮৫	৪,৮৮৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ২য় পর্ব	১০০%	১৩,১০২	১৩,১০২	-	পুষ্টি-সহায়ক
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)	১০০%	৪,৪২১	১,২৩২	৩,১৮৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
দক্ষিণাঞ্চলে কৃষকদের জন্য কৃষি সহায়তা- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অংশ	১০০%	৫,০৫৮	৩৬১	৪,৬৯৭	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৫%	২,৯৩৯	৩৫০	২,৫৮৯	পুষ্টি-সহায়ক
সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ননের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	২,০২৮	৩৪০	১,৬৮৮	পুষ্টি-সহায়ক

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
ক্রমবর্ধমান বন্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)	১০০%	৩,৫৩৬	৩,৫৩৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্র পানিসম্পদ খাতের প্রকল্প (৩য় পর্ব)	১০০%	২৮,৮৫১	৭,৩৮৫	২১,৪৬৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.২.৪. লবণাক্ত পানির প্রবেশ হ্রাস এবং খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা		৫০,৫৫৭	৫০,৫৫৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/ ১ক, ৬৪/১ খ ও ৬৪/১ গ এর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামো সংস্কার	১০০%	২৫,০৩০	২৫,০৩০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কক্সবাজার জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার সংস্কার	১০০%	২৫,৩৮৪	২৫,৩৮৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট					
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (আইএডিপি-পিজিবি) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট অংশ	৫০%	১৪৩	১৪৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩. প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন		২৩৪,১৩২	২১০,২৮২	২৩,৮৫০	পুষ্টি-সহায়ক
I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		১১৯,৪৭৮	১০৩,৩৩২	১৬,১৪৬	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
হাওর অবকাঠামো ও জীবনযাত্রা উন্নয়ন প্রকল্প	১১%	১০,২৮১	৪,১৫৪	৬,১২৮	পুষ্টি-সহায়ক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস উৎপাদন খামার স্থাপন (৩য় পর্ব)	১০০%	১০,৭৯৯	১০,৭৯৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন (৩য় পর্ব)	১০০%	৭,২৩৭	৭,২৩৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
মৎস্য অধিদপ্তর					
গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন	৩৩%	১,৫১৪	১,৫১৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মৎস্য পরিসেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্ব)	৬৭%	১৩,০১৯	১৩,০১৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মৎস্য পরিসেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্ব)	৩৩%	৬,৫০৯	৬,৫০৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৩,০৯২	৩,০৯২	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন	১০০%	২০,৭০৯	২০,৭০৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
মৎস্যজীবী নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বিতরণ প্রকল্প	১০০%	১,৬৩২	১,৬৩২	-	পুষ্টি-সহায়ক
নিমগাছি কমিউনিটি ভিত্তিক অ্যাকোয়াকালচার প্রকল্প	১০০%	১,৯১৯	১,৯১৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি পরিশোধন	১০০%	২৫,০১৯	২৫,০১৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	১১%	৮,৭৩৭	২,৮৫৯	৫,৮৭৭	পুষ্টি-সহায়ক
হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	১১%	৫,৬৫০	১,৫২৩	৪,১২৭	পুষ্টি-সহায়ক
মিল্কভিটা					
দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মহিষ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন	১০০%	৫৯৮	৫৮৪	১৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা (সেচ ও পানি-নিষ্কাশন প্রকল্প এলাকা) সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য জলাধার (৪র্থ পর্ব)	১০০%	২,৭৬৩	২,৭৬৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন		৭০,৯৫৪	৭০,৯৫৪	-	
বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট					
মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৩৩৫	৩৩৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কমিউনিটি খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মাধ্যমে স্থানীয় ভেড়া সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ ক) (২য় পর্ব)	১০০%	৪৬৬	৪৬৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
দেশি হাঁস-মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৪১০	৪১০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূন হস্তান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্ব)	১০০%	২৬,১৪৩	২৬,১৪৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বংশ পরীক্ষার মাধ্যমে জাত উন্নয়ন প্রকল্প, ৩য় পর্ব	১০০%	৩,২৮৯	৩,২৮৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১,৪৫৬	১,৪৫৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কমিউনিটি খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মাধ্যমে স্থানীয় ভেড়া সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ খ: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) (২য় পর্ব)	১০০%	১,০০৬	১,০০৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট স্থাপন	১০০%	১৯,৫৯৯	১৯,৫৯৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য অধিদপ্তর					
পার্বত্য চট্টগ্রামে অ্যাকোয়াকালচার উন্নয়ন ও মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য়পর্ব)	১০০%	১,৯৮৮	১,৯৮৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্ব)	১০০%	৩,১৩৭	৩,১৩৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি ও রেণু সংরক্ষণাগার স্থাপন	১০০%	৭,৫৩৭	৭,৫৩৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন	৩৩%	১,৫১৪	১,৫১৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মানসম্মত মাছের পোনা ও রেণু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০%	৪,০৭৩	৪,০৭৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালীকরণ		১৬,৫৩৪	৮,৯৯৬	৭,৫৩৭	
মৎস্য অধিদপ্তর					
বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্য সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৭,০৮৯	৫,৯৮২	১,১০৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
উপকূলীয় মৎস্য বৃদ্ধি (ইকোফিস)	১০০%	৭,৯৩১	১,৫০০	৬,৪৩১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন	৩৩%	১,৫১৪	১,৫১৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন		২৭,১৬৬	২৭,০০০		
বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট					
গবাদিপশুর খাদ্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৯৫৫	৯৫৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশে ক্ষুরা ও মুখের রোগ এবং পিপিআর গবেষণা	১০০%	৪৮৮	৪৮৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
পশুপাখির পুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	২,০১৭	২,০১৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ঝিনাইদহ ভেটেরনারি কলেজ স্থাপন (২য় পর্ব)	১০০%	৬৩৬	৬৩৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
জাতীয় প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউট ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনা ও রোগনির্ণয় পরীক্ষাগার স্থাপন	১০০%	৩,৩৩৪	৩,৩৩৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন	১০০%	৪,০৪৫	৪,০৪৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	১০০%	১৭৭	১১	১৬৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রাণিসম্পদ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	১০০%	৩,০৬৭	৩,০৬৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও পরীক্ষাগার সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	১০০%	৪,৪১৩	৪,৪১৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
দক্ষিণ-পাশ্চিমাঞ্চল প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৪,৯৯২	৪,৯৯২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য অধিদপ্তর					
প্রাণিসম্পদ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	১০০%	৩,০৪২	৩,০৪২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ		**১,২৮০,২০৩**	**১,০২৮,৯৮০**	**২৫১,২২৩**	
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ		**৪১,৭৯৪**	**২৯,০৫১**	**১২,৭৪৩**	
II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি		**৫,৯৩৯**	**১৩২**	**৫,৮০৬**	
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প	৮%	২৩৬	১১০	১২৬	পুষ্টি-সহায়ক
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়					
বাণিজ্য প্রতিযোগিতার জন্য কৃষি ব্যবসায় প্রকল্প (এটিসিপি)	১০০%	৫,৭০২	২২	৫,৬৮০	পুষ্টি-সহায়ক
II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা		**১০,৭০৪**	**১০,৭০৪**	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন					
উপকূলীয় ৩টি জেলার নির্বাচিত ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন	১০০%	৩,২৮৫	৩,২৮৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৫০%	১২	১২	-	পুষ্টি-সহায়ক
মিল্কভিটা					
সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে সুপার ইনস্ট্যান্ট মিল্ক প্লান্ট স্থাপন	১০০%	৭,৪০৭	৭,৪০৭	-	
II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান		**২৫,১৫২**	**১৮,২১৫**	**৬,৯৩৭**	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড					
গ্রামীণ জীবনমান প্রকল্প (আরএরপি) ২য় পর্ব	১০০%	১২,৯৫৩	১২,৯৫৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৩৩%	৯,৫৫৩	২,৭৯৯	৬,৭৫৪	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
সিলেট অঞ্চলে পতিত জমি ব্যবহার ও শস্যের নিবিড়তা প্রকল্প	১০০%	১,২৯৩	১,২৯৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৫০%	১২	১২	-	পুষ্টি-সহায়ক
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৪০২	৪০২	-	পুষ্টি-সহায়ক
সমবায় অধিদপ্তর					
দুগ্ধ সমবায় সমিতি কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলায় দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	১০০%	৬৮৭	৬৮৭	-	পুষ্টি-সহায়ক

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী					
পদ্মা, যমুনা ও তিস্তা চরের জন্য বাজার নির্মাণ (এমএসি)	১০০%	২৫২	৭০	১৮৩	পুষ্টি-সহায়ক
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন		১,৪৬৭,৬৬৬	১,১১৯,৫৩৭	৩৪৮,১২৯	
II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ		১,৪৬৩,৮৬৩	১,১১৯,১৫১	৩৪৪,৭১৩	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	২৫%	৪	৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন					
বাংলাদেশের হাওর ও বাঁওড় অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন	১০০%	৫,৮৩৩	৫,৮৩৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
গ্রামীণ যোগাযোগ প্রকল্প উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উপাদান বিপণন	১০০%	৭,০৯৭	৭,০৯৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
হাওর অঞ্চলে প্রাক-বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন	২৫%	১৪,৪৫১	১৪,৪৫১	-	পুষ্টি-সহায়ক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর					
পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্ব)	১০০%	২,৬২৭	২,৬২৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৭৫%	৮,৮১৬	১,০৪৯	৭,৭৬৭	পুষ্টি-সহায়ক
বরিশাল বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৪২,৪৩৩	৪২,৪৩৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
চর উন্নয়ন ও আশ্রয়ণ ৪ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অংশ)	৮৮%	৬,৬১৫	১,৩০১	৫,৩১৪	পুষ্টি-সহায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ব) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অংশ	১০০%	২১,৪৩৪	৩,৭৭৬	১৭,৬৫৯	পুষ্টি-সহায়ক
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পাইলট প্রকল্প	৫০%	২,৬৮৬	২,৩৯৯	২৮৭	পুষ্টি-সহায়ক
উপকূলীয় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৮৩,৭২৯	১৮,০৭৫	৬৫,৬৫৪	পুষ্টি-সহায়ক
জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দুইটি সেতু নির্মাণ	১০০%	৩,০২২	৩,০২২	-	পুষ্টি-সহায়ক
গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআইআরআইপি)	১০০%	৩২,৩১৭	৩২,৩১৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
সিলেট বিভাগের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	১২,২৯২	১২,২৯২	-	পুষ্টি-সহায়ক
কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	১০০%	২,৩৯১	২,৩৯১	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাট-বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা)	১০০%	৫,৩৭৪	৫,৩৭৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০০%	৮৬,৬৯৬	৮৬,৬৯৬	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ব)	১০০%	৭৮,২১৩	৭৮,২১৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় অংশ)	১০০%	২৮,৪৪৫	২৮,৪৪৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০০%	২১,৪৬৩	২১,৪৬৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প	৮৫%	৬৭,৫১০	২২,০৯৫	৪৫,৪১৫	পুষ্টি-সহায়ক
হাওর অবকাঠামো ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প	৮৫%	৪৩,৬৫৮	১১,৭৬৯	৩১,৮৮৯	পুষ্টি-সহায়ক
গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৬১,৩৮৪	৬১,৩৮৪	-	পুষ্টি-সহায়ক

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,৩৯০	২,৩৯০	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)	১০০%	৩৬,১০০	৩৬,১০০	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর যশোর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)	১০০%	২৫,৪৭৪	২৫,৪৭৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)					পুষ্টি-সহায়ক
জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	১৮,০১৫	১৮,০১৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাগেরহাট জেলার চিতলমারি, মোলাহাট ও ফকিরহাট উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,০০৮	২,০০৮	-	পুষ্টি-সহায়ক
কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,৩৩০	২,৩৩০	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৪৭,৪১২	৪৭,৪১২	-	পুষ্টি-সহায়ক
ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,১৯৮	২,১৯৮	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,২৪৪	২,২৪৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা)	১০০%	৪৬,৪০৯	৪৬,৪০৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৩৯,৮৩২	৩৯,৮৩২	-	পুষ্টি-সহায়ক
পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,৪১৭	২,৪১৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,০২৮	২,০২৮	-	পুষ্টি-সহায়ক
শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,০৯৪	২,০৯৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পার্শ্বের উপজেলাসমূহে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/ কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা)	১০০%	১,৫০০	১,৫০০	-	পুষ্টি-সহায়ক
গ্রামীণ পরিবহন উন্নয়ন প্রকল্প (আরটিআইপি-২)	১০০%	১৩,৩২৩	১৩,৩২৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
টেকসই গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরআইআইপি)	১০০%	২২১,৯৭৯	৬২,৩৩১	১৫৯,৬৪৮	পুষ্টি-সহায়ক
ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)	১০০%	২৪,৪৭১	১৩,৩৯২	১১,০৮০	পুষ্টি-সহায়ক
ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)	১০০%	১১,০৭৯	১১,০৭৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
	১০০%	১০,৩৯১	১০,৩৯১	-	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়					পুষ্টি-সহায়ক
গ্রামীণ সড়কে কম-বেশি ১৫ মিটার দীর্ঘ সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ	১০০%	৩১১,৬৭৮	৩১১,৬৭৮	-	
II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন		**৩৮০২**	**৩৮৬**	**৩৪১৬**	
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়					পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কর্মসূচি	১০০%	৩,৫৩৩	১১৭	৩,৪১৬	
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কর্মসূচি এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ই-সেবা শক্তিশালীকরণ	১০০%	২৬৯	২৬৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন		**১,৫০৯,৪৬০**	**১,১৪৮,৫৮৭**	**৩৬০,৮৭২**	
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ		**২৭,৭৭৭**	**৬,৬৮৬**	**২১,০৯১**	
III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন		**২,৭৬৭**	**১,৪৭৬**	**১,২৯১**	

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট					
পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত কৃষি এপ্রোচ প্রকল্প (বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর অংশ)	১০০%	৫৬৮	৫৬৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর					
তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (এফপি)	১০০%	২,১৯৯	৯০৮	১,২৯১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ		**২৫,০১০**	**৫,২১০**	**১৯,৮০০**	
স্থানীয় সরকার বিভাগ					
বাংলাদেশের নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতে সহযোগিতা	১০০%	২৫,০১০	৫,২১০	১৯,৮০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খ্যাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		**১০৮,৮১২**	**৮৫,৯৮৩**	**২২,৮২৮**	
III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি		**১০৩,৪৩৬**	**৮৫,২২১**	**১৮,২১৫**	
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর					
বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (বিআরডবিউএসএসপি)	৮০%	১৮,১৩৩	২,৮৪১	১৫,২৯২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
চর উন্নয়ন ও আশ্রয়ণ প্রকল্প- ৪ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অংশ)	১০০%	৮১৯	১১৩	৭০৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশের ভূউপরিস্থ পানি পরীক্ষা ও নগর ও গ্রাম অঞ্চলের গভীর ভূগর্ভস্থ পানির উৎস উন্নয়ন	১০০%	৪,৮৪২	২,৬২৫	২,২১৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
গ্রামীণ অঞ্চলে পানি সরবরাহ	১০০%	৭৯,৬৪১	৭৯,৬৪১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III.২.২. পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো		**৬৩২**	**৩৯**	**৫৯৩**	
কৃষি মন্ত্রণালয়					
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	১৫%	৬৩২	৩৯	৫৯৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III.২.৩. ডায়রিয়া ও খাদ্য-বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে প্রাণি-বাহিত দূষণ প্রতিরোধ এবং উন্নত শৌচাগার সুবিধা উন্নয়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		**৪,৭৪৪**	**৭২৩**		
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর					
বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (বিআরডব্লিউএসএসপি)	২০%	৪,৫৩৩	৭১০	৩,৮২৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি মন্ত্রণালয়					
সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প (আইএপিপি)	৫%	২১১	১৩	১৯৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার		**১৩৬,৫৮৯**	**৯২,৬৬৯**	**৪৩,৯১৯**	
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা		**৭৫৩,২৩৩**	**১২৫,৯৯৯**	**৬২৭,২৩৩**	
IV.১.১ বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন		**৫৬৭,৮১৮**	**৮৭,৯২১**	**৪৭৯,৮৯৭**	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প ১ম পর্ব (সিইআইপি১)	১০০%	৩১০,৬৪৮	(২,৩৬০)	৩১৩,০০৮	পুষ্টি-সহায়ক
জরুরি ২০০৭ সাইক্লোন পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (ইসিআরআরপি) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অংশ	১০০%	২৩,৪৫০	১০৮	২৩,৩৪৩	পুষ্টি-সহায়ক
বন্যা ও নদীর তীর ভাঙন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ কর্মসূচি	১০০%	৫৯,৯২১	১০,৭০৭	৪৯,২১৪	পুষ্টি-সহায়ক

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
হাওর অঞ্চলে প্রাক-বর্ষা বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন	৫০%	২৮,৯০১	২৮,৯০১	-	পুষ্টি-সহায়ক
ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার বোয়াইর বাজার থেকে ব্রাহা বাজারঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর অবশিষ্ট তীর সংরক্ষণ	১০০%	২১,৭৬২	২১,৭৬২	-	পুষ্টি-সহায়ক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে পাথরের আবরণ দিয়ে মেঘনা নদীর বাম পার্শ্বের তীর সংরক্ষণ	১০০%	৩,৩৭২	৩,৩৭২	-	পুষ্টি-সহায়ক
নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১০০%	৪,২৪২	৪,২৪২	-	পুষ্টি-সহায়ক
তাড়াইল পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৫০%	৪,৮৮৫	৪,৮৮৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর					
বন্যা ও নদী ভাঙন উপদ্রুত এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্ব)	১০০%	৮,০০২	৮,০০২	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ডিএমবি					
জরুরি ২০০৭ সাইক্লোন পুনরুদ্ধার ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (ইসিআরআরপি): দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও হ্রাস	১০০%	-	-	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বন অধিদপ্তর					
চর উন্নয়ন ও আশ্রয়ণ প্রকল্প- ৪ (বন অধিদপ্তর অংশ)	১০০%	১,৩৫২	১০৬	১,২৪৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার বিভাগ					
উৎপাদনের সম্ভাবনাময় উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণের সক্ষমতা উন্নয়ন (স্বপ্ন)	২৫%	২০,৮৯৬	৫,০০৭	১৫,৮৯০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
চর উন্নয়ন ও আশ্রয়ণ প্রকল্প- ৪ (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অংশ)	১২%	৯০২	১৭৭	৭২৫	পুষ্টি-সহায়ক
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পাইলট প্রকল্প	৫০%	২,৬৮৬	২,৩৯৯	২৮৭	পুষ্টি-সহায়ক
জরুরি ২০০৭ সাইক্লোন পুনরুদ্ধার ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (ইসিআরআরপি)	১০০%	৬৮,৪৪৮	৩৪৯	৬৮,০৯৯	পুষ্টি-সহায়ক
পরিকল্পনা বিভাগ					
জরুরি ২০০৭ সাইক্লোন পুনরুদ্ধার ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (ইসিআরআরপি): প্রকল্প সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ইউনিট	১০০%	৮,৩৫০	২৬৪	৮,০৮৬	পুষ্টি-সহায়ক
IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ		**১,২৩৮**	**১,২৩৮**	-	
মৎস্য অধিদপ্তর					
বাংলাদেশের নির্বাচিত স্থানে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ ও গবেষণা প্রকল্প (উপাদান ক: মৎস্য অধিদপ্তর)	১০০%	১,২৩৮	১,২৩৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.১.৩ উন্নত সরকারি খাদ্য বিতরণ পদ্ধতি, বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা উন্নয়ন		**১৮৪,১৭৭**	**৩৬,৮৪০**	**১৪৭,৩৩৬**	
খাদ্য মন্ত্রণালয়					
১.০৫ মে.ট. ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	১০০%	৩৪,৫৫৯	৩৪,৫৫৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বগুড়ার সান্তাহার শস্য সাইলোর মাঠে বহুতল গুদাম নির্মাণ (২৫০০০ মে.ট.)	১০০%	২,২৯০	২,০৬১	২২৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রকল্প (এমএফএসপি)	৮০%	১৪৭,৩২৭	২২০	১৪৭,১০৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ		**৬২০,৭০০**	**২৮৯,৭৮৭**	**৩৩০,৯১৩**	

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
IV.২.১ সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ		**১৪২,৯৬১**	**৭৯,৬৮৩**	**৬৩,২৭৮**	
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট					
বাংলাদেশের নির্বাচিত স্থানে কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ ও গবেষণা প্রকল্প (উপাদান খ: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট)	১০০%	১,১১৮	১,১১৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড					
উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, সচেতনতা ও জীবনমান উদ্যোগ প্রকল্প (আইডিয়াল) কুড়িগ্রাম)	২৫%	১৯০	১৯০	-	পুষ্টি-সহায়ক
অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প- ৩ (পিআরডিপি-৩)	৫০%	১১,৪৮৪	১১,৪৮৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার বিভাগ					
উৎপাদনের সম্ভাবনাময় উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণের সক্ষমতা উন্নয়ন (স্বপ্ন)	৬৫%	৫৪,৩৩০	১৩,০১৭	৪১,৩১৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি- ২ (আরইআরএমপি- ২)	১০০%	৫২,৪৮৯	৪১,৯১০	১০,৫৭৯	পুষ্টি-সহায়ক
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়					
উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগ (এনএআরআই)	৫০%	৬,৬১৬	(৩,৭৩৬)	১০,৩৫২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
এনডব্লিউএ					
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা প্রদান (৩য় পর্ব)	১০০%	৯৯৪	৯৯৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন					
দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর কর্মসূচি সম্প্রসারণ	১০০%	৮,৮৫৬	৮,৮৫৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী					
দরিদ্র নারীদের জন্য সমন্বিত গ্রামীণ কর্মসংস্থান সহযোগিতা (আরইএসপিডবিউ)	১০০%	৩,৫১৩	৩,৫১৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
চর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (সিএলপি) ২য় পর্ব	৫০%	২১২	১৯৯	১৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশের দরিদ্রতমদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (ইইপি)	৮৮%	১,০৭২	৫২	১,০২১	পুষ্টি-সহায়ক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন					
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ	৫০%	৬০৩	৬০৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহযোগিতা প্রকল্প (২য় পর্ব)	২৫%	১,৪৮৬	১,৪৮৬	-	পুষ্টি-সহায়ক
IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর,পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামুলোক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ		**৩৬৩,৮৪৭**	**১১৬,২২০**	**২৪৭,৬২৭**	**পুষ্টি-সংবেদনশীল**
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড					
উত্তরাঞ্চলের চরম দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রকল্প	১০০%	৭,০৯১	৭,০৯১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)	৫০%	১১,৪৮৪	১১,৪৮৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার বিভাগ					
দরিদ্রদের জন্য আয় সহায়তামূলক কর্মসূচি	১০০%	২৩৭,৩৮৯	৩,৭৬৫	২৩৩,৬২৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	৪%	৩,১৭৭	১,০৪০	২,১৩৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	৪%	২,০৫৪	৫৫৪	১,৫০১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়					
লালমনিরহাটে ক্ষুদ্র চা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস	১০০%	৪৪৭	৪৪৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়					
উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগ (এনএআরআই)	৫০%	৬,৬১৬	(৩,৭৩৬)	১০,৩৫২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়					
আশ্রয়ণ প্রকল্প-২	৭৫%	৯৩,২৮৮	৯৩,২৮৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
চরাঞ্চলের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (সিএলপি) ২য় পর্ব	৫০%	২১২	১৯৯	১৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন					
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ	৫০%	৬০৩	৬০৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহযোগিতা প্রকল্প (২য় পর্ব)	২৫%	১,৪৮৬	১,৪৮৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.২.৩. বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন		**১১৩,৮৯২**	**৯৩,৮৮৫**	২০,০০৭	
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর					
দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলে স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচি	১০০%	১০৩,১৪০	৯০,৯০৩	১২,২৩৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার বিভাগ					
উৎপাদনের সম্ভাবনাময় উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণের সক্ষমতা উন্নয়ন (স্বপ্ন)	১০%	৮,৩৫৯	২,০০৩	৬,৩৫৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য বিনিয়োগ উপাদান	১০০%	২,৩১৭	৯৭৬	১,৩৪১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					
বাংলাদেশের দরিদ্রতমদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (ইইপি)	৬%	৭৭	৪	৭৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা মোট		**১,৩৭৩,৯৩৩**	**৪১৫,৭৮৭**	**৯৫৮,১৪৬**	**পুষ্টি-সংবেদনশীল**
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি		৯,৩০৩	৭,৭১৫	১,৫৮৭	
V.১.১ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ		**৯৩৪**	**১৭**	**৯১৭**	
খাদ্য মন্ত্রণালয়					
নিরাপদ খাদ্যের জন্য বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৩৩%	৬৮৭	১৭	৬৭০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়					
বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য উন্নয়ন	১০০%	২৪৭	-	২৪৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল
V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন		৮,৩৬৯	৭,৬৯৯	৬৭০	
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	২০%	৪৩	৪৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন (আইপিএম) এপ্রোচ	১০০%	২,১৬৩	২,১৬৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
বাংলাদেশ উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	১০০%	৪,৯৫৫	৪,৯৫৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য অধিদপ্তর					
বাংলাদেশের মৎস্য ও অ্যাকুয়াকালচার খাদ্য নিরাপদতা ও মান-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ	১০০%	৫২১	৫২১	১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
খাদ্য মন্ত্রণালয়					
নিরাপদ খাদ্যের জন্য বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৩৩%	৬৮৭	১৭	৬৭০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থা উন্নয়ন		**৩৫,৪৯৭**	**৪,৪৪১**	**৩১,০৫৬**	
V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন		৩৫,৪৯৭	৪,৪৪১	৩১,০৫৬	
এপিএসইউ					
পুষ্টি উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কৃষি প্রবর্তন	১০০%	৩৩৪	-	৩৩৪	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো					
বাংলাদেশে বসবাসরত মিয়ানমারের অনিবন্ধিত নাগরিকদের শুমারি ২০১৫ প্রকল্প	১০০%	৬০১	৬০১	-	পুষ্টি-সহায়ক
খানাভিত্তিক আয় ও ব্যয় জরিপ প্রকল্প (এইচআইইএস)	১০০%	১,৬৬৭	১,৩৬৭	৩০০	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান সম্পর্কিত পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ	১০০%	১,২৫৫	১,২৫৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
জাতীয় খানা তথ্যভাণ্ডার (এনএইচডি)	১০০%	৩১,৩০০	১,১৯৭	৩০,১০২	পুষ্টি-সহায়ক
বাংলাদেশে কৃষি বাজার সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	১০০%	৩৪০	২০	৩২০	পুষ্টি-সহায়ক
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা		**৬২,৭০৪**	**১,১৩৯**	**৬১,৫৬৫**	
V.৪.২. নতুন ‘খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ		৬২,৭০৪	১,১৩৯	৬১,৫৬৫	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর					
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	১০০%	২১,৫০১	৭১	২১,৪৩০	পুষ্টি-সহায়ক
খাদ্য মন্ত্রণালয়					
নিরাপদ খাদ্যের জন্য বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৩৩%	৬৮৭	১৭	৬৭০	পুষ্টি-সহায়ক
আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার সুবিধা প্রকল্প (এমএফএসপি)	২০%	৩৬,৮৩২	৫৫	৩৬,৭৭৭	পুষ্টি-সহায়ক
পরিকল্পনা বিভাগ					
সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (এসপিআইএমএস)	১০০%	৩,৬৮৫	৯৯৭	২,৬৮৮	পুষ্টি-সহায়ক
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ মোট		**১০৭,৫০৪**	**১৩,২৯৫**	**৯৪,২০৯**	

সারণি-ক.৫.৬: সিআইপি-২ এর সাথে প্রাসঙ্গিক প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ডাটাবেজ (লাখ টাকা হিসেবে তহবিল)

টিকা :

- সম্ভাব্য প্রকল্প নেই এমন কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচি নিম্নের সারণিতে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।
- সিআইপি-২ এর সারণিতে প্রদর্শিত সার-সংক্ষেপ ব্যতীত, এখানে উলিখিত টাকার পরিমাণ লাখ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে যা বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক দলিলে একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
I.১. শস্য-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণ		৩৪৩,৪৭৬	৫৩,৫৩২	২৮৯,৯৪৪	
I.১.১. অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, টেকসই ও পুষ্টি- সংবেদনশীল কৃষির জন্য কৃষি গবেষণা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন		**১৩৫,১৯৬**	**৩৪,৮২২**	**১০০,৩৭৩**	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল					
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	৫০%	৭,৫০০	-	৭,৫০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					
চরাঞ্চলে খামার শস্য গবেষণা ও শস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	৫০%	৩,৫২৮	৩,৫২৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মাগুরা, যশোর, নড়াইল, খুলনার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট অংশ)	১০০%	১,৯৯৪	১,৯৯৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশের সমস্যাপ্রবণ অঞ্চলে টেকসই শস্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশ সহনশীল গবেষণা শক্তিশালীকরণ	৫০%	৪৪,৫৭৩	-	৪৪,৫৭৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
আয় বর্ধন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চরাঞ্চলে গৃহস্থালি ও খামারভিত্তিক শস্য বিষয়ক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রসার	১০০%	১,৪৮১	১,৪৮১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কুমিল্লা আঞ্চলিক হর্টিকালচার গবেষণা কেন্দ্রকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ	১০০%	২,৪৮৯	২,৪৮৯	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি	১০০%	২০,৯৪৪	২০,৯৪৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
উপজেলা পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	১০০%	৪,৩৮৬	৪,৩৮৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
জলবায়ু স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুমুখী শস্য উৎপাদন শক্তিশালীকরণ	৫০%	৪০,৫৫০	-	৪০,৫৫০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মাশরুম উন্নয়ন প্রকল্প শক্তিশালীকরণ	১০০%	৭,৭৫০	-	৭,৭৫০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.১.২. জৈবপ্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন		**১১০,৮০৫**	**৭,৪৫৫**	**১০৩,৩৫১**	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল					
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	৫০%	৭,৫০০	-	৭,৫০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					
বাংলাদেশের সমস্যাপ্রবণ অঞ্চলে টেকসই শস্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশ সহনশীল গবেষণা শক্তিশালীকরণ	৫০%	৪৪,৫৭৩	-	৪৪,৫৭৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
জলবায়ু সহনশীল পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিএসএডবিউএমপি)	২২%	১১১	-	১১১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
কৃষি আবহাওয়া পদ্ধতি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১২,৮৩১	২,২১৫	১০,৬১৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
জলবায়ু সহনশীল কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুমুখী শস্য উৎপাদন শক্তিশালীকরণ	৫০%	৪০,৫৫০	-	৪০,৫৫০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব টেকসই কৃষির জন্য সমন্বিত প্রকল্প (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)	১০০%	৫,২৪০	৫,২৪০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
I.১.৩. পুষ্টি-সংবেদনশীল সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ		৯৭,৪৭৫	১১,২৫৫	৮৬,২২০	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					
চরাঞ্চলে খামার শস্য গবেষণা ও শস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	৫০%	৩,৫২৮	৩,৫২৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	১০০%	১০,৪১৩	-	১০,৪১৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা- জিআইএস ভিত্তিক শস্য পরিবীক্ষণ ও এলাকাভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ পরিসেবা প্রকল্প	১০০%	১৪,৫০০	-	১৪,৫০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৪২,০১৩	৫,৭৯৪	৩৬,২২০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
মাগুরা, যশোর, নড়াইল, খুলনার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১,৯৩৩	১,৯৩৩	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					পুষ্টি-সহায়ক
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	৬%	২৫,০৮৮	-	২৫,০৮৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.২. পানি ও জমিসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, গুনগত মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		৯৮০,৬৬৩	২২১,৪৯৭	৭৫৯,১৬৬	
I.২.১. নিরাপদ ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) সরবরাহ ও ব্যবহার এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি		৮৩৫,৩৯৬	২০৫,৬৫৩	৬২৯,৭৪৩	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট					
বাংলাদেশে মেরুদণ্ডী বালাই গবেষণা ও উন্নয়ন	১০০%	১,৩৩৭	১,৩৩৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন					
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড এর অব্যবহৃত স্থানে আধুনিক, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন	১০০%	৮০০,০০০	২০০,০০০	৬০০,০০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বীজ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০০%	৯৮৬	৯৮৬	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর					
বালাই পরীক্ষাগার স্থাপন ও সম্প্রসারণ	১০০%	৫,০৯৯	-	৫,০৯৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
বাজার ও অর্থায়নে অভিগম্যতার মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ	৫০%	৫,৯৬০	২৮০	৫,৬৮০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন					
শস্য সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	৫০%	৩,০৫০	৩,০৫০	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি					
বীজ প্রত্যয়ন উদ্ভাবন প্রকল্প	১০০%	১৪,০৬৩	-	১৪,০৬৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন					
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫০%	১,৯৯৬	-	১,৯৯৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদন, ক্ষমতায়ন ও আয়বর্ধক কর্মসূচি	১০০%	২,৯০৫	-	২,৯০৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.২.৩. সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ, টেকসই নিষ্কাশন ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		১৪৫,২৬৭	১৫,৮৪৪	১২৯,৪২৩	
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
সৌর সেচ, যোগাযোগ ও ডব্লিউএটিএসএএন এর মাধ্যমে চরাঞ্চলের জীবনযাত্রা উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩%	৬৬	-	৬৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
কম সেচের শস্য উৎপাদনের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলে অগভীর কূপখনন	১০০%	৪,৭৪৪	৪,৭৪৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
জলবায়ু সহনশীল পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিএসএডবিউএমপি)	৬০%	৩০৩	-	৩০৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প	১০০%	১১০,০৫৪	-	১১০,০৫৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
সমন্বিত ক্ষুদ্র পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১৭,০০০	১০,০০০	৭,০০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার বাঁধ নির্মাণ	১০০%	১৩,১০০	১,১০০	১২,০০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩. প্রাণি উৎসজাত খাদ্যের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন		৩৮৬,৮৩৬	১৪১,২৮৭	২৪৫,৫৫০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩.১. টেকসহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		**৭২,৯৩৪**	**৬৯,৯৫৪**	**২,৯৮১**	
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট					
চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা উন্নয়ন	১০০%	৩,৩৫৪	৩,৩৫৪	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট					
দুগ্ধ উন্নয়ন ও গবেষণা	১০০%	২,৩২৭	২,৩২৭	-	
দুগ্ধ গবেষণা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১০০%	৬,২৫৯	৬,২৫৯	-	
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট					
হাইব্রিড ধান গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১০০%	৩,৩২৮	৭১৬	২,৬১২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন	১০০%	৬,৬১৩	৬,৬১৩	-	
খুলনা আঞ্চলিক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৮,১৪৮	৮,১৪৮	-	
মৎস্য অধিদপ্তর					
বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৮,৮৬০	৮,৮৬০	-	
বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	৩,৪১২	৩,৪১২	-	
মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন	১৭%	২৬,৬৬৭	২৬,২৯৮	৩৬৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন					
পাট পচানোর পরে পুকুর পুনঃখনন ও মাছ চাষ	১০০%	৩,৯৬৭	৩,৯৬৭	-	
I.৩.২. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন					
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট					
লাল গবাদিপশু উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্ব)	১০০%	২,৪৮৮	২,৪৮৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য অধিদপ্তর					
মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন	১৭%	২৬,৬৬৭	২৬,২৯৮	৩৬৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩.৩. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে চিংড়ি চাষ, সামুদ্রিক মাছ ও খামার ব্যবস্থা টেকসই ও শক্তিশালীকরণ		**১৭৫,৭৭১**	**৪২,৫৪৬**	**১৩৩,২২৫**	
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট					
কিশোরগঞ্জে হাওরের মাছ গবেষণা কেন্দ্র ও গোপালগঞ্জে বিলের মাছ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন	১০০%	১৬,২৪৮	১৬,২৪৮	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য অধিদপ্তর					
মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন	১৭%	২৬,৬৬৭	২৬,২৯৮	৩৬৯	
বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সঞ্চয় পর্যালোচনায় কারিগরি সহায়তা	১০০%	২৭১	-	২৭১	
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
বাংলাদেশে টেকসই সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য	১০০%	১৩২,৫৮৫	-	১৩২,৫৮৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I.৩.৪. মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত উপকরণ সরবরাহ ও রোগ বিস্তার রোধে নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়ন		**১০৮,৯৭৬**	-	**১০৮,৯৭৬**	
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	২৮%	১০৮,৯৭৬	-	১০৮,৯৭৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
I. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের জন্য বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ		**১,৭১০,৯৭৬**	**৪১৬,৩১৫**	**১,২৯৪,৬৬০**	

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
II.১. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, বিপণন ও বাণিজ্য) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে উৎপাদন- পরবর্তী মূল্য-শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ		৩০০,৯১০	৯১,০১১	২০৯,৮৯৮	
II.১.১. গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লেবেলিং বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি		৩১,৮৩৭	-	৩১,৮৩৭	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
কৃষি বিপণন সেবা সম্প্রসারণ মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি ও মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১,৫০০	-	১,৫০০	পুষ্টি-সহায়ক
নির্বাচিত ৬টি জেলায় মূল্যশৃঙ্খল সংযোগের মাধ্যমে বিপণন সক্ষমতা উন্নয়ন	১০০%	১,০০০	-	১,০০০	পুষ্টি-সহায়ক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
দুগ্ধ উন্নয়ন ও বিপণন প্রকল্প	১০০%	১৪,২৪৫	-	১৪,২৪৫	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি মন্ত্রণালয়					
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কৃষি প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প	৩০%	১৫,০৯২	-	১৫,০৯২	পুষ্টি-সহায়ক
II.১.২. মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার ও শক্তিশালী অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা		২১৪,০০২	৮০,৮২৫	১৩৩,১৭৭	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
নির্বাচিত ১০টি জেলায় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১০০%	৯৯০	-	৯৯০	পুষ্টি-সহায়ক
নির্বাচিত ২০টি জেলায় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১০০%	১০,০২০	৪৩০	৯,৫৯০	পুষ্টি-সহায়ক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
উপজেলা পর্যায়ে কসাইখানা স্থাপন	৫০%	৫,৯৪০	-	৫,৯৪০	পুষ্টি-সহায়ক
মৎস্য অধিদপ্তর					
মৎস্যখাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন	৫০%	৮০,০০০	৭৮,৮৯৫	১,১০৬	পুষ্টি-সহায়ক
মিল্ক ভিটা					
চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধ প্লান্ট স্থাপন	১০০%	২,০০০	১,৫০০	৫০০	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি মন্ত্রণালয়					
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কৃষি প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প	৩০%	১৫,০৯২	-	১৫,০৯২	পুষ্টি-সহায়ক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	২৬%	৯৯,৯৬০	-	৯৯,৯৬০	পুষ্টি-সহায়ক
II.১.৩. উন্নত বাজার অভিগম্যতা এবং দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের বিশেষত নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিতকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান		৫৫,০৭১	১০,১৮৭	৪৪,৮৮৪	
নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করা এবং সহযোগিতা প্রদান					
সমবায় অধিদপ্তর					
কৃষি পণ্যের সমবায়ভিত্তিক জেলা পর্যায়ের বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন	১০০%	৪,১৬৩	৪,১৬৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য গঙ্গাছড়া উপজেলায় দুগ্ধ সমবায় সম্প্রসারণ	১০০%	২,৩৮৯	২,৩৮৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
সমবায়ের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১০০%	৩,৬৩৫	৩,৬৩৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি মন্ত্রণালয়					
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কৃষি প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প	৩৯%	১৯,৭৯৬	-	১৯,৭৯৬	পুষ্টি-সহায়ক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	৬%	২৫,০৮৮	-	২৫,০৮৮	পুষ্টি-সহায়ক
II.২. বাজার সুবিধা ও তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন		৬৭৬,৬৩৪	৫৮৯,২১৯	৮৭,৪১৫	
II.২.১. বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ		৬০৫,৯৬৫	৫৮৮,৮১৯	১৭,১৪৬	

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					
সৌর সেচ, যোগাযোগ ও ডব্লিউএটিএসএএন এর মাধ্যমে চরাঞ্চলের জীবনযাত্রা উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩%	৬৬	-	৬৬	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
কৃষি বিপণন ও শস্য সংরক্ষণ ভিত্তিক ঋণ সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রকল্প	১০০%	১৫,০০০	১৫,০০০	-	পুষ্টি-সহায়ক
বাজার ও অর্থায়নে অভিগম্যতার মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ	৫০%	৫,৯৬০	২৮০	৫,৬৮০	পুষ্টি-সহায়ক
বাজার অভিগম্যতার মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ	১০০%	১২,০০০	৬০০	১১,৪০০	পুষ্টি-সহায়ক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর					
জলবায়ু সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৪১,৮৪৮	৪১,৮৪৮	-	পুষ্টি-সহায়ক
গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ	১০০%	৩৯২,৬৭৬	৩৯২,৬৭৬	-	পুষ্টি-সহায়ক
গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: ভোলা জেলা	১০০%	৪৫,৪৬২	৪৫,৪৬২	-	পুষ্টি-সহায়ক
গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: খুলনা বিভাগ	১০০%	২৬,৩৭০	২৬,৩৭০	-	পুষ্টি-সহায়ক
নোয়াখালী জেলার আটপাড়া ও নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৪,৭৩৪	৪,৭৩৪	-	পুষ্টি-সহায়ক
নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,০৯৭	২,০৯৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
বরিশাল জেলার আগৈলঝারা উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,৩০০	২,৩০০	-	পুষ্টি-সহায়ক
জামালপুর জেলার ইসলামপুরে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,২২৯	২,২২৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
জামালপুর ও শেরপুর জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৩৮,৮৮১	৩৮,৮৮১	-	পুষ্টি-সহায়ক
ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,৪৯৮	২,৪৯৮	-	পুষ্টি-সহায়ক
কুমিল্লা জেলার দক্ষিণ সদর ও লাঙ্গলকোট উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৪,৪৯৭	৪,৪৯৭	-	পুষ্টি-সহায়ক
সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	৪,৫৬৯	৪,৫৬৯	-	পুষ্টি-সহায়ক
ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,১২৩	২,১২৩	-	পুষ্টি-সহায়ক
নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামাইরহাটে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১০০%	২,৬৫৫	২,৬৫৫	-	পুষ্টি-সহায়ক
II.২.২. সরকারি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি-খাতের ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি		**৬৬,৬৪০**	-	**৬৬,৬৪০**	
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	১৭%	৬৬,৬৪০	-	৬৬,৬৪০	পুষ্টি-সহায়ক
II.২.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাসহ তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন		**৪,০২৯**	**৪০০**	**৩,৬২৯**	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
কৃষি পদ্ধতি, বাজার ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন	১০০%	৪,০২৯	৪০০	৩,৬২৯	পুষ্টি-সহায়ক
II. দক্ষ ও পুষ্টি- সংবেদনশীল উৎপাদন-পরবর্তী রূপান্তর এবং মূল্য সংযোজন মোট		**৯৭৭,৫৪৪**	**৬৮০,২৩০**	**২৯৭,৩১৪**	
III.১. পুষ্টি বিষয়ক বর্ধিত জ্ঞান, উত্তম চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ		**৪২,১৮১**	**৩৮২**	**৪১,৭৯৯**	
III.১.১. বর্ধিত জ্ঞান, নিরাপদ সংরক্ষণ, খানাপর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ও ভোগ উন্নত করার জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সদভ্যাস প্রবর্ধন		**২৫,৭৩৮**	**১০৫**	**২৫,৬৩২**	
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	৫%	১৯,৯৯২	-	১৯,৯৯২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসএ ১১- সামাজিক ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ সামগ্রী প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	১০০%	৮৭	-	৮৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ১১- তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সামগ্রী, বুলেটিন, প্রশিক্ষণ মডিউল ও নির্দেশিকা, পোস্টার, রেকর্ডিং ও প্রতিবেদন সামগ্রী, ইত্যাদি ছাপানো	১০০%	১,০০০	৯০	৯১০	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ১১- সামাজিক ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ সমন্বয় ই-টুলকিট ও ওয়েবসাইট (রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ)	১০০%	১২৬	৭	১১৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ১১- সামাজিক ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রচার	১০০%	৪,৫২০	-	৪,৫২০	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ৩- বিদ্যমান প্রশিক্ষণ মডিউল ও শিক্ষাক্রম ইত্যাদি হালনাগাদকরণ	১০০%	১৪	৯	৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল +

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
III.১.২. জাতীয় অসংক্রামক রোগ বিষয়ক কৌশল ও সংশ্লিষ্ট পুষ্টি সেবার সাথে সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রবর্ধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণ		৩০	৩০	-	
স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর					
এনএনএসএ ১০- খাদ্যাভ্যাস নির্দেশিকা	১০০%	৩০	৩০	-	
III.১.৩. খর্বতা, ওজনস্বল্পতা ও অণুপুষ্টি ঘাটতি কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতি উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ সরবরাহ		১৬,৪১৪	২৪৭	১৬,১৬৭	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
কৃষি মন্ত্রণালয়					
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কৃষি প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প	২%	৯৮০	-	৯৮০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	৩%	১৩,৩২৮	-	১৩,৩২৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসএ ১০- পুষ্টি প্রোফাইল মডেল	১০০%	২৩	-	২৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ৩- কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	১০০%	৬৫	২০	৪৫	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর					
এনএনএসএ ১- শিশু বান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ (বিএফএইচআই)	১০০%	১,১৫৫	২২২	৯৩৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ১- গৃহে খাদ্য সমৃদ্ধকরণসহ নবজাতক ও শিশুদের খাওয়ানো বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মসূচি	১০০%	৮১০	-	৮১০	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
এনএনএসএ ১- নবজাতক ও শিশুদের খাওয়ানোর কৌশল হালনাগাদকরণ	১০০%	৫৪	৫	৪৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল +
III.২. নিরাপদ পানি, উন্নত খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি অনুসরনের মাধ্যমে খাদ্যের সর্বোচ্চ জৈবিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		৭১	৫	৬৬	
III.২.১. পানীয় জলসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি	৩৩%	৬৬	-	৬৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ					পুষ্টি-সহায়ক
সৌর সেচ, যোগাযোগ ও ডব্লিউএটিএসএএন এর মাধ্যমে চরাঞ্চলের জীবনযাত্রা উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩%	৬৬	-	৬৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III.২.২ পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য নাড়াচাড়া, প্রস্তুত ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানো		৫	৫	-	
এনএনএসবি ২- জিএইচপি ও জিএমপি যোগাযোগ উপকরণ প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা		৫	৫	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
III. উন্নত খাদ্য বৈচিত্র্য, ভোগ ও জৈবিক ব্যবহার		৪২,২৫২	৩৮৭	৪১,৮৬৫	
IV.১. সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমসহ দুর্যোগকালীন কৃষি খাত পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলা		৬৩২	-	৬৩২	
IV.১.১ বিশেষ করে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও দুর্যোগ সহনীয় শস্যজাতের উৎপাদনসহ কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়ন		৯১	-	৯১	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড					
জলবায়ু সহনশীল পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিএসএডবিউএমপি)		৯১	-	৯১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.১.২. সংকটকালীন সময়ে জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতম অংশের জন্য এবং দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ		৫৪১	-	৫৪১	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					পুষ্টি-সহায়ক
এনএনএসএ ৭- জরুরি সরবরাহ (চাহিদা ভিত্তিক)	১০০%	৫৪১	-	৫৪১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.২. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ		৪২,৬৩১	২৭,৯৬৮	১৪,৬৬২	
IV.২.১. সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন দরিদ্র নারী, শিশু, বয়স্ক বা অসমর্থ ব্যক্তি ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সহযোগিতার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ		৩৫,২২৮	২৭,৬৬৮	৭,৫৬০	

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
সমবায় অধিদপ্তর					
গরু প্রতিপালনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ নারীদের জীবনমান উন্নয়ন	১০০%	১৫,১৫৭	১৫,১৫৭	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পশ্চাৎপদ নারীদের জীবনমান উন্নয়ন	১০০%	৯,৪৬১	৯,৪৬১	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন					
শস্য সংগ্রহত্তর পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	50%	3,050	3,050	-	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন					
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা সৃষ্টি	২৫%	৯৯৮	-	৯৯৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১০০%	৬,৫৬২	-	৬,৫৬২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.২.২. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় (চরাঞ্চল, নদী তীরবর্তী এলাকা, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা নগরের বস্তি এলাকা) বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সহযোগিতামূলোক কর্মসূচি		৭,৩০০	৩০০	৭,০০০	
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী					
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়ননের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন	১০০%	৬,৩০২	৩০০	৬,০০২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন					
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা সৃষ্টি	২৫%	৯৯৮	-	৯৯৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV.২.৩ বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খাদ্যসহ পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) প্রবর্তন ও প্রবর্ধন		১০২	-	১০২	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসসি২- খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ	১০০%	১০২	-	১০২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
IV. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে বর্ধিত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা মোট		৪৩,২৬২	২৭,৯৬৮	১৫,২৯৪	
V.১. উন্নত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপদতা ও পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি		৫৫,৪৭৫	৫৩৫	৫৪,৯৪০	
V. ১.১ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে স্বীকৃতির মাধ্যমে আহার্য খাদ্যের গুণগত নিশ্চয়তা প্রদান ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ও পরীক্ষাগার সুবিধা নিশ্চিতকরণ		২১,২৪৪	২৩০	২১,০১৪	
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	২%	৮,২৩২	-	৮,২৩২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
খাদ্য মন্ত্রণালয়					
৭টি বিভাগে ৭টি খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন	১০০%	১০,০০০	-	১০,০০০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসবি ১- খাদ্যবাহিত রোগ তত্ত্বাবধান	১০০%	৩৭৮	১৫	৩৬৩	পুষ্টি-সহায়ক
এনএনএসবি ১- খাদ্যের পরীক্ষাগার বিশেষন	১০০%	১,২৪৬	১১৫	১,১৩১	পুষ্টি-সংবেদনশীল
এনএনএসবি ১- ঝুঁকি ভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন	১০০%	১,৩৮৮	১০০	১,২৮৮	পুষ্টি-সংবেদনশীল
V.১.২. খাদ্যের নিরাপদতা ও মান নিশ্চয়তা উন্নয়নে উত্তম কৃষি অনুশীলন প্রবর্তন ও জনপ্রিয় করণ, উত্তম জলজ প্রাণি প্রতিপালন অনুশীলন ও উত্তম পশুপাখি-পালন পদ্ধতি অনুশীলন প্রবর্ধন		৮,২৩২	-	৮,২৩২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	২%	৮,২৩২	-	৮,২৩২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
V. ১.৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশমালা অনুসরণসহ উত্তম উৎপাদন (জিএমপি) ও পরিচ্ছন্নতা-বিধি চর্চা প্রবর্তন ও বিস্তার	১৫২%	১৫,৩২৩	৯৮	১৫,২২৬	পুষ্টি-সংবেদনশীল
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর					
উপজেলা পর্যায়ে কসাইখানা স্থাপন	৫০%	৫,৯৪০	-	৫,৯৪০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	২%	৮,২৩২	-	৮,২৩২	পুষ্টি-সংবেদনশীল

প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পসমূহ উপ-কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের অংশবিশেষ এর জন্য বরাদ্দ	সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বরাদ্দকৃত তহবিল			প্রকল্পের ধরন
		মোট	সরকারের মাধ্যমে	উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমে	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসবি ২- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আইইসি/ অভ্যাস পরিবর্তন যোগাযোগ	৫০%	৪৫৮	৪৮	৪১০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
এনএনএসবি ২- ঝুঁকি ভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন	৫০%	৬৯৪	৫০	৬৪৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
V.১.৪. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	৩০২%	১০,৬৭৬	২০৮	১০,৪৬৯	পুষ্টি-সংবেদনশীল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ভিত্তিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প (এলডিডিএপিপি)	২%	৮,২৩২	-	৮,২৩২	পুষ্টি-সংবেদনশীল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসবি ১- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আইইসি/ অভ্যাস পরিবর্তন যোগাযোগ	১০০%	৯১৫	৯৫	৮২০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
এনএনএসবি ২- খাদ্যবাহিত রোগ নজরদারি	১০০%	৩৭৮	১৫	৩৬৩	পুষ্টি-সংবেদনশীল
এনএনএসবি ২- খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আইইসি/ অভ্যাস পরিবর্তন যোগাযোগ	৫০%	৪৫৮	৪৮	৪১০	পুষ্টি-সংবেদনশীল
এনএনএসবি ২- ঝুঁকি ভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন	৫০%	৬৯৪	৫০	৬৪৪	পুষ্টি-সংবেদনশীল
V.৩. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য সমৃদ্ধ তথ্য ও উপাত্ত		৯৮০	-	৯৮০	
V.৩.১. প্রমাণভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উন্নত তথ্য অবকাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রণয়ন		৯৮০	-	৯৮০	পুষ্টি-সহায়ক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর					
কৃষি বিপণন সম্পর্কিত গবেষণা ও নীতি বিশ্লেষণ করার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ	১০০%	৯৮০	-	৯৮০	পুষ্টি-সহায়ক
V.৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাঝে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা	২০০%	১৪,৪০০	৩০	১৪,৩৭০	পুষ্টি-সহায়ক
V.৪.১. স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (এসইউএন) উদ্যোগ ও খাদ্যের অধিকার সংহতকরণে ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্কসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্কের মাঝে বিদ্যমান জাতীয় সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ	৫০%	২৫০	১৫	২৩৫	পুষ্টি-সহায়ক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসসি ১- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল পুনর্গঠন ও কার্যকরকরণ (আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বহুখাত সমন্বয়) (ক. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল পুনর্গঠন এবং সকল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, খ. জাতীয় পরিবীক্ষণ ও নজরদারি উপকরণ সংশোধন, গ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন, ঘ. গবেষণা কার্যক্রম, নীতিমালা বিশ্লেষণ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি বিষয়ক সেমিনার ও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা, বৈশ্বিক ফোরামসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিলের জন্য সম্পদ সঞ্চালন)	৫০%	২৫০	১৫	২৩৫	
V.৪.২. নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সিআইপি-২ সমন্বয়ের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ		১৪,১৫০	১৫	১৪,১৩৫	পুষ্টি-সহায়ক
খাদ্য মন্ত্রণালয়					
মিটিং দা আন্ডার নিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ কর্মসূচি	১০০%	১৩,৯০০	-	১৩,৯০০	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়					
এনএনএসসি ১- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল পুনর্গঠন ও কার্যকরকরণ (আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বহুখাত সমন্বয়) (ক. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল পুনর্গঠন এবং সকল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, খ. জাতীয় পরিবীক্ষণ ও নজরদারি উপকরণ সংশোধন, গ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন, ঘ. গবেষণা কার্যক্রম, নীতিমালা বিশ্লেষন জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি বিষয়ক সেমিনার ও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা, বৈশ্বিক ফোরামসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিলের জন্য সম্পদ সঞ্চালন)	৫০%	২৫০	১৫	২৩৫	পুষ্টি-সহায়ক
V. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও ক্রস-কাটিং কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ মোট		৭০,৮৫৫	৫৬৫	৭০,২৯০	

পরিশিষ্ট-৬. সিআইপি-২ এর সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

সিআইপি পরিবীক্ষণের এপ্রোচ

প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও অপ্রত্যাশিত প্রভাবও এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুযোগসমূহ সৃষ্টি হয় :

- ফলাফলের মালিকানাস্বত্ত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সিআইপি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়;
- উন্নয়নের ফলাফল প্রদর্শন করে;
- প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করে;
- সম্পদ সঞ্চালনের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে।

২০১১ সালে বুসানে অনুষ্ঠিত অনুদান কার্যকারিতা সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের ফোরামে নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্ষমতার ভিত্তিতে সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনাও নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহৎ পরিসরের ব্যবস্থাপনা কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদর্শনযোগ্য উন্নয়ন ফলাফল অর্জন এবং কর্মদক্ষতা উন্নয়ন। উত্তম পরিকল্পনা ও তৎপরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং সম্পদ বরাদ্দের পরিকল্পনা সচেতনভাবে করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তথ্য সরবরাহ করাও সম্ভব হয় (চিত্র ৮)। সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোর বিপরীতে সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহের পর্যালোচনা করা হয়। বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লিখিত উপাত্তসমূহ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশীজন (বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ, ইত্যাদি) যে প্রতিক্রিয়া লাভ করে তার মাধ্যমে সিআইপি-২ এর উপাদান প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত কাঠামোর পাশাপাশি এবং বিনিয়োগ কর্মসূচির যেমন, সিআইপি-১ বা সিআইপি-২ কর্মসূচির প্রভাব নিরূপণের উপাদান সম্পর্কিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে, সিআইপি-২ এর পাঁচটি নির্বাচিত পুষ্টি-সংবেদনশীল উপ-কর্মসূচি বা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের 'কস্ট-বেনিফিট'-এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণের পরিকল্পনা করা হয়। এই লক্ষ্যে 'কসট্-বেনিফিট' বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এটি কোন একটি সুনির্দিষ্ট উপ-কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট মূল বিনিয়োগ কর্সূচির উদ্দেশ্য অর্জনের সম্ভাব্য প্রভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সিআইপি-২ এর ফলাফল উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এটি প্রথম পদক্ষেপ এবং এর মাধ্যমে পরবর্তী মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

চিত্র ৮. সিআইপি-২ এর জীবনচক্র

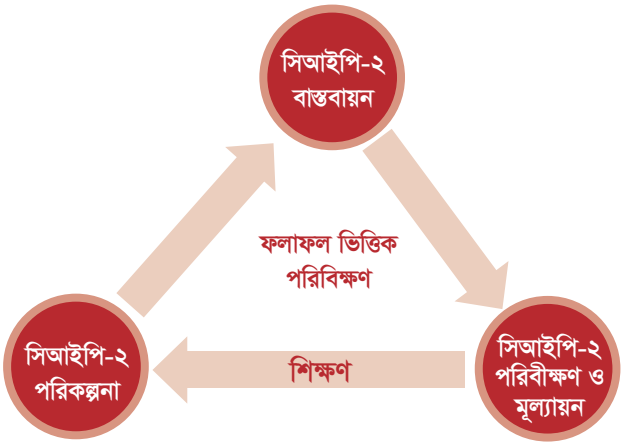

সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে যে মূল প্রশ্নমালার ওপর সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে, সেগুলো হচ্ছে :

- অগ্রাধিকার বিনিয়োগের ক্ষেত্র কি এখনও প্রাসঙ্গিক?
- সিআইপি-২ এর কর্মসূচি ও উপ-কর্মসূচিসমূহ জাতীয় খাদ্য নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অবদান রাখছে কি?
- পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ সঞ্চালন করা হয়েছে কি?
- সরবরাহকৃত উপকরণসমূহ কর্মসূচির অর্জন নিশ্চিত করতে চলমান রাখা প্রাসঙ্গিক কি?
- অর্থায়নের ঘাটতিগুলো কি কি?
- সিআইপি-২ এর কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন?
- গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা, ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ কি কি?

উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর জানার জন্য, সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে তিনটি মূল মাত্রার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে:

১. প্রত্যাশিত ফলাফল অভিমুখে অগ্রগতি
২. প্রত্যাশিত অর্জন অভিমুখে অগ্রগতি
৩. সিআইপি বিনিয়োগ প্রকল্পের কর্মদক্ষতা (আর্থিক মূল্যায়ন) এবং সিআইপি-২ এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়নের (ইনপুট) ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি।

পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সিআইপি-২ বিনিয়োগ প্রকল্প প্রত্যাশিত ফলাফল ও অর্জন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবদান বিশ্লেষণে গুরুত্ব দান করা হয়। সিআইপি-২ ফলাফল কাঠামোতে প্রদত্ত প্রক্সি সূচকের মাধ্যমে উল্লিখিত অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। ফলাফল শৃঙ্খলের ইনপুট পর্যায় থেকে সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ আরম্ভ করা হয় (চিত্র ৯)।

চিত্র ৯ : সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ

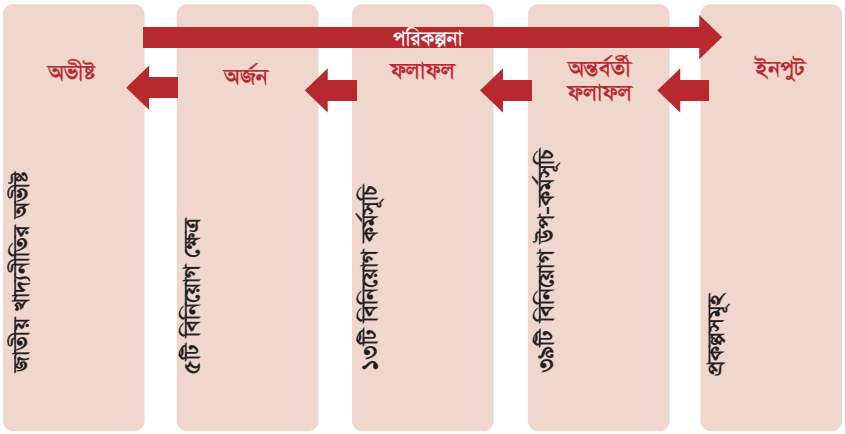

সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা

সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে পদ্ধতিগতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক নির্দেশিকা (সারণি-ক.৬.১)। কি কি বিষয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়ন করতে হবে; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কে দায়িত্বপ্রাপ্ত; কখন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে; এবং কিভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে ইত্যাদি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সারণি-ক ৬. ১ : সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা

সিআইপি-২ ফলাফল	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম	আলোকপাত	দায়িত্ব	সময়
প্রত্যাশিত ফলাফল ও অর্জন	সিআইপি-২ (এবং পরবর্তীতে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা)-এর বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন : সিআইপি-২ ফলাফল ও অর্জন পরিবীক্ষণ	• সিআইপি-২ এর প্রত্যাশিত ফলাফল অভিমুখী অগ্রগতি, যা ফলাফল কাঠামোর অভীষ্টের % হিসেবে পরিমাপ করা হয়ে থাকে • সিআইপি-২ এর কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল, যা ফলাফল কাঠামোর ভিত্তি সূচকে তারতম্যের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	• খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের কারিগরি সহায়তায় বিষয়ভিত্তিক দল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের এই অংশটি প্রস্তুত করে। • জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি এবং এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন হওয়ার পরে এগুলো এবং সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ সমন্বিত করা হবে।	সিআইপি-২ (এবং পরবর্তীতে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কর্মপরিকল্পনা) এর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়।

সিআইপি-২ ফলাফল	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম	আলোকপাত	দায়িত্ব	সময়
ইনপুট	সিআইপি-২ বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন : সিআইপি-২ বিনিয়োগ প্রকল্প বাজেট বাস্তবায়ন	• উন্নয়ন অংশীদারবৃন্দের তহবিল ছাড়সহ সিআইপি-২ এর বিনিয়োগ প্রকল্পের বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন • সিআইপি-২ এর আওতায় নতুন প্রকল্প চালু	• বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ কর্তৃক ব্যয়িত তহবিলের বিস্তারিত তথ্যসহ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ আর্থিক বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে • পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ নতুন প্রকল্প অনুমোদন সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে। • খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির উপযোগী তথ্য সন্নিবেশন করে।	
	সিআইপি-২ বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: সিআইপি-২ সরকারি বরাদ্দ ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতি	• সিআইপি-২ এ সরকারি বরাদ্দ • উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতি	• পরিকল্পনা কমিশন এডিপি বইয়ে সরকারি বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে • অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে • পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের এই অংশটি খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট প্রস্তুত করে।	
	সিআইপি-২ বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: সিআইপি-২ সরকারি বরাদ্দ ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতি	• বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত কর্মসূচি • উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা প্রণীত ও অর্থায়নকৃত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ	• অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উল্লিখিত তথ্যসমূহ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটকে প্রদান করে • উল্লিখিত তথ্যসমূহের পরিপূরক হিসেবে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ এবং রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্ব কাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে	
প্রত্যাশিত ফলাফল, অর্জন ও ইনপুট	সিআইপি-২ বার্ষিক পর্যালোচনা সভা	• সিআইপি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলাফল, শিক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই করার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করতে এবং সিআইপি-২ এর অর্থায়ন গতিশীল করতে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা আয়োজন করা হয়	• বিষয়ভিত্তিক দল, বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ, খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি, জাতীয় কমিটি পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় • উল্লিখিত সভাসমূহে উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি কর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।	
প্রত্যাশিত ফলাফল ও অর্জন	সিআইপি-২ কর্মসূচিসমূহের মধ্যবর্তী পর্যালোচনা	• সিআইপি-২ এর কর্মসূচিসমূহের ফলাফলের কতোটা অর্জিত হয়েছে এবং কৌশল ও বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করার জন্য স্বতন্ত্র পর্যালোচনা ও তাৎক্ষণিক জরিপ	• জাতীয় কমিটি উল্লিখিত পর্যালোচনার আয়োজন করে। অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গুরুত্ব নির্ধারণ, বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং উল্লিখিত পর্যালোচনা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। • স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী পর্যালোচনা আয়োজনের ক্ষেত্রে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট জাতীয় কমিটিকে খাতওয়ারি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনে সহায়তা প্রদান করে।	সিআইপি-২ বাস্তবায়নের তৃতীয় বর্ষে উল্লিখিত পর্যালোচনাসমূহ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সিআইপি-২ পরিবীক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

সামগ্রিক ফলাফল ও অর্জনের পর্যায়ে সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও প্রণীতব্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির পরিবীক্ষণের সাথে সমন্বিত। উল্লিখিত পরিবীক্ষণ কাঠামো খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির নেতৃত্বে বিষয়ভিত্তিক দল, বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ, খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ ও জাতীয় কমিটির সমন্বয়ে গঠিত এবং উক্ত সকল আয়োজনে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)

মন্ত্রিপরিষদ পর্যায়ে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের মন্ত্রী ও সচিবগণ অন্তর্ভূক্ত থাকেন : অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবৃন্দ এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ অন্তর্ভূক্ত থাকেন। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান করে এবং আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি স্থাপন করে। এটি জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সার্বিক নেতৃত্ব প্রদান করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি সম্পর্কিত কৌশলগত দলিল প্রণয়নের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। এটির সিদ্ধান্ত একই মাত্রায় সারাবছর ব্যাপি এফপিএমইউ এর বিশ্লেষণধর্মী পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ওপরও নির্ভর করে।

জাতীয় কমিটি

জাতীয় কমিটিতেও সভাপতি হিসেবে থাকেন খাদ্যমন্ত্রী, যা অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিবগণের সমন্বয়ে গঠিত; পরিকল্পনা কমিশন (সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, কৃষি, পানিসম্পদ ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান বিভাগ) থেকে সদস্যগণও অন্তর্ভুক্ত থাকেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি, ইউএস-এইডের মিশন প্রধান, বাংলাদেশে এফএও'র প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের মহাপরিচালক, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের চিফ অফ পার্টি এতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকেন। জাতীয় কমিটি সিআইপি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ তত্ত্বাবধান করে।

খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ

খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন খাদ্য সচিব এবং এতে পরিকল্পনা কমিশন (সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ ও কৃষি, পানিসম্পদ ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান বিভাগ), অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভূক্ত থাকেন। এই কমিটি সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালনকারী বিষয়ভিত্তিক দলের (সারণি-ক.৬.২ দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে কারিগরি ও পরিচালনগত সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সারণি-ক.৬.২ : বিষয়ভিত্তিক দলের গঠন কাঠামো

		মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর
বিষয়ভিত্তিক দল ক : বহুমুখী ও টেকসই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক	১	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	২	কৃষি মন্ত্রণালয়
	৩	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
	৪	শিল্প মন্ত্রণালয়
	৫	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
	৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
	৭	মৎস্য অধিদপ্তর
	৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
	৯	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্টিজ কর্পোরেশন
	১০	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	১১	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	১২	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
বিষয়ভিত্তিক দল খ : কার্যকর ও পুষ্টি-সংবেদনশীল সংগ্রহোত্তর রূপান্তর ও মূল্য সংযোজন বিষয়ক	১৩	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	১৪	শিল্প মন্ত্রণালয়
	১৫	কৃষি মন্ত্রণালয়
	১৬	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
	১৭	বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
	১৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	১৯	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	২০	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
	২১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
	২২	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	২৩	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	২৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়
বিষয়ভিত্তিক দল গ : খাদ্যাভাস, ভোগ ও পুষ্টি বৈচিত্র্য বিষয়ক	২৫	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	২৬	খাদ্য মন্ত্রণালয়
	২৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	২৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	২৯	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	৩০	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	৩১	সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	৩২	বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
	৩৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
	৩৪	জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
	৩৫	খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	৩৬	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৩৭	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
বিষয়ভিত্তিক দল ঘ : সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীতে উন্নত অভিগম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা	৩৮	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৩৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৪০	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	৪১	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	৪২	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	৪৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
	৪৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	৪৫	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	৪৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	৪৭	সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ
	৪৮	খাদ্য অধিদপ্তর
	৪৯	বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
	৫০	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়

		মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর
বিষয়ভিত্তিক দল ৬ : পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষি ব্যবস্থা ওকৌশলের ক্রস-কাটিং	৫১	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৫২	সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
	৫৩	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	৫৪	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	৫৫	বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
	৫৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	৫৭	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
	৫৮	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
	৫৯	বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড
	৬০	জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট
	৬১	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
	৬২	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৬৩	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	৬৪	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও পরিচালন সহযোগিতা প্রদান করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচিবালয়ের ভূমিকা পালন করে। সিআইপি-২ এর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের সাথে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট কর্তৃক ১৩টি মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আটটি কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে সরকারের প্রতিটি সংশ্লিষ্ট খাতের ফোকাল পয়েন্ট সম্পৃক্ত রয়েছেন (সারণি-ক.৬.৩ দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটকে সিআইপি-২ প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

সারণি-ক.৬.৩. কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহের গঠন

কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ	সদস্যবৃন্দ
টেকসই ও বহুমুখী কৃষি	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য লভ্যতা), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা ৪. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা ৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ৬. প্রতিনিধি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা ৭. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৮. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ৯. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : গবেষণা কর্মকর্তা, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য লভ্যতা), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা ৪. প্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা ৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার ৬. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৭. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ৮. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : গবেষণা কর্মকর্তা, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
কৃষি উপকরণ ও পানিসম্পদ	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য লভ্যতা), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ৪. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা ৫. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৬. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ৭. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাজার ও মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়নে অভিগম্যতা	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য অভিগম্যতা), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এমওএলজিআরডিসি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, আরডিসিডি, এমওএলজিআরডিসি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৪. প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা ৫. প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা ৬. প্রতিনিধি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা ৭. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৮. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ৯. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ	সদস্যবৃন্দ
সিআইপি মূল ব্যয় নির্ধারণ ও তথ্য ব্যবস্থা	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও সমন্বয়), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন ৪. প্রতিনিধি, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয় ৫. প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা ৬. প্রতিনিধি, বিবিএস, ঢাকা ৭. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৮. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ৯. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
অরক্ষণীয়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য অভিগম্যতা), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৪. প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা ৫. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৬. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ৭. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
পুষ্টি-সংবেদনশীল কর্মসূচি	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য ব্যবহার ও পুষ্টি), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ৩. প্রতিনিধি, বিএআরসি, ঢাকা ৪. প্রতিনিধি, বিআইআরটিএএন, ঢাকা ৫. প্রতিনিধি, আইপিএইচএন, ঢাকা ৬. প্রতিনিধি, ডিএলএস, ঢাকা ৭. প্রতিনিধি, এনএনসি, ঢাকা ৮. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৯. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ১০. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য সুরক্ষা ও মান উন্নয়ন	আহ্বায়ক : মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১. গবেষণা পরিচালক (খাদ্য লভ্যতা), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এমওএলজিআরডিসি, বাংলাদেশ সচিবালয় ৩. প্রতিনিধি, বিএফএসএ ৪. প্রতিনিধি, বিএসটিআই ৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড, ঢাকা ৬. প্রতিনিধি, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ৭. প্রতিনিধি, আইপিএইচএন, ঢাকা ৮. মুখ্য কারিগরি উপদেষ্টা, এমইউসিএইচ, এফএও ৯. জাতীয় বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও ১০. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, এমইউসিএইচ, এফএও সদস্য-সচিব : সহযোগী গবেষণা পরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পরিশেষে, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ সিআইপি বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আলোচনার স্থান হচ্ছে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ। জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও কর্মসূচিসমূহ কার্যকর ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ।

সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করার কতিপয় পূর্বশর্ত রয়েছে :

- পর্যাপ্ত সম্পদ : কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মানবসম্পদ ও আর্থিক সম্পদ। সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক দল, কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ ও খাদ্য পরিকল্পনা ওয়ার্কিং গ্রুপের অবশ্যই কারিগরি ও পরিচালন দক্ষতা থাকতে হবে এবং পরিবীক্ষণে এর ভূমিকার অনুকূলে উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন থাকতে হবে। বিশেষ করে মন্ত্রণালয়ের যে সকল কর্মকর্তা দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নীতি সম্পর্কিত কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তাদের কাছে সিআইপি প্রক্রিয়ায় কাজ নিয়মিত দায়িত্বের বাইরে মনে হতে পারে। এ ধরনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিত করতে উপ-কর্মসূচি ও.৩.২ এ সম্পদ সঞ্চালনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে। সিআইপি-২ এর মধ্যবর্তী পর্যালোচনা সম্পাদনের জন্যেও সম্পদ সঞ্চালন প্রয়োজন হবে।

- অংশীজন সম্পৃক্তকরণ : সিআইপি-২ এর মেয়াদকালে বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণ মালিকানাবোধ, শিক্ষণ ও ফলাফলের টেকসহিত্ব নিশ্চিত করে। পরিকল্পিত ফলাফল ও বিনিয়োগ উদ্যোগ যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে কি না তা যাচাই করার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে অংশীজন। পরিবীক্ষণে তাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমন্বয়, অংশগ্রহণ, অর্থায়নের ঘাটতি নিরসনের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চালনের জন্য কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে।

- সমন্বয় : সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ দায়িত্ব, এ কারণে যথার্থ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। এই ক্ষেত্রে উপ-কর্মসূচি ও.৩.১ এ বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি কাঠামো, ক্লাস্টার ও নেটওয়ার্ক এর মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। এটি অভিন্ন ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে কর্মরত অংশীদারবৃন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় নিশ্চিত করে। কৌশলগত গুরুত্ব ও সীমিত সম্পদের ব্যবহার; মূল অংশীজনের মধ্যে বর্ধিত যৌথশক্তি ও সমন্বয়; জবাবদিহিতা ও অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ; উদ্যোগের দ্বৈততা পরিহার; এবং ঘাটতি চিহ্নিত করে। বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় অংশীদারিত্ব প্রসারিত করে এবং জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

সিআইপি-২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বাস্তবায়নে সুযোগসমূহ

- সিআইপি বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য নির্দেশনা : সিআইপি পরিবীক্ষণ সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণের ভিত্তি নির্মাণ করেছে এবং জাতীয় কমিটি কোন কিছু পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তার সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করে। স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী কর্মসূচি পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি, কৌশল ও নীতিমালা উন্নয়নের জন্য সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। অন্যদিকে মূল্যায়নের মাধ্যমে সিআইপি-২ এর কর্মসূচি ও বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে যথাসময়ে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়, কারণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি ও বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করা হয়।

- পুষ্টি-সংবেদনশীল সূচক প্রণয়ন : সিআইপি-২ এর ফলাফল কাঠামোতে দেখানো হয়েছে যে, পুষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাব প্রতিফলনকারী সূচকে দেখা যায় যে এগুলো বিক্ষিপ্ত, যেমন কৃষি, যে কোন দেশের পুষ্টি বিষয়ে যার সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে- কারণ কর্মসূচির নকশায় পুষ্টি বিষয়টি কদাচিৎ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সিআইপি-২ এর পরিবীক্ষণ ও সূচক যেহেতু চূড়ান্ত করা হয়েছে, ফলে উদ্দেশ্যের মধ্যে পুষ্টি বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নীতি প্রণেতাদের সংবেদনশীল করার সুযোগটি গ্রহণ করা উচিত যাতে তারা উক্ত উদ্দেশ্য অনুযায়ী সূচক নির্ধারণ করেন।

পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়াধীন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএইড) ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রিশন চ্যালেঞ্জ কর্মসূচির কারিগরি সহযোগিতায় প্রণয়ন করা হয়েছে।

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Food and Agriculture Organization of the United Nations

ISBN 978-984-34-4961-0